উইন্ডমিলস অভ দ্য গডস

সিডনি শেলডন

রূপান্তর • অনীশ দাস অপু





মেরি অ্যাশলি। দুই সন্তানের জননী এক তরুণী, বুদ্ধিমতী নারী। তাকে লৌহ যবনিকার একটি দেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হল। কিন্তু পেশাগত দায়িত্ব পালনের আগেই অদৃশ্য এবং ভয়ংকর একদল শত্রুর টার্গেটে পরিণত হল অ্যাশলি। তারা তাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

হোয়াইট হাউজ থেকে রোমান্টিক প্যারিস, রোম থেকে ছায়াময়, অশুভ বুদাপেস্ট, ঘটতে শুরু করল ঘটনা।

দু'জন পুরুষ এগিয়ে এল অ্যাশলিকে সাহায্য করতে মাইক শ্লেড, অ্যাশলির মিশনের ডেপুটি চিফ এবং সজ্জন এক ফরাসী ডাক্তার, লুই দেসফোর্জেস। তবে অ্যাশলি শীঘ্রই জানতে পারল এদের একজন ওকে হত্যা করতে চাইছে...

প্রচ্ছদ প্রণব এম

সিডনি শেলডনের ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

উইন্ডমিলস অভ দ্য গডস

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল ০১১৯৬ ০৪৭৮৯২

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩১/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য ৪০০.০০ টাকা

WINDMILS OF THE GODS
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossen, Anindya Prokash
30/1 Ka Hemandra Das Road Dhaka-1100
Phone 712 44 03, 01711664970
email anindyaprokash@yahoo.com

First Published : February 2009
Second Print February 2011

Price : Taka 400.00
US $ 10.00

ISBN 978-984-414-064-1

উৎসর্গ

ফেরদৌস আলম মজুমদার
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ফ্রন্টলাইন কমিউনিকেশন্স লিমিটেড

আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ। কথাটা সম্ভবত
তিনি জানেন না। আজ জানলেন আমি তাঁকে
কতটা কাছের মানুষ মনে করি।

পূর্বাভাস
পারহো, ফিনল্যান্ড

হেলসিঙ্কি থেকে ২০০ মাইল দূরে জঙ্গলাকীর্ণ প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি ওয়েদারপ্রুফড আরামদায়ক কেবিনে অনুষ্ঠিত হলো বৈঠক। ওয়েস্টার্ন ব্রাঞ্চ অভ দ্য কমিটির সদস্যরা অনিয়মিত বিরতিতে সতর্কতার সঙ্গে হাজির হয়েছেন মিটিঙে। তাঁরা এসেছেন আটটি ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে। তাঁদের আসার ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন ভালোটিওনিউভোস্টো বা ফিনিশ কাউন্সিল অভ স্টেটের একজন সিনিয়র মন্ত্রী। আমন্ত্রিত অতিথিদের পাসপোর্টে কোনও এন্ট্রির প্রয়োজন হয়নি। তাঁরা হাজির হবার পরে সশস্ত্র গার্ডরা তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে কেবিনে। শেষ ভিজিটর আসার পরে বন্ধ হয়ে গেল কেবিনের দরজা। জানুয়ারির প্রবল শীতল হাওয়া উপেক্ষা করে গার্ডরা পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল যাতে কোনও অনুপ্রবেশকারী এখানে নাক গলাতে না পারে।

আয়তাকার, প্রকাণ্ড একটি টেবিল ঘিরে বসলেন বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী সদস্যবৃন্দ। এঁরা নিজ নিজ দেশের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁরা একে অন্যের পরিচিত এবং নিজেদের প্রয়োজনেই পরস্পরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন গোপন এ মিটিঙের বিষয়ে। বাড়তি নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেকের রয়েছে একটি কোড নেম।

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হলো বৈঠক। উত্তপ্ত হয়ে উঠল আলোচনা।

অবশেষে চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত নিলেন এবারে ভোটগ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দৈর্ঘ্যে বেশ লম্বা চেয়ারম্যান, ডানপাশে বসা মানুষটির দিকে ফিরলেন।

'সিগুর্ড?'

'ইয়েস।'

'ওডিন?'

'ইয়েস।'

'বল্ডার?'

'আমরা বড্ড তড়িৎগতিতে এগোচ্ছি। বিষয়টি যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে আমাদের সবারই জীবন–'

'হ্যাঁ অথবা না, প্লিজ?'

'না...'

'ফ্রেয়ার?'

'হ্যাঁ।'

'সিগমুন্ড?'

'নাইন। বিপদটা–'

'থর?'

'হ্যাঁ।'

'টাইর?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ভোট দিচ্ছি হ্যাঁ। পাস হয়ে গেছে রেজোলিউশন। আমি কন্ট্রোলারকে খবরটা জানাব। আমাদের পরবর্তী বৈঠকে এ মিশন নিয়ে কাজ করতে পারবে এরকম অত্যন্ত দক্ষ একজন লোক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কন্ট্রোলারকে অনুমোদনের কথা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। আমরা ইউজুয়াল প্রি-কশন পর্যবেক্ষণ করব এবং কুড়ি মিনিটের একটি বিরতি নেব। থ্যাংক ইউ, জেন্টলমেন।'

দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে খালি হয়ে গেল কেবিন। একদল এক্সপার্ট ক্রু কেরোসিনের গ্যালন নিয়ে এসে কেবিনের চারপাশে ছিটিয়ে দিল তরল পদার্থটা। তারপর আগুন ধরিয়ে দিল। ক্ষুধার্ত বাতাস জিভ দিয়ে লেহন করতে লাগল লাল অগ্নিশিখা।

পারহো থেকে পালোকুন্টা বা ফায়ার ব্রিগেড যখন অকুস্থলে হাজির হলো ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কেবিন। শুধু ধিকিধিকি কয়লা জ্বলছে আর বরফ থেকে হিসহিস শব্দ উঠছে।

ফায়ার চিফের সহকারী ছাইয়ের গাদার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। গন্ধ শুঁকল। 'কেরোসিন,' মন্তব্য করল সে। 'আরসন।'

ফায়ার চিফ হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে আছে ধ্বংসস্তূপের দিকে।

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!' বিড়বিড় করল সে। 'গত হপ্তায়ও আমি এ জঙ্গলে শিকার করেছি। তখনও এদিকে কোনও কেবিন চোখে পড়েনি আমার।'

প্রথম খণ্ড

এক
ওয়াশিংটন ডিসি

স্টানটন রজার্সের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তিনি একজন ক্যারিশম্যাটিক রাজনীতিবিদ, জনগণ তাঁকে খুবই পছন্দ করে, তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন প্রভাবশালী কয়েকজন বন্ধু। তবে প্রবল নারী-আসক্তি তাঁর ক্যারিয়ারের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

এমন নয় যে স্টানটন রজার্স নিজেকে ক্যাসানোভা বলে দাবি বা কল্পনা করেন। বেডরুম বিষয়ক গুজব বাদ দিলে তাঁকে বরং মডেল একজন স্বামী হিসেবে সহজেই অভিহিত করা চলে। তিনি সুদর্শন, ধনবান, তিনি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষে পরিণত হতে চলেছেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণার বহুল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় বিয়ের কথা কল্পনাও করতেন না।

স্টানটন রজার্সের স্ত্রী এলিজাবেথ ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, সামাজিক প্রকৃতির একজন নারী। দুজনের রুচিবোধেও ছিল অপূর্ব মিল। ওদিকে প্রেমিকা বারবারা রজার্সের চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের বড়। রজার্স বারবারার প্রেমে পড়ে তাঁকে বিয়ে করেন এলিজাবেথের সঙ্গে ডিভোর্সের পরে। বারবারা দেখতে মন্দ নন বরং আকর্ষণীয়াই বলা যায় তাঁকে, স্টানটনের সঙ্গে তার কোনোকিছুতেই মিল নেই। স্টানটন অ্যাথলেটিক শরীরের অধিকারী, বারবারা ব্যায়াম-ট্যায়াম একদমই পছন্দ করেন না। স্টানটন আড্ডাবাজ, বারবারা স্বামীর সঙ্গেই শুধু সময় কাটাতে পছন্দ করেন। তবে মানুষজনকে যে-বিষয়টি সবচেয়ে আশ্চর্য করে তোলে তা হলো দুজনের রাজনৈতিক মতপার্থক্য। স্টানটন লিবারেল, বারবারা বড় হয়েছেন কঠোর কনজারভেটিভ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পরিবারে।

স্টানটনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পল এলিসন একবার বলেছিলেন, 'পারফেক্ট ম্যারিড কাপল হিসেবে গিনেস বুক অভ রেকর্ডসে তোমাদের নাম ওঠা উচিত। স্রেফ জৈবিক সুখের জন্য তুমি এটাকে বিসর্জন দিতে পারো না।'

স্টানটন রজার্স শক্ত গলায় বলেছেন, 'ছাড়ো তো, পল। আমি বারবারাকে ভালোবাসি। ডিভোর্স পেয়ে গেলেই আমরা বিয়ে করছি।'

'তোমার ক্যারিয়ারের কী দশা হবে সে ভাবনা আছে মাথায়?'

'এদেশের অর্ধেক বিয়ের সমাপ্তি ঘটে ডিভোর্সের মাধ্যমে। কাজেই কিছুই হবে না,' জবাব দিয়েছেন স্টানটন রজার্স।

তবে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। বারবারার সঙ্গে স্টানটন রজার্সের পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে মিডিয়া এমন মেতে উঠল যে বিষয়টি রীতিমতো কেলেঙ্কারির পর্যায়ে চলে গেল। কাগজে স্টানটনের মধ্যরাতের অভিসারের খবর এবং মধুকুঞ্জের ছবি ছাপা হলো। পত্রিকাঅলারা বিষয়টি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, রস মাখিয়ে নানানভাবে পরিবেশন করতে লাগল। উন্মাদনার যখন সমাপ্তি ঘটল, ততদিনে স্টানটন রজার্সের পৃষ্ঠপোষক প্রভাবশালী বন্ধুরা তাঁকে ত্যাগ করেছেন। স্টানটনের প্রেসিডেন্ট হবার সম্ভাবনা পৌঁছেছে শূন্যের কোঠায়। বন্ধুরা নতুন একজন সাদা নাইটকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খুঁজে পেলেন পল এলিসন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে এলিসন পছন্দ হিসেবে ফেলনা ছিলেন না। স্টানটন রজার্সের মতো সুদর্শন কিংবা ক্যারিশমা না থাকলেও তাঁর ঘটে ছিল যথেষ্ট বুদ্ধি, তাঁকেও লোকে পছন্দ করত এবং তাঁর পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডও চমৎকার। লম্বায় তিনি খাটোই বলা যায়; একহারা গড়ন, ঝকঝকে নীল চোখ। এক স্টিল ম্যাগনেটের মেয়েকে বিয়ে করে দশ বছর ধরে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করে চলেছেন এলিসন। এলিসন এবং তাঁকে সবাই জানে সুখী দম্পতি হিসেবে।

স্টানটন রজার্সের মতো পল এলিসনও ইয়েলে পড়াশোনা করেছেন, গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি নিয়েছেন হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে। ওরা দুজনে একই সময়ে গড়ে ওঠা মানুষ। দু'পরিবারেরই সাউদাম্পটনে সামার হোম আছে। ওখানে দুই বন্ধু একত্রে সাঁতার কাটতেন, গড়ে তুলেছিলেন বেসবল টিম। হার্ভার্ডে দুজনে একই ক্লাসে পড়তেন। পল এলিসন ছাত্র হিসেবে বেশ ভালো ছিলেন। তবে 'তারকা ছাত্র'র জায়গাটি স্টানটন রজার্সের দখলে ছিল। হার্ভার্ড রিভিউ'র সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে বন্ধু পলকে সহকারী সম্পাদকের পদে নিয়োগ করেন। স্টানটন রজার্সের বাবা ওয়াল স্ট্রিটের একটি খ্যাতনামা ল ফার্মের মালিক ছিলেন। ওখানে তিনটি গ্রীষ্মে কাজ করেছেন স্টানটন, পলকেও সঙ্গী হিসেবে নিয়েছেন। ল স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার পরে স্টানটন রজার্সের রাজনৈতিক তারাটি আলো ছড়াতে শুরু করে, আর ধূমকেতুর লেজ হিসেবে সঙ্গে ছিলেন পল।

তবে ডিভোর্স পাশার ছক বদলে দেয়। এখন পল এলিসনের উপাঙ্গে পরিণত হয়েছেন স্টানটন রজার্স। পাহাড় বেয়ে চুড়োয় উঠতে লেগে গেল পনেরো বছর। এলিসন সিনেটের একটি ইলেকশনে হেরে গেলেন তবে জিতলেন পরেরটিতে। পরবর্তী কয়েক বছরে তিনি প্রখ্যাত ল-মেকারে পরিণত হলেন। তিনি সরকারের আবর্জনা এবং ওয়াশিংটন বুরোক্রেসির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। হয়ে উঠলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন নেতা, আন্তর্জাতিক আঁতাতে বিশ্বাসী। তাঁকে প্রেসিডেন্ট রি-ইলেকশনে নমিনেশন স্পিচের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনল। চার বছর পরে পল এলিসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলেন। তিনি প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টটি দিলেন স্টানটন রজার্সকে,

প্রেসিডেন্সিয়াল ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজর হিসেবে।

মার্শাল ম্যাকলুহান বলেছিলেন, টেলিভিশন গোটা বিশ্বকে একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিয়াল্লিশতম প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচারিত হলো ১৯০টিরও বেশি দেশে।

ওয়াশিংটন ডিসিতে খবরের কাগজের লোকদের আড্ডার প্রিয় একটি জায়গা ব্ল্যাক রুস্টার। সেখানে বার-এ রাখা বড় টিভি পর্দায় আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ভাষণ দেখছিল ওয়াশিংটন পোস্ট-এর ডাকসাইটে পলিটিকাল রিপোর্টার বেন কোহন তার চার কলিগকে নিয়ে।

'হারামজাদার জন্য আমি পঞ্চাশ ডলার খুইয়েছি,' নালিশের সুরে বলল এক সাংবাদিক।

'তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম এলিসনের বিরুদ্ধে বাজি ধরতে যেয়ো না,' ভর্ৎসনার সুরে বলল বেন কোহন। 'এ লোকের মধ্যে জাদু আছে, খোকা।'

পেনসিলভানিয়া এভিন্যুর ভিড়ের ওপর ফোকাস করল ক্যামেরা। জানুয়ারির তীব্র শীত ঠেকাতে সবাই ওভারকোটের আড়ালে আশ্রয় নিয়েও জবুথবু হয়ে আছে। ঘরের চারপাশে সাজানো লাউডস্পিকার গমগমে শব্দে ছড়িয়ে দিচ্ছে বক্তার বক্তৃতা। আমেরিকার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি জেসন মার্শাল শপথ বাক্য পাঠ শেষ করলেন। নতুন প্রেসিডেন্ট হাত নেড়ে মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'ঠাণ্ডায় আধমরা গবেটগুলোকে দ্যাখো,' মন্তব্য করল বেন কোহন। 'ওরা আর সবার মতো বাড়ি গিয়ে টিভিতে আরাম করে বক্তৃতা দেখছে না কেন জানো?'

'কেন?'

'কারণ একজন মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করছে। একদিন এই লোকগুলো তাদের ছেলেমেয়ে এবং নাতিনাতনিদেরকে বলতে পারবে পল এলিসনকে মুখোমুখি শপথ নিতে দেখেছে তারা। তিলকে তাল বানাবে, আমি প্রেসিডেন্টের এত কাছে ছিলাম যে হাত বাড়ালেই তাকে ছুঁতে পারতাম...'

'তুমি সিনিকদের মতো কথা বলছ, বেন।'

'এবং এ নিয়ে আমার কোনও লজ্জাও নেই। পৃথিবীর সব রাজনীতিবিদেরই জন্ম একই গোয়ালঘর থেকে। আমাদের নতুন প্রেসিডেন্ট একজন লিবারেল এবং আইডিয়ালিস্ট। আর এ ব্যাপারটা যে-কোনও বুদ্ধিমান মানুষের রাতের ঘুম হারাম করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আমার কাছে লিবারেল মানে যার পাছা কটন উলের সঙ্গে শক্তভাবে আটকে থাকে।'

বেন কোহন নিজেকে সিনিক বলে দাবি করলেও আসলে সে অতটা উন্নাসিক নয়। সে শুরু থেকে পল এলিসনের ক্যারিয়ার কভার করে আসছে। শুরুর দিকে পলের প্রতি বেন-এর তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পল যখন রাজনীতির মই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, তাঁর ব্যাপারে ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হলো বেন। এই রাজনীতিবিদ 'ইয়েস ম্যান' নন। ইনি উইলো বনে ওকবৃক্ষ।

হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো আকাশ। বরফ শীতলধারা নিয়ে ঝরতে লাগল বৃষ্টি। বেন কোহন মনে মনে বলল আশা করি সামনে যে চারটা বছর আছে সেই দিনগুলোর জন্য এই বৃষ্টি কোনও অশুভ সংকেত নিয়ে ঝরছে না। সে টিভিসেটে মনোযোগ ফেরাল।

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন আমেরিকান জনগণের হাত দিয়ে জ্বালানো একটি মশাল যা প্রতি চার বছর অন্তর হস্তান্তরিত হয়ে চলেছে। যে মশালটি আমার হাতে আস্থার সঙ্গে তুলে দেয়া হয়েছে সেটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। এটি এতটাই শক্তিশালী যা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে, আবার আলোক-সংকেত হয়ে আমাদের বিশ্বের বাকি সবার জন্য ভবিষ্যতের আলো জ্বালিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে। বাছাই করার দায়িত্ব আমাদের। আজ আমি শুধু আমাদের মিত্রপক্ষদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছি না, সোভিয়েত ক্যাম্পের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যেও বলছি। আমি তাদেরকে বলতে চাই, একুশ শতকে পা রাখার প্রস্তুতি নিয়েছি সবাই, এখন আর বিবাদ কিংবা সংঘাতের কোনও অবকাশ নেই। আমাদের 'একক বিশ্ব'র স্বপ্ন বাস্তবায়নের উপযুক্ত সময় এটা। অন্য ধরনের কোনও চিন্তাভাবনা শুধুই বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে যা থেকে কোনও দেশেরই রেহাই মিলবে না। আমাদের এবং লৌহযবনিকার অনুসারী দেশগুলোর মধ্যেকার বিশাল শূন্যতা সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন। আমাদের প্রশাসনের প্রথম কাজ হবে এই শূন্যতা দূর করার জন্য দুদেশের মধ্যে সুদৃঢ় সেতু স্থাপন।'

অত্যন্ত আন্তরিক সুরে বক্তৃতা করলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। উনি যা বলেছেন মনেপ্রাণেও তাই বিশ্বাস করেন, ভাবল বেন। *আশা করি কেউ এই মানুষটাকে হত্যার চেষ্টা করবে না।*

কানসাস-এর জাংশন সিটি তুষারে এমন ঢেকে গেছে, হাইওয়ে সিক্স-পুরোটাই ডুবে গেছে বরফের চাদরে। মেরী অ্যাশলি তার পুরোনো স্টেশন ওয়াগনটি রাস্তার মাঝখান দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে চালাচ্ছে। এদিকটা স্নোপ্লাউ চালিয়ে গাড়ি চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়েছে কোনোমতে। ঝড়ের কারণে ক্লাসে যেতে দেরি হয়ে গেছে মেরীর। সে একটা কলেজে পড়ায়। ধীরগতিতে গাড়ি চালাচ্ছে মেরী যাতে স্কিড না করে বসে।

গাড়ির রেডিওতে শোনা যাচ্ছে প্রেসিডেন্টের ভাষণ ...সরকারি চাকুরেসহ প্রাইভেট সেক্টরের মানুষজনেরও ধারণা আমরা সেতুর বদলে পরিখা তৈরি করছি বেশি।

আমার জবাব হলো আমাদের নিজেদেরকে অথবা আমাদের সন্তানদের আর বৈশ্বিক সংঘাত এবং পারমাণবিক যুদ্ধের ভবিষ্যৎ হুমকির দিকে ঠেলে দেব না।'

মেরী অ্যাশলি ভাবল *আমি এই মানুষটিকে ভোট দিয়ে ভালো একটি কাজ করেছি। পল এলিসন প্রেসিডেন্ট হিসেবে খুব ভালো হবেন।*

হুইলে ওর মুঠো শক্ত হয়ে চেপে বসল। চোখ অন্ধ করে দেয়ার মতো সাদা তুষার উড়িয়ে নিয়ে আসছে বাতাস।

সেন্ট কুয়াক্সের আকাশে উষ্ণমণ্ডলীয় সূর্য তাপ বিলাচ্ছে। ঝকঝকে নীল আকাশে একখণ্ড মেঘও নেই। তবে হ্যারী ল্যানজের বাইরে যাবার কোনো ইচ্ছেই নেই। ঘরে বসেই বেশ মজা লুটছে সে। বিছানায় ন্যাংটো অবস্থায় দুই বোনের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে শুয়ে আছে ল্যানজ। অ্যানেট লম্বা, কুচকুচে কালো চুল; স্যালি লম্বা তবে তার চুলের রঙ সোনালি। এদের রক্তের সম্পর্ক নিয়ে হ্যারী ল্যানজের কোনও মাথাব্যথা নেই। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ওরা যে-কাজটা করছে তাতে দুজনেই বিশেষ এক্সপার্ট। আর তারা যা করছে তার ফলে বিছানায় শুয়ে সুখের আতিশয্যে গোঙাচ্ছে হ্যারী।

মোটেল রুমের দূরপ্রান্তে টিভিতে প্রেসিডেন্টের চেহারা দেখা যাচ্ছে।

'...কারণ আমি বিশ্বাস করি এমন কোনও সমস্যা নেই যা দুপক্ষের প্রকৃত সদিচ্ছা থাকলে সমাধান না হয়ে পারেই না। পূর্ব বার্লিনকে ঘিরে থাকা কংক্রিটের দেয়াল এবং লৌহযবনিকা যা সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুগামী দেশগুলোকে ঘিরে আছে, তার অবসান অবশ্যই ঘটবে।'

স্যালি নিজের কাজ থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'টিভিটা অফ করে দিই, হানি?'

'না, থাক চলছে চলুক। দেখি লোকটা কী বলে।'

অ্যানেট মাথা তুলল। 'তুমি ওকে ভোট দিয়েছিলে?'

চেঁচিয়ে উঠল হ্যারি ল্যানজ। 'অ্যাই তোমরা তোমাদের কাজ করো তো...'

'আপনারা সকলেই অবগত আছেন, তিন বছর আগে, রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট নিকোলাই চসেস্কুর মৃত্যুর পরে রোমানিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, আমরা রোমানিয়ান সরকারের কাছে এগিয়ে গিয়েছি এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দ্রাস আইওনেস্কু আমাদের দেশের সঙ্গে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হয়েছেন।'

পেনসিলভানিয়া এভিন্যুর জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

হ্যারী ল্যানজ হঠাৎ পিঠ খাড়া হয়ে উঠে বসল, ওর পুরুষাঙ্গে বসে গেল অ্যানেটের দাঁত। 'যেশাস ক্রাইস্ট!' আর্তনাদ করল ল্যানজ। 'আরেকটু হলেই গেছিল তো জিনিসটা কেটে! করছ কী শুনি?'

ঘটাতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছি। আবার ব্যর্থ হওয়া চলবে না।'

পিট কনর্স তেমন মাতাল নন, মানে যতটা মাতাল তিনি হবেন ভেবেছিলেন তা হতে পারেননি। পাঁচ নাম্বার স্কচ গিলছেন, এমন সময় তাঁর সেক্রেটারি ন্যান্সি, যার সঙ্গে তিনি লিভ টুগেদার করেন, বলল, 'আজকের মতো কি যথেষ্ট খাওয়া হয়নি, পিট?' হাসলেন কনর্স। আদর করে চাপড় দিলেন সেক্রেটারির গালে।

'আমাদের প্রেসিডেন্ট কথা বলছেন। তাঁকে তোমার কিছুটা সম্মান দেখানো উচিত।' তিনি টিভির দিকে তাকানোর চেষ্টা করলেন। 'ইউ কম্যুনিস্ট সন অভ আ বিচ,' পর্দায় তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি। 'এটা আমার দেশ এবং সিআইএ তোমাকে এটা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে দেবে না। আমরা তোমাকে বাধা দেব, চার্লি। এ ব্যাপারে বাজি ধরতে পারো।'

'তুমি হঠাৎ লাফ মেরে উঠে বসলে কেন, হানি?'

অ্যানেটের কথা কানে গেল না ল্যানজের। তার চোখ আঁঠার মতো সেঁটে রয়েছে টিভি পর্দায়।

'আমাদের প্রথম অফিশিয়াল কাজগুলোর একটি হলো,' বলে চলেছেন প্রেসিডেন্ট, 'রোমানিয়ায় একজন রাষ্ট্রদূত পাঠাব। এবং এটা শুরু করবে...'

বুখারেস্টে তখন সন্ধ্যা। প্রবল ঠাণ্ডা আকস্মিক উষ্ণতায় রূপ নিয়েছে, আবহাওয়ার অপ্রত্যাশিত এই উন্নতিতে রাস্তা এবং মার্কেটগুলোতে নেমে পড়েছে লোকজন।

রোমানিয়ান প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দ্রস আইওনেস্কু কালিয়া ভিক্টোরিয়ির প্রাচীন প্রাসাদ পেলেসে, নিজের অফিসকক্ষে আধডজন এইড পরিবৃষ্ট হয়ে বসে শর্টওয়েভ রেডিওতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনছিলেন।

'...তবে এখানেই বিরতি দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই,' বলছেন প্রেসিডেন্ট। '১৯৪৬ সালে আলবানিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সকল কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি আবার সেই বন্ধনগুলো পুনরায় গ্রন্থিত করতে চাই। আমি বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।'

রেডিওতে ভেসে এল করতালি এবং হর্ষধ্বনি।

'রোমানিয়ায় আমাদের রাষ্ট্রদূত প্রেরণ হবে বিশ্বব্যাপী পিপল-টু-পিপল মুভমেন্টের শুরু। আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে সকল মানুষই একই অরিজিন থেকে সৃষ্টি, তাদের সমস্যাগুলোও একইরকম এবং তাদের চূড়ান্ত নিয়তিও হবে একই ধরনের। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যেসব সমস্যায় আক্রান্ত তা আমাদেরকে যেসব সমস্যা আলাদা করে রেখেছে তারচেয়ে বড়। আর আমাদেরকে যা বিভক্ত করে রাখছে তা আমাদের নিজেদের সৃষ্টি।'

প্যারিসের শহরতলি নিউলিতে একটি রক্ষী-পরিবৃষ্ট ভিলায় রোমানিয়ান বিপ্লবী নেতা মারিন গ্রোজা চেইন ২ টিভি-চ্যানেলে প্রেসিডেন্টের ভাষণ দেখছিলেন।

'...আমি আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব তার সবই করব এবং অন্যদের কাছ থেকেও সেরাটা আদায় করার চেষ্টা করব...'

কমপক্ষে পাঁচ মিনিট চলল করতালি।

অন্যমনস্ক গলায় মারিন গ্রোজা বললেন, 'আমার ধারণা অবশেষে আমাদের সময় এসেছে, লেভ। উনি সেদিকেই ইঙ্গিত করছেন।'

তাঁর সিকিউরিটি চিফ লেভ পাস্তারনাক বলল, 'এতে আইওনেস্কুর সুবিধা হবে না?'

মাথা নাড়লেন মারিন গ্রোজা। 'আইওনেস্কু স্বৈরাচার, কাজেই অবশেষে সে কিছুই পাবে না। তবে টাইমিং সম্পর্কে আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। চসেস্কুর পতন

দুই

পল এলিসন বললেন, 'তোমার অনেক সাহায্য আমার দরকার, দোস্তো।'

'পাবে,' মৃদু গলায় বললেন স্টানটন রজার্স।

ওঁরা ওভালো অফিসে বসেছেন। প্রেসিডেন্টের ডেস্কের পেছনে আমেরিকান পতাকা। অফিসে দুজনের এটাই প্রথম বৈঠক। প্রেসিডেন্ট এলিসন অস্বস্তিবোধ করছেন।

স্টানটন যদি ওই ভুলটা না করত, ভাবছেন পল এলিসন, *এখানে আমার বদলে তারই বসার কথা ছিল।*

বন্ধুর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন স্টানটন রজার্স বললেন, 'তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি। প্রেসিডেন্টের জন্য যেদিন তুমি নমিনেশন পেলে, আমি সেদিন ঈর্ষায় মরে যাচ্ছিলাম, পল। প্রেসিডেন্ট হওয়াটা ছিল আমার স্বপ্ন। আর সে স্বপ্নের মাঝে তুমি বসবাস করছিলে। একটা কথা কী জানো? আমি অবশেষে উপলব্ধি করতে পারি যদি আমি ওই আসনে বসতে না পারি, তাহলে তুমি ছাড়া আর কাউকে ওখানে বসতে দেব না। ওই চেয়ারটাতে কেবল তোমাকেই মানায়।'

পল এলিসন বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'তোমাকে একটা মনের কথা বলি, স্টান, এ ঘরটিকে আমি যমের মতো ডরাই। আমার মনে হয় আমার চারপাশে ওয়াশিংটন, লিংকন এবং জেফারসনের ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

তিনি ডেস্কের বোতামে চাপ দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাদা জ্যাকেট পরা স্টুয়ার্ড ঢুকল ঘরে।

পল এলিসন রজার্সের দিকে তাকালেন। 'কফি?'

'চলবে।'

'সঙ্গে আর কিছু খাবে?'

'না, ধন্যবাদ। বারবারা আমার ভুঁড়ির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।'

স্টুয়ার্ড হেনরীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বারবারা। স্টানটন রজার্স এই মহিলাকে বিয়ে করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। ওয়াশিংটনে গুজব ছড়িয়ে যায় বিয়েটা একবছরও টিকবে না। কিন্তু পনেরো

বছর হতে চলল তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কে এতটুকু ফাটল ধরেনি। স্টানটন রজার্সের ওয়াশিংটনে আইনজীবী হিসেবে বিরাট নামডাক আর বারবারার হোস্টেস হিসেবে ছড়িয়েছে সুখ্যাতি।

পল এলিসন চেয়ার ছাড়লেন। পায়চারি করতে লাগলেন।

'জনগণের উদ্দেশে আমার ভাষণটা বেশ সাড়া জাগিয়েছে। তুমি বোধহয় কাগজে খবরটা দেখেছ।'

কাঁধ ঝাঁকালেন স্টানটন রজার্স। 'তুমি তো কাগজঅলাদেরকে চেনো। এদের হিরো বানাতে যেমন সময় লাগে না তেমনি হিরোকে জিরো বানাতেও সময় নেয় না।'

'কাগজঅলাদের আমি বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না। আমি পরোয়া করি মানুষ কী বলছে তা নিয়ে।'

'তুমি ঈশ্বর-ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছ অনেকের মাঝে। আর্মড ফোর্স তোমার প্ল্যানের বিরোধিতা করছে, কিছু প্রভাবশালী মানুষ চাইছে তোমার প্ল্যান ব্যর্থ হোক।'

'ব্যর্থ হবে না,' চেয়ারে হেলান দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কী জানো? যোগ্য রাষ্ট্রনেতার অভাব। দেশ চালাচ্ছে রাজনীতিবিদরা। খুব বেশিদিন আগের কথা নয় যখন এ পৃথিবী শাসন করতেন কয়েকজন দানব। তাদের কেউ ভালো ছিলেন, কেউ মন্দ–বাট, বাই গড, তাঁরা দানবও ছিলেন বটে! রুজভেল্ট, চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনি, চার্লস দ্য গল এবং জোসেফ স্টালিন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা সবাই কেন আবির্ভূত হয়েছিলেন? আজ তাদের মতো কোনও রাষ্ট্রনায়ক নেই কেন?'

'একুশ ইঞ্চি টিভি পর্দায় ওয়ার্ল্ড জায়ান্ট হওয়া কঠিন।'

খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল স্টুয়ার্ড। হাতে রুপোর ট্রেতে কফির পট এবং দুটি কাপ। প্রতিটিতে প্রেসিডেন্সিয়াল সিল মারা। দক্ষতার সঙ্গে কাপে কফি ঢালল সে। 'আর কিছু লাগবে, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'না, লাগবে না, হেনরী। ধন্যবাদ।'

স্টুয়ার্ড চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন প্রেসিডেন্ট। 'রোমানিয়ায় একজন যোগ্য রাষ্ট্রদূত পাঠানোর ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলো।'

'নিশ্চয় জানো বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নাও।'

কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে চেয়ার ছাড়লেন স্টানটন রজার্স।

'আমি ব্যবস্থা করছি।'

নিউলির শহরতলি। রাত দুটো। মারিন গ্রোজা'র ভিলা ডুবে আছে নিকষ আঁধারে। ঘন

ঝড়ো মেঘের আড়ালে বন্দি চাঁদ। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। মাঝে মাঝে দু একজন পথচারীর পদশব্দে ভেঙে যাচ্ছে রাতের নৈঃশব্দ। কালো পোশাক পরা এক ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে গাছপালার আড়াল নিয়ে হেঁটে চলেছে ভিলা ঘিরে রাখা ইটের দেয়ালের দিকে। তার এক কাঁধে ঝুলছে একটি রশি এবং ব্লাংকেট। হাতে সাইলেন্সার পেঁচানো উজি সাব-মেশিনগান এবং একটি ডার্ট গান। দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল ছায়ামূর্তি। থেমে দাঁড়াল। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। ঝাড়া পাঁচ মিনিট মূর্তির মতো. দাঁড়িয়ে থাকল সে। অবশেষে তার চেহারায় ফুটল সন্তুষ্টির ছাপ। নাইলনের রশির কুণ্ডলী খুলে ফেলল সে, রশির এক মাথায় লাগানো স্কেলিং হুক ছুড়ে দিল দেয়ালের মাথায়। হুক আটকে গেল দেয়ালে। দ্রুত দেয়াল বাইতে শুরু করল লোকটা। উঠে এল দেয়ালের মাথায়। মাথায় অসংখ্য খাড়া খাড়া বিষ মাখানো স্পাইক বসানো। সে স্পাইকের ওপর বিছিয়ে দিল কম্বল। আবার কান পাতল। ঘুরিয়ে নিল হুকের মুখ। রশিটাকে ঝুলিয়ে দিল দেয়ালের ভেতরের দিকে। তারপর দড়ি বেয়ে সরসর করে নেমে এল মাটিতে। হাত বোলাল কোমরে। ওখানে শোভা পাচ্ছে ভয়ংকর একটি ফিলিপিনো ছুরি। ওটা এক হাত দিয়ে খোলা এবং বন্ধ করা যায়।

আগন্তুক জানে এদিকে পাহারা দেয় ভয়ালদর্শন কিছু কুকুর। যে-কোনও সময় হামলার জন্য ছুটে আসতে পারে হিংস্র জানোয়ারগুলো। ছায়ামূর্তি মাটিতে উবু হয়ে বসল। অপেক্ষা করছে ওর গায়ের গন্ধ পাওয়া মাত্র কখন ছুটে আসবে মৃত্যুদূত। ওরা সংখ্যায় মোট তিনটে। ডোবারম্যান। হত্যা করার জন্য ট্রেনিং দেয়া হয়েছে সব কটাকে। তবে এগুলো মাত্র প্রথম প্রতিবন্ধকতা। জমিন এবং ভিলার চারপাশ ঘিরে রেখেছে নানান ইলেকট্রনিক ডিভাইস, অনবরত মনিটরিং করে চলেছে টিভি ক্যামেরা। চিঠিপত্র এবং প্যাকেজ যাই আসে, সব গেটে থামিয়ে গার্ডরা খুলে আগে পরীক্ষা করে। ভিলার দরজাগুলো বম্ব-প্রুফ। ভিলার নিজস্ব পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। মারিন গ্রোজা কিছু খাওয়ার আগে একজন ফুড টেস্টার ওই খাবার নিজে খেয়ে পরীক্ষা করে দেখে খাবারটা নিরাপদ কিনা। এ ভিলায় প্রবেশ প্রায় অসম্ভব এবং দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে অনুপ্রবেশকারী এ ধারণা ভুল প্রমাণিত করতে এখানে এসেছে।

দেখার আগেই ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল আগন্তুক। তাকে লক্ষ করে ছুটে আসছে যমদূতের দল। অন্ধকার ফুঁড়ে বেরুল ওরা, ঝাঁপ দিল শূন্যে, লক্ষ্য এক কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে আগন্তুকের টুঁটি। মোট দুটো কুকুর। সে ডার্ট গান দিয়ে লক্ষ্য স্থির করল। প্রথম বাম দিকেরটাকে মারল, তারপর ডানেরটা। শূন্যে ঝাঁকি খেয়ে মাটিতে ছিটকে গেল কুকুরদুটো। অজ্ঞান। পাঁই করে ঘুরল ছায়ামূর্তি। তৃতীয় কুকুরটার হামলার ব্যাপারে সতর্ক। ছুটে এল ওটা। আবার ফায়ার করল ডার্ট গান। এখন শুধু জমাট নীরবতা চারদিকে।

অনুপ্রবেশকারীর জানা আছে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে সনিক ট্রাপ। সে সাবধানে

ওগুলোর পাশ কাটাল। নিঃশব্দে এগুলো এমন সব জায়গা দিয়ে যেদিকটা কাভার করছে না টিভি-ক্যামেরা। সে পৌঁছে গেল ভিলার খিড়কি দুয়ারে। দেয়াল বেয়ে এ পর্যন্ত আসতে তার দুই মিনিট সময়ও লাগেনি।

দরজার হাতলের দিকে সে হাত বাড়িয়েছে, আধডজন ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠে ধাঁধিয়ে দিল চোখ। বলে উঠল একটি কণ্ঠ, 'সাবধান! বন্দুক ফেলে দিয়ে মাথার ওপরে হাত তোলো।'

কালো পোশাকধারী হাত থেকে ফেলে দিল অস্ত্র। চাইল মুখ তুলে। ছাদের ওপর জনা ছয়েক লোক, তাদের হাতে নানান অস্ত্র, তাক করে রেখেছে তার দিকে।

আগন্তুক ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল, 'এত সময় লাগল কেন? আমার তো এতদূর আসার কথাই না।'

'আপনি দেয়াল বেয়ে ওঠার আগেই আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করেছি আমরা,' বলল হেডগার্ড।

গার্ডের কথায় চিঁড়ে ভিজল না। খুশি হতে পারল না লেভ পাস্তারনাক। 'সেক্ষেত্রে আমাকে আগেই তোমাদের থামিয়ে দেয়া উচিত ছিল। গ্রেনেড অথবা মর্টারসহ সুইসাইড মিশন হিসেবে হাজির হতে পারতাম আমি। কাল সকাল ঠিক আটটায় আমি সমস্ত স্টাফ নিয়ে মিটিঙে বসব। কুকুরগুলো অজ্ঞান হয়ে আছে। ওদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করো।'

লেভ পাস্তারনাক নিজেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সিকিউরিটি গার্ড ভেবে গর্ববোধ করে। সে ইসরাইলের ছয়দিনের যুদ্ধে পাইলট ছিল এবং যুদ্ধের পরে মোসাদের একজন টপ এজেন্টে পরিণত হয়। মোসাদ ইসরাইলের পাঁচটি গোয়েন্দা সংস্থার অন্যতম।

লেভ দুইবছর আগের একটি সকালের কথা জীবনেও ভুলবে না। সেদিন তার কর্নেল তাকে অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

'লেভ, একজন তোমাকে কয়েকদিনের জন্য ধার চাইছেন।'

'আশা করি স্বর্ণকেশী কেউ,' মশকরা করল লেভ।

'মারিন গ্রোজা।'

রোমানিয়ান ভিন্নমতাবলম্বী গ্রোজার ওপরে মোসাদের কাছে পুরো একটি ফাইল আছে। গ্রোজা রোমানিয়ান একটি জনপ্রিয় আন্দোলনের নেতা। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি আলেকজান্দ্রস আইওনেস্কুকে ক্যু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের এক লোকের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। দু-ডজনেরও বেশি আন্ডারগ্রাউন্ড যোদ্ধাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। গ্রোজা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচেন। ফ্রান্স তাঁকে আশ্রয় দেয়। আইওনেস্কু গ্রোজাকে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তাঁকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার দেয়ার কথা বলেন। এ পর্যন্ত অন্তত ছয়বার গ্রোজাকে গুপ্তহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালানো হয়েছে। তবে সর্বশেষ হামলায় তিনি আহত হন।

'আমার কাছে সে কী চায়?' জিজ্ঞেস করল লেভ। 'তার তো সরকারি প্রটেকশন আছে।'

'পর্যাপ্ত নয়। তিনি ফুলপ্রুফ সিকিউরিটি সিস্টেম সেটআপের জন্য কাউকে চাইছেন। আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। তোমার নাম বলেছি তাঁকে।'

'আমাকে ফ্রান্সে যেতে হবে?'

'মাত্র ক' হপ্তার জন্য—'

'ঠিক বুঝলাম না—'

'লেভ, আমাদের কাছে খবর আছে এই মানুষটির স্বদেশে প্রচুর জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি আইওনেস্কুকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে রোমানিয়ানরা খুশিই হবে। সময় এলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন কাজে। কিন্তু ততদিন মানুষটাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

একটু ভেবে লেভ পাস্তারনাক বলল, 'ক'হপ্তা, ঠিক?'

'ঠিক।'

কর্নেল সময়ের হিসেবে গোলমাল করে ফেলেছিলেন, তবে মারিন গ্রোজার ব্যাপারে তাঁর ধারণা ছিল সঠিক। মানুষটা রোগা-পাতলা, ভঙ্গুর চেহারা, তবে কঠোর একটা আভা যেন বিচ্ছুরিত হয় অবয়ব দিয়ে। মুখে সবসময় দুঃখী-দুঃখী ভাব। ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, দৃঢ় চিবুক, প্রশস্ত কপাল, মাথাভর্তি ধবধবে সাদা চুল। তাঁর চোখের রঙ কালো এবং গভীর, তিনি যখন কথা বলেন, আবেগ ফুটে ওঠে প্রতিটি শব্দে।

'আমি বেঁচে থাকি বা মরে যাই তাতে কিছু যায় আসে না,' লেভের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে বলেছিলেন বর্ষীয়ান এই নেতা। 'আমাদের সবাইকেই একদিন মরতে হবে। তবে মৃত্যুটা কখন হবে সেটাই আমার ভাবনার বিষয়। আমার আরো দুএকটা বছর বেঁচে থাকা দরকার। এ সময়ের মধ্যে আইওনেস্কুকে আমার দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারব।' গালের নীলচে একটা কাটা দাগে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাত বুলালেন তিনি। 'একটা দেশকে ক্রীতদাস বানানোর অধিকার কারো নেই। রোমানিয়াকে আমরা মুক্ত করে ছাড়ব। জনগণ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে নেবে।'

লেভ পাস্তারনাক নিউলির ভিলার সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে কাজে লেগে গেল। নিজের কিছু লোক নিয়োগ করল সে। বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা মানুষগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখল। প্রতিটি ইকুইপমেন্ট হলো নিখুঁত।

পাস্তারনাক রোমানিয়ান নেতার সঙ্গে প্রতিটি দিন সময় কাটায়। মানুষটিকে তার ক্রমে ভালো লাগতে শুরু করল। মারিন গ্রোজা যখন পাস্তারনাককে তাঁর সিকিউরিটি চিফের দায়িত্ব নিতে বললেন, প্রস্তাব গ্রহণ করতে দ্বিধা করল না লেভ।

'আমি কাজটা করব,' বলল সে। 'অন্তত আপনি মুভ করার আগপর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গে আছি। তারপর আমি ইসরায়েলে ফিরে যাব।'

ওদের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে পাস্তারনাক ভিলায় আকস্মিক হামলা চালিয়ে বসে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটুকু জোরদার রয়েছে তা পরীক্ষা করার জন্য। এখন সে ভাবছে, *কিছু কিছু গার্ড অসাবধানী। এদেরকে বাদ দিতে হবে।*

হলওয়ে ধরে হাঁটছে লেভ, সতর্কভাবে পরীক্ষা করছে হিট সেন্সর, ইলেকট্রনিক ওয়ার্নিং সিস্টেম, এবং প্রতিটি দরজার চৌকাঠে লাগানো ইনফ্রারেড বিম। সে মারিনা গ্রোজার শোবার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, দুড়ুম করে বিকট একটা আওয়াজ হলো। ভেসে এল গ্রোজার যন্ত্রণাকাতর চিৎকার।

লেভ পাস্তারনাক গ্রোজার ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। তাকালও না ওদিকে।

তিন

ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সাত মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ভার্জিনিয়ার ল্যাংলিতে সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি বা সিআইএ'র সদর দফতর। এজেন্সিতে ঢোকার রাস্তায় গেটের ওপর লাল টকটকে একটি আলো জ্বলতে থাকে। প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা গেট হাউসে পালাক্রমে পাহারা দেয় গার্ড, শুধুমাত্র অনুমতিপ্রাপ্ত দর্শনকারীই এখানে প্রবেশের অধিকার রাখে। তাদের জামায় রঙিন ব্যাজ লাগানো থাকে। তাতে উল্লেখ রয়েছে ভিজিটর এজেন্সির কোন্ বিভাগে যাবে। ধূসর রঙের সাততলা সদর দফতর ভবন যাকে ঠাট্টা করে বলা হয় 'টয় ফ্যাক্টরি', তার বাইরে নাথান হেল-এর একটি মূর্তি রয়েছে। ভেতরে, নিচতলায় একটি কাচের করিডর, দেয়ালের সামনে রয়েছে উঠোন। উঠোনে সুন্দর একটি বাগান। বাগান ভর্তি ম্যাগনোলিয়া গাছ। রিসেপশন ডেস্কে মার্বেল পাথরে খোদাই করা দুটি পঙ্ক্তি

And ye shall know the truth and
the truth shall set ye free.

ভবনের ভেতরে আমজনতার প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ, ভিজিটরদের জন্যও নেই কোনও ফ্যাসিলিটি। যারা কমপাউন্ডে প্রবেশ করতে চান, সেখানে একটি টানেল আছে। ফয়ারের পরে টানেল। ফয়ারে রয়েছে মেহগনি এলিভেটর ডোর, সেখানে ঘড়ি ধরে গ্রে ফ্লানেল শার্ট পরা একদল সেন্ট্রি পাহারা দেয়।

সাততলার কনফারেন্স রুমে পাহারা দেয় সিকিউরিটি এইডরা। তাদের বিজনেস সুটের নিচে শোভা পায় ভোঁতা নাকের '৩৮ রিভলভার। আজ সোমবার, সকাল। চলছে এক্সিকিউটিভ মিটিং। প্রকাণ্ড ওক কাঠের টেবিল ঘিরে বসে রয়েছেন নেড টিলিংগাস্ট, সিআইএ'র পরিচালক; জেনারেল অলিভার ব্রুকস, আর্মি চিফ অভ স্টাফ; সেক্রেটারি অভ স্টেট ফ্লয়েড বেকার; চিফ অভ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পিট কনর্স এবং স্টানটন রজার্স।

সিআইএ'র পরিচালক নেভ টিলিংগাস্ট-এর বয়স ষাটের কোঠায়, ঠাণ্ডা স্বভাবের মিতবাক মানুষ, যার পেটে বোমা মারলেও গোপন কথা ফাঁস হবার ভয় নেই।

সিআইএ'র দুটি শাখা আছে—লাইট ব্রাঞ্চ এবং ডার্ক ব্রাঞ্চ। ডার্ক ব্রাঞ্চ গোপন এবং অবৈধ অপারেশনগুলো সামাল দেয়। আর গত সাত বছর ধরে টিলিগাস্ট এ সেকশনে কর্মরত সাড়ে চার হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বস্ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জেনারেল অলিভার ব্রুকস একজন ওয়েস্ট পয়েন্ট সৈনিক যার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় জীবন চালিত হয় বই দ্বারা। তিনি একজন কোম্পানিম্যান এবং তিনি যে কোম্পানির জন্য কাজ করেন তা হলো ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি।

সেক্রেটারি অভ স্টেটস ফ্লয়েড বেকার যেন প্রাচীন সময় থেকে উঠে এসেছেন। তিনি সেকেলে ধ্যানধারণার মানুষ। তাঁর চেহারায় দক্ষিণি ছাপ স্পষ্ট, লম্বা, একমাথা রুপোলি কেশ, চেহরায় আভিজাত্যের জেল্লা, সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে পুরোনো আমলের কেতাদুরস্ত একটা ভাব। তিনি বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী খবরের কাগজের মালিক, ধনী হিসেবে তাঁর রয়েছে বিশেষ খ্যাতি। তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা প্রখর; হল অভ কংগ্রেসের পরিবর্তনের সাথে নিজেকে সর্বদা খাপ খাইয়ে নিতে জানেন।

পিট কনর্স কৃষ্ণাঙ্গ আইরিশ, একগুঁয়ে, ভয়ানক মদ্যপ এবং অকুতোভয় একজন মানুষ। সিআইতে এ বছরটাই শুধু আছেন। জুন মাসে তিনি অবসরে চলে যাবেন। কনর্স সিআইএ'র সবচেয়ে গোপন এবং অত্যন্ত কমপার্টমেন্টালাইজড শাখা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স স্টাফ-এর প্রধান। বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সিআইএ'র পুরোনো অতীতের সুসময়ের দিনগুলোতে যখন সিআইএ'র এজেন্টদেরকে সম্বোধন করা হতো 'গোল্ডেন বয়েজ' বলে, পিট সেসময় এই সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং নিজেও ছিলেন একজন 'গোল্ডেন বয়'। ইরানের শাহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করানোর ক্যুতে ভূমিকা ছিল পিট কনর্সের। তিনি অপারেশন মঙ্গুজ-এর সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ১৯৬১ সালে এই অপারেশনের মাধ্যমে কাস্ত্রোর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়।

পিট কনর্স তিনবার বিয়ে করেছেন। কিন্তু টেকেনি একটিও। এর কারণ তাঁর কাজের অত্যধিক চাপ এবং গোপনীয়তার বিষয়টি। তবে তার কাছে বউ নয়, দেশ বড়।

আজ, মিটিঙের মাঝখানে হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন পিট কনর্স। তাঁর মুখ রাগে লাল টকটকে।

'আমরা যদি প্রেসিডেন্টকে তার ফাকিং পিপল-টু-পিপল প্রোগ্রাম চালিয়ে যেতে দিই, দেশের বারোটা বেজে যাবে। এটা থামাতে হবে। আমরা পারি না—'

বাধা দিলেন ফ্লয়েড বেকার। 'প্রেসিডেন্ট অফিসে বসেছেন এক হপ্তাও হয়নি। আমরা সবাই এখানে এসেছি তাঁর নীতি গ্রহণ করার জন্য এবং—'

'আমি আমার দেশকে কম্যুনিস্টদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য এখানে আসিনি, মিস্টার। বক্তৃতার আগে প্রেসিডেন্ট তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ

করেননি। তিনি আমাদের সবাইকে ধোঁকা দিয়েছেন। আমরা তাঁর যুক্তি খণ্ডন করার কোনও সুযোগই পাইনি।'

'হয়তো ওরকম কিছু করার কথাই তিনি ভেবে রেখেছিলেন,' বললেন বেকার।

পিট কনর্স তাঁর দিকে কটমট করে তাকালেন। 'বাই গড, আপনি ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন!'

'উনি আমার প্রেসিডেন্ট,' দৃঢ় গলা ফ্লয়েড বেকারের। 'আপনারও।'

নেড টিলিংগাস্ট ফিরলেন স্টানটন রজার্সের দিকে। 'কনর্স ঠিক কথাই বলেছেন। প্রেসিডেন্ট রোমানিয়া, আলবেনিয়া বুলগেরিয়াসহ অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশগুলোকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গুপ্তচর বৃত্তির সুযোগ দিচ্ছেন। তারা কালচারাল অ্যাটাশে, শোফার, সেক্রেটারি এবং গৃহভৃত্যের ছদ্মবেশে এখানে গুপ্তচরবৃত্তি চালাতে পারে। আমরা খিড়কির দরজা পাহারা দেয়ার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছি অথচ প্রেসিডেন্ট চাইছেন সদর দরজা খুলে দিতে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল ব্রুকস। 'আমার সঙ্গেও কোনওরকম পরামর্শ করা হয়নি। আমার ধারণা, প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা এদেশকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।'

স্টানটন রজার্স বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের কারো কারো প্রেসিডেন্টের মতের সঙ্গে মিল নাও হতে পারে, তবে একথা ভুললে চলবে না যে জনগণ পল এলিসনকে ভোট দিয়েছে এ দেশ চালানোর জন্য।' উপবিষ্ট সকলের ওপর থেকে তাঁর নজর ঘুরে এল। 'আমরা সবাই প্রেসিডেন্টের লোক এবং যতদূর সম্ভব তাঁর প্রতিটি নির্দেশ আমাদেরকে মেনে চলতে হবে এবং তাঁকে সমর্থন যোগাতে হবে।' তাঁর কথা অনেকেরই পছন্দ হয়নি। তাঁরা মুখ বেজার করে চুপ হয়ে থাকলেন। 'তাহলে আজকের আলোচনা এ পর্যন্তই। প্রেসিডেন্ট রোমানিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির ইমেডিয়েট আপডেট জানতে চেয়েছেন। এবং আপনারা তা সবাই জানেন।'

'আমাদের গোপন স্টাফসহ?' জিজ্ঞেস করলেন পিট কনর্স।

'সবকিছু। সবকিছু আমার কাছে দেবেন। রোমানিয়ায় আলেকজান্দ্রস আইওনেস্কুর কী খবর?'

'আইওনেস্কু এখন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছেন,' জানালেন নেড টিলিংগাস্ট। 'একবার চসেস্কু পরিবারকে ঝাড়ে-বংশে উৎখাত করতে পারলে চসেস্কু'র মিত্রদের তিনি হত্যা করবেন, জেলে ঢোকাবেন অথবা নির্বাসনে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে রক্ত ঝরাতে ঝরাতে দেশটাকে রক্তশূন্য করে ফেলেছেন। লোকে তাঁকে ঘৃণা করে।'

'বিপ্লব হবার সম্ভাবনা কতটুকু?'

টিলিংগাস্ট বললেন, 'মনে আছে বছরকয়েক আগে মারিন গ্রোজা আইওনেস্কু

সরকারকে প্রায় ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলেছিলেন?'

'হুঁ। গ্রোজা সেবারে পালিয়ে কোনোরকমে জীবন রক্ষা করেন।'

'আমাদের সাহায্যে তিনি পালিয়েছিলেন। শোনা যায় জনগণ তাঁকে আবার তাদের দেশে ফিরে পেতে চাইছে। রোমানিয়ার জন্য গ্রোজাই ভালো হবেন। আর উনি যদি ক্ষমতায় যেতে পারেন তো আমাদের জন্য ভালো। আমরা পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছি।'

স্টানটন রজার্স সেক্রেটারি অভ স্টেটের দিকে ফিরলেন। 'রোমানিয়ায় যাদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে পাঠাতে চাইছি তাদের একটা তালিকা আছে না আপনার কাছে?'

চামড়ার একটি অ্যাটাচি কেস খুললেন ফ্লয়েড বেকার। কয়েকটি কাগজ বের করলেন ভেতর থেকে। একটি কপি দিলেন রজার্সকে।

'এরা আমাদের টপ প্রসপেক্ট। এঁরা সকলেই যোগ্য ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট। এদের কারও বিরুদ্ধে কোনওরকম অভিযোগ নেই। নেই সিকিউরিটি সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা কিংবা বিব্রত হওয়ার মতো কোনও কেলেঙ্কারিও এরা ঘটাননি।'

স্টানটন রজার্স তালিকা হাতে ধরে রেখেছেন, সেক্রেটারি অভ স্টেট যোগ করলেন, 'স্টেট ডিপার্টমেন্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের চেয়ে ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাটকেই সঙ্গত কারণে সমর্থন দিয়ে থাকে। কারণ তারা এ-ধরনের কাজের জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত পদটি হলো অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি পদ। খুব সাবধানে বিষয়টি সামলাতে হবে।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' আসন ছাড়লেন স্টানটন রজার্স। 'আমি এই নামগুলো নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ করব। তারপর তালিকাটি আপনাকে ফেরত দেব। তিনি যত জলদি সম্ভব অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে চাইছেন।'

অন্যরাও চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন, নেড টিলিংগাস্ট বললেন, 'তুমি থাকো, পিট। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

টিলিংগাস্ট এবং কনর্স একা হবার পরে টিলিংগাস্ট বললেন, 'তুমি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেললে, পিট।'

'কিন্তু আমি মনে করি আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি,' গোঁয়ারের মতো বললেন পিট। 'প্রেসিডেন্ট দেশটা বিক্রি করে দিতে চাইছেন। তাহলে আমরা বসে বসে করব কী?'

'তোমার মুখটা বন্ধ রাখবে।'

'নেড, শত্রুকে খুঁজে বের করে হত্যা করার ট্রেনিং পেয়েছি আমরা। শত্রু যদি আমাদের পেছনেই থাকে—বসে থাকে ওভালো অফিসে?'

'সাবধান। খুব সাবধান।'

টিলিংগাস্ট-এর চাকরির বয়স পিট কনর্সের চেয়ে বেশি। সিআইএ'র জন্মের আগে

তিনি ওয়াইল্ড বিল ডোনোভানের OSS-এর সদস্য ছিলেন। তিনি যে-প্রতিষ্ঠানটিকে ভালোবাসেন তার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ ঝরানোর জন্য কংগ্রেসকে তিনিও ঘৃণা করেন। সিআইএতে দুই ধরনের মানুষ আছে। একদল হার্ডলাইনার, অপরদল মনে করে রুশ ভল্লুককে পোষ মানিয়ে কথা শোনানো যাবে। এই দুইদলের মতপার্থক্য গভীর। *প্রতিটি ডলারের জন্য আমাদেরকে লড়াই করতে হয়,* ভাবেন টিলিংগাস্ট আর মস্কোতে Komitet Gosvdarstvennai Beziopasnosti বা KGB একবারে হাজারো এজেন্টকে ট্রেনিং দেয়ার সামর্থ্য রাখে।

নেড টিলিংগাস্ট পিট কনর্সকে কলেজ থেকে নিয়ে এসে চাকরিতে ঢুকিয়েছেন। এবং কনর্স সেরাদের একজন হিসেবে প্রমাণ করেছেন নিজেকে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে কাউবয়ের মতো হয়ে যাচ্ছেন কনর্স—একটু বেশি স্বাধীনচেতা, বেশি একরোখা। এটা তাঁর জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে।

'পিট, প্যাট্রিয়টস ফর ফ্রিডম নামে কোনও আন্ডারগ্রাউন্ড সংস্থার নাম শুনেছ?' জিজ্ঞেস করলেন টিলিংগাস্ট।

ভুরু কুঁচকে গেল কনর্সের। 'না। শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। কারা এরা?'

'এখন পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে এরা গুজব ছাড়া কিছু নয়। দ্যাখো তো, এদের ব্যাপারে খোঁজখবর করে কোনও তথ্য পাও কিনা।'

'দেখব।'

এক ঘণ্টা পরে পিট কনর্স হেইনস পয়েন্ট-এর পাবলিক বুথ থেকে ফোন করলেন।

'ওডিনের জন্য মেসেজ আছে।'

'ওডিন বলছি,' বললেন জেনারেল অলিভার ব্রুকস।

স্টানটন রজার্স লিমুজিনে চড়ে নিজের অফিসে ফেরার সময় রাষ্ট্রদূতের প্রার্থী হিসেবে তৈরি করা নামের তালিকাটি বের করলেন খাম খুলে। পড়তে লাগলেন। চমৎকার একটি তালিকা। খুব খেটেখুটে তালিকাটি তৈরি করেছেন সেক্রেটারি অভ স্টেট। প্রার্থীদের সকলেই পুব এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোতে কাজ করেছেন। কয়েকজনের আবার দূরপ্রাচ্য এবং আফ্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। *প্রেসিডেন্ট এ তালিকা দেখে খুশিই হবেন,* ভাবলেন স্টানটন।

'এরা ডাইনোসর,' খেঁকিয়ে উঠলেন পল এলিসন। ডেস্কের ওপর ছুড়ে ফেলে দিলেন লিস্ট। 'সবাই।'

'পল,' আপত্তি জানালেন স্টানটন। 'এরা প্রত্যেকে অভিজ্ঞ ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট।'

'এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনুগত চাকর। তিন বছর আগে রোমানিয়াকে কীভাবে

হারিয়েছিলাম মনে আছে? বুখারেস্টে আমাদের অভিজ্ঞ ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট সব কেঁচে গণ্ডূষ করে ফেলেছিল এবং আমরা সবাই ওদেশ থেকে লাথি খেয়ে সরে আসি। পিন-স্ট্রাইপ পরা ছেলেদের নিয়ে আমি দুশ্চিন্তায় থাকি। এরা শুধু নিজেদের পাছা ঢেকে রাখতেই ব্যস্ত। আমি যখন পিপল-টু-পিপল প্রোগ্রামের কথা বলেছি, মন থেকেই কথাগুলো বলেছি। আমরা এমন একটি দেশের ব্যাপারে ইতিবাচক ইমপ্রেশন তৈরি করতে চাই যে দেশটি আমাদেরকে নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে।'

'কিন্তু তুমি যদি ওখানে কোনও অ্যামেচারকে পাঠাতে চাও—যার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই—তাহলে ব্যাপারটা বিরাট ঝুঁকি হয়ে যাবে।'

'অন্যরকম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউকে আমাদের দরকার নেই। রোমানিয়া একটি টেস্টকেস হতে চলেছে, স্টান। আমার গোটা প্রোগ্রামের জন্য একটি পাইলট রান।' ইতস্তত করলেন তিনি। 'নিজেকে নিয়ে মশকরা করছি না আমি। এর ওপরে নির্ভর করছে আমার গ্রহণযোগ্যতা। আমি জানি অনেক প্রভাবশালী মানুষ আছে যারা এটার বাস্তবায়ন হোক তা চায় না। যদি এ প্রোগ্রাম ব্যর্থ হয়, আমার হাঁটু ভেঙে যাবে। আমাকে ভুলে যেতে হবে বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, চেকোস্লোভাকিয়াসহ লৌহযবনিকার অন্যান্য দেশগুলোর কথা। এবং তা ঘটতে দেয়ার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই।'

'আমাদের কয়েকজন রাজনীতিকের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি—'

মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট এলিসন। 'লাভ হবে না তাতে। একই সমস্যা দাঁড়াবে। আমি এমন একজনকে এ কাজের জন্য চাই যার দৃষ্টিভঙ্গি হবে সম্পূর্ণ ফ্রেশ। এমন কেউ যে গলিয়ে ফেলতে পারবে বরফ। আগলি আমেরিকানদের বিপরীত কেউ।'

স্টানটন রজার্স হতবুদ্ধি হয়ে লক্ষ করছেন প্রেসিডেন্টকে। 'পল—আমার মনে হচ্ছে তুমি এ কাজের জন্য বোধহয় কাউকে ভেবে রেখেছ। আমার অনুমান কি সত্য?'

ডেস্কে রাখা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরালেন পল এলিসন। 'সত্যি বলতে কী,' ধীর গলায় বললেন, 'এরকম একজনের কথা ভেবে রেখেছি আমি।'

'কে সেই লোক?'

'লোক নয়, মহিলা। ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এর সাম্প্রতিক সংখ্যার *'এখন আঁতাতের সময়'*, লেখাটা পড়েছ?'

'পড়েছি?'

'পড়ে কী মনে হলো?'

'ভালোই তো। লেখকের বিশ্বাস, আমরা বর্তমানে এমন একটি অবস্থানে আছি যে কম্যুনিস্ট দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সহায়তার লোভ দেখিয়ে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসা সম্ভব—' থেমে গেলেন তিনি। 'তোমার উদ্বোধনী ভাষণের মতো অনেকটা।'

'তবে লেখাটা লেখা হয়েছে ছয়মাস আগে। মহিলা কমেন্ট্রি এবং পাবলিক অ্যাফেয়ার্স-এও দারুণ দারুণ সব আর্টিকেল লেখে। গত বছর ইস্টার্ন ইউরোপীয়ান

পলিটিক্সের ওপর লেখা তার একটা বই পড়েছি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমার কিছু আইডিয়া ও-বই থেকে ধার করা।'

'বেশ। তো ওই মহিলা তোমার তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু এজন্যই তাকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া—'

'স্টান—সে আমার তত্ত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে। সে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনার কথা বলেছে যা এককথায় অসাধারণ। ভদ্রমহিলা চারটি প্রধান অর্থনৈতিক জোটকে নিয়ে একত্রিত করার স্বপ্ন দেখে।

'আমরা কীভাবে—'

'সময় লাগবে। তবে কাজটা করা সম্ভব। তুমি জানো ১৯৪৯ সালে পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলো COMECON নামে একটি অর্থনৈতিক জোট গড়ে তোলে। ১৯৫৮ সালে অন্য ইউরোপীয় দেশগুলো প্রতিষ্ঠা করে EEC—কমন মার্কেট।

'ঠিক।'

'আমাদের রয়েছে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কর্পোরেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। এ সংস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ ব্লকের কয়েকটি দেশ এবং যুগোস্লাভিয়া রয়েছে। এবং ভুলে যেয়ো না তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নন-অ্যালাইন মুভমেন্ট গঠন করেছে যাতে আমাদের জায়গা নেই।' উত্তেজনায় কাঁপছে প্রেসিডেন্টের কণ্ঠ। 'সম্ভাবনার কথা ভাবো একবার। আমরা যদি সবগুলো প্ল্যান একত্রিত করে একটি বিশাল মার্কেট প্লেস তৈরি করতে পারি—মাই গড, কী দারুণ একটা ব্যাপার হবে! এটা হবে সত্যিকারের ওয়ার্ল্ড ট্রেড। এবং এর মাধ্যমে আনা যাবে শান্তি।'

সতর্কতার সঙ্গে শব্দ বাছাই করলেন স্টানটন রজার্স। 'আইডিয়াটি মন্দ নয় তবে এর বাস্তবায়ন ঘটাতে বহু সময় লাগবে।

'চীনা একটা প্রবাদ জানো—' 'হাজার মাইলের ভ্রমণের শুরু প্রথম একটি পদক্ষেপ ফেলার মাধ্যমে...'

'মহিলা একজন অ্যামেচার, পল।'

'আমাদের সেরা ডিপ্লোম্যাটরাও একসময় অ্যামেচার ছিলেন। গ্রেট ব্রিটেনের সাবেক রাষ্ট্রদূত অ্যান আর্মস্ট্রং ছিলেন একজন শিক্ষয়িত্রী। তাঁর কোনও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই ছিল না। পার্লি মেস্তাকে ডেনমার্কে নিয়োগ দেয়া হয়। ক্লেয়ার বুথ লুসি ছিলেন ইটালির অ্যামবাসাডর। অভিনেতা জন গ্রাভিন মেক্সিকোর অ্যামবাসাডর ছিলেন। আমাদের সাম্প্রতিক রাষ্ট্রদূতদের দুই-তৃতীয়াংশকেই তুমি 'অ্যামেচার' বলতে পারো।'

'কিন্তু তুমি তো এ মহিলা সম্পর্কে কিছুই জান না।'

'শুধু জানি সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এবং আমাদের রুচিবোধও একইরকম। তুমি এ মহিলা সম্পর্কে যা জানো সব খবর এনে দেবে আমাকে।' তিনি ফরেন অ্যাফেয়ার্সের

একটি কপি তুলে নিয়ে বললেন, 'মহিলার নাম মেরী অ্যাশলি।'

দুইদিন পরে প্রেসিডেন্ট এলিসন এবং স্টানটন রজার্স একসঙ্গে নাশতা করছেন।

'তুমি যা যা তথ্য চেয়েছ সব আমি জোগাড় করেছি,' পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করলেন রজার্স। 'মেয়েটির নাম মেরী এলিজাবেথ অ্যাশলি। সে বর্তমানে কানসাসের জাংশন সিটির সাতাশ নম্বর ওল্ড মিলফোর্ড রোডে বাস করছে। তার বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। তার স্বামী ড. এডোয়ার্ড অ্যাশলি। তাদের দুটি সন্তান আছে। বড়টি বেথ, বয়স বারো। ছোটটি টিম, বয়স দশ। ভদ্রমহিলা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজ করেছে। সে জাংশন সিটির লিগ অব উওমেন ভোটারদের চেয়ারম্যান ছিল। বর্তমানে কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ইস্ট ইউরোপিয়ান পলিটিকাল সায়েন্স পড়ায়। তার দাদার জন্ম রোমানিয়ায়।' মুখ তুলে চাইলেন তিনি। 'এর সম্পর্কে যতই জানছি ততই তোমার পছন্দের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে আসছে। রোমানিয়ায় আমরা যতই অ্যামবাসাডর পাঠাই না কেন, আমার ধারণা এই মহিলার চেয়ে রোমানিয়ানদের আর কেউ ভালো জানবে না বা চিনবে না।'

'তোমার বোধোদয়ের জন্য প্রীত বোধ করছি, স্টানটন। আমি এই মহিলার ব্যাপারে ফুল সিকিউরিটি চাই।'

'আমি ব্যবস্থা করছি।'

চার

'আমি আপনার সঙ্গে একমত নই, প্রফেসর অ্যাশলি।'

মেরী অ্যাশলির পলিটিকাল সায়েন্স সেমিনারের সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং বয়সে কনিষ্ঠতম ছাত্র ব্যারী ডিলান রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে বলল কথাটা। 'আলেকজান্দ্রস আইওনেস্কু চসেস্কুর চেয়েও খারাপ।'

'তোমার বক্তব্যের স্বপক্ষে কি কোনও যুক্তি দিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল মেরী অ্যাশলি।

কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিক্স্ট্রা হল-এর সেমিনারে হাজির হয়েছে জনাবারো গ্রাজুয়েট ছাত্র। মেরীর সামনে অর্ধবৃত্তাকারে বসেছে তারা। ইউনিভার্সিটির অন্য যে-কোনও প্রফেসরের চেয়ে মেরীর ক্লাস করতে বেশি আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা। তাই মেরীর ক্লাসের ওয়েটিং লিস্টও আকারে বেশ দীর্ঘ। সে শিক্ষক হিসেবে খুবই চমৎকার। তার রয়েছে সহজাত রসবোধ এবং উষ্ণতা, যার কারণে তার চারপাশে সবসময় যেন বিচরণ করে হাসিখুশি একটি আবহ। তার মুখখানা ডিম্বাকৃতির, চেহারার সৌন্দর্য অনেকটাই নির্ভরশীল তার মুডের ওপর। মডেলদের মতো উঁচু গালের হাড় মেরীর, টানা টানা হরিণী চোখ। তার চুল কালো এবং ঘন। তার ফিগার ছাত্রীদের মনে জ্বালিয়ে দেয় ঈর্ষার আগুন আর ছাত্ররা তাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনে। যদিও নিজের শ্বাসরুদ্ধকর রূপ সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয় মেরী অ্যাশলি।

ব্যারী ভাবছিল মেরী স্বামীকে নিয়ে আদৌ সুখী কিনা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়ার বিষয়ে মনোযোগ ফেরাতে হলো তাকে।

'ওয়েল, আইওনেস্কু যখন রোমানিয়ার ক্ষমতা দখল করেন, তিনি সকল প্রো-গ্রোজা এলিমেন্ট ধ্বংস করে দেন, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন হার্ডলাইন, প্রো-সোভিয়েত পজিশন। চসেস্কুও অমন কাজ করেননি।'

আরেকজন ছাত্র কথা বলে উঠল। 'তাহলে প্রেসিডেন্ট এলিসন কেন তাঁর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এমন উঠেপড়ে লেগেছেন?'

'কারণ আমরা তাঁকে পশ্চিমা কক্ষপথে টেনে নিয়ে আসতে চাই।'

'ভুলে গেলে চলবে না,' বলল মেরী। 'নিকোলাস চসেস্কুও কিন্তু দুই নৌকাতেই পা রেখেছিলেন। কবে ওটা শুরু হয়েছিল?'

ব্যারী বলল, রোমানিয়া ১৯৬০ সালে রাশিয়া এবং চীনের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে দুই

পক্ষই অবলম্বন করেছিল আন্তর্জাতিক অ্যাফেয়ারে তার স্বাতন্ত্র্য দেখাতে।'

'ওয়ারশ প্যাক্টভুক্ত দেশগুলো, বিশেষ করে রাশিয়ার সঙ্গে রোমানিয়ার সম্পর্ক এখন কীরকম?' জিজ্ঞেস করল মেরী।

'আগের চেয়ে শক্তিশালী।'

আরেক ছাত্র বলল, 'আমি এর সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করছি। রোমানিয়া আফগানিস্তানে রাশিয়ার হামলাকে নিন্দা করেছে এবং EEC'র সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তির সমালোচনা করেছে।

'এছাড়াও, প্রফেসর অ্যাশলি—'

বেজে উঠল ঘন্টা। সময় শেষ।

মেরী বলল, 'সোমবার আমরা কিছু বেসিক ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো পূর্ব-ইউরোপের প্রতি সোভিয়েত মনোভাবকে প্রভাবিত করেছে। সেইসঙ্গে ইস্টার্ন ব্লকে প্রেসিডেন্ট এলিসনের পরিকল্পনার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়েও কথা বলব। তোমাদের সাপ্তাহিক ছুটি সুন্দর কাটুক।'

ছাত্ররা সবাই ডেস্ক ছাড়ল, পা বাড়াল দরজায়।

'আপনার দিনও সুন্দর কাটুক, প্রফেসর।'

মেরী অ্যাশলি সেমিনারের প্রশ্নোত্তর পর্বটি বেশ উপভোগ করে। উজ্জ্বল, তরুণ গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনায় ইতিহাস এবং ভূগোল যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে। বাস্তব চেহারা পেয়ে যায় বিদেশী নাম এবং স্থানগুলো, রক্তমাংসে মিশে যায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলি। কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সে পাঁচবছর ধরে অধ্যাপনা করছে, শিক্ষাদান তাকে এখনও উত্তেজিত করে তোলে। মেরী বছরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঁচটি ক্লাস নেয়, সেইসঙ্গে রয়েছে গ্রাজুয়েট সেমিনারগুলো। প্রতিটির সঙ্গেই অনিবার্যভাবে চলে আসে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার নেতৃত্বাধীন দেশগুলোর প্রসঙ্গ। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রতারক বলে মনে হয় মেরীর। *আমি যেসব দেশ নিয়ে আলোচনা করি ওগুলোর একটাতেও কোনওদিন যাইনি আমি,* ভাবে সে। *আমি আমেরিকার বাইরেও কোনওদিন যাইনি।*

মেরী অ্যাশলির জন্ম জাংশন সিটিতে। তার বাবা-মার জন্মও ওখানে। তাদের পরিবারের একজন মাত্র সদস্য ইউরোপ চিনতেন। তিনি মেরীর দাদু। দাদুর জন্ম ভরোনোট নামে ছোট একটি রোমানিয়ান গ্রামে।

মাস্টার ডিগ্রি অর্জনের পরে দেশের বাইরে ঘুরতে যাবার একটা পরিকল্পনা করেছিল মেরী। কিন্তু ওই গ্রীষ্মেই তার সঙ্গে এডোয়ার্ড অ্যাশলির পরিচয় হয়ে যায়। ইউরোপ ভ্রমণের রূপান্তর ঘটে তিনদিনের মধুচন্দ্রিমায়, জাংশন সিটি থেকে ৫৫ মাইল দূরের ওয়াটারভিল-এ। ওখানে এডোয়ার্ড হার্টের এক জটিল রোগীর চিকিৎসা করছিল।

'আমরা পরের বছর ঘুরতে বেরুব,' বিয়ের কয়েকদিন পরে এডোয়ার্ডকে বলেছিল মেরী। 'আমি রোম, প্যারিস এবং রোমানিয়া দেখতে চাই।'

'আমিও। ইটস আ ডেট। নেক্সট সামার।'

কিন্তু পরের গ্রীষ্মে জন্ম নিল বেথ। এডোয়ার্ড জিয়ারি কম্যুনিটি হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দুই বছর পরে জন্ম হলো টিমের। মেরী তখন পিএইচডি করেছে। কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে গেছে শিক্ষকতা করতে। দেখতে দেখতে কীভাবে যেন ফুরিয়ে গেল বছরগুলো। শিকাগো, আটলান্টা এবং ডেনভার ছাড়া মেরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কখনও যায়নি।

একদিন, মনে মনে বলে মেরী, *একদিন...*

মেরী তার নোটপত্রগুলো গুছিয়ে নিল। তাকাল জানালার বাইরে। জানালায় কুয়াশা ধূসর ছবি এঁকে রেখেছে। আবার তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। মেরী গায়ে চামড়ার কোট চাপাল, মাথা মুড়ে নিল লাল উলেন স্কার্ফে, পা বাড়াল ভাটিয়ের স্ট্রিট এন্ট্রান্সে, ওখানে সে নিজের গাড়ি পার্ক করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটি প্রকাণ্ড। ৩১৫ একর, ৮৭টি ভবন, এর মধ্যে রয়েছে গবেষণাগার, থিয়েটার এবং চ্যাপেল, চারদিকটা ঘেরা সবুজ গাছ আর ঘাসে। দূর থেকে ভার্সিটির বাদামি রঙের লাইমস্টোনের ভবনগুলোকে প্রাচীন প্রাসাদ বলে ভ্রম হয়, ছাদে রয়েছে টারেট, যেন শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত।

ডেনিসন হল পার হয়ে যাচ্ছে মেরী, নাইকন ক্যামেরা হাতে এক লোক এগিয়ে গেল তার দিকে। ভবনের ক্যামেরা তাক করে টিপে দিল শাটার। ছবিতে ধরা পড়ল মেরীও। *লোকটার ক্যামেরার রেঞ্জের মধ্যে থাকা আমার উচিত হয়নি,* ভাবল মেরী। *আমি ওর ছবিটাই নষ্ট করে দিয়েছি।*

এক ঘণ্টা পরে ছবির নেগেটিভ রওনা হয়ে গেল ওয়াশিংটন ডিসি'র উদ্দেশে।

প্রতিটি শহরের রয়েছে নিজস্ব একটি ছন্দ, একটি লাইফ পালস, যা মানুষ এবং জমিন উভয় থেকে উদ্ভূত। জিয়ারি কাউন্টিতে, জাংশন সিটি লোকসংখ্যা ২০,৪৮১, এটি কানসাস সিটি থেকে ১৩০ মাইল পশ্চিমে। এ শহর থেকে ডেইলি ইউনিয়ন নামে একটি খবরের কাগজ বের হয়–রয়েছে একিট রেডিও স্টেশন এবং একটি টেলিভিশন স্টেশন। ডাউনটাউন শপিং এরিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানান দোকানপাট, সিক্সথ স্ট্রিট এবং ওয়াশিংটনে আছে গ্যাস স্টেশন। আছে পেনি, ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক, একটি ডোমিনো পিজ্জা, ফ্লাওয়ার জুয়েলার্স এবং উলওয়ার্থ। ফাস্টফুডের দোকানের একটি চেইন রয়েছে এ শহরে, আছে বাসস্টেশন, মেনসওয়্যার শপ, এবং মদের দোকান—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও শতশত শহরের মতো সমস্ত বৈশিষ্ট্যই রয়েছে জাংশন সিটির। তবে শহরটি নগরবাসীর সবচেয়ে পছন্দ এর নিরবচ্ছিন্ন শান্ত এবং

মনোরম পরিবেশের জন্য। ছুটির দিনে জাংশন সিটি কাছের ফোর্ট রিলের সৈনিকদের জন্য হয়ে ওঠে রেস্ট এবং রিক্রিয়েশন সেন্টার।

বাড়ি ফেরার পথে ডিলন'স মার্কেটে থামল মেরী ডিনারের জন্য জিনিসপত্র কিনতে। তারপর উত্তরে, ওল্ড মিলফোর্ড রোড অভিমুখে চলল। হ্রদের দিকে মুখ ফেরানো ভারি সুন্দর একটি আবাসিক এলাকা। রাস্তার বাম ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ওক এবং এলম বৃক্ষ। আর ডানদিকে পাথর, ইট কিংবা কাঠের তৈরি চমৎকার সব বাড়ি।

ঢেউ-খেলানো পাহাড়সারির মাঝখানে, পাথরের একটি বাড়িতে থাকে অ্যাশলি। তের বছর আগে ড. এডোয়ার্ড অ্যাশলি এবং তার মেরী মিলে বাড়িটি কিনেছে। এ বাড়ির নিচতলায় রয়েছে বড়সড় একটি লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, লাইব্রেরি, ব্রেকফার্স্ট রুম এবং কিচেন। ওপরতলায় মাস্টার সুইট এবং দুটি অতিরিক্ত বেডরুম।

'আমাদের দুজনের জন্য বাড়িটি অস্বাভাবিক রকম বড়,' আপত্তি জানিয়েছিল মেরী অ্যাশলি।

এডোয়ার্ড তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে নিতে ঘন গলায় বলেছিল, 'কে বলেছে এখানে আমরা শুধু দুজন থাকব?'

মেরী ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি ফিরে দেখল টিম এবং বেথ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'জানো কী হয়েছে?' বলল টিম। 'কাগজে আমাদের ছবি ছাপা হবে!'

'জিনিসপত্রগুলো একটু রাখো তো,' বলল মেরী। 'কিসের কাগজ?'

'লোকটা কাগজের নাম বলেনি, তবে ছবি তোলার সময় বলল আমাদেরকে জানাবে কোন্ কাগজে আমাদের ছবি ছাপা হয়েছে।'

মেরী ছেলের দিকে তাকাল। 'কেন ছবি তুলল বলেনি?'

'না।' জবাব দিল টিম। 'লোকটা নাইকন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলেছে।'

রোববার নিজের পঁয়ত্রিশতম জন্মদিন পালন করল মেরী। অবশ্য জন্মদিনের কথা ওর যে একেবারেই মনে ছিল না, তা নয়। এডোয়ার্ড স্ত্রীর জন্য কান্ট্রি ক্লাবে সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করল। ফ্লোরেন্স এবং ডগলাস শিফার সহ আরও চার দম্পতি এল বার্থডে পার্টিতে। মেরীর বিস্মিত চেহারা দেখে শিশুর মতো উল্লসিত হয়ে উঠল এডোয়ার্ড। সে ক্লাবে ঢুকে সাজানো টেবিল এবং 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ' লেখা ব্যানার দেখে রীতিমতো থ। অবশ্য অবাক হওয়ার ব্যাপারটি মেরীর অভিনয় ছিল। সে অন্তত দু হপ্তা আগেই জানত এডোয়ার্ড তার জন্য পার্টি দিচ্ছে। এডোয়ার্ডকে পছন্দ করে মেরী। অবশ্য করবে না-ই বা কেন? এডোয়ার্ড সুদর্শন, বুদ্ধিমান এবং সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল। এডোয়ার্ডের বাপ এবং দাদা দুজনেই ছিলেন ডাক্তার। এডোয়ার্ড ডাক্তারি ছাড়া অন্য কোনও পেশা বেছে নেয়ার চিন্তাও কোনওদিন করেনি। জাংশন সিটির সবচেয়ে নামি শল্য-চিকিৎসক সে, একজন ভালো বাবা এবং চমৎকার স্বামী।

বার্থডে কেকের মোমবাতিগুলো এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল মেরী। ভাবল *একজন নারী আর কতটা সৌভাগ্যবতী হতে পারে?*

সোমবার সকালে মাথাব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল মেরীর। আগের রাতে শ্যাম্পেনের বন্যা বয়ে গিয়েছিল পার্টিতে। আর মদপানে তেমন অভ্যস্ত নয় মেরী। বিছানা থেকে নামতে বেশ কসরৎ করতে হলো ওকে। *শ্যাম্পেন পান করা মোটেই উচিত হয়নি আমার,* ভাবছে মেরী। *আর কোনওদিন যদি মদ খেয়েছি!*

নিচতলায় নেমে এল মেরী, বাচ্চাদের জন্য নাস্তা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাথাব্যথাটাকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছে।

'শ্যাম্পেন,' ককিয়ে উঠল মেরী, 'আমাদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রতিশোধ।'

একগাদা বই বুকের সাথে চেপে ধরে ঘরে ঢুকল বেথ। 'কার সঙ্গে কথা বলছ, মা?'

'নিজের সঙ্গে।'

'আশ্চর্য তো!'

মেরী টেবিলে সেরিয়ালের একটি বাক্স রাখল। 'তোমার জন্য নতুন সেরিয়াল কিনেছি। পছন্দ হবে তোমার।'

কিচেন টেবিলে বসল বেথ। সেরিয়াল বক্সের লেবেল পড়ল। 'আমি এটা খেতে পারব না। তুমি দেখছি আমাকে মেরে ফেলার তাল করেছ।'

'কথা বাড়িয়ো না,' বলল মেরী। 'নাস্তা খেয়ে নাও।'

দশ বছরের টিম দৌড়ে ঢুকল কিচেনে। টেবিলের পাশের একটি চেয়ার দখল করল। 'আমি বেকন আর ডিম খাব।'

'আমাকে গুড মর্নিং বললে না যে?' বলল মেরী।

'গুড মর্নিং। আমি বেকন আর ডিম খাব।'

'প্লিজ।'

'আ; কামন, মম। আমার স্কুলের দেরী হয়ে গেল তো।'

'স্কুলের কথা মনে আছে তাহলে। মিসেস রেনল্ডস ফোন করেছিলেন। অনুযোগ করলেন তুমি নাকি অঙ্কে ডাব্বা মেরেছ। তোমার কিছু বলার আছে?'

'এটা অনেক কিছুর ওপরে নির্ভর করে।'

'টিম, তুমি কি আমার সঙ্গে মজা করছ?'

'আমার মনে হয় না মা মজা করার মতো কিছু বলেছে,' নাক কোঁচকাল বেথ।

বোনকে ভেংচাল টিম। 'মজা করতে চাইলে আয়নার সামনে যাও।'

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলল মেরী। 'বড় বোনের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে নেই।'

ওর মাথাব্যথাটা আরও বেড়েছে।

টিম জিজ্ঞেস করল, 'ছুটির পরে স্কেটিং রিঙ্কে যাব, মা?'

'না। স্কুল ছুটির পরে সোজা বাসায় ফিরে পড়তে বসবে। একজন কলেজ

প্রফেসরের ছেলে অঙ্কে ফেল করছে, ভাবা যায়!'

'যায়। তুমি তো আর অঙ্ক শেখাও না।'

বেথ বলল, 'মা, টিম কি বলেছে ও বানানে 'D' পেয়েছে?

কটমট করে বোনের দিকে তাকাল টিম। 'মার্ক টোয়েনের নাম কখনও শুনেছ?'

'এর সঙ্গে মার্ক টোয়েনের কী সম্পর্ক?' জানতে চাইল মেরী।

'মার্ক টোয়েন বলেছেন, যে লোক সারাদিনে মাত্র একটি শব্দ বানান করতে পারে তার প্রতি তাঁর কোনও শ্রদ্ধা নেই।'

ওদের সঙ্গে আসলে কথায় পারা যাবে না, মনে মনে বলল মেরী। *ওরা আমাদের চেয়ে অনেক চালাক।*

মেরী দুজনের জন্য বাক্সে লাঞ্চ দিয়ে দিল। তবে বেথকে নিয়ে ও দুশ্চিন্তায় আছে। মেয়েটা ডায়েটিং নিয়ে অস্থির।

'বেথ, আজ কিন্তু পুরোটা খাবার খাবে।'

'আমি খেয়ে খেয়ে মুটকি হতে চাই না।'

টিম বেথের নোটবুক থেকে আলগা একটি পৃষ্ঠা তুলে নিল। 'দ্যাখো, মা!' চেঁচাল সে। 'এতে কী লিখেছে। প্রিয় বেথ চলো আজ স্টাডি পিরিয়ডে একসঙ্গে বসি। কাল সারাটা দিন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি এবং—'

'অ্যাই, ওটা দে!' চিৎকার করল বেথ। 'ওটা আমার জিনিস।' সে কাগজটা ছিনিয়ে নিতে থাবা মারল। লাফ মেরে বেথের নাগালের বাইরে চলে গেল টিম।

চিঠির নিচে লেখা নামটা পড়ল টিম। 'আরি! এ তো দেখছি ভিজিলের নাম। আমি ভেবেছি তুমি আর্নল্ডের প্রেমে পড়েছ।'

বেথ টান মেরে ভাইয়ের কাছ থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে নিল। 'তুই প্রেমের কী বুঝিস?' খেঁকিয়ে উঠল মেরীর দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা। 'তুই তো একটা বাচ্চা।'

মেরীর মাথার দপদপে ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠল।

'বাচ্চারা—একটু চুপ করো তো।'

বাইরে থেকে ভেসে এল স্কুলবাসের হর্ন। টিম এবং বেথ দরজায় কদম বাড়াল।

'আরে, কোথায় যাচ্ছ? নাস্তা খেয়ে যাও।'

সন্তানদের পেছন পেছন হলওয়েতে চলে এল মেরী।

'সময় নেই, মা। স্কুলে যাব।'

'বাই, মম।'

'বাইরে খুব ঠাণ্ডা। কোট আর স্কার্ফ পরে নাও।'

'আমার স্কার্ফ হারিয়ে গেছে,' বলল টিম।

চলে গেল ওরা। নিজেকে নিঃশেষিত লাগল মেরীর। *মা হওয়া মানে ঝড়ের চোখের মধ্যে বসবাস।*

চোখ তুলে চাইতেই এডোয়ার্ডকে দেখতে পেল মেরী। সিঁড়ি বেয়ে নামছে। ওকে দেখে হাসিতে মুখ ভরে গেল মেরীর। *ওর মতো আকর্ষণীয় মানুষ দুটি দেখিনি আমি,*

ভাবল ও।

এডোয়ার্ডের নম্র, ভদ্র আচরণ মেরীকে প্রথম আকৃষ্ট করে। এডোয়ার্ডের চোখের রঙ নরম ধূসর, বুদ্ধিদীপ্ত। তবে কোনো কারণে রেগে গেলে ও-চোখ দিয়ে আগুন ঝরে।

'মর্নিং, ডার্লিং।' এডোয়ার্ড চুমু খেল স্ত্রীকে। দুজনে মিলে কিচেনে ঢুকল।

'সুইট হার্ট—আমার একটা কাজ করে দেবে?'

'অবশ্যই। বলো, বিউটিফুল।'

'আমি আমার বাচ্চাগুলোকে বিক্রি করে দিতে চাই।'

'দুজনকেই?'

'দুটোকেই।'

'কবে?'

'আজই।'

'কিন্তু ওদেরকে কে কিনবে?'

'অচেনা কোনও মানুষ। ওরা বড় হয়ে গেছে। আমি আর ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। বেথ কিছু খাবে না বলে পণ করেছে, আর তোমার ছেলে ওয়ার্ল্ড ক্লাস গবা ছাত্র হয়ে গেছে।'

এডোয়ার্ড চিন্তার ভান করে বলল, 'বোধহয় ওরা আমাদের বাচ্চা নয়।'

'আই হোপ নট। আমি তোমার জন্য ওটামিল বানিয়ে দিচ্ছি।'

ঘড়ি দেখল এডোয়ার্ড। 'সরি, ডার্লিং, সময় নেই। আধঘণ্টার মধ্যে অপারেশনে বসতে হবে। হ্যাংক কের্টসের আঙুল কাটা পড়েছে।'

'লোকটার বয়স তো কম হলো না। এখনও কাজ করছে?'

'ও যেন তোমার কথা শুনতে না পায়।'

মেরী জানে হ্যাংক কের্টস গত তিনবছর ধরে এডোয়ার্ডের পাওনা পারিশ্রমিক দিচ্ছে না। কম্যুনিসিটির বেশিরভাগ চাষার মতো হ্যাংক কেটসও খামারে পণ্যের স্বল্পমূল্যের সমস্যায় ভুগছে। ফার্ম ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কৃষকদের প্রতি মোটেই দয়া দাক্ষিণ্য দেখায় না। যেসব খামারে সারাজীবন কৃষকরা কাজ করেছে সেইসব খামার তাদের হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে। এডোয়ার্ড তার রোগীদের টাকার জন্য কখনও চাপ দেয় না। অনেক কৃষক চিকিৎসার বিল শোধ করে ক্ষেতের ফসল দিয়ে। অ্যাশলিদের একবার এক কৃষক একটি গরু দিতে চেয়েছিল কিন্তু মেরীর পরামর্শে গরু নিতে রাজি হয়নি এডোয়ার্ড।

মেরী স্বামীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, *'আমি কত সৌভাগ্যবতী'।*

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'আমি বাচ্চাদেরকে রেখে দেয়ার চিন্তা করতে পারি। কারণ আমি তাদের বাবাকে খুব পছন্দ করি।'

'সত্যি বলতে কী, আমি বরং ওদের চেয়ে ওদের মাকেই বেশি ভালোবাসি,' মেরীকে দুবাহুর বন্ধনে জড়িয়ে নিল এডোয়ার্ড। 'হ্যাপি বার্থডে, প্লাস ওয়ান।'

'আমি বুড়ি হয়ে গেছি, তারপরও আমাকে এত ভালোবাসো?'

'ধন্যবাদ,' হঠাৎ একটি কথা মনে পড়ে গেল মেরীর। 'আমি আজ তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে রান্না চড়াব। আজ শিফারদের আমাদের সঙ্গে ডিনার করার কথা।'

প্রতি সোমবার রাতে প্রতিবেশীদের কাউকে ডিনারে দাওয়াত দেয় মেরী। ডগলাস শিফারও ডাক্তার। এডোয়ার্ডের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে দুজনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মেরী এবং এডোয়ার্ড একসঙ্গে ঘর থেকে বেরুল। বাইরে বাতাসের দাপাদাপির বিরাম নেই। ফোর্ড গ্রানাডায় চড়ল এডোয়ার্ড, মেরী তার স্টেশন ওয়াগনের হুইলের পেছনে চেপে বসল।

'হাইওয়ে বোধহয় বরফে ঢেকে আছে,' জোরে বলল এডোয়ার্ড। 'সাবধানে গাড়ি চালিয়ো।'

'তুমিও সাবধানে গাড়ি চালিয়ো, ডার্লিং।'

স্বামীকে উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিল মেরী। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল দুটি গাড়ি। এডোয়ার্ড ছুটল হাসপাতালে। মেরী ম্যানহাটানের উদ্দেশে, ওখানে ওদের ইউনিভার্সিটি, ষোলো মাইল দূরে।

অ্যাশলির বাড়ি থেকে আধা ব্লক দূরে পার্ক-করা একটি অটোমোবাইলে বসে দুজন লোক লক্ষ রাখছিল অ্যাশলির বাড়ির ওপর। দেখল গাড়িদুটি রওনা হয়ে গেছে। ওগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা।

'চলো।'

অ্যাশলির পড়শীর বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল আগন্তুকদ্বয়। ড্রাইভার রেক্স ওল্ডস গাড়িতে বসে রইল। তার সঙ্গী গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে গেল বাড়িটিতে। সদর দরজার বেল বাজাল। দরজা খুলে দিল চৌত্রিশ/পঁয়ত্রিশ বছরের আকর্ষণীয়া এক স্বর্ণকেশী।

'ইয়েস? ক্যান আই হেল্প য়্যু?'

'মিসেস ডগলাস শিফার?'

'জ্বী...?'

লোকটা জ্যাকেটের পকেট হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটি পরিচয়পত্র। 'আমার নাম ডোনাল্ড জ্যামলক। আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিকিউরিটি এজেন্সির সঙ্গে আছি।'

'গুড গড! ডগ ব্যাংক-ডাকাতি করেছে এরকম কোনও খবর নিশ্চয় দিতে আসেননি।'

বিনীত ভঙ্গিতে হাসল এজেন্ট।' না, ম্যাম। আমরা ওসবের কিছুই জানি না। আমরা এসেছি আপনার পড়শী মিসেস অ্যাশলির ব্যাপারে কিছু কথা জানতে।'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠল মিসেস ডগলাস। 'মেরী? তার সম্পর্কে জানতে চাইছেন কেন?'

'আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

'অবশ্যই,' ফ্লোরেন্স শিফার লোকটিকে লিভিংরুমে নিয়ে এল। 'বসুন। কফি খাবেন?'

'না, ধন্যবাদ। আমি আপনার কাছ থেকে অল্প সময় নেব।'

'মেরীর কথা জানতে চাইছেন কেন?' প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করল ফ্লোরেন্স।

নিশ্চয়তা দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল এজেন্ট। 'এ স্রেফ রুটিন চেক। তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নিয়ে আমরা আসিনি।'

'ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকতেও পারে না,' বলল ফ্লোরেন্স। 'মেরী অ্যাশলির মতো চমৎকার মেয়ে আমি দুটি দেখিনি।' বিরতি দিল সে। 'ওর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'না, ম্যাম। এই ভিজিটটি গোপনীয়। আপনি যদি আমাদের আগমনের কথা কাউকে না জানান তো খুশি হব। মিসেস অ্যাশলিকে কতদিন ধরে চেনেন?'

'প্রায় তেরো বছর। সে আমাদের পড়শী হয়ে আসার পর থেকে।'

'মিসেস অ্যাশলিকে কি খুব ভালোভাবে জানেন আপনি?'

'অবশ্যই জানি। মেরী আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। কী—?'

'স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কীরকম?'

'ডগলাস এবং আমার পরে ওদের মতো সুখী দম্পতি আর হয় না,' একটু চিন্তা করল ফ্লোরেন্স। 'না, কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি আমি। ওরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দম্পতি।'

'শুনেছি মিসেস অ্যাশলির দুটি সন্তান। বারো বছরের একটি মেয়ে এবং দশ বছরের একটি ছেলে, ঠিক?'

'ঠিক। বেথ এবং টিম।'

'মিসেস অ্যাশলি মা হিসেবে কীরকম?'

'চমৎকার। কিন্তু—'

'মিসেস শিফার, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে মিসেস অ্যাশলি ইমোশনালি বেশ দৃঢ় চরিত্রের মানুষ?'

'হুঁ।

'তাঁর কোনও ইমোশনাল প্রবলেম নেই?'

'অবশ্যই না।'

'উনি কি মদ খান?'

'না, ও অ্যালকোহল পছন্দ করে না।'

'ড্রাগস?'

'আপনি ভুল শহরে এসেছেন, মিস্টার। জাংশন সিটিতে কোনও নেশাখোর নেই।'

'মিসেস অ্যাশলির স্বামী তো ডাক্তার?'

'জ্বী।'

'মিসেস অ্যাশলির যদি ড্রাগসের প্রয়োজন হয়—'

'আপনি ফালতু প্যাচাল পাড়ছেন। মেরী ড্রাগস নেয় না, গন্ধ শোঁকে না, ছুঁয়েও দেখে না।'

ফ্লোরেন্সকে এক মুহূর্ত জরিপ করল এজেন্ট। 'ড্রাগসের টার্মিনোলজি তো ভালোই জানেন।'

'আমি মায়ামি ভাইস দেখি অন্য সবার মতো,' রেগে যাচ্ছে ফ্লোরেন্স শিফার। 'আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

'মেরী অ্যাশলির দাদুর জন্ম রোমানিয়ায়। মিসেস অ্যাশলি কি রোমানিয়া নিয়ে কখনও গল্প করেছেন?'

'সে তো প্রায়ই রোমানিয়ার গল্প বলে। তার দাদু তাকে রোমানিয়ার যেসব গল্প শোনাত, সেসব। দাদু রোমানিয়ায় জন্ম নিলেও কৈশোরেই তিনি এখানে চলে আসেন।'

'মিসেস অ্যাশলি কি রোমানিয়ার বর্তমান সরকারকে নিয়ে কখনও নেতিবাচক কোনও কথা বলেছেন?'

'না। যদ্দুর মনে পড়ে কখনও কিছু বলেনি।'

'শেষ প্রশ্ন। মিসেস অ্যাশলি কিংবা ড. অ্যাশলি কি কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন?'

'একদমই না!'

'তার মানে দুজনেই দেশপ্রেমী আমেরিকান?'

'অবশ্যই। আপনি কি আমাকে দয়া করে বলবেন যে কেন—'

সিধে হলো লোকটা। 'সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, মিসেস শিফার। আপনাকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আজকের বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়। আপনি বিষয়টি নিয়ে কারও সঙ্গে—এমনকি আপনার স্বামীর সঙ্গেও আলোচনা না করলে খুশি হব।'

লোকটা চলে গেল। ফ্লোরেন্স শিফার তার গমনপথের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, 'কী যে বলে গেল কিছুই বুঝলাম না!'

দুই এজেন্ট ওয়াশিংটন স্ট্রিট ধরে উত্তর-অভিমুখে চলল। পাশ কাটাল একটি বিলবোর্ড। তাতে লেখা : 'Enjoy yourself in the land of Ah's'

'বেশ,' ঘোঁত ঘোঁত করল রেক্স ওল্ডস।

ওরা এলকস বিল্ডিং-এর চেম্বার অব কমার্স পার হলো। সেখান থেকে ইরমা'র পেট গ্রুমিং এবং 'দ্য ফ্যাট চান্স' নামে একটি বার। কমার্শিয়াল ভবনগুলো হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল। ডোনাল্ড জ্যামলক বলল, 'যেশাস, মেইন স্ট্রিট মাত্র দুই ব্লক লম্বা। এটা একটা শহর হলো! এ তো একটা পিট স্টপ।'

রেক্স ওল্ডস বলল, 'তোমার কাছে এটা পিট স্টপ, আমার কাছে এটা পিট স্টপ। কিন্তু এখানকার লোকদের কাছে এটি একটি শহর।'

জ্যামলক মাথা নাড়ল। 'বসবাসের জন্য জায়গাটা সুন্দর হতে পারে কিন্তু আমি এ

শহর দেখতে আসতেও রাজি নই।'

স্টেট ব্যাংকের সামনে থামল সেডান। রেক্স ওল্ডস ভেতরে ঢুকল।

কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এল সে। 'ক্লিন,' বলল সে। ঢুকে পড়ল গাড়িতে। 'ব্যাংকে অ্যাশলিদের সাত হাজার ডলার আছে। বাড়িটি মর্টগেজড, তারা বিলগুলো নিয়মিত পরিশোধ করে। ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের ধারণা, ভালো ব্যবসায়ী হবার জন্য ডাক্তার অতিশয় কোমল মনের মানুষ। তবে ডাক্তার ক্রেডিট রিস্কে রয়েছে।'

জ্যামলক ক্লিপবোর্ডে চোখ বুলিয়ে বলল, 'আরও কয়েকটা নাম চেক করে তারপর জলদি কেটে পড়ি চলো। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

ডগলাস শিফার হাসিখুশি মেজাজের মানুষ। তবে এ মুহূর্তে তার চেহারায় কালো মেঘ ঘনিয়েছে। শিফার এবং অ্যাশলিরা তাদের সাপ্তাহিক ব্রিজ গেম খেলছে। শিফার দম্পতি ১০০০০ পয়েন্ট পেছনে পড়ে রয়েছে। এ নিয়ে চারবার দল বদলাল ফ্লোরেন্স শিফার।

ডগলাস শিফার টেবিলে আছড়ে ফেলল হাতের তাস। 'ফ্লোরেন্স!' বিস্ফোরিত হলো সে। 'তুমি আসলে কার পক্ষ নিয়ে খেলছ? জানো আমরা কত পয়েন্ট পিছিয়ে আছি?'

'আমি দুঃখিত,' নার্ভাস গলায় বলল ফ্লোরেন্স। 'আ—আমি খেলায় ঠিক মনোযোগ দিতে পারছি না।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি,' তার স্বামী নাক কোঁচকাল।

'তুমি কোনও কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ?' এডোয়ার্ড অ্যাশলি জিজ্ঞেস করল ফ্লোরেন্সকে।

'কথাটা তোমাকে আমি বলতে পারব না।'

সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ফ্লোরেন্সের দিকে। 'মানে?' প্রশ্ন করল তার স্বামী।

গভীর দম নিল ফ্লোরেন্স শিফার। 'মেরী—বিষয়টি তোমাকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে কী?'

'তুমি বোধহয় কোনও সমস্যায় আছ, না?'

স্থিরদৃষ্টিতে বান্ধবীর দিকে তাকাল মেরী। 'সমস্যা? না তো—আমি সমস্যায় আছি মনে হলো কেন তোমার?'

'কিন্তু কথাটা আমি বলতে পারব না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।'

'প্রতিশ্রুতি দিয়েছ কাকে?' জিজ্ঞেস করল এডোয়ার্ড।

'আজ সকালে ওয়াশিংটন থেকে এক ফেডেরাল এজেন্ট বাসায় এসেছিল। মেরীর সম্পর্কে নানান প্রশ্ন তার। যেন মেরী কোনো আন্তর্জাতিক গুপ্তচর।'

'কী ধরনের প্রশ্ন?' জানতে চাইল এডোয়ার্ড।

'মেরী দেশপ্রেমিক আমেরিকান কিনা? মা এবং স্ত্রী হিসেবে সে কীরকম? ও কি ড্রাগস নেয়?'

'এসব প্রশ্ন করার মানে কী?'

'এক মিনিট,' উত্তেজিত গলায় বলল মেরী। 'ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। বিষয়টি আমার ভোগদখলের অধিকার নিয়ে।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল ফ্লোরেন্স।

'ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে কিছু সেনসিটিভ গভর্নমেন্ট রিসার্চ চালাচ্ছে। তাই বোধহয় সবার সম্পর্কে আগাপাশতলা খোঁজখবর নিচ্ছে।'

'যাক বাবা, বাঁচলাম,' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ফ্লোরেন্স শিফার। 'আমি ভাবলাম ওরা বুঝি তোমাকে জেলে পুরে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে।'

'এখন এসব থাক,' বলল ডগলাস শিফার। 'খেলা শুরু করি আবার, কী বলো?' স্ত্রীর দিকে ফিরল সে। 'আবার যদি তুমি দলবদল করো তোমার কিন্তু খবর আছে।'

'করব না। প্রমিজ।'

পাঁচ

অ্যাবিউড, ইংল্যান্ড

'আমরা সাধারণ নিয়ম অনুসারে মিটিং করছি,' ঘোষণা করলেন চেয়ারম্যান। 'কোনও রেকর্ড রাখা হবে না, এ মিটিং নিয়ে কোনওরকম আলোচনা হবে না এবং আমরা পরস্পরকে কোড নেমে সম্বোধন করব।'

পঞ্চদশ শতকের ক্লোমোর ক্যাসল-এর লাইব্রেরিতে জড়ো হয়েছেন আটজন মানুষ। সাদা পোশাকে রয়েছে দুজন সম্ভ্রান্ত লোক, গায়ে তাদের ভারি ওভারকোট, তৃতীয় একজন লাইব্রেরির দরজায় পাহারা দিচ্ছে। ঘরের আট ব্যক্তিই আলাদাভাবে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। একজন উপস্থিত হবার কিছুক্ষণ পরে আরেকজন এসেছেন।

চেয়ারম্যান বলে চললেন, 'কন্ট্রোলার বিচলিত হওয়ার মতো কিছু তথ্য পেয়েছেন। মারিন গ্রোজা আলেকজান্দ্রোস আইওনেস্কুর বিরুদ্ধে ক্যু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রোমানিয়ার কয়েকজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা গ্রোজাকে দেশে ফিরিয়ে আনার পাঁয়তারা করছেন। এবারে তাঁর সফল হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।'

ওডিন বলে উঠলেন, 'তাতে আমাদের পরিকল্পনায় কতটুকু প্রভাব পড়বে?'

'আমাদের পরিকল্পনাই এতে ভেস্তে যেতে পারে। পশ্চিমের জন্য অনেকগুলো সেতু খুলে যাবে।'

ফ্রেয়ার বললেন, 'তাহলে এটা যাতে ঘটতে না পারে সে ব্যবস্থাই আমাদের নিতে হবে।'

জিজ্ঞেস করলেন বল্ডার, 'কীভাবে?'

'আমরা গ্রোজাকে মেরে ফেলব', জবাব দিলেন চেয়ারম্যান।

'তা সম্ভব নয়। আইওনেস্কুর লোকেরা আধডজনবার গ্রোজাকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তার ভিলা দুর্গম দুর্গ বিশেষ, প্রবেশের অসাধ্য। তাছাড়া, এ ঘরের কেউ গুপ্তহত্যার সঙ্গে জড়িত হতে চাইবেন বলে মনে হয় না।'

'আমরা সরাসরি জড়িত হব না,' বললেন চেয়ারম্যান।

'তাহলে কীভাবে ঘটবে ঘটনা?'

'কন্ট্রোলার একটি কনফিডেন্সিয়াল ডোশিয়ার আবিষ্কার করেছেন। ওতে এক আন্তর্জাতিক টেরোরিস্টের কথা আছে। তাকে গুপ্তহত্যার জন্য ভাড়া করা যাবে।'

'আবুল আব্বাস, যে লোক Achille Lauro হাইজ্যাকিং-এর জন্য দায়ী?'

'না। এ নতুন লোক। অনেক চৌকশ। নিজের পরিচয় দেয় অ্যাঞ্জেল বলে।'

'এ নাম কখনও শুনিনি,' মন্তব্য করলেন সিগমুন্ড।

'না-শোনারই কথা। তার ক্রেডেনশিয়াল দারুণ। কন্ট্রোলারের ফাইল অনুযায়ী অ্যাঞ্জেল ভারতে শিখ খালিস্তান গুপ্তহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। সে পুয়েতোরিকোয় Macheteros সন্ত্রাসবাদীদের এবং কম্বোডিয়ায় খেমারুজদের সাহায্য করেছে। সে ইসরায়েলে আধডজন সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে। ইসরায়েল তাকে জীবিত অথবা মৃত পাবার জন্য এক মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

'শুনে তো দারুণ মনে হচ্ছে,' বললেন থর। 'তাকে কি পাওয়া যাবে?'

'তার পারিশ্রমিক অনেক। সে যদি চুক্তিতে রাজি হয় তাহলে তাকে দুই মিলিয়ন ডলার দিতে হবে।'

শিস দিয়ে উঠলেন ফ্রেয়ার। তারপর কাঁধ ঝাঁকালেন।

'টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। আমাদের জেনারেল ফান্ড থেকে টাকা দেব।'

'এই অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় তার এক রক্ষিতা। মহিলার নাম নিউসা মুনিজ।'

'মহিলাকে কোথায় পাব?'

'সে থাকে আর্জেন্টিনা। অ্যাঞ্জেল বুয়েনস আয়ারসে তার জন্য একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দিয়েছে।'

থর জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে চলেছে? আমাদের পক্ষ থেকে মহিলার সঙ্গে কে যোগাযোগ করবে?'

জবাব দিলেন চেয়ারম্যান, 'কন্ট্রোলার হ্যারি ল্যানজ নামে এক লোকের কথা বলেছেন।'

'নামটা চেনা চেনা লাগছে।'

শুকনো গলায় চেয়ারম্যান বললেন, 'হুঁ। তার খবর কাগজে ছাপা হয়েছে। হ্যারি ল্যানজ ভবঘুরে টাইপের মানুষ। ভিয়েতনামে ড্রাগ ব্যবসা করতে গিয়ে সিআইএ থেকে তার চাকরি চলে যায়। সিআইএর সঙ্গে কাজ করার সময় সে দক্ষিণ আমেরিকায় একবার গিয়েছিল। কাজেই দেশটা ভালোভাবে চেনা আছে তার। দালাল হিসেবে ভালোই কাজ করতে পারবে।' বিরতি দিলেন তিনি। 'আমি ভোট নেয়ার পক্ষে। যারা অ্যাঞ্জেলকে ভাড়া করতে চাইছেন তাঁরা দয়া করে হাত তুলুন।'

আট জোড়া হাত উঠে গেল শূন্যে।

'তাহলে ওই কথাই রইল,' চেয়ার ছাড়লেন চেয়ারম্যান। 'মিটিং আজকের মতো

এখানেই শেষ। প্লিজ, সবাই সতর্কতার সঙ্গে যে যার গন্তব্যে ফিরে যান।'

সোমবার। কন্সটেবল লেসলি হ্যানসন গ্রিন হাউজে পিকনিক করছিল। যদিও এখানে বনভোজন করার অধিকার তার নেই। তবে সে একা নয়। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এজন্য তাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। হ্যানসনের সঙ্গে রয়েছে অ্যানি নামে এক সুন্দরী গ্রাম্য বালিকা।

'তুমি খাবার জোগাবে,' খিলখিল হাসল অ্যানি, 'আমি নিজেই ডেসার্ট জোগাব।'

'ডেসার্ট' হলো পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা সুন্দরী অ্যানি নিজেই।

তার সুউন্নত বক্ষ এবং গোল নিতম্ব দেখলে যে-কোনও পুরুষের মাথা ঘুরে যাবে।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ডেসার্ট 'চেখে' দেখার সময় বিরক্তির উদ্রেক ঘটাল একটি লিমুজিন। প্রাসাদের গেট থেকে শব্দ তুলে বেরিয়ে এল ওটা।

'এ প্রাসাদ তো সোমবার বন্ধ থাকে বলেই জানি,' বিড়বিড় করল হ্যানসন।

'তুমি কিন্তু উঠবে না,' গুঙিয়ে উঠল অ্যানি।

'মাথা খারাপ?'

কুড়ি মিনিট পরে দ্বিতীয় গাড়িটি যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল কনেস্টবল। এবারে সে কৌতূহলী হয়ে উঠল। উঁকি দিল জানালা দিয়ে। দেখে মনে হলো সরকারি লিমুজিন, জানালার কাচ কালো যাতে ভেতরের যাত্রীদের চেহারা দেখা না যায়।

'তুমি আসছ না, লেসলি?'

'আসছি। প্রাসাদে কে এল বুঝতে পারছি না। ট্যুরের দিন ছাড়া প্রাসাদ তো বন্ধ থাকে।'

'তুমি যদি এখনই না আসো আমারও কিন্তু একই দশা হবে, লাভ।'

কুড়ি মিনিট পরে তৃতীয় আরেকটি গাড়ির শব্দ শুনতে পেল কনস্টেবল হ্যানসন। বেরিয়ে যাচ্ছে গেট থেকে। জৈবিক প্রেমের চেয়ে পুলিশি সন্দেহটা তার ভেতরে চাগিয়ে উঠল বেশি। পাঁচটিরও বেশি গাড়ি, সবগুলোই লিমুজিন, প্রতিটি গাড়ি কুড়ি মিনিটের বিরতি দিয়ে বেরিয়ে গেছে প্রাসাদ থেকে। রাস্তা দিয়ে একটি হরিণ ছুটে যাচ্ছিল বলে একটি গাড়ি থেমে পড়েছিল। ওই ফাঁকে হ্যানসন গাড়িটির লাইসেন্স প্লেট নাম্বার টুকে নিল তার নোটবুকে।

'আজ না, তোমার ছুটি,' অনুযোগ অ্যানির কণ্ঠে। 'কাজ করছ যে বড়!'

'ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে,' বলল হ্যানসন। তবে এ বিষয়টি কাকে জানাবে বুঝতে পারল না সে।

'ক্রোমোর ক্যাসলে তুমি কী করছিলে?' ঘাউ করে উঠল সার্জেন্ট টুইল।

'প্রাসাদ ঘুরে দেখতে গিয়েছিলাম, স্যার।'

'কিন্তু প্রাসাদ বন্ধ ছিল।'

'জ্বী, স্যার। তবে গ্রীন হাউজ খোলা ছিল।'

'তুমি তাহলে গ্রীন হাউজ ঘুরে দেখতে গিয়েছিলে?'

'জ্বী, স্যার।'

'একা, নিশ্চয়?'

'ইয়ে, সত্যি বলতে কী–'

'আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না, কনেস্টবল। আমি বিস্তারিত বর্ণনা চাই। গাড়ি দেখে সন্দেহ জাগার কারণ কী?'

'ওগুলোর আচরণ, স্যার।'

'গাড়ি আচরণ করে না, হ্যানসন। ড্রাইভাররা করে।'

'জ্বী, স্যার। ড্রাইভারদেরকে খুব সতর্ক মনে হচ্ছিল। কুড়ি মিনিটের বিরতি দিয়ে একেকটি গাড়ি প্রাসাদ ছেড়ে যাচ্ছিল।'

'এর হাজারটা নির্দোষ কারণ থাকতে পারে। তবে হ্যানসন তোমার নিজের কাছে কারণগুলো নির্দোষ বলে মনে হয়নি, তাই তো?'

'জ্বী, স্যার। তবে মনে হলো বিষয়টি আপনাকে জানানো দরকার।'

'ঠিক আছে। এ লাইসেন্স নাম্বারটা তুমি টুকেছ?'

'জ্বী, স্যার।'

'বেশ।' বলল সার্জেন্ট টুইল। 'তবে একটা কথা ভুলে যেয়ো না কাচের ঘরে বসে লোকের দিকে পাথর ছুড়ে মারা কিন্তু বিপজ্জনক কাজ।'

লাইসেন্স প্লেটের রিপোর্ট পাবার পরে সার্জেন্ট টুইলের মনে হলো হ্যানসন একটা ভুল করে ফেলেছে। সে দোতলায় গিয়ে ইন্সপেক্টর পাকুলাকে ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিল।

'আপনাকে বিষয়টি নিয়ে বিরক্ত করতে চাইনি, ইন্সপেক্টর, তবে লাইসেন্স প্লেট নাম্বারটা—'

'আচ্ছা, আমি দেখছি।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

SIS সদর দপ্তরে ইন্সপেক্টর পাকুলা ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্যার অ্যালেক্স হাইড হোয়াইটকে লাইসেন্স প্লেট নাম্বারের বিষয়টি জানাল।

'বিষয়টি আমাকে জানিয়ে ভালোই করেছ,' হাসলেন স্যার অ্যালেক্স।

'তবে প্রেসকে না জানিয়ে রয়াল ভ্যাকেশন ট্রিপে আমি দোষের কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'বিষয়টি নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, স্যার,' সিধে হলেন পাকুলা।

'নট অ্যাট অল, ইন্সপেক্টর। বরং তোমরা যে কত সাবধানী এতে তা-ই প্রমাণ হলো। তরুণ কনেস্টবলের নামটা যেন কী বললেন?'

'হ্যানসন, স্যার, লেসলি হ্যানসন।'

ইন্সপেক্টর পাকুলা চলে যাওয়ার পরে নিজের ডেস্ক থেকে একটি লাল টেলিফোন তুলে নিলেন স্যার অ্যালেক্স হাইড হোয়াইট। 'বল্ডারের জন্য মেসেজ আছে। ছোট্ট একটি সমস্যা হয়েছে। আমি আগামী মিটিঙে বিষয়টি জানাব। তবে ইতিমধ্যে তিনটে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে। পুলিশ সার্জেন্ট টুইল, ইন্সপেক্টর পাকুলা এবং কনস্টেবল লেসলি হ্যানসন। কিছুদিনের জন্য ওদেরকে আলাদা জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করুন। লন্ডন থেকে যতদূরে সম্ভব। আমি কন্ট্রোলারকে খবরটা জানাব। দেখি উনি আর কোনও অ্যাকশন নিতে চান কিনা।'

নিউইয়র্কের হোটেল রুমে, মাঝরাতে টেলিফোনের ঝনঝন শব্দ হ্যারি ল্যানজের ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

আমি এখানে আছি কে জানে? ভাবল ল্যানজ। ঘুমঘুম চোখে বিছানার পাশে রাখা ঘড়ি দেখল, তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ফোন। 'এখন ভোর চারটা বাজে। কোন্ শা—?'

অপর প্রান্তে নরম একটি কণ্ঠ কথা বলতে শুরু করল, বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসল ল্যানজ, বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে।

'জ্বী, স্যার,' বলল সে। 'জ্বী, স্যার...না, স্যার। তবে ফ্রি হতে পারব। সমস্যা হবে না কোনও।' দীর্ঘক্ষণ ও-প্রান্তের কথা শুনল সে। অবশেষে বলল, 'জ্বী, স্যার। বুঝতে পারছি। আমি প্রথম প্লেনেই বুয়েনস আয়ারস রওনা হয়ে যাব। ধন্যবাদ, স্যার।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল হ্যারি ল্যানজ, বেডসাইড টেবিলে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল সিগারেটের প্যাকেট। একটি সিগারেট ধরাল। তার হাত কাঁপছে। যে মানুষটির সঙ্গে সে এইমাত্র কথা বলেছে উনি বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। আর উনি যে কাজটা করতে বলেছেন...*কিন্তু ঘটছে কী এসব?* আপন মনে নিজেকে প্রশ্ন করল হ্যারি। *নিশ্চয় বড় কিছু একটা ঘটছে।* একটি মেসেজ ডেলিভারি দেয়ার জন্য ওই মানুষটি হ্যারিকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিচ্ছেন। আর্জেন্টিনা ভ্রমণটা ভালোই হবে

হ্যারির। সে দক্ষিণ আমেরিকান মেয়েদেরকে খুব পছন্দ করে। *আমি অন্তত একডজন মাগীকে চিনি যাদের পেটের চেয়ে শরীরের খিদে বেশি।*

দিনের শুরুটা বেশ ভালোই হলো।

পরদিন বিকেল পাঁচটায় বুয়েনস আয়ারসের ইজিজা এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করল বোয়িং ৭৪৭। লম্বা একটা ফ্লাইট তবে হ্যারি বিরক্তবোধ করেনি। *একটা মেসেজ পৌঁছে দেয়ার জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার।* প্লেনের চাকা যখন হালকাভাবে চুমু খেল এয়ারপোর্টের জমিন, তীব্র উত্তেজনায় তখন ছটফট করছে হ্যারি। পাঁচবছর পরে আবার আর্জেন্টিনা এসেছে সে। পুরোনো সম্পর্কগুলো ঝালিয়ে নেয়ার ভালো একটা মওকা মিলেছে।

প্লেন থেকে নিচে নামতেই তপ্ত, দমকা হাওয়া বাড়ি মারল নাকে মুখে। একমুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল হ্যারি। পরক্ষণে মনে পড়ল আরি, এখানে তো সামার চলছে।

ট্যাক্সি নিয়ে শহরে বেরিয়ে পড়ল হ্যারি। ভবন এবং রাস্তাগুলোর তেমন একটা পরিবর্তন ঘটেনি এ ক'বছরে। পরিচিত জিনিসগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে ভালোই লাগল ওর।

বুয়েনস আয়ারসবাসীদের ভাত-ঘুমের সময় শেষ। রাস্তাঘাটে বেরিয়ে পড়েছে লোকজন। হ্যারির ট্যাক্সি এসে থামল জেল্লাদার ব্যারিও নট সেক্টরের কেন্দ্রস্থলে, হোটেল এল্ কনকুইসটাডর-এ। হ্যারি ড্রাইভারকে এক মিলিয়ন পেসোর একটি নোট দিল। 'ভাংতিটা তুমি রেখে দাও,' বলল সে।

প্রকাণ্ড, আধুনিক লবির ডেস্কে দাঁড়িয়ে রেজিস্টার খাতায় নিজের নাম লিখল হ্যারি। তুলে নিল Buenos Aires Herald এবং La prensa'র একটি করে কপি। তার সহকারী ম্যানেজারের পেছন পেছন চলল নিজের সুইটে। একটি বেডরুম, বাথরুম, লিভিংরুম ও কিচেনসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুইটের ভাড়া প্রতিদিন ষাট ডলার। ঘরে টিভিও আছে। *ওয়াশিংটনে এ সুইটের ভাড়া দিতে খবর হয়ে যেত,* ভাবছে হ্যারি। *কাল নিউসার সঙ্গে যোগাযোগ করব। কটা দিন এখানে থেকে মজা লুটতে চাই।*

নিউসা মুনিজকে খুঁজে পেতে দুহপ্তারও বেশি সময় লেগে গেল হ্যারি ল্যানজের।

খোঁজটা শুরু হলো সিটি টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে। শহরের প্রধান প্রধান এলাকাগুলো দিয়ে শুরু করল হ্যারি। এরিয়া কন্সটিটিউশন, প্লাজা সান মার্টিন, বারিও নর্তে, কাটালিনাস নর্তে। কিন্তু কোথাও নিউসা মুনিজের নাম্বার নেই। শহরের বাইরের এলাকা বাহিয়া ব্লাংকা কিংবা মার ডেল প্লাজাতেও মহিলার কোনও নাম্বার

খুঁজে পেল না হ্যারি।

মহিলা থাকে কোথায়? অবাক হ্যারি। সে রাস্তায় নেমে পড়ল। পুরোনো লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

লা বিয়েলায় ঢুকল হ্যারি। তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল বারটেন্ডার। 'সিনর ল্যানজ! *por dios*—শুনলাম আপনি নাকি মারা গেছেন।'

মুচকি হাসল হ্যারি। 'গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে খুব মিস করছিলাম, অ্যান্টনিও। তাই আবার ফিরে এসেছি।'

'বুয়েনস আয়ারসে কী করছেন?'

ইচ্ছে করে গলাটাকে করুণ করে তুলল হ্যারি। 'আমার এক পুরোনো গার্লফ্রেন্ডের খোঁজে এসেছি। আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার পরিবার এখান থেকে চলে গেছে। আমার গার্লফ্রেন্ডের আর খোঁজ পাচ্ছি না। তার নাম নিউসা মুনিজ।'

মাথা চুলকাল বারটেন্ডার। 'এ নামটা কখনও শুনিনি। *LO Siento.*'

'তুমি একটু খোঁজখবর নেবে, অ্যান্টোনিও?'

'Por que' no?'

হ্যারি এরপর গেল পুলিশ সদর দপ্তরে, তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

'ল্যানজ! হ্যারি ল্যানজ! *'Dios! Qué Pasa?'*

'তোমার সর্বশেষ খবর শুনলাম সিআইএ নাকি তোমাকে বের করে দিয়েছে?'

হেসে উঠল হ্যারি ল্যানজ। 'নো ওয়ে, মাই ফ্রেন্ড। ওরা আমার হাতেপায়ে ধরেছিল থাকার জন্য। নিজের কাজের জন্য ওদের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।'

'সি! তা এখন কী করছ?'

'আমি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছি। এজন্যই আসলে বুয়েনস আয়ারস আসা। আমার এক ক্লায়েন্ট কিছুদিন আগে মারা গেছে। মেয়ের জন্য এক বস্তা টাকা রেখে গেছে। আমি মেয়েটির সন্ধান পাবার চেষ্টা করছি। যদ্দূর জানি সে বুয়েনস আয়ারসের কোথাও একটি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকছে।'

'কী নাম তার?'

'একটু দাঁড়াও।'

হ্যারিকে অপেক্ষা করতে হলো আধঘণ্টা।

'সরি, অ্যামিগো (দোস্তো)। তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। আমাদের কম্পিউটার কিংবা ফাইল কোথাও মেয়েটির নাম নেই।'

'ও, আচ্ছা। তবে মেয়েটির কোনও খবর পেলে আমাকে জানিয়ো। আমি এল্ কনকুইসটাডর-এর উঠেছি।'

'Bueno !'

এরপরে বারগুলোতে ঢুঁ মারল হ্যারি ল্যানজ। পেপ গনজালেজ, আলমিডা, কাফে টাবাক।

সব জায়গা থেকে একই জবাব এল। কেউ মহিলার নামই শোনেনি, দেখা দূরে থাক।

হ্যারি ল্যানজ চষে বেড়াল লা বোকা, বর্ণালি ওয়াটারফ্রন্ট এলাকা। এখানে পুরোনো জাহাজ নোঙর করে। তবে জেটির কেউ নিউসা মুনিজের ব্যাপারে কোনও তথ্য দিতে পারল না। জীবনে প্রথমবারের মতো হ্যারি ল্যানজের মনে হলো সে একটা বুনোহাঁসের পেছনে ছুটছে।

ব্যারিওস অব ফ্লোরেস-এর ছোট বার পিলার-এ গিয়ে হঠাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো হ্যারির। শুক্রবারের রাত। শ্রমজীবী মানুষরা মদ গিলতে এসেছে বার-এ। বারটেন্ডারের মনোযোগ আকর্ষণ করতেই দশ মিনিট লেগে গেল হ্যারি ল্যানজের। হ্যারি তার মুখস্থ সবক উচ্চারণ করার আগেই বারটেন্ডার বলল, 'নিউসা মুনিজ? সি। আমি চিনি তাকে। সে আপনার সঙ্গে কথা বলবে। এখানে আসবে। মাঝরাতে।'

পরদিন রাত এগারোটায় পিলার-এ হাজির হয়ে গেল হ্যারি ল্যানজ। লক্ষ করল বার ক্রমে লোকের ভিড়ে ভরে যাচ্ছে। রাত যখন দ্বিপ্রহর, হ্যারি দারুণ নার্ভাস বোধ করতে লাগল। মহিলা যদি না আসে? আর সে যদি আসল নিউসা মুনিজ না হয়?

একদল তরুণী হাসতে হাসতে ঢুকল বার-এ। একটি টেবিলে কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে গিয়ে বসল। *ওকে আসতেই হবে,* ভাবছে হ্যারি। *না এলে পঞ্চাশ হাজার ডলারকে বিদায় জানাতে হবে।*

মহিলা দেখতে কেমন হবে? নিশ্চয় খুব সুন্দরী। হ্যারিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মহিলার বয়ফ্রেন্ড অ্যাঞ্জেলকে বলার জন্য যে একজনকে হত্যার জন্য তাকে দুই মিলিয়ন ডলার দেয়া হবে। অ্যাঞ্জেল নিশ্চয় খুব ধনী মানুষ। সুন্দরী কোনও রক্ষিতা রাখার সামর্থ্য নিশ্চয় তার আছে। একজন কেন, এক ডজন রক্ষিতাও সে রাখতে পারে। নিউসা অভিনেত্রী কিংবা মডেল হবে হয়তো। *কে জানে, শহর ছাড়ার আগে ওর সঙ্গে হয়তো একটু মজা করার সুযোগ পেতেও পারি আমি। কাজ আর আনন্দের অবস্থান তো পাশাপাশি।* খুশিমনে ভাবছে হ্যারি।

দরজা খুলে গেল। প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল হ্যারি। ঘরে ঢুকেছে এক মহিলা। মধ্যবয়স্ক, দেখতে মোটেই ভালো না। মোটা স্থূল শরীর, হাঁটার তালে থলথলে বুকজোড়া ঝাঁকি খেল। মুখে বুটি বুটি দাগ। চুলের রঙ করেছে সোনালি। তবে

গায়ের কালো চামড়া প্রমাণ করে তার শরীরে বইছে mestizo রক্ত। ইন্ডিয়ান কোনও পূর্বপুরুষ, যে কোনও স্পেনিয়ার্ডের সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিল। পরনের স্কার্ট এবং সোয়েটারও মানায়নি একদম। ওগুলো কমবয়েসী কোনও মেয়ে পরলেই বরং ভালো লাগত। বেশ্যার মতো লাগছে দেখতে। মাগনা দিলেও এর সঙ্গে বিছানায় যাবে না হ্যারি।

বার-এর চারপাশে ফাঁকা, ভাবলেশহীন দৃষ্টি বুলাল মহিলা। অনেকের উদ্দেশ্যেই মৃদু মাথা ঝাঁকাল, তারপর ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল বার-এ।

'আমাকে একটা ড্রিংক কিনে দেবে?' কথায় পরিষ্কার স্প্যানিশ টান, সামনাসামনি মহিলাকে আরও কুৎসিত লাগছে।

মুটকি, দুধ-না-দোয়ানো গাভী, ভাবল হ্যারি। আর মাতালও। 'গেট লস্ট, সিস্টার।'

'এস্তেবান বলল আপনি নাকি আমাকে খুঁজছেন?'

মহিলার ওপর স্থির হলো হ্যারির চোখ। 'কে?'

'এস্তেবান। বারটেন্ডার।'

বিষয়টি এখনও হজম করতে পারছে না হ্যারি। 'ও নিশ্চয় ভুল করেছে। আমি নিউসা মুনিজকে খুঁজছি।'

'সি। আমিই নিউসা মুনিজ।'

শিট! 'আপনি অ্যাঞ্জেলের বান্ধবী?'

মাতাল ভঙ্গিতে হাসল মহিলা। 'সি।'

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল হ্যারি ল্যানজ। 'ও আচ্ছা আচ্ছা,' জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'চলুন না টেবিলে গিয়ে কথা বলি?'

মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'ইস্‌স্ ওকে।'

ধোঁয়াচ্ছন্ন বার-এর কিনারের টেবিলে যেতে রীতিমতো লড়াই করতে হলো ওদেরকে। চেয়ারে বসার পরে হ্যারি ল্যানজ বলল, 'আমি—'

'আমাকে একটা রাম কিনে দেবে, সি?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। 'অবশ্যই।'

নোংরা অ্যাপ্রন পরা এক ওয়েটার হাজির হলো। হ্যারি বলল, 'একটি রাম আর একটি স্কচ এবং সোডা।'

মুনিজ বলল, 'আমারটা ডাবল, কেমন?'

ওয়েটার চলে যাবার পরে হ্যারি তার পাশে বসা মহিলার দিকে ফিরল।

'আমি অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

ভোঁতা, ছলোছলো চোখে হ্যারিকে পরখ করল মহিলা। 'কেন?'

গলা নামাল হ্যারি। 'তার জন্য ছোট্ট একটি উপহার আছে।'

'সি? কী ধরনের উপহার?'

'দুই মিলিয়ন ডলার,' ওদের ড্রিংক চলে এল। হ্যারি গ্লাস তুলে বলল, 'চিয়ার্স।'

'ইয়াহ্,' এক ঢোকে ড্রিংক সাবাড় করে ফেলল মহিলা। 'অ্যাঞ্জেলকে দুই মিলিয়ন ডলার দিতে চাইছেন কেন?'

'সেটা আমি মুখোমুখি তাকে বলব।'

'সম্ভব না। অ্যাঞ্জেল কারও সঙ্গে কথা বলে না।'

'লেডি, দুই মিলিয়ন ডলার—'

'আরেকটা রামের অর্ডার দেবেন? আরেকটা ডাবল, হাহ্?'

মাই গড, মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে এখুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

'নিশ্চয়

হ্যারি হাত তুলে ডাকল ওয়েটারকে। ড্রিংকের অর্ডার দিল।

'অ্যাঞ্জেলকে অনেকদিন ধরে চেনেন?' নিরাসক্ত ভাব ফুটিয়ে তুলল কণ্ঠে।

কাঁধ ঝাঁকাল মহিলা। 'হুঁ।'

'মানুষটা নিশ্চয় ইন্টারেস্টিং হবে।'

মহিলার ফাঁকা দৃষ্টি টেবিলের একটি দাগের ওপর।

জেসাস! ভাবছে হ্যারি। *আমি একটা দেয়ালের সঙ্গে বাতচিত চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।*

মহিলার ড্রিংক চলে এল। মস্ত এক ঢোকে পুরোটা মদ পেটে চালান করল মুনিজ।

এর শরীরটা গরুর মতো, ব্যবহার শুয়োরের মতো। 'অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে কত শীঘ্রি মিলিত হওয়া সম্ভব?'

নিউসা মুনিজ সিধে হতে গিয়ে টলতে লাগল। 'আপনাকে তো বলেইছি সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। আদিওস (বিদায়)।

হঠাৎ আতঙ্ক বোধ করল হ্যারি লানজ। 'অ্যাই! এক মিনিট। যাবেন না!'

দাঁড়িয়ে পড়ল মহিলা, ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল হ্যারির দিকে।

'আপনি কী চান?'

'বসুন,' ধীরে ধীরে বলল হ্যারি। 'তারপর বলছি আমি কী চাই।'

ধপাশ করে চেয়ারে বসে পড়ল মুটকি। 'আমাকে আরেকটা রাম খাওয়াবেন, হ্যাঁ?'

হতবুদ্ধি হ্যারি ল্যানজ। *এই অ্যাঞ্জেলটা কী ধরনের মানুষ?* তার রক্ষিতা গোটা দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে কুৎসিত *নারীই নয়, মহা এক মদ্যপও বটে।*

মাতালদের সঙ্গে কথা বলতে মোটেই পছন্দ করে না হ্যারি। এরা বড্ড অসহ্য। তবে পঞ্চাশ হাজার ডলার হারানোর কথাও ভাবতে পারছে না সে। দেখল ঢকঢক

করে গ্লাস সাবাড় করছে মুনিজ। এ মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে আসার আগে কত মদ গিলেছে কে জানে।

হ্যারি মুখে হাসি এনে বলল, 'নিউসা, আমি যদি অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগই না পাই, ওর সঙ্গে কাজ করব কী করে?'

'খুব সহজ। আমাকে বলুন কী চান। আমি অ্যাঞ্জেলকে বলে দেব। সে যদি হ্যাঁ বলে আমিও আপনাকে হ্যাঁ জানিয়ে দেব। সে যদি বলে না, আমিও আপনাকে বলে দেব 'না'।'

এই মহিলাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মেনে নিতে রুচিতে বাধছে হ্যারির। কিন্তু উপায়ও তো নেই। সে এবার সরাসরি তুমিতে নেমে এল। 'তুমি নিশ্চয় মারিন গ্রোজার নাম শুনেছ।'

'না।'

না-শোনারই কথা। কারণ এটা তো আর মদের নাম নয়। এই গর্দভ মহিলা মেসেজটা ভুলভালো বলে হ্যারির বারোটা বাজিয়ে দেবে।

'আমি আরেকটা ড্রিংক নিই, কেমন?'

চর্বি বোঝাই হাত চাপড়ে দিল হ্যারি। 'অবশ্যই।' সে আরেকটি ডাবল রামের অর্ডার দিল। 'অ্যাঞ্জেল জানে গ্রোজা কে। তুমি মারিন গ্রোজা নামটা বললেই হবে। সে চিনে ফেলবে।'

'আচ্ছা? তারপর?'

গাধাটার চেহারা যেমন গর্দভের মতো, বুদ্ধি তারচেয়েও কম। দুই মিলিয়ন ডলার অ্যাঞ্জেলকে কেন দেয়া হবে এই সহজ ব্যাপারটা এই ছাগলিটার মাথায় কেন ঢুকছে না। *টাকাটা কি গ্রোজাকে চুমু খাওয়ার জন্য দেয়া হবে!*

'যারা আমাকে পাঠিয়েছেন তারা চান গ্রোজাকে উড়িয়ে দিতে।'

চোখ পিটপিট করল মুনিজ। 'উড়িয়ে দেয়া' কথাটার মানে কী?'

ঈশ্বর! 'এর মানে হলো খুন করা।'

'অ-' উদাস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'আমি অ্যাঞ্জেলকে বলব।' তার গলা আরও জড়িয়ে যাচ্ছে। লোকটার নাম যেন কী বললে?'

মহিলাকে ধরে আচ্ছামতো একটা ঝাঁকুনি দিতে ইচ্ছে করল হ্যারির। 'গ্রোজা। মারিন গ্রোজা।'

'ইয়াহ্। আমার জানো এখন শহরের বাইরে। আমি ওকে আজ রাতে ফোন করব। কাল এখানে আবার দেখা হবে। আরেকটা রাম খাওয়াও, হ্যাঁ?'

নিউসা মুনিজ হ্যারির জন্য একটা দুঃস্বপ্ন হতে চলেছে।

পরদিন সন্ধ্যা। হ্যারি ল্যানজ সেই একই বার-এর একই টেবিলে গিয়ে বসল।

মাঝরাত পেরিয়ে গেল। ভোর চারটা বাজে, বার এখনই বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ মুনিজের দেখা নেই।

'মহিলা কোথায় থাকে জান তুমি?' বারটেন্ডারকে জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

বারটেন্ডার নিষ্পাপ চোখে তাকাল হ্যারির দিকে। *'Quien Sabe?'*

মাগী সবকিছু গুবলেট করে ফেলেছে। অ্যাঞ্জেল যদি সত্যি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে তাহলে এরকম একটা মাতাল মুটকির সঙ্গে সে কী করে সম্পর্ক তৈরি করল? হ্যারি এ কাজটা করার আগে অ্যাঞ্জেলের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। অ্যাঞ্জেল সম্পর্কে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে যে-বিষয়টি ওর সবচেয়ে নজর কেড়েছে তা হলো ইসরায়েলিরা এই লোকটির মাথার মূল্য ঘোষণা করেছে মিলিয়ন ডলার। এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে সারাজীবন চলার মতো মদ এবং সুন্দরী, তরুণী বেশ্যা পাওয়া যায়। তবে এ আশা হ্যারি ছেড়ে দিয়েছে। পঞ্চাশ হাজার ডলারের আশাও সে এখন করছে না। অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্রতা ভেঙে গেছে। সে সেই প্রভাবশালী মানুষটিকে ফোন করে বলে দেবে সে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু এখনই ফোন করব না, সিদ্ধান্ত নিল হ্যারি। হয়তো মহিলা এখানে ফিরে আসবে। হয়তো অন্য বারগুলোতে রাম পাওয়া যাবে না। হয়তো এই ফাকিং অ্যাসাইনমেন্টে রাজি হয়ে আমি নিজেই নিজের বারোটা বাজিয়েছি।

ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল নিউসা। 'অ্যাঞ্জেল বলল সে জানতে চায় তোমরা কে।'

বিজয়ীর হাসি মুখে ফোটাল হ্যারি। 'ওকে বলে দিও বিষয়টি খুব গোপনীয়। এটা জানানো যাবে না।'

ভাবলেশশূন্য চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল নিউসা। 'অ্যাঞ্জেল বলেছে তাহলে তুমি যেন কেটে পড়ো। যাওয়ার আগে আরেকটি রাম কি পেতে পারি?'

ঝড়ের বেগে মস্তিষ্ক চালু হয়ে গেল হ্যারি ল্যানজের। মহিলা একবার চলে গেলে ওর টিকিটিও আর দেখতে পাবে না সে। 'আমি কী করব তা আমি তোমাকে বলছি, নিউসা। আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি তাদেরকে ফোন করব। তারা যদি অনুমতি দেন, তোমাকে একটি নাম জানাব, ঠিক আছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল নিউসা। 'আই ডোন্ (ডোন্ট) কেয়ার।'

'না,' ধৈর্য ধরে থাকল হ্যারি। 'তুমি কেয়ার না করলেও অ্যাঞ্জেল করে। কাজেই তাকে বোলো কাল তার জন্য একটা জবাব এনে দেব আমি। তোমার সঙ্গে কোথাও দেখা হতে পারে?'

'পারে।'

আশানুরূপ এগোচ্ছে হ্যারি। 'কোথায়?'

'এখানে।'

নিউসার ড্রিংক এসে গেল। হ্যারি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল জানোয়ারের মতো মদ গিলছে মহিলা।

মহিলাকে খুন করতে ইচ্ছে হলো হ্যারির।

কালভো স্ট্রিটের একটি পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করল হ্যারি। ফলে কেউ ওর ফোন শনাক্ত করতে পারবে না। এক ঘণ্টা লেগে গেল লাইন পেতে।

'না,' বললেন কন্ট্রোলার। 'তোমাকে বলাই আছে কারও নাম বলা যাবে না।'

'জ্বী, স্যার। কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে। অ্যাঞ্জেলের রক্ষিতা নিউসা মুনিজ বলছে অ্যাঞ্জেল নাকি একটা চুক্তিতে আসতে চাইছে। তবে সে কাদের সঙ্গে কাজ করছে না-জানা পর্যন্ত আমাদের প্রস্তাবে রাজি হচ্ছে না। আমি মহিলাকে বলেছি এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে।'

'এই মহিলাটি কীরকম?'

কন্ট্রোলারের সঙ্গে মশকরা চলে না। 'সে মোটা, কুৎসিত এবং নির্বোধ, স্যার।'

'আমার নাম জানানোটা খুব বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে।' হ্যারি ল্যানজ টের পেল সুযোগটা তার হাত পিছলে যাচ্ছে।

'জ্বী, স্যার।' কণ্ঠে আনুগত্য ফোটাল সে। 'আমি বুঝতে পারছি। তবে একটা কথা স্যার, মুখ বন্ধ করে রাখার ব্যাপারে অ্যাঞ্জেলের একটা খ্যাতি আছে। সে যদি গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে শুরু করে, এ ব্যবসায়ে পাঁচ মিনিটও টিকতে পারবে না।'

ছয়

পরদিন রাত এগারোটা। হ্যারি ল্যানজ পিলার বার-এর সেই টেবিলে বসে রয়েছে, থেমে থেমে পিনাট আর আঙুলের ডগা চিবুচ্ছে। রাত দুটোর সময় নিউসা মুনিজকে দেখতে পেল সে, টলতে টলতে ঘরে ঢুকল। মহিলা টলমলে পায়ে এগিয়ে এল হ্যারির টেবিলে।

'হাই,' বিড়বিড় করল সে, ধপাশ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

'তোমার হয়েছেটা কী?' গর্জে উঠল হ্যারি। বহু কষ্টে রাগ দমন করে রেখেছে সে।

চোখ পিটপিট করল মুনিজ, 'কী?'

'তোমার না গত রাতে এখানে আসার কথা ছিল?'

'কী?'

'আমাদের একটা ডেট ছিল, নিউসা।'

'ওহ্। আমি আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। নতুন এসেছে সিনেমাটা। এক লোক এক নানের প্রেমে পড়ে যায়—'

এমন হতাশ বোধ করল হ্যারি ইচ্ছে করল ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। *অ্যাঞ্জেল এই ভোঁতা, মাতাল মাগীর মধ্যে দেখেছেটা কী? এর যোনি বোধহয় সোনা দিয়ে বাঁধানো,* ভাবল ও।

'নিউসা—অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে কথা বলেছ?'

ফাঁকা চোখে হ্যারিকে দেখল নিউসা, প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করছে। 'অ্যাঞ্জেল? সি। আমাকে একটা ড্রিংক খাওয়াবে?'

মহিলার জন্য ডাবল রাম এবং নিজের জন্য ডাবল স্কচের অর্ডার দিল হ্যারি। এখন মদ খাওয়াটা সাংঘাতিক দরকার।

'অ্যাঞ্জেল কী বলল, নিউসা?'

'অ্যাঞ্জেল? ওহ্, ও বলল ইয়াহ্। ইস্ ওকে।' (ইটস্ ওকে)।

স্বস্তি বোধ করল হ্যারি ল্যানজ। 'চমৎকার!' হ্যারির মাথায় এখন নতুন পরিকল্পনা ঘুরছে। সে মেসেজ নিয়ে ভাবছে না। এই মাতাল মাগী তাকে অ্যাঞ্জেলের কাছে পৌঁছে দেবে। এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার আর ঠেকায় কে?

গবগব মদ গিলছে নিউসা, খানিকটা তরল ছিটকে পড়ল তার নোংরা, দাগপড়া ব্লাউজে। 'অ্যাঞ্জেল আর কী বলল?'

ও-প্রান্তে দীর্ঘ নীরবতা। 'তুমি ঠিকই বলেছ।' এবারের নীরবতা আরও দীর্ঘস্থায়ী হলো। 'বেশ। তুমি অ্যাঞ্জেলকে আমার নাম বলতে পারো। কিন্তু সে যেন আমার নামটা ফাঁস না করে এবং আমার সঙ্গে যেন কখনও সরাসরি যোগাযোগ না করে। সে শুধু তোমার মাধ্যমে কাজ করবে।'

নাচতে ইচ্ছে করল হ্যারি ল্যানজের। 'জ্বী স্যার। আমি ওকে বলব। ধন্যবাদ, স্যার।' ফোন রেখে দিল সে, মুখে মস্ত হাসি। পঞ্চাশ হাজার ডলার ওর পকেটে এসে গেল বলে।

তারপর মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার।

ওইদিন রাতে নিউসা মুনিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল হ্যারি। মুনিজ টেবিলে বসা মাত্র তার জন্য খুশিমনে ডাবল রামের অর্ডার দিল।

'সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে। আমি অনুমতি পেয়ে গেছি।'

ভাবশূন্য মুখে হ্যারির দিকে তাকাল মহিলা। 'ইয়াহ্?'

তার বস্-এর নামটা মুনিজকে জানাল হ্যারি। নামটা সবাই জানে। হ্যারি ভাবল নামটা শুনে চমকে উঠবে মুনিজ। কিন্তু মহিলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'এ নাম কখনও শুনিনি।'

'নিউসা, যাদের সঙ্গে আমি কাজ করি তারা বলছেন কাজটা যত দ্রুত শেষ করতে। মারিন গ্রোজা নিউলির একটি ভিলায় লুকিয়ে আছে, এবং—'

'কোথায়?'

হা ঈশ্বর! সে এক মাতাল পাগলকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। ধৈর্য ধরে বলল, 'এটা প্যারিসের বাইরে ছোট একটি শহর। অ্যাঞ্জেল নিশ্চয় চিনবে।'

'আমার জন্য আরেকটা ড্রিংকের অর্ডার দাও।'

এক ঘণ্টা পরে। নিউসা এখনও মদ পান করে চলেছে। এবারে হ্যারি নিজেই ওকে মদ পানে উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে।

ও মদ খেয়ে টাল হয়ে যাবার পরে ওর বয়ফ্রেন্ডের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে। তারপরের কাজটা জলের মতো সহজ।

নিউসার দিকে তাকাল হ্যারি। মদ খেয়ে চকচক করছে মহিলার চোখ।

অ্যাঞ্জেলকে কব্জা করতে আশা করি তেমন বেগ পেতে হবে না। লোকটা কঠিন হতে পারে তবে খুব বেশি বুদ্ধিমান নিশ্চয় নয়।

'অ্যাঞ্জেল শহরে ফিরছে কবে?'

ছলোছলো চোখ রাখল নিউসা হ্যারির চোখে। 'আগামী হপ্তায়।'

হ্যারি ল্যানজ নিউসার একটা হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিল। আদর করতে করতে বলল, 'তোমার বাড়িতে চলো না!'

'ওকে।'

বুয়েনস আয়ারসের বেলগ্রানো ডিস্ট্রিক্টে দুই-রুমের একটি ঘিঞ্জি বাসা নিয়ে থাকে নিউসা মুনিজ। অ্যাপার্টমেন্টটি অগোছালো এবং তার বাসিন্দার মতোই অপরিপাটি। ওরা ঘরে ঢোকার পরে নিউসা সোজা কিনারের ছোট বার-এ হেঁটে গেল। হাঁটার সময় টলল সে।

'ড্রিংক নেবে?'

'নাহ্,' বলল হ্যারি। 'তুমি খাও।' নিউসা একটা গ্লাসে মদ ঢেলে গিলে ফেলল ঢকঢক করে। *এরকম কুৎসিত, জঘন্য মহিলা আমি জীবনে দুটি দেখিনি*, ভাবছে হ্যারি। *তবে মিলিয়ন ডলারের বিষয়টি অনেক সুন্দর।*

অ্যাপার্টমেন্টের চারপাশে চোখ বুলাল হ্যারি। একটি কফি-টেবিলের ওপরে কিছু বই স্তূপ হয়ে আছে। একটি একটি করে বইগুলো তুলে নিল হ্যারি। অ্যাঞ্জেলের পড়ার রুচি সম্পর্কে ধারণা নিতে চায়। তবে বইগুলোর নাম ওকে বিস্মিত করে তুলল জর্জ আমাডো'র গ্যাব্রিয়েলা; ওমর কাবেজাস-এর ফায়ার ফ্রম দ্য মাউন্টেন, গার্সিয়া মার্কুইজের ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড; অ্যান্টোনিও সিসনেরোস-এর অ্যাট নাইট দ্য ক্যাটস। এই বইগুলো এ বাড়ি এবং গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে একদম মানায় না।

হ্যারি হেঁটে গেল নিউসার কাছে, ওর ইয়া মোটা, চর্বি বোঝাই কোমর জড়িয়ে ধরল এক হাতে। 'তুমি খুব সুন্দরী। তুমি কি তা জানো?' হাত চলে এল নিউসার বুকে। তরমুজ সাইজের বুকে হাত বুলাতে লাগল। বিশাল বক্ষের মহিলাদের একদমই পছন্দ নয় হ্যারির। 'তোমার শরীরখানা দারুণ।'

'হাহ্!' নিউসার চোখ জ্বলছে।

হ্যারির হাত বুক থেকে নেমে এল নিচে, মোটা উরুতে আঙুল ঘষল। পাতলা সুতির কাপড় পরেছে নিউসা। 'কেমন লাগছে?' ফিসফিস করল ও।

'কী?'

হ্যারি কোথাও পৌঁছুতে পারছে না। তবে এই হস্তিনীকে ওর বিছানায় তুলতে হবে। এবং খুব সাবধানে এগোতে হবে। মহিলা যদি অপমানিত বোধ করে, অ্যাঞ্জেলের কাছে নালিশ করবে। তাহলে সবকিছু ভেস্তে যাবে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে এর সঙ্গে। কিন্তু এ যেরকম মাতাল হয়ে আছে, হ্যারির মিষ্টিকথা আদৌ বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ।

কী করবে ভাবছে হ্যারি, নিউসা বিড়বিড় করল, 'ওয়ানান ফাক?'

দাঁত বের করে হাসল হ্যারি। 'দ্যাটস আ গ্রেট আইডিয়া, বেবি?'

'তাহলে বেডরুমে চলো।'

টলতে টলতে ছোট বেডরুমে চলে এল নিউসা। পেছন পেছন হ্যারি। ঘরে একটি ক্লজিট রয়েছে, ভেজানো দরজা।

একটি অগোছালো বিছানা, একজোড়া চেয়ার এবং একটি লেখার টেবিল, ওপরে একটি চিড় ধরা আয়না। ক্লজিটটি হ্যারির নজর কাড়ল। একটি র‍্যাকে পুরুষদের সুট

দেখতে পেল সে একঝলক।

নিউসা বিছানার একপাশে বসেছে, ব্লাউজের বোতাম খুলছে হাতড়ে হাতড়ে। নিউসা যদি সুন্দরী হতো হ্যারি ল্যানজ নিজেই তার কাপড় খুলে দিত, আদর করত শরীরে এবং কানে ফিসফিস করে উত্তেজক এবং অশ্লীল কথা বলত। কিন্তু নিউসার বেঢপ শরীর দেখে তার গা গুলিয়ে উঠল। নিউসা স্কার্ট খুলে ফেলেছে। ভেতরে কিছু পরা নেই। ন্যাংটো অবস্থায় মহিলাকে আরও বেশি কুৎসিত লাগছে। বিশাল বক্ষদ্বয় ঝুলে পড়েছে, হাঁটার সময় চর্বিতে থকথক পেট জেলির মতো থলথল করে উঠল। উরুদুটো বিশ্রীরকম মোটা। *এমন অশ্লীল শরীর আমি জীবনে দেখিনি,* মনে মনে বলল হ্যারি। *পজিটিভভাবে ভাবার চেষ্টা করো,* নিজেকে বলল ও। কাজটা তো কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মিলিয়ন ডলার থাকবে সারাজীবন।

ধীরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাপড় ছাড়ল হ্যারি। নিউসা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে, যেন প্রকাণ্ড সামুদ্রিক কোনও জন্তু। অপেক্ষা করছে হ্যারির জন্য। হ্যারি হামাগুড়ি দিয়ে তার পাশে চলে এল।

'তুমি কী পছন্দ করো?' জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

'উঁ! চকোলেট। আমি চকোলেট পছন্দ করি।'

পুরোপুরি টাল হয়ে আছে নিউসা। *বেশ বেশ। এতে কাজ এগিয়ে নিতে সুবিধে হবে।* হ্যারি নিউসার মাছের মতো সাদা, শিথিল শরীরে হাত বুলাতে লাগল। 'তুমি খুব সুন্দরী, হানি। তুমি কি তা জানো?'

'ইয়াহ্?'

'তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, নিউসা।' হ্যারির হাত চলে গেল মহিলার দুই উরুর সংযোগস্থলে, ঝোপের মতো জায়গাটাতে। আঙুলের ডগা দিয়ে ছোট ছোট বৃত্ত আঁকতে লাগল ওখানে। 'তুমি নিশ্চয় দারুণ উত্তেজনাকর একটা জীবনযাপন করছ।'

'উঁ?'

'মানে অ্যাঞ্জেলের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে। আচ্ছা, বেবি, অ্যাঞ্জেল দেখতে কীরকম?'

নীরবতা। নিউসা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? হ্যারি আঙুল ঢুকিয়ে দিল দুই উরুর মাঝখানের নরম মাংসখণ্ডের মধ্যে। নড়ে উঠল মহিলা।

'ঘুমিয়ে পোড়ো না, সুইটহার্ট। এখনই ঘুমিয়ে যেয়ো না। অ্যাঞ্জেল কীরকম মানুষ? সুদর্শন?'

'ধনী। অ্যাঞ্জেল ধনী মানুষ।'

হ্যারির হাত ব্যস্ত থাকল। 'ও কি তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারে?'

'হুঁ। অ্যাঞ্জেল আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে।'

'আমিও তোমাকে তৃপ্তি দেব, বেবি,' নরম গলা হ্যারির। তবে তার সমস্যা হলো সবকিছুই নরম। ওর দরকার মিলিয়ন ডলারের উত্তেজনা। সে ডলি বোনদের কথা ভাবতে লাগল। ওরা তার শরীর নিয়ে কী কী করেছে তা মনে করল। কল্পনায় দেখল ওরা তার নগ্ন শরীরে ব্যবহার করছে ওদের জিভ, আঙুল এবং স্তন। হ্যারির পুরুষাঙ্গ

শক্ত হতে শুরু করল। চট করে গড়ান দিয়ে উঠে এল নিউসার শরীরের ওপরে, ঢুকে পড়ল ওর শরীরের ভেতর। *গড, আঠালো পুডিং-এর মধ্যে ঢুকলাম নাকি!* ভাবল হ্যারি। 'মজা লাগে?'

'লাগে আর কী।'

নিউসার গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করল হ্যারির। বিশ্বজুড়ে কয়েক ডজন সুন্দরী মেয়ে স্বীকার করেছে হ্যারির লাভ-মেকিঙের তুলনা নেই। আর এই মাগী বলে কিনা *লাগে আর কী।*

নিতম্ব সামনে পিছে বাড়তে শুরু করল হ্যারি। 'অ্যাঞ্জেলের কথা বলো। তার বন্ধু কজন?'

ঘুম ঘুম শোনাল নিউসার কণ্ঠ। 'অ্যাঞ্জেলের কোনও বন্ধু নেই। আমিই তার বন্ধু।'

'তা তো বটেই, বেবি। অ্যাঞ্জেল কি এখানে তোমার সঙ্গে থাকে নাকি তার নিজের বাড়ি আছে?'

চোখ বুজল নিউসা। 'অ্যাই, আমার ঘুম পাচ্ছে। তোমার শেষ হবে কখন?'

কক্ষনো হবে না, ভাবল হ্যারি। *অন্তত এই গাভীটার সঙ্গে নয়।*

'আমার হয়ে গেছে,' মিথ্যা বলল ও।

'তাহলে ঘুমাও।'

গড়ান দিয়ে নিউসার গায়ের ওপর দিয়ে নেমে এল হ্যারি, রাগে ফুঁসছে। *অ্যাঞ্জেল সুন্দরী একটা রক্ষিতা রাখতে পারত না? তরুণী, গরম রক্তের কোনও সুন্দরী?* তাহলে ওর যেসব তথ্য পাওয়া প্রয়োজন তা পেতে কোনও সমস্যা হতো না। কিন্তু এই হাঁদা মাগীর কাছ থেকে–! তবে...এখনও অন্য উপায় আছে।

হ্যারি ল্যানজ অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল। বুঝতে পারল গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে নিউসা। সে সাবধানে বিছানা ছাড়ল, পা টিপে টিপে এগোল ক্লজিটে। ক্লজিটের আলো জ্বালল। বন্ধ করে দিল দরজা যাতে চোখে আলো পড়ে জেগে না যায় নাক ডাকতে থাকা ভুটকিটা।

তাকে ঝুলছে ডজনখানেক সুট এবং স্পোর্টস আউটফিট। মেঝেতে পুরুষদের ছয়জোড়া জুতো। হ্যারি জ্যাকেট খুলে ল্যাবেল পরীক্ষা করল। সবগুলো সুট বানানো হয়েছে এভিন্যু লা প্লাটার হেরেরা থেকে। জুতাগুলো ভিল-এর তৈরি। *দারুণ জিনিস পেয়ে গেছি!* উল্লাসবোধ করল হ্যারি। ওদের কাছে নিশ্চয় অ্যাঞ্জেলের ঠিকানা থাকবে। কাল সকালেই আমি দোকানে গিয়ে খোঁজ নেব। *ওদেরকে কিছু প্রশ্ন করব।* মনের ভেতর সতর্কঘণ্টা বেজে উঠল হ্যারির। না, কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। তাহলে বুঝে ফেলবে অ্যাঞ্জেল। কারণ সে প্রথমশ্রেণীর একজন গুপ্তঘাতক। তারচেয়ে নিউসার মাধ্যমে অ্যাঞ্জেলের কাছে পৌঁছানোটা নিরাপদ। *এরপরে যা করব তা হলো মোসাদে আমার বন্ধুদেরকে অ্যাঞ্জেলের কথা জানিয়ে দিয়ে পুরস্কারটা বাগিয়ে নেব। আমি নেড টিলিংগাস্টসহ ফাকিং সিআইএ'র সন্যদেরকে দেখিয়ে দেব যে হ্যারি ল্যানজ এখনও ফুরিয়ে যায়নি। সবাই অ্যাঞ্জেলের খোঁজ পেতে জুতোর সুখতলি খুইয়ে ফেলেছে। কিন্তু*

একমাত্র আমিই তাকে খুঁজে বের করতে পেরেছি।

বিছানায় একটা শব্দ হলো না? সাবধানে ক্লজিট ডোর থেকে উঁকি দিল হ্যারি। নাহ্, নিউসা এখনও ঘুমাচ্ছে।

ক্লজিটের বাতি নিভিয়ে দিল হ্যারি, হেঁটে এল বিছানায়। চোখ বোজা নিউসার। হ্যারি ভূতের মতো নিঃশব্দ পায়ে টেবিলের সামনে গেল। ঘাঁটতে লাগল ড্রয়ার। আশা করছে অ্যাঞ্জেলের কোনও ছবি পেয়ে যাবে। কিন্তু সুপ্রসন্ন হলো না ভাগ্য। আবার ভৌতিক পায়ে ফিরে এল বিছানায়। নিউসার সজোর নাসিকাধ্বনি বিরামহীনভাবে চলছেই।

হ্যারি ল্যানজ অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল। তার স্বপ্নে এল ধবধবে সাদা একটি ইয়ট, ইয়ট বোঝাই সুন্দরী, ন্যাংটো মেয়ে। তাদের সবার বুক ছোট ছোট এবং সুগঠিত।

সকালে ঘুম থেকে উঠে হ্যারি ল্যানজ দেখল চলে গেছে নিউসা। একমুহূর্তের জন্য আতঙ্কবোধ করল হ্যারি। ও কি অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে দেখা করতে গেছে? কিচেন থেকে শব্দ ভেসে এল। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে পড়ল হ্যারি, পরে নিল কাপড়। নিউসা চুলোর ধারে।

'*Buenos dias*' (সুপ্রভাত), বলল হ্যারি।

'কফি খাবে?' বিড়বিড় করল নিউসা। 'আমি নাস্তা বানাতে পারিনি। আমার কাজ আছে।'

অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে। নিজের উত্তেজনা লুকোবার চেষ্টা করল হ্যারি।

'না, ঠিক আছে। আমার খিদে পায়নি। তুমি বরং তোমার কাজে যাও। আমরা রাতে একসঙ্গে ডিনার করব 'খন।' নিউসাকে জড়িয়ে ধরল সে, চাপ দিল ঝুলে পড়া বুকে। 'কোথায় ডিনার করবে বলো? আমার সোনামণির জন্য সবচেয়ে সেরা রেস্টুরেন্টটি চাই।' *আমি অভিনেতা হলে ভালো করতাম।* মনে মনে বলল হ্যারি।

'কোথাও গেলেই হলো।'

'কানগাল্লো এভিন্যুর চিকুইন রেস্টুরেন্টটি চেনো?'

'না।'

'তোমার খুব ভাল্লাগবে। রাত আটটার সময় তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। আমার আজ অনেক কাজ আছে।' আসলে ওর কোনও কাজ নেই।

'ঠিক আছে।'

নিউসাকে ঝুঁকে বিদায়চুম্বন করতে নিজের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জড়ো করতে হলো হ্যারিকে। মহিলার ঠোঁটজোড়া নিস্তেজ, ভেজা এবং বিশ্রী। 'রাত আটটা।'

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল হ্যারি, হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকল। মনে মনে আশা করল নিউসা তাকে জানালা থেকে লক্ষ করছে।

'রাস্তার পরের বাঁকটাতে, ডানদিকে যাও, ড্রাইভারকে হুকুম করল ও। রাস্তার

বাঁকে চলে এল ট্যাক্সি, হ্যারি বলল, 'আমি এখানে নামব।'

বিস্মিত ড্রাইভার। 'মাত্র এক ব্লক রাস্তা পার হবার জন্য ট্যাক্সিতে উঠেছেন, স্যার?'

'হুঁ। আমার পায়ে সমস্যা আছে। যুদ্ধে আহত হয়েছিলাম।'

ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিল হ্যারি ল্যানজ। তারপর দ্রুত কদম ফেলে চলে এল নিউসার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের বিপরীত দিকের একটি তামাকের দোকানে। একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগল।

কুড়ি মিনিট পরে অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে এল নিউসা। হ্যারির চোখ ওকে অনুসরণ করল। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে নিউসা। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পিছু নিল হ্যারি। মহিলাকে হারাবার কোনও ভয় নেই। এ যেন হস্তিনীর পিছু নিয়েছে হ্যারি।

নিউসা মুনিজের কোনও তাড়া আছে বলে মনে হলো না। আভেনিডা বেলগ্রানো ধরে হাঁটছে সে, পাশ কাটাল স্প্যানিশ লাইব্রেরি, চলে এল আভেনিডা কর্ডোভায়। হ্যারি দেখল মহিলা সান মার্টিনের চামড়ার দোকান বেরেনেস-এ ঢুকেছে। রাস্তার এপারে দাঁড়িয়ে থাকল হ্যারি। পুরুষ দোকানির সঙ্গে গল্প করছে নিউসা। এ দোকানের সঙ্গে অ্যাঞ্জেলের কি কোনও সম্পর্ক আছে? ভাবল হ্যারি।

কিছুক্ষণ পরে দোকান থেকে বেরিয়ে এল নিউসা। হাতে ছোট একটা প্যাকেট। এরপর সে একটি আইসক্রিমের দোকানে ঢুকল আইসক্রিম খেতে। এরপর বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। সান মার্টিনের রাস্তা ধরে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে নিউসা। বোধহয় বিশেষ কোথাও যাবার পরিকল্পনা তার নেই। তাই হাঁটছে উদ্দেশ্যহীনভাবে।

নিউসা না বলল কাজ আছে? তাহলে এভাবে উল্টোপাল্টা ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন সে? অ্যাঞ্জেল কোথায়? অ্যাঞ্জেল শহরের বাইরে—নিউসার এ তথ্য বিশ্বাস করেনি হ্যারি। তার মন বলছে অ্যাঞ্জেল কাছেপিঠে কোথাও আছে।

হ্যারি হঠাৎ টের পেল নিউসা মুনিজকে দেখা যাচ্ছে না। সে রাস্তার মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পা ফেলার গতি দ্রুততর হলো হ্যারির। মোড় ঘুরল। নিউসাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট অনেক দোকান। সাবধানে এগোল হ্যারি। তীক্ষ্ণ নজর সব জায়গায়, ভয় পাচ্ছে সে দেখার আগেই নিউসা হয়তো তাকে দেখে ফেলবে।

অবশেষে একটি মুদি দোকানে নিউসাকে দেখতে পেল হ্যারি। মুদি সদাই কিনছে। নিজের জন্য, নাকি তার অ্যাপার্টমেন্টে কেউ লাঞ্চ খেতে আসবে, তার জন্য? কেউ হয়তো অ্যাঞ্জেল।

দূর থেকে হ্যারি লক্ষ করল নিউসা একটি verduleria-তে ঢুকেছে, ফল এবং সব্জি কিনছে। ওর অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত ওর পিছু নিয়ে এল হ্যারি। এ পর্যন্ত যতদূর দেখেছে সে, নিউসার আচরণ মোটেই রহস্যময় মনে হয়নি।

পরবর্তী চার ঘণ্টা রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে নিউসার ভবনে ঠায় নজরদারি করে চলল হ্যারি ল্যানেজ। অবশেষে এ সিদ্ধান্তে এল, আজ আর অ্যাঞ্জেলের চেহারা দেখার চান্স নেই। *হয়তো আজ রাতে ওর কাছ থেকে কিছু খবর জোগাড় করতে পারব*, ভাবল

হ্যারি, *এবং ওকে বিছানায় না নিয়েই।* নিউসার সঙ্গে আবার বিছানায় যাবার কথা ভাবতেই বমি এসে গেল ওর।

হোয়াইট হাউসের ওভালো অফিস। সন্ধ্যা। পল এলিসনের জন্য দীর্ঘ একটা দিন ছিল আজ। কমিটি, কাউন্সিল, আর্জেন্ট কেবল আর রুদ্ধদ্বার সভার চাপে একমুহূর্তের জন্যও ফুরসত মেলেনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের। স্টানটন রজার্স তাঁর সামনে বসে আছেন। প্রেসিডেন্ট এই প্রথম একটু রিল্যাক্স বোধ করছেন।

'আমি তোমাকে তোমার পরিবারের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি, স্টান।'

'ও কিছু না, পল।'

'মেরী অ্যাশলির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলেছিলাম। কাজ কদ্দূর এগোল?'

'প্রায় শেষ। কাল বা পরশুর মধ্যে, ওর ওপর ফাইনাল একটা চেক করব আমরা। এখন পর্যন্ত সব ঠিক আছে। আইডিয়াটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। এতে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'কাজ হতেই হবে। তুমি আরেকটা ড্রিংক নেবে?'

'না, ধন্যবাদ। আমাকে যদি বিশেষ প্রয়োজন না হয়, আমি বারবারাকে নিয়ে কেনেডি সেন্টারে যাব একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।'

'চলে যাও,' বললেন পল এলিসন। 'এলিস ওর কয়েকজন আত্মীয়স্বজনকে দাওয়াত দিয়েছে। ওদেরকে নিয়ে আমিও একটু ব্যস্ত থাকব।'

'এলিসকে আমার প্রীতি দিও,' বললেন স্টানটন রজার্স। চেয়ার ছাড়লেন।

'আর বারবারাকে আমার প্রীতি জানিয়ো,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

চলে গেলেন স্টানটন রজার্স। মেরী অ্যাশলির কথা ভাবতে লাগলেন পল এলিসন।

সেদিন সন্ধ্যায় নিউসার বাড়িতে হাজির হলো হ্যারি ল্যানজ মহিলাকে ডিনারে নিয়ে যেতে। দরজায় কড়া নেড়েও সাড়া পেল না। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। মহিলা কি ওকে ফাঁকি দিল?

নব-এ মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজা। অ্যাঞ্জেল কি হ্যারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এখানে এসেছে? হয়তো বিষয়টি নিয়ে মুখোমুখি কথা বলতে চায়। হ্যারি চেহারায় চনমনে ভাব ফুটিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে।

ঘর খালি। 'হ্যালো।' শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলল। বেডরুমে চলে এল হ্যারি। নিউসা বিছানায় শুয়ে আছে। মাতাল।

চটেমটে গালি দিতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল হ্যারি। ভুললে চলবে না এই মাতাল মহিলা তার কাছে স্বর্ণখনি। সে নিউসার কাঁধের নিচে হাত ঢুকিয়ে ওকে বিছানায় তুলে বসানোর চেষ্টা করল। চোখ মেলে চাইল নিউসা। 'কী ব্যাপার?'

'তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার,' বলল হ্যারি। গলার সুরে আন্তরিকতা।

'তোমার মুখ কালো দেখলে আমার খারাপ লাগে। তুমি অসুখী থাকলে আমার ভালো লাগে না। আমার ধারণা তুমি মদ খাও কেউ তোমাকে অসুখী করেছে বলে। আমি তোমার বন্ধু। তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারো। লোকটা অ্যাঞ্জেল, তাই না?'

'অ্যাঞ্জেল,' অস্ফুট উচ্চারণে বলল নিউসা।

'সে নিশ্চয় ভালো লোক,' গলায় মাখন মাখাল হ্যারি। 'তোমাদের মধ্যে বোধহয় কোনও কারণে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, তাই না?'

ওকে সিধে করে রাখতে ঘাম ছুটে যাচ্ছে হ্যারির। তিমির মতো ওজন।

হ্যারি নিউসার পাশে এসে বসল। 'অ্যাঞ্জেলের কথা বলো। ও তোমার কী করেছে?'

নিউসা হ্যারির দিকে তাকাল, ঝাপসা চোখ ওর চোখে রাখার চেষ্টা করছে। 'লেস (লেটস) ফাক।'

ওহ্, জেসাস! সেরেছে। 'শিওর। গ্রেট আইডিয়া।' মুখ ব্যাজার করে কাপড় ছাড়তে লাগল হ্যারি।

সকালে হ্যারি ল্যানজের ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় সে একা। গতরাতের কথা মনে পড়তে গুলিয়ে উঠল গা।

নিউসা কাল মধ্যরাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল হ্যারিকে।

'তুমি জানো আমি তোমার কাছে এ মুহূর্তে কী চাইছি?' তারপর নিজের ইচ্ছের কথা বলল হ্যারিকে।

অবিশ্বাস নিয়ে কথাগুলো শুনেছে হ্যারি। কিন্তু নিউসা তাকে যা যা করতে বলেছে সব করেছে। মহিলার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হোক এমন কিছু করতে চায়নি হ্যারি। নিউসা অসুস্থ, বুনো এক জানোয়ার। অ্যাঞ্জেল নিউসাকে নিয়ে এমন সব কাণ্ড কখনও করেছে কিনা ভেবে সন্দেহ হচ্ছিল হ্যারির। নিউসার জন্য যেসব কাজ করতে হয়েছে তাকে মনে পড়তে বমি করে দিতে ইচ্ছে করল হ্যারির।

বাথরুম থেকে নিউসার গলা ভেসে এল। গুনগুন করে গাইছে। ওর চেহারা আর দেখতে ইচ্ছে করছে না হ্যারির। *যথেষ্ট হয়েছে,* ভাবল সে। ও যদি আজ আমাকে না বলে অ্যাঞ্জেল কোথায় আছে আমি লোকটার দর্জি এবং মুচির কাছে যাব।'

গা থেকে চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নামল হ্যারি। গেল নিউসার কাছে। সে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিউসার কোঁকড়ানো চুল আলুথালু হয়ে আছে। তাকে আগের চেয়েও কুৎসিত লাগছে দেখতে।

'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে,' দৃঢ় গলায় বলল হ্যারি।

'নিশ্চয়,' নিউসা বাথটাব ভরা পানির দিকে ইঙ্গিত করল।

'তোমার জন্য বাথটাবে পানি ঢেলেছি। গোসল শেষ করো। আমি এই ফাঁকে নাস্তা বানিয়ে ফেলি।'

ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে হ্যারি। তবে জানে বেশি চাপ দিলে হিতে বিপরীত হতে

পারে।

'তুমি অমলেট খাও তো?'

হ্যারির খিদে উবে গেছে। 'অবশ্যই খাই।'

'আমি খুব ভালো অমলেট বানাতে পারি। অ্যাঞ্জেল শিখিয়েছে।'

নিউসা একটি বড় ইলেকট্রিক ড্রায়ার তুলে নিয়ে চুল শুকাতে লাগল। হ্যারি বাথটাবে উঠে পড়ল। উষ্ণ পানিতে শুয়ে ভাবল *একটা অস্ত্র জোগাড় করে অ্যাঞ্জেলকে আমিই তো মেরে ফেলতে পারি। ইসরায়েলিদের কাজটা করতে দিলে হয়তো কে পুরস্কার পাবে তা নিয়ে ইনকুয়ারি শুরু হয়ে যাবে। অ্যাঞ্জেলকে মেরে ফেললে আর এসব ঝামেলা পোহাতে হবে না। কোথেকে ওর লাশ উদ্ধার করতে হবে বলে দিলেই হলো।*

নিউসা কী যেন বলল, তবে হ্যারি শুধু ওর হেয়ার ড্রায়ারের গর্জন শুনতে পেল।

'কী বললে?' চেঁচাল হ্যারি।

নিউসা টাবের পাশে চলে এল। 'অ্যাঞ্জেল তোমার জন্য একটা উপহার পাঠিয়েছে।'

সে ইলেকট্রিক হেয়ার ড্রায়ারটা ফেলে দিল পানিতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল মৃত্যু-খিঁচুনিতে বারবার বাঁকা হয়ে যাচ্ছে হ্যারি ল্যানজের শরীর।

সাত

মেরী অ্যাশলির ওপর সর্বশেষ সিকিউরিটি রিপোর্টটিতে চোখ বুলানো শেষ করলেন প্রেসিডেন্ট পল এলিসন।

'ওর কোনও দোষ-ত্রুটি নেই, স্ট্যান।'

'জানি আমি। আমাদের পারফেক্ট ক্যান্ডিডেট। তবে স্টেট এতে খুশি হবে না।'

'ওদেরকে আমরা চোখ মোছার জন্য তোয়ালে পাঠিয়ে দেব। সিনেট আমাদেরকে সমর্থন করলেই হলো।

কেডজি হল-এ মেরী অ্যাশলির অফিসটি ছোটখাটো তবে রুচিসম্মতভাবে সাজানো। মধ্য-ইউরোপীয় দেশের ওপরে অসংখ্য বই দিয়ে তার বুককেস ভরা। ঘরে আসবাব অপ্রতুলই বলা যায়। জীর্ণ একটি ডেস্কের সামনে একখানা স্যুইভেল চেয়ার, জানালার ধারে ছোট একটি টেবিল, তাতে পরীক্ষার খাতা স্তূপ করা, একটি চামড়ার চেয়ার আর একটি রিডিং ল্যাম্প। ডেস্কের পেছনের দেয়ালে বলকানের মানচিত্র। দেয়ালে মেরীর দাদুর একটি প্রাচীন ছবি ঝুলছে। ছবির মানুষটি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, পরনে পুরোনো ফ্যাশনের পোশাক। এ ছবিটি মেরীর কাছে একটি সম্পদ। এই দাদুই মেরীর মনে রোমানিয়া সম্পর্কে গভীর কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিলেন। তিনি নাতনিকে কুইন মেরী, ব্যারোনেস এবং রাজকুমারীদের নিয়ে রোমান্টিক গল্প শোনাতেন; বলতেন আলবার্ট ইংল্যান্ডের প্রিন্স কনসর্টের কথা, আলেকজান্ডার দ্বিতীয়, রাশিয়ার জারসহ আরও অনেক রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক চরিত্র থাকত তাঁর কাহিনীর মূল উপজীব্য।

আমাদের মধ্যে রয়েছে রাজার রক্ত। যদি বিপ্লব না হতো, তুমি হতে পারতে রাজকুমারী।

মেরী এ স্বপ্ন দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

পরীক্ষার খাতা দেখছে মেরী, এমন সময় খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন ডিন হান্টার।

'গুড মর্নিং, মিসেস অ্যাশলি। আপনার কথা বলার একটু সময় হবে?' জীবনে এই প্রথম মেরীর অফিসে এসেছেন ডিন।

মেরী মনে মনে খুশিই হলো। ডিনের নিজে আসার কারণ একটাই হতে পারে

তিনি ওকে বলতে এসেছেন ইউনিভার্সিটি মেরীকে tenure দিয়েছে।

'অবশ্যই,' বলল সে। 'বসুন না, প্লিজ।'

ডিন চামড়ার চেয়ারে বসে পড়লেন। 'ক্লাস কেমন চলছে?'

'খুব ভালো,' খবরটা এডোয়ার্ডকে জানানোর আর তর সইছে না মেরীর। ও খুব খুশি হবে, গর্বিত হবে। মেরীর বয়সী মেয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে খুব কমই tenure পেয়েছে।

ডিন হান্টারকে দেখে মনে হলো কেমন যেন অস্বস্তিতে ভুগছেন।

'আপনি কি কোনও ঝামেলায় আছেন, মিসেস অ্যাশলি?'

প্রশ্নটা মেরীর ভাবনার সুতোটা চট করে ছিঁড়ে দিল। 'ঝামেলা? আমি—না তো! কেন?'

'ওয়াশিংটন থেকে কয়েকজন লোক এসেছিল আমার কাছে। আপনার সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করল।'

ফ্লোরেন্স শিফারের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল মেরীর কানে : *ওয়াশিংটন থেকে এক ফেডেরাল এজেন্ট এসেছিল...তোমার সম্পর্কে নানান কথা জানতে চাইছিল, মেরী। যেন তুমি কোনও আন্তর্জাতিক গুপ্তচর...তুমি কি দেশপ্রেমিক আমেরিকান? তুমি কি মা এবং স্ত্রী হিসেবে ভালো? এইসব হাবিজাবি প্রশ্ন...*

তাহলে বিষয়টি tenure নিয়ে নয়। হঠাৎ কথা বলতে কষ্ট হলো মেরীর। 'কী—ওরা আমার সম্পর্কে কী জানতে চেয়েছে, ডিন হান্টার?'

'আপনি অধ্যাপক হিসেবে কেমন জানতে চেয়েছে। আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছে।'

'আমি বুঝতে পারছি না এসব কী হচ্ছে। আমি তো কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই,' দুর্বল শোনাল মেরীর গলা। চোখে পরিষ্কার সন্দেহ নিয়ে মেরীকে লক্ষ করছেন ডিন। 'আমার সম্পর্কে কেন প্রশ্ন করছে তা ওরা বলেনি?'

'না। আমাকে বরং ব্যাপারটি গোপন রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমি আমার স্টাফদের প্রতি বিশ্বস্ত এবং আমার মনে হয়েছে বিষয়টি অবশ্যই আপনাকে জানানো উচিত। আমাকে যদি বলার মতো কিছু থাকে, নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। আমাদের কোনও প্রফেসর যদি কোনওরকম কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যায় তাহলে ইউনিভার্সিটির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে।'

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেরী। 'আ—আমি সত্যি কিছু ভাবতে পারছি না।'

ডিন মেরীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ হয়ে রইলেন। শেষে বললেন, 'আচ্ছা, আসি, মিসেস অ্যাশলি।'

ডিন বেরিয়ে গেলেন মেরীর অফিস থেকে। মেরী মনে মনে বলল *ঈশ্বর জানেন আমি আবার কী করলাম!*

চুপচাপ ডিনার খেল মেরী। এডোয়ার্ডের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

স্বামীকে সে সবকথা খুলে বলবে। তারপর দুজনে মিলে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। বাচ্চাগুলো আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। বেথ ডিনার স্পর্শও করেনি।

'ওরা কেউ মাংস খেতে চায় না। বলে মাংস খাওয়া নাকি গুহাবাসীদের বর্বর প্রথা। সভ্য মানুষ জ্যান্ত প্রাণী খায় না।'

'ওটা জ্যান্ত নয়,' তর্ক করল টিম। 'মরা! কাজেই এটা তুমি যত ইচ্ছে খেতে পারো।'

'বাচ্চারা!' রাগের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে মেরী। 'আর একটাও কথা নয়। বেথ, যাও নিজে নিজে সালাদ বানাও গে।'

'ও মাঠে গিয়ে ঘাস খেলেই পারে,' বলল টিম।

'টিম! খাওয়া শেষ করো।' মাথা দপদপ করছে মেরীর। 'এডোয়ার্ড—ঝনঝন শব্দে বাজল টেলিফোন।

'আমার ফোন,' বলল বেথ। সে লাফ মেরে চেয়ার ছাড়ল, ছুটে গেল ফোনের দিকে। রিসিভার তুলে লোভনীয় ভঙ্গিতে বলল, 'ভার্জিল?' ও প্রান্তের কথা শুনল বেথ, চেহারার ভাব বদলে গেল।

'ওহ্, শিওর,' বিরক্ত গলায় বলল সে। ঠকাশ করে ফোন রেখে দিল। ফিরে এল টেবিলে।

'কে ফোন করেছে?' জিজ্ঞেস করল এডোয়ার্ড।

'আরে কেউ মশকরা করছে। বলল হোয়াইট হাউজ থেকে। মাকে চাইছিল।'

'হোয়াইট হাউজ?' জিজ্ঞেস করল এডোয়ার্ড।

আবার বাজল ফোন।

'আমি ধরছি,' বলল মেরী। সে উঠে দাঁড়াল, হেঁটে গেল ফোনের ধারে। 'হ্যালো,' কথা শুনতে শুনতে চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল মেরীর। 'আমরা ডিনার করছিলাম। মশকরা করার মুড আমার নেই। আপনি স্রেফ—কী?...কে?

'প্রেসিডেন্ট?' ঘরের সবাই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। 'দাঁড়ান—আ—ওহ্, গুড ইভনিং, মি. প্রেসিডেন্ট।' হতবুদ্ধি দেখাল মেরীকে। পরিবারের সদস্যরা চোখ বড় বড় করে ওকে লক্ষ করছে। 'জ্বী, স্যার। আমি আপনার কণ্ঠ চিনতে পারছি। এ—একটু আগে ফোন রেখে দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত। বেথ ভেবেছে ওটা ভার্জিল। এবং—জ্বী, স্যার। ধন্যবাদ।' মেরী দাঁড়িয়ে শুনছে। 'আমি কী করব?' হঠাৎ ওর মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

এডোয়ার্ড চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে,. এগিয়ে আসছে ফোনের দিকে, পেছনে বাচ্চারা।

'আপনি বোধহয় ভুল করছেন, মি. প্রেসিডেন্ট। আমার নাম মেরী অ্যাশলি। আমি কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক। এবং-আপনি ওটা পড়েছেন? ধন্যবাদ, স্যার—দ্যাটস ভেরি কাইন্ড অভ ইউ, স্যার...জ্বী, আমি বিশ্বাস করি...' অনেকক্ষণ ও-প্রান্তের কথা শুনল সে। 'জ্বী, স্যার। আমি আপনার কথা মেনে নিচ্ছি।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে আমি...জ্বী, স্যার, জ্বী, স্যার। আচ্ছা। আমি কিন্তু এবার ফ্লাটার্ড বোধ করছি, স্যার। অবশ্যই এটি একটি চমৎকার সুযোগ। তবে আমি... অবকোর্স আই উইল। আমি বিষয়টি নিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলে তারপর আপনাকে ফোন করছি।' একটা কলম নিয়ে কাগজে একটি নাম্বার লিখল মেরী। 'জ্বী, স্যার। লিখেছি। ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট। গুড বাই।'

ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল মেরী, দাঁড়িয়ে থাকল স্থাণুর মতো।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল এডোয়ার্ড।

'সত্যি কি প্রেসিডেন্ট ফোন করেছিলেন?' প্রশ্ন করল টিম।

মেরী ধপ করে একটি চেয়ারে বসে পড়ল। 'হ্যাঁ। সত্যি প্রেসিডেন্ট ফোন করেছিলেন।'

এডোয়ার্ড মেরীর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে।

'মেরী—উনি কী বললেন? কী চান তিনি?'

মেরী অসাড় হয়ে বসে থাকল। ভাবছে *এতসব খোঁজখবর নেয়ার আসল রহস্য তাহলে এই!*

সে স্বামী এবং সন্তানদের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

আস্তে আস্তে বলল, 'প্রেসিডেন্ট আমার বই পড়েছেন এবং ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিনে আমার প্রবন্ধ পড়েছেন। তাঁর পিপল টু-পিপল প্রোগ্রামের জন্য এ ধরনের চিন্তা এবং ধ্যানধারণাই তাঁর দরকার। তিনি আমাকে রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত করতে চেয়েছেন।'

এডোয়ার্ডের চেহারায় ফুটল অবিশ্বাসের ছাপ।

'তোমাকে? তোমাকে কেন?'

একই প্রশ্ন তো মেরীর নিজেরও। এডোয়ার্ড বলতে পারত *কী চমৎকার! তুমি রাষ্ট্রদূত হলে খুব ভালো করবে।* কিন্তু ও খুব বাস্তববাদী মানুষ। *সত্যি আমাকে কেন?*

'তোমার তো কোনও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নেই।'

'সে ব্যাপারে আমি পূর্ণ সচেতন,' তেতো গলা মেরীর। 'পুরো বিষয়টিই আমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে।'

'তুমি কি রাষ্ট্রদূত হচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল টিম। 'আমরা কি রোমে যাচ্ছি?'

'রোমানিয়া।'

এডোয়ার্ড বাচ্চাদের দিকে ফিরল। 'তোমরা ডিনার শেষ করো। তোমার মা'র সঙ্গে আমার কথা আছে।'

এডোয়ার্ড মেরীর হাত ধরে লাইব্রেরিতে নিয়ে এল। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুঃখিত, তখন বোকার মতো একটা কথা বলে ফেলেছি। আসলে—'

'না। তুমি ঠিকই বলেছ, এডোয়ার্ড। আমাকে ওরা পছন্দ করতে গেল কোন্ দুঃখে?'

মেরী যখন ওকে এডোয়ার্ড সম্বোধন করে, এডোয়ার্ড বুঝতে পারে ওর কপালে

খারাবি আছে।

'হানি, তুমি খুব ভালো রাষ্ট্রদূত হতে পারবে। কিন্তু এটা তো সত্যি প্রস্তাবটা তোমাকে খানিকটা হতবুদ্ধি করে দিয়েছে।'

গলার স্বর নরম হলো মেরীর। 'বলো বিনা মেঘে বজ্রপাত।' বাচ্চা মেয়েদের মতো কথা বলছে ও। 'তবে ব্যাপারটা এখনও বিশ্বাস হতে চাইছে না আমার।' হেসে উঠল। 'ফ্লোরেন্সকে খবরটা দিলে ও নির্ঘাত হার্টফেল করবে।'

এডোয়ার্ড তীক্ষ্ণচোখে লক্ষ করছে স্ত্রীকে। 'প্রস্তাবটা তোমাকে উত্তেজিত করে তুলেছে, না?'

অবাক হলো মেরী। 'উত্তেজিত হওয়ারই তো কথা। তুমি উত্তেজিত হতে না?'

সাবধানে শব্দ বাছাই করল এডোয়ার্ড। 'এটা বিরাট একটি সম্মান, হানি। এবং প্রস্তাবটা ওঁরা নিশ্চয় সিরিয়াসলিই দিয়েছেন। তোমাকে বাছাই করার পেছনে যথেষ্ট কারণ অবশ্যই রয়েছে।' ইতস্তত গলায় যোগ করল। 'বিষয়টি নিয়ে খুব সাবধানে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। কারণ এর সঙ্গে আমরা সবাই জড়িয়ে পড়ব।'

এডোয়ার্ড কী বলতে চাইছে বুঝতে পারছে মেরী। ভাবল *এডোয়ার্ড ঠিকই বলেছে।*

'আমি হুট করে আমার প্রাকটিস ছাড়তে পারব না। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। জানি না কতদিন তোমাকে দেশের বাইরে থাকতে হবে। তবে প্রস্তাবটি যদি তোমার খুব পছন্দ হয়ে যায়, তো বেশ, তুমি যেখানে যাবে, বাচ্চাদের নিয়ে যেয়ো। আমি যখন সুযোগ পাব তখন তোমার সঙ্গে—'

মৃদু গলায় মেরী বলল, 'তুমি একটা পাগল। তুমি কী করে ভাবতে পারলে তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব?'

'কিন্তু এটা তো বিরাট একটা সম্মান—'

'কিন্তু তোমার এবং বাচ্চাদের চেয়ে ওটা বড় কিছু নয়। আমি তোমাদেরকে ছেড়ে কোথাও যাব না। এ শহর তোমার মতো একজন ডাক্তার ছাড়া চলতে পারবে না, তবে সরকার ইয়েলো পেজে চোখ বুলালেই আমার চেয়ে ভালো রাষ্ট্রদূতের সন্ধান পেয়ে যাবে।'

মেরীকে জড়িয়ে ধরল এডোয়ার্ড। 'তুমি মন থেকে বলছ?'

'অবশ্যই।'

খুলে গেল দরজা, বেথ এবং টিম দৌড়ে ঢুকল ঘরে। বেথ বলল, 'আমি ভার্জিলকে ফোন করে এইমাত্র বলে দিয়েছি তুমি অ্যামবাসাডর হতে যাচ্ছ।'

'ওকে আবার ফোন করো। বলো আমি অ্যামবাসাডর হচ্ছি না।'

'কেন হচ্ছ না?' জানতে চাইল বেথ।

'তোমাদের মা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে তোমাদের সঙ্গেই থাকবে।'

'কেন?' গুঙিয়ে উঠল বেথ। 'আমি কোনওদিন রোমানিয়া যাইনি। আমি কোনওদিম কোথাও যাইনি।'

'আমিও না,' বলল টিম। সে বেথের দিকে ফিরল।

'বলেছিলাম না কোনওদিন এ জায়গা থেকে বেরুতে পারবে না!'

'আজকের আলোচনা পর্ব এখানেই শেষ,' ঘোষণার সুরে বলল মেরী।

পরদিন সকালে মেরী প্রেসিডেন্টের দেয়া নাম্বারে ফোন করল। জবাব দিল একজন অপারেটর। মেরী বলল, 'আমি মিসেস এডোয়ার্ড অ্যাশলি বলছি। প্রেসিডেন্টের সহকারী—মি. গ্রিন আমার ফোনের জন্য বোধহয় অপেক্ষা করছেন।'

'এক মিনিট, প্লীজ।'

অপরপ্রান্তে সাড়া দিল একটি পুরুষ কণ্ঠ। 'হ্যালো, মিসেস অ্যাশলি?'

'জ্বী,' বলল মেরী। 'প্রেসিডেন্টকে একটি মেসেজ পৌঁছে দিতে পারবেন দয়া করে?'

'অবশ্যই।'

'তাঁকে দয়া করে বলবেন তাঁর প্রস্তাব পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি কিন্তু আমার স্বামীর পেশাগত কারণে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত। আশা করি তিনি বিষয়টি বুঝতে পারবেন।'

'আমি আপনার মেসেজ পৌঁছে দেব,' নিরাসক্ত গলায় বলল কণ্ঠটি। 'ধন্যবাদ, মিসেস অ্যাশলি।' কেটে গেল লাইন।

মেরী ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল রিসিভার। শেষ হয়ে গেল সব। সংক্ষিপ্ত একটি মুহূর্তের জন্য লোভনীয় একটি স্বপ্ন ওর কাছে ধরা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নটিকে ইচ্ছে করে প্রত্যাখ্যান করেছে ও। স্বপ্ন। *কিন্তু এটা আমার বাস্তব পৃথিবী। আমার বরং এখন চতুর্থ পিরিয়ডের ইতিহাস ক্লাস নেয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।*

মানামা, বাহরাইন

হোয়াইট ওয়াশ করা পাথরের বাড়িটির কোনও নাম নেই। একইরকম চেহারার কয়েকডজন বাড়ির আড়ালে সহজেই লুকিয়ে রাখতে পারছে নিজেকে। সুক্স অর্থাৎ আউটডোর মার্কেট থেকে বাড়িটির দূরত্ব হাঁটাপথ। বাড়ির মালিক এক সওদাগর। সে প্যাট্রিয়টস ফর ফ্রিডম নামে একটি সংগঠনের প্রতি সহানুভূতিশীল।

'ওটা শুধু একদিনের জন্য আমাদের দরকার,' টেলিফোনে সওদাগরকে জানাল একটি কণ্ঠ।

ব্যবস্থা হয়ে গেল। এ মুহূর্তে চেয়ারম্যান লিভিংরুমে সমাবেত লোকদের উদ্দেশে কথা বলছেন।

'একটা সমস্যা হয়েছে,' বললেন চেয়ারম্যান।

'কী রকম সমস্যা?' জানতে চাইলেন বল্ডার।

'আমরা যে মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন করেছিলাম—হ্যারি ল্যানজ—সে মারা গেছে।'

'মারা গেছে? কীভাবে মরল?'

'খুন হয়েছে। তার লাশ বুয়েনস আয়ারসের জেটিতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

'কে কাজটা করেছে পুলিশ কিছু অনুমান করতে পেরেছে? মানে—এর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রতা ফাঁস হয়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি?'

'না। আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

থর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের প্ল্যানের কী হবে? আমরা কি প্ল্যানমাফিক এগোব?'

'এ মুহূর্তে নয়। কীভাবে অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে যোগাযোগ করব জানি না। তবে কন্ট্রোলার অ্যাঞ্জেলের কাছে তাঁর নাম প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন হ্যারিকে। অ্যাঞ্জেল আমাদের প্রস্তাবে আগ্রহ বোধ করলে কন্ট্রোলারের সঙ্গে হয়তো নিজেই যোগাযোগ করবে। এ মুহূর্তে আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।'

জাংশন সিটি'র দৈনিক পত্রিকা ডেইলি ইউনিয়ন তাদের ব্যানার হেড লাইন করল

জাংশন সিটির মেরী অ্যাশলি রাষ্ট্রদূত হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মেরীকে নিয়ে দুই কলাম জুড়ে গল্প ফাঁদা হয়েছে। ছবিও ছেপেছে। সেদিন বিকেল এবং সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে RJCR শহরের নতুন এই সেলেব্রিটিকে নিয়ে ফিচার স্টোরি

প্রচার করল। মেরী প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব গ্রহণ করার চেয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই ওকে নিয়ে যেন মিডিয়ায় একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। জাংশন সিটির বাসিন্দারা মেরীকে নিয়ে রীতিমতো গর্ব করতে লাগল।

মেরী অ্যাশলি শহরের দোকানে রওনা হয়েছে রাতের খাবারের জন্য জিনিসপত্র কিনতে, গাড়ির রেডিওতে নিজের নাম শুনতে পেল।

'...এর আগে, প্রেসিডেন্ট এলিসন ঘোষণা করেছিলেন রোমানিয়ায় রাষ্ট্রদূত প্রেরণের মাধ্যমে তাঁর পিপল-টু-পিপল-এর শুভ সূচনা ঘটবে। এটি হবে তার বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি। মেরী অ্যাশলির পদটি প্রত্যাখ্যান এর ওপরে কতটা প্রভাব—' মেরী আরেকটি স্টেশন ধরল।

'...তাঁর স্বামী ড. এডোয়ার্ড অ্যাশলি, এবং শোনা যায়...'

রেডিও বন্ধ করে দিল মেরী। সকাল থেকে কমপক্ষে তিন ডজন ফোন পেয়েছে সে তার বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, ছাত্র এবং কৌতূহলী অচেনা মানুষজনের কাছ থেকে। লন্ডন এবং টোকিও থেকেও সাংবাদিকরা তাকে ফোন করেছে। *এরা সবাই কল্পনার ফানুস ওড়াচ্ছে,'* ভাবছে মেরী।

প্রেসিডেন্ট রোমানিয়াকে নিয়ে তাঁর পররাষ্ট্র নীতির সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তো সেটা নিশ্চয় আমার দোষ নয়। এই পাগলামির শেষ হবে কবে? হয়তো দু-একদিনের মধ্যেই এর সমাপ্তি ঘটবে।

একটি ডার্বি গ্যাস স্টেশনে নিজের গাড়ি থামাল মেরী। গ্যাস নেবে। এটি একটি সেলফ-সার্ভিস পাম্প।

মেরী গাড়ি থেকে নেমেছে, স্টেশন ম্যানেজার মি. ব্লাউন্ট ছুটে এলেন ওর কাছে। 'মর্নিং, মিসেস অ্যাশলি। একজন অ্যামবাসাডর লেডিকে নিজের হাতে গ্যাস নেয়া মোটেই ভালো দেখায় না। আমি আপনার গাড়িতে গ্যাস ভরে দিচ্ছি।'

হাসল মেরী, 'ধন্যবাদ। লাগবে না। আমি নিজেই পারব।'

'না, না। আমি ভরছি।'

গ্যাস ভরা হলে মেরী গাড়ি নিয়ে চলে এল ওয়াশিংটন স্ট্রিটে। শূ বক্সের সামনে দাঁড় করাল গাড়ি।

'মর্নিং, মিসেস অ্যাশলি,' ওকে স্বাগত জানাল ক্লার্ক। 'মিসেস অ্যামবাসাডর, কেমন আছেন?'

উফ্, বিরক্তিকর। মেরী জোরে বলল, 'আমি অ্যামবাসাডর নই। তবে আমি ভালো আছি। ধন্যবাদ।' সে ক্লার্কের হাতে একজোড়া জুতো দিল। 'টিমের জুতোয় নতুন সোল লাগাতে হবে।'

ক্লার্ক জুতো পরীক্ষা করে বলল, 'গত হপ্তাতেই না সোল লাগালাম?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেরী। 'তার আগের হপ্তায়।'

মেরী এরপর গেল লংস ডিপার্টমেন্ট স্টোরে। ড্রেস ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার মিসেস

হ্যাকার বললেন, 'এইমাত্র রেডিওতে আপনার নামটা শুনলাম। আপনি তো জাংশন সিটিকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন। আপনি, আইজেন হাওয়ার এবং অ্যালফ লন্ডন কানসাস-এর সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ, মিসেস অ্যামবাসাডর।'

'আমি অ্যামবাসাডর নই,' ধৈর্য নিয়ে বলল মেরী। 'আমি প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিয়েছি।'

'সেজন্যেই তো বললাম।'

এদের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। মেরী বলল, 'বেথের জন্য ভালো কোনও জিন্স থাকলে দিন।'

'বেথের বয়স কত এখন? দশ?'

'বারো।'

'বাব্বাহ্, আজকাল বাচ্চারা খুব দ্রুত বেড়ে উঠছে, তাই না? আপনি বুঝে ওঠার আগেই ওরা টিন এজার হয়ে যাবে।'

'বেথ জন্ম থেকেই টিন এজার, মিসেস হ্যাকার।'

'টিম কেমন আছে?'

'সে তার বোনের মতোই হয়েছে।'

মেরী শপিং করতে যে দোকানেই গেল, সবাই ওর ব্যাপারটা নিয়ে কোনও-না-কোনও মন্তব্য করল। মেরী ডিলনের দোকানে ঢুকল কিছু মুদি সদয় কিনতে। মুদির জিনিসপত্র দেখছে, হাজির হয়ে গেলেন মিসেস ডিলন।

'মর্নিং, মিসেস অ্যাশলি।'

'গুড মর্নিং, মিসেস ডিলন। আপনার কাছে এমন কোনও ব্রেকফার্স্ট ফুড আছে যার মধ্যে কিছু নেই?'

'কী?'

হাতের তালিকায় চোখ বুলাল মেরী। 'এই খাবারে কোনও কৃত্রিম মিষ্টি থাকতে পারবে না, থাকবে না সোডিয়াম, ফ্যাট, কার্বোহাইডেট, ক্যারামেল কালারিং, ফলিক অ্যাসিড কিংবা ফ্লাভারাইট।'

মিসেস ডিলন তালিকাটি দেখলেন। 'কোনও মেডিকেল এক্সপেরিমেন্টের জন্য?'

'বেথের জন্য। সে ন্যাচারাল ফুড ছাড়া অন্য কিছু খাবে না বলে পণ করেছে।'

'ওকে কোনও মাঠে ছেড়ে দিন, মনের সুখে ঘাস চিবুবে।'

হেসে উঠল মেরী। 'আমার ছেলেও একই পরামর্শ দিয়েছে।' মেরী একটি প্যাকেট তুলে নিল। পড়ল লেবেল। 'দোষটা আমারই। বেথকে পড়ালেখা শেখানো উচিত হয়নি।'

সাবধানে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছে মেরী। ঢেউখেলানো পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে চলল মিলফোর্ড লেকে। শূন্যের সামান্য ওপরে তাপমাত্রা। তবে কনকনে হাওয়ায় মনে হয়

তাপমাত্রা নেমে গেছে শূন্যের অনেক নিচে। মালভূমি থেকে হু হু করে ধেয়ে আসছে হাড় জমানো শীতল বাতাস। লনগুলো ঢেকে ফেলেছে বরফ। মেরীর মনে পড়ল গত শীতে প্রবল তুষারঝড় হয়েছিল, ঝড়ের চোটে ছিঁড়ে গিয়েছিল বিদ্যুতের তার। প্রায় এক হপ্তা বিদ্যুৎবিহীন কাটাতে হয়েছে ওদেরকে। প্রতি রাতে সে এবং এডোয়ার্ড প্রেম করেছে। *হয়তো এবারের শীতকালটাও গতবারের মতো সৌভাগ্য বয়ে আনবে*, মুচকি হাসল মেরী।

বাড়ি ফিরে মেরী দেখল এডোয়ার্ড তখনও হাসপাতাল থেকে ফেরেনি। টিম স্টাডিরুমে বসে টিভিতে সায়েন্স ফিকশন প্রোগ্রাম দেখছে। মেরী মুদির জিনিসপত্র রেখে ছেলের কাছে গেল মেজাজ খারাপ করে।

'তোমার না হোমওয়ার্ক করার কথা?'

'আমি পারব না।'

'কেন পারবে না শুনি?'

'কারণ পড়া মাথায় ঢোকে না।'

'স্টার ট্রেকে মজে থাকলে পড়া মাথায় ঢুকবেও না। দেখি, কী পড়া বুঝতে পারছ না।'

টিম পঞ্চম শ্রেণীর অঙ্ক বই খুলে দেখাল মাকে। 'এগুলো হলো ভোঁতা সমস্যা।'

'ভোঁতা সমস্যা বলে কিছু নেই। আছে শুধু ভোঁতা ছাত্র। নাও, দেখি কী অঙ্ক নিয়ে সমস্যায় আছ।'

টিম মাকে দেখাল কোন্ অঙ্কটা সে বুঝতে পারছে না। মেরী ওকে অঙ্কটা বোঝালেও মুখ গোমড়া করে থাকল টিম। মা'র বোঝানোর ধরন পছন্দ হয়নি তার।

বেথের ঘরের পাশ দিয়ে মেরী যাচ্ছে, হৈ চৈ শুনতে পেল। ও ঘরে ঢুকল। বেথ মেঝেতে পা মুড়ে বসে টিভি দেখছে। রেকর্ডারে বাজছে রকসংগীত, একই সঙ্গে হোমওয়ার্ক চালিয়ে যাচ্ছে সে।

'এত শব্দের মধ্যে পড়াশোনা করো কীভাবে?' খেঁকিয়ে উঠল মেরী। টিভিসেট বন্ধ করে দিল ও, তারপর অফ করল রেকর্ডপ্লেয়ার। বেথ বিস্মিত চেহারা নিয়ে তাকাল। 'তুমি গান বন্ধ করলে কেন? জর্জ মাইকেল গাইছে তো!'

বেথের ঘরের দেয়াল বোঝাই সংগীতশিল্পীদের ওয়ালপেপার। কিস্ ভ্যান হ্যালেন, মোটলি ক্রু, আলডো নোভা এবং ডেভিড লি রথের ছবি। খাট বোঝাই নানান পত্রিকা। সেভেনটিন, টিন আইডলসহ আরও অনেক ম্যাগাজিন। মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জামাকাপড়।

চরম অগোছালো ঘরের চারপাশে হতাশা নিয়ে চোখ বুলাল মেরী। 'বেথ, এর মধ্যে তুমি বাস করছ কীভাবে?'

চোখ পিটপিট বেথ। 'কীভাবে বাস করছি মানে?'

দাঁতে দাঁত চাপল মেরী। 'কিছু না।'

কন্যার টেবিলে একটি খাম চোখে পড়ল মেরীর। 'তুমি রিক স্প্রিংফিল্ডকে চিঠি লিখছ?'

'আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম তুমি জর্জ মাইকেলের প্রেমে পড়েছ।'

'জর্জ মাইকেলের জন্য আমার অন্তর পোড়ে। তবে আমি রিক স্প্রিংফিল্ডের প্রেমে দিওয়ানা। মা, তোমাদের সময়ে কারও জন্য কখনও অন্তর পোড়েনি?'

'আমাদের সময়ে আমরা কাভার্ড ওয়াগনে চড়ে কীভাবে রাস্তা পার হব সে চিন্তায় ব্যস্ত থাকতাম।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বেথ। 'তুমি কি জানো রিক স্প্রিংফিল্ডের শৈশব খুব বাজে কেটেছে?'

'সত্যি বলতে কী, বেথ, আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'খুবই ভয়ংকর ছিল তার শৈশব। তার বাবা কাজ করতেন সামরিক বাহিনীতে। দুনিয়া ঘুরতে হত। রিক নিরামিষাশী। আমার মতো। ও অদ্ভুত একটা মানুষ।'

বেথের পাগলা ডায়েটের আসল কারণ তাহলে এই!

'মা, আমি শনিবার রাতে ভার্জিলের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাই?'

'ভার্জিল? আর্নল্ডের কী হলো?'

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ও-পক্ষ। 'আর্নল্ডটা খুব ডর্কি। বাজে। অশ্লীল ইঙ্গিত করে।'

নিজেকে জোর করে শান্ত রাখল মেরী। 'অশ্লীল ইঙ্গিত করে মানে–?

'আমার বুকের দিকে তাকিয়ে আজেবাজে কথা বলে। আমার বুক উঠছে বলে ছেলেরা ভাবে আমাকে চাইলেই পাওয়া যাবে। মা, তুমি তোমার শরীর নিয়ে কখনও অস্বস্তিতে ভোগোনি?'

বেথের পেছনে এসে দাঁড়াল মেরী। ওকে জড়িয়ে ধরল। 'হ্যাঁ, সোনা। তোমার বয়সে শরীর নিয়ে খুব অস্বস্তিতে ভুগতাম আমি।'

'আমার মাসিকের ব্যাপারটা একদম ভাল্লাগে না। আমার বুক বড় হচ্ছে, শরীরের নানান জায়গায় পশম গজাচ্ছে। কেন?'

'বড় হলে সব মেয়েরেই এরকম হয়। একসময় এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আর খারাপ লাগবে না।'

'না, অভ্যস্ত হবো না,' মা'র বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করল বেথ। ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'প্রেমে পড়তে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি কখনও সেক্স করব না। কেউ আমাকে দিয়ে এ কাজটা করাতে পারবে না। সে আর্নল্ড, ভার্জিল কিংবা কেভিন বেকন যে-ই হোক।'

গম্ভীর গলায় মেরী বলল, 'বেশ তো, তুমি যেটা ভালো মনে করবে, করবে...'

'অবশ্যই। আচ্ছা, মা, তুমি অ্যামবাসাডর হতে চাও না শুনে প্রেসিডেন্ট এলিসন তোমাকে কী বললেন?'

'উনি ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন,' বলল মেরী। 'আমি রান্নাঘরে গেলাম। রান্না করতে হবে।'

রান্না করতে খুব একটা পছন্দ করে না মেরী অ্যাশলি। রাঁধতে পারে না বলেই হয়তো। তবে যে-কাজটিই করে মেরী তাতে সোনা ফলে। এজন্যই রান্নাটা তার না পছন্দ। কারণ এ কাজটিতে সে সোনা ফলাতে ব্যর্থ। হপ্তায় তিন দিন এসে লুসিন্ডা রান্না করে এবং ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। আজ লুসিন্ডার ছুটি। কাজেই মেরীকে রান্নাঘরে যেতেই হবে।

এডোয়ার্ড হাসপাতাল থেকে ফিরে দেখল কিচেনে মেরী, মটর ঝলসাচ্ছে আগুনে। চুলা বন্ধ করে দিল ও, চুমু খেল এডোয়ার্ডকে।

'হ্যালো, ডার্লিং। কেমন কাটল দিন? ডর্কি?'

'মেয়ের ভাষায় কথা বলতে শিখেছ দেখছি,' বলল এডোয়ার্ড।

'হুঁ, আজকের দিনটা ডর্কিই ছিল। তেরো বছরের একটি মেয়ের চিকিৎসা করলাম বিকেলে। ওর যৌনাঙ্গে ঘা হয়েছে।'

'ইশ্!' মুখ কুঁচকে গেল মেরীর, টমেটোর একটি ক্যান খুলল।

'এসব কেস এলে বেথের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হয় আমার।'

'দুশ্চিন্তা করতে হবে না,' স্বামীকে আশ্বস্ত করল মেরী। 'তোমার মেয়ে চিরকুমারী থাকার পণ করেছে।'

ডিনার খেতে খেতে টিম জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, আমার জন্মদিনে কি আমি একটি সার্ফবোর্ড পেতে পারি?'

'টিম—তোমার আশার আগুনে জল ঢালতে চাই না। তবে তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি কানসাসে থাকো।'

'জানি। জনি নেক্সট সামারটা আমাকে হাওয়াই যাবার দাওয়াত দিয়েছে।'

'বেশ,' বলল এডোয়ার্ড। 'জনির যদি বিচ হাউজ থাকে তাহলে তার সার্ফবোর্ডও থাকার কথা।'

টিম ফিরল তার মা'র দিকে। 'যেতে দেবে আমাকে?'

'সে দেখা যাবে। অত দ্রুত খাবার গিলতে নেই, টিম। বেথ, তুমি দেখছি কিছুই মুখে তুলছ না।'

'এখানে এমন কোনও খাবার নেই যা মুখে তোলা যায়,' বাবা মা'র দিকে তাকাল বেথ। 'একটা ঘোষণা দিতে চাই আমি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার নামটা বদলে ফেলব।'

এডোয়ার্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'এর পেছনে বিশেষ কোনও কারণ আছে কি?'

'আমি শো-বিজনেসে যোগ দেব বলে ঠিক করেছি।'

মেরী এবং এডোয়ার্ড মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

এডোয়ার্ড বলল, 'ঠিক আছে, দ্যাখো, কী করতে পারো।'

আট

একটি স্কান্ডাল আন্তর্জাতিক গুপ্তচর সংস্থাগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ঘটনাটি ছিল মরক্কোর বাদশা দ্বিতীয় হাসানের প্রতিদ্বন্দ্বী মেহদি বেন বারফাকে প্যারিসে নির্বাসনে থাকাকালীন অপহরণ করে মেরে ফেলা হয়। আর এতে ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসের হাত ছিল। এ ঘটনার পরে প্রেসিডেন্ট চার্লস দ্য গল প্রধানমন্ত্রীর অফিসের নিয়ন্ত্রণ থেকে সিক্রেট সার্ভিসকে সরিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসেন। আর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রোলান্ড পাসি বর্তমানে মারিন গ্রোজার নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভালো করছেন। ফরাসি সরকারই গ্রোজাকে প্যারিসে আশ্রয় দিয়েছে। নিউলির ভিলা চব্বিশ ঘণ্টা পালাক্রমে পাহারা দিয়ে চলেছে জেনডার্মরা (পুলিশের দায়িত্বে নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর সদস্য)। তবে লেভ পাস্তারনাক ভিলার ভেতরকার সিকিউরিটির দায়িত্বে রয়েছে বলে পাসি যথেষ্টই নিশ্চিন্তবোধ করছেন। তিনি নিজে এসে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে গেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন এ বাড়িতে বহিরাগতদের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এ এক দুর্গম দুর্গ।

সম্প্রতি কূটনৈতিক দুনিয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, একটি ক্যু আসন্ন মারিন গ্রোজা রোমানিয়ায় প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করছেন; এবং আলেকজান্দ্রোস আইওনেস্কুকে তাঁর সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তারা অপসারণ করবেন।

লেভ পাস্তারনাক দরজায় নক করে বইভর্তি লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ল। এটি মারিন গ্রোজা তাঁর অফিস হিসেবে ব্যবহার করেন। ডেস্কের পেছনে বসে আছেন গ্রোজা, কাজে ব্যস্ত। লেভ পাস্তারনাককে দেখে মুখ তুলে চাইলেন।

'সবাই জানতে চাইছে বিপ্লব কবে হবে,' বলল পাস্তারনাক। 'পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এ গোপন খবরটা জানে।'

'ওদেরকে ধৈর্য ধরতে বলো। তুমি আমার সঙ্গে বুখারেস্ট যাবে, লেভ?'

স্বদেশে ফিরে যেতে মনটা আইঢাই করছে লেভ পাস্তারনাকের।

আপনি অ্যাকশনে নামার প্রস্তুতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি সাময়িকভাবে এ কাজটা করে যাব, গ্রোজাকে বলেছিল পাস্তারনাক। কিন্তু সাময়িক সময়টা হপ্তা কেটে মাস গেছে, অবশেষে তিন বছরে গড়িয়েছে। এবারে আরেকটা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় উপস্থিত।

পিগমিদের দুনিয়ায়, ভাবল লেভ পাস্তারনাক, *এক দানবকে সেবা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে আমাকে।* মারিন গ্রোজার মতো নিঃস্বার্থ এবং আদর্শবাদী মানুষ দ্বিতীয়টি দেখেনি সে।

পাস্তারনাক যখন গ্রোজার সঙ্গে কাজ করতে এসেছিল, মানুষটার পরিবার কীরকম হবে তা নিয়ে ভাবত সে। কিন্তু গ্রোজা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কখনও কথা বলেননি। তবে যে কর্মকর্তা গ্রোজার সঙ্গে পাস্তারনাকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সে গল্পটা বলেছিল।

'গ্রোজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। Securitate তাঁকে ধরে নিয়ে টানা পাঁচদিন নির্যাতন চালায়। বলে, গ্রোজা যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে তাঁর সহকারীদের নাম প্রকাশ করেন তাহলে তাঁকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু মুখ খোলেননি তিনি। ওরা গ্রোজার স্ত্রী এবং চোদ্দ বছরের মেয়েকে গ্রেপ্তার করে ইন্টারোগেশন রুমে নিয়ে আসে। গ্রোজাকে একটি পছন্দ দেয়া হয়   কথা বলো নতুবা ওদের মৃত্যু দেখো। কোনও পুরুষমানুষের জন্য এরচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত আর হয় না। স্ত্রী এবং কন্যাকে বাঁচাতে হলে শতাধিক মানুষের জীবন বিপন্ন করতে হয়। আর মানুষগুলোকে গ্রোজা ভালোবাসতেন। বিরতি দিয়েছিল কর্মকর্তা। তারপর ধীরগলায় বলেছিল   'আমার ধারণা গ্রোজার মনে হয়েছিল অবশেষে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে মেরে ফেলা হবে। তাই তিনি ওদেরকে কারও নাম বলতে অস্বীকৃতি জানান। গার্ডরা গ্রোজাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলে তাঁর চোখের সামনে তাঁরই স্ত্রী এবং কন্যার সামনে চড়াও হয় এবং গণধর্ষণ করে মেরে ফেলে। তবে শুধু এটা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। ধর্ষণশেষে রক্তাক্ত লাশদুটি যখন গ্রোজার পায়ের নিচে নিথর হয়ে পড়েছিল, তারা মানুষটির পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে।'

'ওহ্, মাই গড!'

অফিসার লেভ পাস্তারনাকের চোখে চোখ রেখে বলেছিল, 'আপনাকে একটা ব্যাপার বুঝতে হবে, মারিন গ্রোজা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রোমানিয়া ফিরতে চাইছেন না। তিনি তাঁর লোকদের মুক্ত করতে চান। তিনি নিশ্চিত করতে চান এরকম ঘটনা আর কোনওদিন ঘটবে না।'

লেভ পাস্তারনাক তারপর থেকে গ্রোজার সঙ্গে আছে, বিপ্লবীটির সঙ্গে যত বেশি সময় কাটিয়েছে, ততই তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। এখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে ইসরায়েলে ফিরে যাবার পরিকল্পনা বাতিল করবে নাকি গ্রোজার সঙ্গে রোমানিয়া যাবে।

সেদিন সন্ধ্যায় হলওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে মারিন গ্রোজার বেডরুমের দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছে পাস্তারনাক, পরিচিত যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি ভেসে এল কানে। *আজ তাহলে শুক্রবার।* ভাবল পাস্তারনাক। এদিন পতিতারা আসে। এদেরকে নির্বাচন করা হয়

ইংল্যান্ড, উত্তর আমেরিকা, ব্রাজিল, জাপান, থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের আরও আধডজন দেশ থেকে। তারা জানে না তারা কোথায় কিংবা কার কাছে যাচ্ছে।

চার্লস দ্য গল বিমানবন্দর থেকে পতিতাদেরকে সোজা ভিলায় নিয়ে আসা হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এয়ারপোর্টে, তুলে দেয়া হয় রিটার্ন ফ্লাইটে। প্রতি শুক্রবার রাতে হলঘরে শোনা যায় মারিন গ্রোজার চিৎকার। কর্মচারীরা ধারণা করে রমণ চলছে। কিন্তু বেডরুমের দরজার পেছনে আসলে কী ঘটছে তা পাস্তারনাক ছাড়া কেউ জানে না। পতিতারা সেক্স ফেক্স কিছু করে না। তারা যা করে তাহলে গ্রোজার হুকুমে তাঁকে নগ্ন করে একটি চেয়ারে বেঁধে নির্দয়ভাবে বেত মারতে থাকে। মারতে মারতে রক্ত বের করে দেয় গা থেকে। প্রতিবার বেতের বাড়ি পড়ার সময় গ্রোজা তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাকে চোখের সামনে দেখতে পান। তাদেরকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হচ্ছে। তারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। আর গ্রোজা কাঁদতে কাঁদতে আর্তচিৎকার করেন, 'আমি দুঃখিত! আমি কথা বলব। ওহ্ গড, প্লিজ, আমাকে কথা বলতে দাও...'

হ্যারি ল্যানজের লাশ পাওয়া যাবার দশদিন পরে ফোনটি এল। কন্ট্রোলার তখন কনফারেন্স রুমে স্টাফ মিটিং করছেন, বেজে উঠল ইন্টারকম বাযার।

'আপনি বিরক্ত করতে মানা করেছিলেন, স্যার, কিন্তু আপনার জন্য দেশের বাইরে থেকে একটি ফোন এসেছে। বললেন খুব জরুরি। জনৈকা মিস নিউসা মুনিজ বুয়েনস আয়ারস থেকে ফোন করেছেন। আমি তাঁকে বলেছি—'

'ঠিক আছে,' দৃঢ় গলায় নিজের আবেগ চেপে রাখলেন কন্ট্রোলার।

'আমার প্রাইভেট অফিসে ফোন দাও,' স্টাফদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি নিজের অফিসে ঢুকলেন। বন্ধ করে দিলেন দরজা। তুললেন ফোন। 'মিস মুনিজ বলছেন?'

'ইয়াহ্।' দক্ষিণ আমেরিকান উচ্চারণ, কর্কশ এবং অশিক্ষিত।

'অ্যাঞ্জেলের তরফ থেকে আপনার জন্য একটি মেসেজ আছে। আপনি যে মেসেঞ্জারকে পাঠিয়েছিলেন তাকে তার পছন্দ হয়নি।'

সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন কন্ট্রোলার। 'আমি দুঃখিত। তবে আমরা চাই অ্যাঞ্জেল যেন আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। এটা কি সম্ভব?'

'ইয়াহ্। সে বলেছে সে কাজটা করবে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কন্ট্রোলার। 'চমৎকার। আমি কীভাবে তাঁকে অ্যাডভান্স করব?'

হেসে উঠল মহিলা। 'অ্যাঞ্জেলের কোনও অ্যাডভান্সের দরকার হয় না। কেউ অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে চিট করতে পারে না।'

কথাগুলো হিমশীতল শোনাল। 'কাজ শেষ হয়ে গেলে সে বলেছে টাকাটা পাঠাতে হবে—এক মিনিট দাঁড়ান—আমি ওটা লিখে নিয়েছি—এই তো—স্টেট ব্যাংক অভ জুরিখে। সুইজারল্যান্ডের একটা জায়গা।' পাগল পাগল মনে হলো মহিলাকে।

'অ্যাঞ্জেলের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা কত?'

'ওহ্, ইয়াহ্। নাম্বারটা হলো—যিশাস, আমি নাম্বারটা ভুলে গেছি। একটু ধরুন। কোথায় যে রাখলাম!' কন্ট্রোলার কাগজের খসখস শব্দ শুনতে পেলেন। অবশেষে মহিলা ফিরে এল টেলিফোনে। 'পেয়েছি। J—349077।'

কন্ট্রোলার নাম্বারটা পড়ে শোনালেন। 'উনি কত দ্রুত কাজটা করতে পারবেন?'

'যখন সে প্রস্তুত হবে, সেনর। অ্যাঞ্জেল বলেছে কাজ শেষ হলে আপনি জানতে পারবেন। কাগজে খবরটা পাবেন।'

'বেশ। অ্যাঞ্জেলের যদি কখনও দরকার হয় সেজন্য আমার ব্যক্তিগত ফোন নাম্বারটা আপনাকে দিচ্ছি।'

ধীরগলায় নাম্বারটা জানালেন তিনি।

তিবলিসি, রাশিয়া

কুরা নদীর তীরে, একটি গ্রাম্য বাড়িতে মিটিং হচ্ছিল। চেয়ারম্যান বললেন, 'দুটি জরুরি বিষয় নিয়ে আজ কথা বলব। প্রথমটি সুখবর, দ্বিতীয়টি দুসংবাদ। কন্ট্রোলারকে ফোন করেছিল অ্যাঞ্জেল। কন্ট্রাক্ট সামনে কদম বাড়াচ্ছে।'

'খুবই ভালো খবর!' চেঁচিয়ে উঠলেন ফ্রেয়ার। 'আর দুসংবাদটা কী?'

'বিষয়টি হলো রোমানিয়ায় প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রদূত প্রেরণ নিয়ে। তবে এ পরিস্থিতি আশা করি সামাল দেয়া যাবে...'

ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারছে না মেরী অ্যাশলি। আবহাওয়া কেমন বদলে গেছে। ছাত্রদের চোখে সেলেব্রিটিতে পরিণত হয়েছে ও। এটা একটা মাতাল-করা অনুভূতি। ক্লাসের সবাই হাঁ করে তার বক্তৃতা শুনছে।

'আমরা সবাই জানি ১৯৫৬ সাল ছিল পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য সন্ধিক্ষণের বছর। গোমুলকা ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পরে পোল্যান্ড ঝুঁকে পড়ে ন্যাশনাল কম্যুনিজমের প্রতি। চেকোস্লোভাকিয়ায় আন্তোনিন মাভোরোনি কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তবে ওই বছর রোমানিয়ায় তেমন বড় ধরনের কোনও রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি...'

*রোমানিয়া...বুখারেস্ট...*ফটোগ্রাফে যা দেখেছে মেরী মনে হয়েছে ইউরোপের অন্যতম সুন্দর শহর এটি। রোমানিয়াকে নিয়ে দাদুর বলা কোনও গল্পই ভোলেনি সে। মনে আছে ট্রানসিলভানিয়ার প্রিন্স ভলাদকে নিয়ে ভয়ংকর সব গল্প শুনে ভয়ে তার বুক শুকিয়ে যেত।

সে ছিল একটা ভ্যাম্পায়ার, মেরী, ব্রাসভের পাহাড়ের মাথায় বিশাল এক প্রাসাদে বাস করত, নিরীহ মানুষের রক্ত চুষে খেত।

ঘরে গভীর নীরবতা নেমে এসেছে, হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল মেরী। সবাই ড্যাবড্যাব করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। *আমি কতক্ষণ ধরে দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম?* ভাবল ও। দ্রুত ফিরে গেল বক্তৃতায়। 'রোমানিয়ায় ঘিওরগিউ-দেজ ওয়ার্কার্স পার্টিতে তাঁর ক্ষমতা সংহত করছিলেন...'

এ ক্লাস যেন শেষ হবে না, তবে মেরীকে দয়া করতেই যেন ঘণ্টা পড়ার সময় হয়ে এল।

'তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সোভিয়েত ইউনিয়ন—এর প্ল্যানিং এবং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটি রচনা লিখে নিয়ে আসবে। এতে সরকারের অর্গানগুলোর মূল প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দেবে এবং CPSU কন্ট্রোল নিয়ে আলোচনা করবে। তোমরা সোভিয়েত নীতির অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ডাইমেনশান আলোচনা করবে, সেই সঙ্গে পোলান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া এবং রোমানিয়ায় এর অবস্থান সম্পর্কেও গুরুত্ব দেবে।'

রোমানিয়া...রোমানিয়ায় স্বাগতম, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর আপনার লিমুজিন আপনাকে এমব্যাসীতে নিয়ে যাবে। ওর এমব্যাসী। বিশ্বের অন্যতম সুন্দর একটি রাজধানী শহরে বাস করার আমন্ত্রণ দেয়া হয়েছিল ওকে। সে প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করত, তাঁর পিপল-টু-পিপল কনসেপ্টের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকত। *আমি ইতিহাসের একটি অংশ হতে পারতাম।*

ঘণ্টার শব্দে স্বপ্ন কল্পনা থেকে বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে এল মেরী। ক্লাস শেষ। এবার বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। তারপর কাপড় ছাড়তে হবে। এডোয়ার্ড আজ সকাল সকাল ফিরবে হাসপাতাল থেকে। মেরীকে নিয়ে কান্ট্রিক্লাবের ডিনারে যাবে।

'কোড ব্লু! কোড ব্লু!' লাউডস্পিকারের মাধ্যমে হাসপাতালের করিডোর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ক্যাড়কেড়ে কণ্ঠটা। ইমার্জেন্সি ক্রুরা অ্যাম্বুলেন্সের প্রবেশপথে একত্রিত হতে শুরু করেছে, সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। গিয়ারি কম্যুনিটি হাসপাতালটি তিনতলা, নিরাভরণ, জাংশন সিটির দক্ষিণ-পশ্চিম সেকশনের সেন্ট মেরী'স রোডের একটি পাহাড়ের উপরে। হাসপাতালটিতে রয়েছে ৯২টি বেড, দুটি আধুনিক অপারেটিং রুম এবং বেশকিছু এক্সামাইনিং রুম ও প্রশাসনিক ভবন।

আজ ব্যস্ত একটি শুক্রবার। টপ ফ্লোরের ওয়ার্ড ভরে গেছে আহত সার্ভিসম্যানে, এরা এসেছে কাছের ফোর্ট রিলে থেকে। এটি ফার্স্ট ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন বা বিগ রেড ওয়ান-এর বাসস্থান।

ড. এডোয়ার্ড অ্যাশলি এক সৈনিকের খুলি সেলাই করছে। বার-এ মারামারি করে সে মাথা ফাটিয়েছে। এডোয়ার্ড অ্যাশলি তেরো বছর ধরে কাজ করছে গিয়ারি কম্যুনিটি হাসপাতালে। সে এয়ারফোর্স ফ্লাইট সার্জন ছিল, তার র‍্যাঙ্ক ছিল ক্যাপ্টেন। বড় বড় শহরের খ্যাতনামা হাসপাতালগুলো তাকে নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু সে যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেছে।

রোগীর মাথা সেলাই শেষ। ড. এডোয়ার্ড চারপাশে চোখ বুলাল। কমপক্ষে এক ডজন সৈন্য বসে আছে শুশ্রূষার জন্য। অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দ শুনতে পেল ওরা।

'ওরা আমাদের গান গাইছে।'

ড. ডগলাস শিফার বন্দুকের গুলিতে আহত এক রোগীর চিকিৎসা করছিল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'যেন এখানে MASH চলে এসেছে। যেন যুদ্ধ চলছে।'

এডোয়ার্ড অ্যাশলি মন্তব্য করল, 'যুদ্ধ ছাড়া ওদের করার আছেটাই বা কী, ডগ। এজন্যই ওরা প্রতি উইকএন্ডে শহরে এসে ছোটখাটো মারামারি বাধিয়ে বসে। ওরা হতাশায় ভুগছে।' শেষ সেলাইটা দিল সে। 'তোমার কাজ শেষ, সোলজার। এখন যেতে পারো,' সে ডগলাস শিফারের দিকে ফিরল।

'চলো, ইমার্জেন্সিতে যাই।'

রোগীর পরনে বেসরকারি পোশাক। বয়স আঠেরোর বেশি নয়। ভয়ানক ঘামছে ছেলেটা, শ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। ড. অ্যাশলি ওর পালস পরীক্ষা করলেন। দুর্বল, তিরতির করে কাঁপছে। ইউনিফর্ম জ্যাকেটের সামনে রক্তের দাগ। ছেলেটাকে নিয়ে আসা এক প্যারামেডিকের দিকে তাকাল এডোয়ার্ড অ্যাশলি।

'আমাদের করণীয় কী?'

'বুকে ছুরি খেয়েছে, ডক্টর।'

'লাংস কলাপস করেছে কিনা দেখা দরকার,' এডোয়ার্ড ফিরল এক নার্সের দিকে। 'চেস্ট এক্সরে লাগবে আমার। তিন মিনিটের মধ্যে এক্সরে করে নিয়ে এসো।'

ড. ডগলাস শিফার জুগুলার ভেইন পরীক্ষা করছে। ফুলে আছে। এডোয়ার্ডের দিকে তাকাল সে। 'জুগুলার ভেইন ফোলা। সম্ভবত পেরিকারডিয়ামে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।' এর মানে হলো যে-থলিটি হার্টকে রক্ষা করে, ওটি ভরে গেছে রক্তে, চাপ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ডে, ফলে ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না হার্ট।

যে নার্স রোগীর ব্লাডপ্রেশার চেক করছিল সে বলল, 'রক্তের চাপ নেমে যাচ্ছে দ্রুত।'

রোগীর ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম পরিমাপ করছিল মনিটর। দেখা গেল ওটার গতি ধীর হতে শুরু করেছে। রোগীর আয়ু ফুরিয়ে আসছে।

আরেক নার্স চেস্ট এক্সরে নিয়ে দ্রুত ছুটে এল। এডোয়ার্ড পরীক্ষা করে দেখল। রিপোর্টে লেখা 'pericardial tamponade'।

হৃৎপিণ্ডে একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। কাজ করছে না ফুসফুস।

'বুকের ভেতরে টিউব ঢুকিয়ে লাং এক্সপ্যান্ড করো,' শান্ত গলায় কথাটা বললেও জরুরি ভাবটা বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও।

'একজন অ্যানেসথিওলজিস্ট নিয়ে এসো। ওর অপারেশন লাগবে। বুকে টিউব ঢোকাও।'

ডগলাস শিফার সাবধানে অজ্ঞান সৈনিকের শ্বাসনালিতে টিউব ঢোকাতে লাগল। টিউবের শেষ মাথায় একটি ব্যাগ রয়েছে। শিফার নির্দিষ্ট ছন্দে ওতে চাপ দিতে লাগল,

বাতাস ঢোকাচ্ছে ফুসফুসে। মনিটর ধীর গতি হতে লাগল, পর্দার কার্ভ একদম সমান হয়ে গেছে। ঘরের বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ।

'ও মারা গেছে।'

রোগীকে অপারেটিং রুমে নিয়ে যাবার সময় নেই। ড. অ্যাশলি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিল।

'আমরা thoracotomy করব। স্কালপেল।'

সাথে সাথে তার হাতে চলে এল ছুরি। এডোয়ার্ড ছুরি দিয়ে রোগীর বুক চিরে ফেলল। রক্ত প্রায় বেরুলই না, কারণ পেরিকারডিয়ামের মধ্যে বাঁধা পড়েছে হার্ট।

'রিট্রাক্টকর!'

ডাক্তারের হাতে তুলে দেয়া হলো যন্ত্র, সে ওটা রোগীর বুকে ঢুকিয়ে ফাঁক করে ধরল পাঁজর।

'কাঁচি। পেছনে সরে যাও সবাই।'

ডাক্তার ঝুঁকে এল সামনে। Pericardial Sac-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল কাঁচি। থলে থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রক্ত। ভিজিয়ে দিল নার্স এবং ড. অ্যাশলিকে। ড. অ্যাশলি এবার হার্ট ম্যাসেজ শুরু করে দিল। মনিটরে শব্দ উঠল বিপ বিপ। সাড়া দিল পালস। হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের ডগায় ছোট একটি ক্ষত।

'ওকে অপারেটিং রুমে নিয়ে চলো।'

তিন মিনিট পরে রোগীকে অপারেটিং টেবিলে তোলা হল।

'ট্রান্সফিউশন—এক হাজার সিসি।'

রক্তের গ্রুপ মেলানোর সময় নেই, তাই ইউনিভার্সাল ডোনার ও নেগেটিভ রক্ত দেয়া হলো।

রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া শুরু হবার পরে ড. অ্যাশলি বলল 'থার্টি টু চেস্ট টিউব।'

এক নার্স তাকে টিউব দিল।

ড. শিফার বলল, 'আমি এখানে আছি, এড। তুমি একটু পরিষ্কার হয়ে এসো।'

এডোয়ার্ড অ্যাশলির সার্জিকাল গাউন রক্তে মাখামাখি। সে মনিটরে তাকাল। হার্টের অবস্থা এখন ভালো।

'ধন্যবাদ।'

এডোয়ার্ড অ্যাশলি গোসল ছেড়ে একপ্রস্থ নতুন জামাকাপড় গায়ে চড়িয়েছে। লিখছে মেডিকেল রিপোর্ট। ওর অফিসটি বেশ সুন্দর। আলমারি ভর্তি ভারি ভারি মেডিকেলের বই এবং অ্যাথলেটিক ট্রফিতে। অফিস সাজানো হয়েছে একটি ডেস্ক, একখানা আরামকেদারা এবং দুটো পিঠখাড়া চেয়ারসহ একটি ছোট টেবিল দিয়ে। দেয়ালে সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো তার সার্টিফিকেটগুলো।

কিছুক্ষণ আগের টেনশন শরীর ও মনে ক্লান্তি এনে দিয়েছে এডোয়ার্ডের। তবে একই সঙ্গে যৌন উত্তেজনা বোধ করছে সে। বড় ধরনের সার্জারির পরে সবসময় এরকম অনুভূতি হয় তার। এ মুহূর্তে মেরীকে তার খুব দরকার ছিল।

ডেস্কের পাইপ র‍্যাক থেকে একটি পাইপ বাছাই করল এডোয়ার্ড, ওতে আগুন ধরাল। আরামকেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে টান টান মেলে দিল পা-জোড়া। মেরীর জন্য অপরাধবোধে ভুগছে সে। প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য সে-ই দায়ী। সে কারণও ব্যাখ্যা করেছে। তবে আসল কারণ ওটা নয়। আসল কারণ হলো *আমি জেলাস ছিলাম। আমি ছেলেমানুষের মতো আচরণ করেছি। আমাকে যদি প্রেসিডেন্ট এরকম একটা অফার দিতেন তাহলে কী করতাম আমি? মেরী বাড়ি থাকবে, আমাকে এবং বাচ্চাদের দেখভালো করবে, আমি কিনা এইই—ভাবতে পারলাম।*

বসে পাইপ ফুঁকতে লাগল এডোয়ার্ড, নিজেকে দোষারোপ করছে। *অনেক দেরী হয়ে গেছে,* ভাবছে ও। *তবে আমি এটা পুষিয়ে দেব। আমি এবারের সামারে ওকে প্যারিস এবং লন্ডনে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে অবাক করে দেব। রোমানিয়াতেও নিয়ে যেতে পারি। আমরা দারুণ একটা হানিমুন করব।*

জাংশন সিটি কান্ট্রি ক্লাব মনোরম পাহাড়ের মাঝখানে তিনতলাবিশিষ্ট লাইমস্টোনের একটি ভবন। ক্লাবটির রয়েছে আঠেরোটি হোলের গলফ ফোর্স, দুটি টেনিসকোর্ট, একটি সুইমিং পুল, একটি বার এবং প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেসসহ ডাইনিং রুম, ওপরতলায় একটি কার্ডরুম এবং নিচতলায় লকার রুম।

এ ক্লাবের মালিক ছিলেন এডোয়ার্ডের বাবা। মেরীর বাবারও মালিকানা ছিল এতে। শৈশব থেকে এ ক্লাবে মেরী এবং এডোয়ার্ডের যাতায়াত। শহরের বাসিন্দাদের সবাই যেন একই আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত। আর কান্ট্রি ক্লাব তারই প্রতীক।

মেরী এবং এডোয়ার্ড বেশ দেরীতে ক্লাবে ঢুকল, ডাইনিং রুমে অতিথিদের সংখ্যা স্বল্প কজন। তারা মেরীর দিকে আড়চোখে তাকাল। মেরী বসল। অতিথিরা মেরীকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু করে দিল। মেরী এখন এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এডোয়ার্ড স্ত্রীর দিকে তাকাল। 'কোনও আফসোস হচ্ছে?'

অবশ্যই আফসোস হচ্ছে। তবে অসম্ভব কিছু স্বপ্ন নিয়ে এ আফসোস যে স্বপ্ন কখনও পূরণ হবার নয়। *যদি আমি রাজকুমারী হতে পারতাম; যদি আমি কোটিপতি হতে পারতাম; যদি ক্যান্সার দূর করে নোবেল প্রাইজ পেতাম। যদি...যদি...যদি...*

হাসল মেরী। 'নাহ্, ডার্লিং। আমাকে ওরা প্রস্তাবটা দিয়েছে এটাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে। তবে আমি তোমাকে কিংবা বাচ্চাদের রেখে কোথাও যেতে পারব না।' ও স্বামীর হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'কোনও আফসোস নেই। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে আমি ভালোই করেছি।'

সামনে ঝুঁকল এডোয়ার্ড, ফিসফিস করল, 'তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে পারি যা

তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।'

'দিয়ে ফেলো।' হাসল মেরী।

বিয়ের পরে ওরা উন্মাদের মতো প্রেম করত। পরস্পরের শরীরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল দুজনের। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়তার তীব্রতা হ্রাস পেলেও আবেগ এবং অনুভূতিগুলো একই রকম রয়ে গেছে। ওরা এখনও বুকভরা ভালোবাসা এবং কামনা নিয়ে মিলিত হয়।

ওরা বাড়ি ফিরে আর সময় নষ্ট করল না। দ্রুত পোশাক খুলে উঠে পড়ল বিছানায়। এডোয়ার্ড কাছে টেনে নিল মেরীকে, আদর বোলাতে লাগল শরীরে, ওর বুক নিয়ে খেলা করল, আঙুল দিয়ে মুচড়ে দিল স্তনবৃন্ত, হাত চলে গেল দুই উরুর সংযোগস্থলের নরম মখমলে।

সুখের আতিশয্যে গোঙাতে লাগল মেরী। 'উহ্, দারুণ লাগছে!'

এডোয়ার্ডের গায়ের ওপর গড়ান দিয়ে উঠে এল মেরী, এবার সে জিভ ব্যবহার করছে। উষ্ণ জিভের স্পর্শ এডোয়ার্ডের পুরুষাঙ্গ লৌহকঠিন করে তুলল। দুজনেই যখন প্রস্তুত হলো, ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে গেল প্রেম। তারপর স্ত্রীকে শক্ত করে বাহুডোরে বেঁধে নিয়ে এডোয়ার্ড বলল, 'আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, মেরী।'

'আমি তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসি। গুড নাইট, ডার্লিং।'

রাত তিনটার সময় শব্দের বিস্ফোরণ তুলে বেজে উঠল ফোন। ঘুম চোখে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল এডোয়ার্ড, কানে ঠেকাল। 'হ্যালো...'

এক মহিলার কাতর গলা ভেসে এল, 'ড. অ্যাশলি?'

'বলছি...'

'পিট গ্রাইমসের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ও প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরাচ্ছে। যেন মরে যাবে। বুঝতে পারছি না কী করব।'

বিছানায় উঠে বসল এডোয়ার্ড। চোখ পিটপিট করে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছে। 'কিছু করতে হবে না। আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।' ফোন রেখে দিল সে, নেমে পড়ল বিছানা থেকে, কাপড় পরতে লাগল।

'এডোয়ার্ড...'

মেরীর দিকে তাকাল সে। আধবোজা চোখ।

'কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। তুমি ঘুমাও।'

'তুমি বাসায় ফিরে আমাকে জাগিয়ে দিও,' বিড়বিড় করল মেরী। 'আমার আবার সেক্স উঠে গেছে।'

মুচকি হাসল এডোয়ার্ড। 'তাড়াতাড়ি ফিরব।'

পাঁচ মিনিট পরে সে গ্রাইমদের খামার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

ওল্ড মিলফোর্ড রোডের পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে জে হিল রোডে চলল এডোয়ার্ড। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। উত্তুরে বাতাস ভয়ানক শীতল। তাপমাত্রা নেমে গেছে শূন্যের নিচে। কার হিটার অন করল এডোয়ার্ড। গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবল বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য একটা ফোন করলেই হত। গত দুবারের হার্ট অ্যাটাকের পরে দেখা গেছে আসলে আলসারের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল পিট গ্রাইমস। না, আগে চেক করে দেখা দরকার।

রুট ১৮-তে বাঁক নিল এডোয়ার্ড, দুই লেনের হাইওয়েটি চলে গেছে জাংশন সিটির মাঝ দিয়ে। গোটা শহর ঘুমাচ্ছে। বাড়িঘরগুলোর গায়ে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে হিমেল হাওয়া।

সিক্সথ স্ট্রিটের মাথায় পৌঁছে মোড় ঘুরল, ঢুকে পড়ল রুট ৫৭-তে, চলল গ্রান্ডভিউ প্লাজায়। গরমের সময় বহুবার এ রাস্তা দিয়ে গেছে এডোয়ার্ড। শস্যের মিষ্টি গন্ধ আর প্রেইরির খড়ের সুবাসে ভরে থাকত বাতাস, এডোয়ার্ড গাড়ি নিয়ে ছুটত বনের পাশ দিয়ে। কটনউড, সিডার আর রাশান জলপাই গাছে সাজানো অরণ্য। রাস্তার পাশে সাজানো থাকত খড়ের গাদা। সেডার গাছ পোড়ানোর মিষ্টি গন্ধে ভরে থাকত প্রকৃতি। শস্যের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য অতিরিক্ত জন্মানো সেডার গাছগুলোর কেটে পুড়িয়ে ফেলা হত। সে বহু শীতকাল এ রাস্তা দিয়ে গেছে। দেখেছে বিদ্যুতের তারে জমে আছে বরফ, গোটা প্রকৃতি ঢেকে আছে তুষারে। দূরের চিমনি থেকে বেরুচ্ছে ধোঁয়া। একাকিত্বের মাঝে রয়েছে একধরনের প্রফুল্লতা, বিশেষ করে ভোররাতের অন্ধকারের মধ্যে মাঠ আর গাছগুলোকে দ্রুত পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে যেন আছে একরকম মাদকতা।

খুবই দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছে এডোয়ার্ড। মেরীর কথা ভাবছে। মেরী উষ্ণ বিছানায় শুয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। *বাসায় ফিরে আমাকে জাগিয়ে দিও। আমার আবার সেক্স উঠে গেছে।*

নিজেকে সৌভাগ্যবান স্বামী ভাবতে ভালো লাগছে এডোয়ার্ডের। *আমি ওকে এমন মধুচন্দ্রিমা উপহার দেব যা কোনওদিন কোনও নারী কল্পনাও করেনি।*

সামনে, হাইওয়ে ৫৭ এবং ৭৭-এর মাঝখানে 'স্টপ' সাইন দেখতে পেল এডোয়ার্ড। সে রুট ৭৭-এ গাড়ি ঘোরাল, দুই রাস্তার মাঝখানে যাচ্ছে, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটি ট্রাক। এডোয়ার্ড আকস্মিক একটা গর্জন শুনতে পেল, একজোড়া শক্তিশালী হেডলাইটের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। মাত্র এক ঝলকের জন্য দেখতে পেল পাঁচটনি দানব আর্মি ট্রাকটা ওর ওপর চড়াও হতে যাচ্ছে, শেষ যে-শব্দটা সে শুনতে পেল তা হলো নিজের মরণ-আর্তনাদ।

নিউলি। রোববার। গির্জার ঘণ্টা দুপুরের নির্জনতা ভেঙে খানখান করে দিল। মারিন গ্রোজার ভিলা পাহারা দেয়া গার্ডদের ধুলোমাখা রেনল্টের দিকে মনোযোগ দেয়ার

কোনও কারণ ছিল না। রেনল্টের আরোহী অ্যাঞ্জেল আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। সে গার্ডদের সন্দেহের উদ্রেক করতে চায় না। তীক্ষ্ণচোখে চারদিকটা দেখে নিচ্ছিল অ্যাঞ্জেল। ভিলার উঁচু দেয়ালের সামনে দুজন রক্ষী, সম্ভবত ইলেকট্রিফায়েড দেয়াল। ভেতরে নিশ্চয় বিম, সেন্সর এবং অ্যালার্ম রয়েছে। এ ভিলা ধ্বংস করতে সেনাবাহিনীর গোটা একটা দল দরকার। *তবে আমার সেনাবাহিনীর দরকার নেই,* ভাবল অ্যাঞ্জেল। *শুধু আমার বুদ্ধিটুকু ব্যবহার করলেই চলবে। মারিন গ্রোজা তো মরা মানুষ। আমার মা যদি আজ বেঁচে থাকত দেখত আমি কত ধনী হয়ে গেছি। মা যে কী খুশি হতা।*

আর্জেন্টিনায় দরিদ্র পরিবারগুলো আক্ষরিক অর্থেই দরিদ্র। অ্যাঞ্জেলের মা ছিল মহাদরিদ্র। অ্যাঞ্জেলের বাপের পরিচয় কেউ জানত না, জানার আগ্রহও ছিল না। অ্যাঞ্জেল দেখেছে অনাহার আর রোগে ভুগে ভুগে তার বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন মারা গেছে। মৃত্যু ছিল জীবনের পথ। অ্যাঞ্জেল দার্শনিকদের মতো ভাবল *মরতে যখন হবেই, মৃত্যু থেকে লাভবান হতে দোষ কী?* প্রথমদিকে অনেকেই অ্যাঞ্জেলের প্রতিভার মূল্যায়ন করতে চায়নি, তাকে নিয়ে কটাক্ষ করতে চেয়েছে। কিন্তু যারাই তার রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করতে চেয়েছে, তাদের আর পরে খোঁজ পাওয়া যায়নি। গুপ্তঘাতক হিসেবে অ্যাঞ্জেলের খ্যাতি দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েছে। *আমি কোনোদিন ব্যর্থ হইনি,* মনে মনে বলল অ্যাঞ্জেল। *আমি অ্যাঞ্জেল। অ্যাঞ্জেল অব ডেথ।*

নয়

বরফ-ঢাকা কানসাস হাইওয়ে গাড়ির লাল আলোয় ঝলসাচ্ছে। যেন রক্তে মেখে আছে বরফ। একটি ফায়ার ট্রাক, অ্যাম্বুলেন্স, টোট্রাক, চারটে হাইওয়ে পেট্রল কার, শেরিফের গাড়ি এবং সবার মাঝখানে পাঁচটনি M87। আর্মি ট্রাক্টর ট্রেলার। এটির নিচে দুমড়ে মুচড়ে রয়েছে এডোয়ার্ড অ্যাশলির গাড়ি। জনা দশ-বারো পুলিশ কর্মকর্তা এবং দমকলকর্মী ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যাবার কবল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে মাঝে মাঝেই হাত এবং পা ঝাঁকাচ্ছে। হাইওয়ের মাঝখানে, তারপুলিন দিয়ে ঢাকা একটি লাশ। শেরিফের একটি গাড়ি লাশের দিকে এগিয়ে আসছিল, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে দৌড়ে নামল মেরী অ্যাশলি। কাঁপুনির চোটে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তারপুলিনটা চোখে পড়েছে তার, ছুটে গেল ওদিকে।

শেরিফ মুনস্টার ওর হাত চেপে ধরলেন, 'আমি আপনার জায়গায় হলে ওর দিকে তাকাতাম না, মিসেস অ্যাশলি।'

'ছাড়ুন আমাকে,' চিৎকার করে উঠল মেরী। ঝাঁকি মেরে মুক্ত করল নিজেকে, পা বাড়াল তারপুলিনের দিকে।

'প্লিজ, মিসেস অ্যাশলি। ওই চেহারাটা দেখতে আপনার ভালো লাগবে না।'

শেরিফ ধরে ফেললেন মেরীকে। সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

শেরিফের গাড়ির ব্যাকসিটে জ্ঞান ফিরল মেরীর। শেরিফ মুনস্টার বসেছেন সামনের আসনে, লক্ষ করছেন মেরীকে। হিটার চলছে, গাড়িটা যেন দম বন্ধ করে দিচ্ছে মেরীর।

'কী হয়েছিল?' ম্রিয়মাণ গলায় প্রশ্ন করল মেরী।

'আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।'

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল মেরীর। *ওই চেহারাটা দেখতে আপনার ভালো লাগবে না।*

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মেরী। ইমার্জেন্সি বাহনগুলোর মাথায় লাল আলো জ্বলছে শয়তানের চোখের মতো। পুলিশ কারের ভেতরটা গরম হলেও হঠাৎ ভীষণ

শীত লেগে উঠল মেরীর, দাঁতে দাঁত ঠকাঠক বাড়ি খেল।

'ক্কী—' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর, 'কীভাবে ঘটনাটা ঘটল?'

'আপনার স্বামী স্টপ-সাইন অগ্রাহ্য করে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। একটি আর্মি ট্রাক ছুটে আসছিল। ট্রাকটা আপনার স্বামীর গাড়িটাকে পাশ কাটাতে চাইলেও পারেনি। আপনার স্বামী ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খান।'

চোখ বুজল মেরী। চোখে যেন ভেসে উঠল অ্যাক্সিডেন্টের দৃশ্যটি। দেখতে পেল ট্রাকটা চাপা দিচ্ছে এডোয়ার্ডকে, তার শেষ মুহূর্তের আতঙ্ক অনুভব করল সে।

মেরী কোনোমতে বলল, 'এডোয়ার্ড খুব সা-সাবধানে গাড়ি চালাত। ও স্টপ-সাইন দেখে গাড়ি না-থামানোর মানুষ ছিল না।'

সহানুভূতির গলায় শেরিফ বললেন, 'মিসেস অ্যাশলি, এ ঘটনার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন। একজন প্রিস্ট, দুজন নান এবং ফোর্ট রিলের জনৈক কর্নেল হেক্কিনস ঘটনাটা ঘটতে দেখেছেন। তাঁরা সবাই একই কথা বলেছেন। আপনার স্বামী স্টপ-সাইন দেখেও গাড়ি থামাননি।'

তারপর সবকিছু যেন স্লোমোশন ছবির গতিতে ঘটতে লাগল। মেরী তাকিয়ে দেখল এডোয়ার্ডের লাশ তুলে নেয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে। পুলিশ একজন প্রিস্ট এবং দুজন নানকে জেরা করছে। মেরী ভাবল *ওরা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।*

শেরিফ মুনস্টার বললেন, 'ওরা মর্গে নিয়ে যাচ্ছে লাশ।'

লাশ। 'ধন্যবাদ,' মৃদু গলায় বলল মেরী।

অদ্ভুত চোখে মেরীর দিকে তাকালেন শেরিফ, 'আপনাকে বরং আমি বাড়ি পৌঁছে দিই। আপনাদের ফ্যামিলি ডাক্তারের নাম কী?'

'এডোয়ার্ড অ্যাশলি,' বলল মেরী। 'এডোয়ার্ড অ্যাশলি আমার পারিবারিক ডাক্তার।'

বাড়ি ফিরল মেরী। শেরিফ মুনস্টার ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। লিভিংরুমে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল ফ্লোরেন্স এবং ডগলাস শিফার। বাচ্চারা এখনও ঘুমাচ্ছে।

ফ্লোরেন্স জড়িয়ে ধরল মেরীকে। 'ওহ্, ডার্লিং। আমার যে কী খারাপ লাগছে! কী যে কষ্ট হচ্ছে।'

'ইটস অল রাইট,' শান্তগলায় বলল মেরী। 'এডোয়ার্ডের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।' খিকখিক হাসল সে।

ডগলাস তীক্ষ্ণচোখে ওকে লক্ষ করছে। 'চলো, ওপরে যাই।'

'আমি ভালো আছি। ধন্যবাদ। আমাকে একটু চা খাওয়াবে?'

ডগলাস বলল, 'চলো, তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দিই।'

'আমার ঘুম আসছে না। আমার জন্য কেউ একটু চা বানাবে না?'

ডগলাস মেরীকে নিয়ে দোতলার বেডরুমে উঠে এল। মেরী বারবার বলতে লাগল, 'অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এডোয়ার্ড অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

মেরীর চোখে তাকাল ডগলাস শিফার। বিস্ফারিত এবং ফাঁকা চাউনি। গা শিরশির করে উঠল শিফারের।

নিচে নেমে এল সে ডাক্তারি ব্যাগটা নেয়ার জন্য। ফিরে এসে দেখল মেরী যেমন ছিল সেভাবেই বসে আছে, কাঠের পুতুলের মতো। 'তোমাকে আমি এখন ঘুম পাড়িয়ে দেব।' সে মেরীকে সিডেটিভ দিল। ওকে শুইয়ে দিল বিছানায়, বসে থাকল পাশে। এক ঘণ্টা পরেও ঘুম এল না মেরীর। জেগে রইল। আরেকটি সিডেটিভ দিল ডগলাস। কোনও কাজ হলো না। অবশেষে তৃতীয় সিডেটিভ ওর চোখে ঘুম এনে দিল।

জাংশন সিটিতে এডোয়ার্ড অ্যাশলির মৃত্যু নিয়ে তদন্তে নামল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন ওরফে সিআইডি। সেনাবাহিনীর লোক দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিনা খতিয়ে দেখবে তারা।

ফোর্ট রিলের সিআইডি সদর দপ্তর থেকে শেল প্লানচার্ড নামে এক কর্মকর্তা এল শেরিফের অফিসে। শেরিফ নাইনথ স্ট্রিটে তাঁর অফিসে বসে ডেপুটিকে নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট পরীক্ষা করছিলেন।

'একটা ব্যাপারে খচখচ করছে মন,' সিআইডি কর্মকর্তাকে বললেন শেরিফ মুনস্টার।

'কী সমস্যা, শেরিফ?' জিজ্ঞেস করল প্লানচার্ড।

'এদিকে দেখুন। অ্যাক্সিডেন্টের সাক্ষী পাঁচজন। ঠিক? একজন প্রিস্ট, দুজন নান, কর্নেল জেঙ্কিনস এবং ট্রাক ড্রাইভার সার্জেন্ট ওয়ালিস। সবাই বলছে ডক্টর অ্যাশলির গাড়িটি হাইওয়েতে উঠে আসে, তিনি স্টপ সাইন পাত্তা না দিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে আর্মি ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে যান।'

'তো,' বলল সিআইডি কর্মকর্তা, 'এতে মন খচখচ করার কী আছে?'

মাথা চুলকালেন শেরিফ মুনস্টার। 'মিস্টার, আপনি কখনও এমন কোনও অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট দেখেছেন যেখানে অন্তত দুজন প্রত্যক্ষদর্শী একই সাক্ষ্য দিয়েছে?' কাগজের ওপর ঘুসি বসালেন তিনি। 'আমি যে ব্যাপারটা কিছুতেই মেলাতে পারছি না তা হলো এই সাক্ষীদের সবাই একই কথা বলছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল প্লানচার্ড। 'যা ঘটেছে ওরা তাই বলছেন।'

শেরিফ বললেন, 'এর মধ্যে আরেকটা ব্যাপার আছে।'

'কী?'

'একজন প্রিস্ট, দুজন নান এবং একজন কর্নেল হাইওয়ে ৭৭-এ ভোর চারটার সময় কী করছিলেন?'

'এর মধ্যে কোনও রহস্য নেই। প্রিস্ট এবং সিস্টাররা লিওনার্ডভিলে যাচ্ছিলেন আর কর্নেল ফিরছিলেন ফোর্ট রিলেতে।'

শেরিফ বললেন, 'আমি DMV চেক করে দেখেছি। অবৈধ পার্কিঙের জন্য ছয় বছর আগে ডক্টর অ্যাশলিকে শেষ টিকেট দেয়া হয়। তাঁর কোনও অ্যাক্সিডেন্টের রেকর্ড নেই।'

সিআইডি কর্মকর্তা শেরিফকে লক্ষ করছে। 'শেরিফ, আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন?'

শ্রাগ করলেন মুনস্টার। 'আমি কিছুই বলতে চাইছি না। আমার কাছে গোটা ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে লাগছে।'

'পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শীর দেখা একটি অ্যাকিডেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি। আপনি যদি মনে করেন এর মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্র জড়িত, বলব আপনার তত্ত্বে মস্ত একটা ফুটো আছে। যদি—'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন শেরিফ। 'জানি আমি। এটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট না হত আর্মি ট্রাকটা তাকে চাপা দিয়ে স্রেফ চলে যেত।'

'ঠিক বলেছেন,' চেয়ার ছাড়ল সিআইডি কর্মকর্তা, আড়মোড়া ভাঙল। 'আমাকে এখন আবার ঘাঁটিতে ফিরতে হবে। আমি যদ্দূর জানি ট্রাকের ড্রাইভার সার্জেন্ট ওয়ালিসের কোনও দোষ নেই।' সে শেরিফের দিকে তাকাল। 'আপনি কি আমার সঙ্গে একমত?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিলেন শেরিফ মুনস্টার। 'হুঁ। ওটা নিশ্চয় অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।'

বাচ্চাদের কান্নার শব্দে জেগে গেল মেরী। চোখ শক্ত করে বুজে শুয়ে থাকল, মনে মনে বলল *আমি আসলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছি। ঘুম ভেঙে দেখব বেঁচে আছে এডোয়ার্ড।*

কিন্তু বাচ্চাদের কান্না থামছে না। আর সহ্য করতে পারল না মেরী। চোখ মেলে চাইল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ছাদের দিকে। অবশেষে জোর করে শরীরটাকে টেনে নামাল বিছানা থেকে। যেন ওকে ড্রাগ দেয়া হয়েছে। টিমের শোবার ঘরে ঢুকল মেরী। ফ্লোরেন্স এবং বেথ আছে ওর সঙ্গে। তিনজনেই কাঁদছে। *ইশ্, আমি কেন কাঁদতে পারছি না,* ভাবল মেরী।

বেথ তাকাল মেরীর দিকে। 'বা-বাবা কি সত্যি মা-মারা গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল মেরী। কথা বলতে পারছে না। বিছানার কোণে বসল।

'ওদেরকে না বলে উপায় ছিল না,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল ফ্লোরেন্স। 'ওরা

বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যাচ্ছিল।'

'ঠিক আছে,' মেরী টিমের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'কেঁদো না, সোনা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু কিছুই আর ঠিক হবে না।

কিন্তু কিছুই আর ঠিক হবে না।

কোনোদিন না।

ফোর্ট রিলেতে ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি সিআইডি কমান্ডের সদর দপ্তর ১৬৯ নম্বর ভবনে। এটি লাইমস্টোনের পুরোনো একটি বিল্ডিং। চারপাশ গাছ দিয়ে ঘেরা, সিঁড়ি নেমে গেছে বিল্ডিং-এর পর্চে। দোতলার একটি অফিসে সিআইডি অফিসার শেল প্লানচার্ড কথা বলছিল কর্নেল জেঙ্কিনসের সঙ্গে।

'আপনার জন্য একটা দুসংবাদ আছে, স্যার। সার্জেন্ট ওয়ালিস, যে সিভিলিয়ান ডাক্তারকে ট্রাক চাপা দিয়েছিল সে—'

'বলো?'

'সে আজ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে।'

'ভেরি স্যাড।'

ভাবলেশশূন্য গলায় সিআইডি অফিসার বলে চলল, 'জ্বী, স্যার। তার লাশ সকালবেলা দাফন করা হয়েছে। হঠাৎ করেই ঘটেছে ঘটনা।'

'দুর্ভাগ্যজনক,' চেয়ার ছাড়লেন কর্নেল। 'আমাকে দেশের বাইরে ট্রান্সফার করা হয়েছে।' তিনি যেন জোর করে মুখে হাসি ফোটালেন। 'প্রমোশন হয়েছে আমার।'

'অভিনন্দন, স্যার। আপনার এটা প্রাপ্য ছিল।'

মেরী অ্যাশলি প্রায় পাগল হতে বসেছিল। তবে স্বামীর তীব্র শোক ওকে উন্মাদনার কবল থেকে রক্ষা করল। ওর মনে হচ্ছিল যা ঘটেছে সব অন্য কারও জীবনে ঘটছে। সে যেন পানির নিচে ডুবে আছে, খুব ধীরেসুস্থে নড়াচড়া করছে, দূর থেকে ভেসে আসছে মানুষজনের কণ্ঠ।

এডোয়ার্ডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো জেফারসন স্ট্রিটের ম্যাস-হিনিট আলেকজান্ডার ফিউনেরাল হোম-এ। নীল রঙের একটা বাড়ি, সাদা পোর্টিকো। প্রবেশপথের ওপরে ঝুলছে বড়সড় একটি সাদা ঘড়ি। ফিউনেরাল পার্লার ভরে গেল এডোয়ার্ডের বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের আগমনে। প্রায় সবাই ফুলের মালা এবং বুকে নিয়ে এসেছে। বিরাট একটি ফুলের মালার সঙ্গে কার্ডে লেখা ছিল 'আমার গভীরতম সহানুভূতি।— পল এলিসন।'

মেরী, বেথ এবং টিম পার্লারের একপাশে, ছোট ফ্যামিলি রুমে একা বসে আছে।

বাচ্চাদের চোখ লাল, মূর্তির মতো বসে আছে তারা।

এডোয়ার্ডের কফিনের ঢাকনি বন্ধ। কেন বন্ধ জানে না মেরী। ওদিকে তাকিয়া থাকতে থাকতে একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল। সে এবং এডোয়ার্ড মিলফোর্ড লেকে ছোট, পালতোলা একটি নৌকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

'তুমি নৌকা চালাবে?' ডেট করার প্রথম রাতে জিজ্ঞেস করেছিল এডোয়ার্ড।

'আমি কখনও নৌকা চালাইনি।'

'শনিবার,' বলেছিল এডোয়ার্ড। 'আমরা ডেট করব।'

এর এক হপ্তা পরে ওরা বিয়ে করে ফেলে।

'তুমি জানো তোমাকে আমি কেন বিয়ে করেছি, লেডি?' মশকরার সুরে বলেছে এডোয়ার্ড। 'তুমি পরীক্ষায় পাস করে গেছ। তুমি প্রচুর হাসাহাসি করেছ। কিন্তু নৌকা থেকে উল্টে পড়ে যাওনি।'

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে মেরী এবং বাচ্চারা লম্বা, কালো লিমুজিনে চড়ে বসল। লিমুজিন চলল সমাধি অভিমুখে।

অ্যাশ স্ট্রিটে হাইল্যান্ড সেমেট্রি একটি বিশাল পার্ক, নুড়ি-বিছানো একটি রাস্তা ঘিরে রেখেছে ওটাকে। জাংশন সিটির প্রাচীনতম সমাধিস্তম্ভ হলো এটি। সময় এবং আবহাওয়ার থাবা অনেক সমাধির নাম বিবর্ণ করে দিয়েছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে এখানকার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে গেল দ্রুত।

মেরী এবং বাচ্চারা তীব্র বাতাসে দাঁড়িয়ে দেখল কফিন নামানো হচ্ছে জমাটবাঁধা শীতল মাটির গর্তে।

গুড বাই, মাই ডার্লিং।

মৃত্যুশোকের শেষ আছে, কিন্তু মেরী অ্যাশলির কাছে অসহ্য নরক হিসেবে ওটার মাত্র শুরু। সে এডোয়ার্ডের সঙ্গে মৃত্যু নিয়ে কথা বলত। মেরী বলত মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, ওটাকে অনিবার্যতা হিসেবে মেনে নিলেই হয়। কিন্তু হঠাৎ এ বাস্তবতা ওকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে তীব্র আতঙ্ক নিয়ে। একদিন কারও ক্ষেত্রে এটা ঘটবে, দূর ভবিষ্যতের আবছা চিন্তাটা অকস্মাৎ এমন নিষ্ঠুরভাবে হাজির হয়ে যাবে কোনোদিন কল্পনাও করেনি মেরী। এডোয়ার্ডের মৃত্যুকে মেরীর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ চিৎকার করে অস্বীকার করতে চায়। ওর মৃত্যুর সঙ্গে সমস্ত সুন্দরের অবসান ঘটেছে। আর এ বাস্তবতা মেরীকে একটার-পর-একটা ধাক্কা দিয়ে চলেছে। ও একা থাকতে চাইছে। নিজের ভেতরে ঢুকে গেছে মেরী, নিজেকে মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত, ভীত এক শিশু। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমান হচ্ছে মেরীর।

তুমি আমাকে আগে নিয়ে গেলে না কেন? চিৎকার করে মেরী। এডোয়ার্ড ওকে একা ফেলে রেখে চলে গেছে এজন্য এডোয়ার্ডের প্রতি রাগ ওর, রাগ বাচ্চাদের ওপর, রাগ নিজের ওপর।

আমি পঁয়ত্রিশ বছরের এক নারী। আমার দুটি সন্তান। কিন্তু আমি জানি না আমি কে। যখন আমি মিসেস এডোয়ার্ড অ্যাশলি ছিলাম, আমার একটা পরিচয় ছিল, আমি একজনের ছিলাম, সে আমার ছিল।

সময় বয়ে যায়, মেরীর শূন্যতাকে যেন ব্যঙ্গ করে। ওর জীবনটা যেন এক পলাতক ট্রেনের মতো যার ওপর নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

ফ্লোরেন্স এবং ডগলাসসহ অন্যান্য বন্ধুরা সঙ্গ দেয় মেরীকে, ওকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু ওদের সঙ্গ ভালো লাগে না মেরীর। সে একা থাকতে ভালোবাসে।

ফ্লোরেন্স একদিন বিকেলে এসে দেখল মেরী টিভিতে কানসাস স্টেট ফুটবল খেলা দেখছে।

'আমি যে ওর কাছে গেছি ও টের পায়নি পর্যন্ত,' ফ্লোরেন্স সন্ধ্যায় তার স্বামীকে বলল। 'খেলায় মনোযোগ দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল মেরী।' শিউরে উঠল সে। 'আমার গা ছমছম করছিল।'

'কেন?'

'মেরী ফুটবল একদম পছন্দ করে না। এডোয়ার্ড প্রতিটি খেলা দেখত।'

এডোয়ার্ডের শোক সামলে ওঠার জন্য ইচ্ছেশক্তির শেষবিন্দুটি পর্যন্ত কাজে লাগাতে হলো মেরীর। কত ঝামেলা এসে যে হাজির হলো! এডোয়ার্ডের উইল, ইনসিওরেন্স, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ট্যাক্স, বিল, মেডিকেল কর্পোরেশন, লোন, অ্যাসেট—উফ্ পাগল হবার মতো দশা! মেরীর মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে চিৎকার করে আইনজীবী এবং ব্যাংকারদেরকে বলে তারা যেন ওকে একটু একা থাকতে দেয়।

আমি আর পারছি না, কাঁদে মেরী। এডোয়ার্ড চলে গেছে। আর সবাই আসছে তার সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলতে। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে রাজি হয় মেরী।

এডোয়ার্ডের অ্যাকাউনটেন্ট ফ্রাঙ্ক ডামফি বলল, 'মিসেস অ্যাশলি, আপনার স্বামী রোগীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেয়ার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। বহু লোকের কাছে টাকা পেতেন তিনি। আমি একটা কালেকশন এজেন্সিকে বলব। তারা খোঁজ নিয়ে দেখবে আপনার স্বামী কার কার কাছে টাকা পেতেন—'

'না,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল মেরী। 'তার দরকার নেই। এডোয়ার্ড কোনদিন এ কাজ করত না।'

হতবুদ্ধি হয়ে গেল ডামফি। 'ঠিক আছে। আপনি যা বলেন। তো আপনার অ্যাসেট বলতে রয়েছে কেবল নগদ ত্রিশ হাজার ডলার আর এ বাড়িটি। তাও এটি মর্টগেজ করা। আপনি যদি বাড়িটি বিক্রি করে দেন—'

'এডোয়ার্ড আমাকে কখনোই বাড়ি বিক্রি করতে দিত না।'

বুকে কষ্টগুলো চেপে রেখে আড়ষ্ট ও শক্ত হয়ে বসে থাকল মেরী। ডামফি মনে মনে বলল *আমার বউ যদি আমাকে এমন ভালোবাসত।*

এডোয়ার্ডের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো বাছাই করার সময় এল। ফ্লোরেন্স মেরীকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। মেরী বলেছে, 'না, এডোয়ার্ড বেঁচে থাকলে কাজটা আমাকেই করতে বলত।'

এডোয়ার্ডের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসের অভাব নেই। এক ডজন পাইপ, এক ক্যান তাজা তামাক, একজোড়া রিডিং গ্লাস, মেডিকেল লেকচারের নোট—যে বক্তৃতা দেয়া হয়নি ওর। এডোয়ার্ডের ক্লজিট খুলল মেরী। মৃত স্বামীর সুটে হাত বুলাতে লাগল। এ সুটগুলো আর কোনোদিন পরবে না এডোয়ার্ড। নীল টাইটা এডোয়ার্ড পরেছে ওরা যখন শেষবার একত্রে বাইরে গিয়েছিল তখন। গ্লাভস এবং স্কার্ফগুলো এডোয়ার্ড কিনেছিল ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে। কিন্তু ওর শীতল কবরে এগুলো আর প্রয়োজন হবে না। মেরী এডোয়ার্ডের রেজর এবং টুথব্রাশ সযত্নে সরিয়ে রাখল।

কতগুলো প্রেমপত্র পেয়ে গেল মেরী। পরস্পরকে লিখেছিল ওরা। চিঠিগুলো মনে করিয়ে দিল এডোয়ার্ডের ডাক্তারি প্রাকটিসের প্রথমদিকের দিনগুলোকে। মেরী যখন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা শুরু করেছিল তখন এডোয়ার্ড ওকে সোনার আবরণে মোড়ানো একটি আপেল উপহার দিয়েছিল। এরকম আরও শতশত চমৎকার জিনিস আছে। মেরীর চোখে জল এসে গেল। কিছুক্ষণ আগেও এডোয়ার্ড ওখানে ছিল, জীবন্ত, কথা বলত, হাসত, ভালোবাসত, আর পরের মুহূর্তে সে শীতল মাটির তলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমি বড় মানুষ। আমাকে বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। আমি বড় মানুষ নই। আমি এসব মেনে নিতে পারব না। আমি আর বাঁচতে চাই না।

দীর্ঘ রজনী জেগে রইল মেরী। শুধু ভাবল এডোয়ার্ডের কথা। আর মরে যেতে ইচ্ছে করল। মরে গেলেই তো পরপারে স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে। আবার এডোয়ার্ডকে একান্ত করে কাছে পাবে মেরী। ওর আত্মহত্যা করার ইচ্ছে জাগল।

অবশেষে চোখ বুজে এল মেরীর। তবে মাঝরাতে তার তীব্র চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল বাচ্চাদের। ছুটে এল তারা মেরীর কাছে, গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল পাশে, দুজন দুপাশ থেকে জড়িয়ে ধরে থাকল তাদের মাকে।

'তুমি বাবার মতো মরে যাবে না তো, মা?' ফিসফিস করল টিম।

মেরী মনে মনে বলল *আমি আত্মহত্যা করতে পারব না। আমাকে ওদের দরকার। আমি আত্মহত্যা করলে এডোয়ার্ড কোনোদিন আমাকে ক্ষমা করবে না।*

ওকে বেঁচে থাকতে হবে। বাচ্চাদের জন্য। যে ভালোবাসা এডোয়ার্ড ওদেরকে দিতে পারবে না সে ভালোবাসা ওদেরকে দিতে হবে। *এডোয়ার্ড ছাড়া আমরা বড্ড অসহায়। পরস্পরকে আমাদের সাংঘাতিক প্রয়োজন। এডোয়ার্ডের মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না কারণ ওর সঙ্গে আমরাও অদ্ভুত সুন্দর সব মুহূর্ত উপভোগ করেছি। ওকে মিস করার হাজারো কারণ রয়েছে, কত শত স্মৃতি যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না কোনোদিন। তুমি কোথায়, ঈশ্বর? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ? আমাকে সাহায্য করো। প্লিজ, হেল্প মি।*

এডোয়ার্ডের অস্তিত্ব রয়েছে সবখানে।

সে আছে মেরী রেডিওতে যে গান শোনে, সেই গানের মধ্যে। পাহাড়ে, যেখানে তারা দুজনে একত্রে ঘুরে বেড়াত। সে আছে বিছানায় তার পাশে যখন সে ভোরবেলায় জেগে ওঠে।

কাল সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হবে, হানি। দুটো জরুরি অপারেশন আছে।

মেরী পরিষ্কার শুনতে পায় এডোয়ার্ডের কণ্ঠ। তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে *আমি বাচ্চাদের নিয়ে খুব চিন্তায় আছি, এডোয়ার্ড। ওরা স্কুলে যেতে চাইছে না। বেথ বলে ওদের ভয় ওরা নাকি বাড়ি ফিরে দেখবে আমি আর এখানে নেই।*

প্রতিদিন কবরস্থানে যায় মেরী। কনকনে বাতাসের ঝাপটা অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকে কবরের সামনে, যা হারিয়েছে তার কথা ভেবে কাঁদে। তবে কান্না ওর বুক হালকা করে না। *তুমি এখানে নেই,* ভাবে মেরী। *তুমি কোথায় আছ বলো, প্লিজ। আমি তোমাকে ছাড়া আর থাকতে পারছি না।*

ফ্লোরেন্স এবং ডগলাস ওকে নানান কথা বলে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু মেরীর মন তাতে মানে না, শোকার্ত হৃদয়ের ক্ষত তাতে শুকায় না।

প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় মেরীর। ছুটে যায় বাচ্চাদের ঘরে। দেখে আসে ওরা ঠিক আছে কিনা। ওর মনে হয় এডোয়ার্ড বাচ্চাদের সঙ্গে আছে। বাচ্চাদেরকে পাহারা দিচ্ছে। এডোয়ার্ড কোনদিন মেরী এবং তার সন্তানদের ছেড়ে চলে যাবে না।

মেরী আপন মনে কথা বলে। এমনভাবে কথা বলে যেন এডোয়ার্ড তার সামনেই বসে আছে। মেরী বলে, 'আমি আজ টিমের শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছি। ও পড়ালেখায় ভালো করছে। বেথের ঠাণ্ডা লেগেছে। শুয়ে আছে বিছানায়। রাতে ফ্লোরেন্সদের বাসায় ডিনারের দাওয়াত ছিল। ওরা খুব ভালো, জানোই তো, ডার্লিং।'

মাঝ রাতে মেরী বলে, 'ডিন আজ বাসায় এসেছিলেন। জানতে চেয়েছেন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে যাব কিনা। আমি তাঁকে বলেছি এখন যেতে পারব না। আমি বাচ্চাদের একা রেখে যেতে পারব না, অল্প সময়ের জন্যেও না। আমাকে ওদের

সাংঘাতিক দরকার। তোমার কি মনে হয় আমার ভার্সিটিতে জয়েন করা উচিত?'

কয়েকদিন পরে 'ডগলাস প্রমোশন পেয়েছে, এডোয়ার্ড। ও এখন হাসপাতালের চিফ অব স্টাফ।'

এডোয়ার্ড কি তার কথা শুনতে পায়? জানে না মেরী।

প্রেসিডেন্ট পল এলিসন, স্টানটন রজার্স এবং ফ্লয়েড বেকার ওভালো অফিসে মিটিং করছেন। সেক্রেটারি অব স্টেট বললেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ আসছে। রোমানিয়ায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাকে পাঠাব সে নামটা না-জানিয়ে আর উপায় নেই। আপনাকে যে তালিকাটি দিয়েছি ওটা দেখে কাউকে—'

'ধন্যবাদ, ফ্লয়েড। তোমার পরিশ্রমের আমি প্রশংসা করি। তবে আমি এখনও মনে করি এ পদটির জন্য মেরী অ্যাশলিই একমাত্র যোগ্য। ও এতদিনে স্বামীর শোক অনেকটাই সামলে উঠেছে শুনলাম। আমি ওকে নিয়ে আরেকবার চেষ্টা করতে চাই।'

স্টানটন রজার্স বললেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি ওকে রাজি করাতে পারি কিনা।'

'দ্যাখো চেষ্টা করে।'

মেরী ডিনার তৈরি করছে। বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলতেই এক অপারেটর বলল, 'হোয়াইট হাউজ থেকে বলছি। প্রেসিডেন্ট মিসেস এডোয়ার্ড অ্যাশলির সঙ্গে কথা বলবেন।' *এখন নয়,* মনে মনে বলল মেরী। *আমি এখন প্রেসিডেন্ট কিংবা অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে পারব না।*

মনে পড়ল প্রেসিডেন্টের ফোন পেয়ে সে কীরকম উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। এখন গোটা ব্যাপারটাই অর্থহীন মনে হচ্ছে। ও বলল, 'মিসেস অ্যাশলি বলছি, তবে—'

'একটু ধরবেন, প্লিজ?'

এক সেকেন্ড পরেই ভেসে এল পরিচিত কণ্ঠটি। 'মিসেস অ্যাশলি। পল এলিসন বলছি। আমরা আপনার স্বামীর মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত। শুনেছি উনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট। আপনি ফুল পাঠিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।'

'আমি আপনার প্রাইভেসিতে নাক গলাতে চাই না, মিসেস অ্যাশলি, কারণ আপনার স্বামী মারা গেছেন বেশিদিন হয়নি। তবে আশা করি আপনি অনেকটাই শোক সামলে উঠতে পেরেছেন। আপনাকে অ্যামবাসাডর পদটি গ্রহণ করার ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করছি।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমার পক্ষে বোধহয়—'

'আমার কথা একটু শুনুন, প্লীজ। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার নাম স্টানটন রজার্স। অন্তত তার সঙ্গে একটু কথা বললে খুশি হব।'

কী বলবে বুঝতে পারছে না মেরী। সে কীভাবে বোঝাবে তার দুনিয়াটা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে, খানখান হয়ে ভেঙে গেছে জীবন! এখন বেথ আর টিম ছাড়া আর কিছু নিয়ে সে ভাবতে চায় না। মেরী সিদ্ধান্ত নিল সৌজন্য সাক্ষাৎটা সে করবে, তারপর ভদ্রলোককে বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করবে।

'আমি ওঁর সঙ্গে সাক্ষাত করব, মি. প্রেসিডেন্ট। তবে আমার সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না।'

বুলেভার্ড বিনিউতে চালু একটি বার আছে। নিউলির ভিলায় যখন অফ থাকে ডিউটি, মারিন গ্রোজার গার্ডরা এখানে স্ফূর্তি করতে আসে। এমনকি লেভ পস্তারনাকও মাঝে মাঝে ঢুঁ মারে। অ্যাঞ্জেল একটি টেবিল বাছাই করল। লোকজনের কথাবার্তা এখান থেকে পরিষ্কার শোনা যাবে। ভিলার কঠিন রুটিন থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্ত গার্ডরা বার-এ আসে মদ গিলতে। আর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তারা অনর্গল কথা বলতে থাকে। অ্যাঞ্জেল কান পেতে তাদের কথা শোনে, ভিলার দুর্বল জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। দুর্বল জায়গা কিছু-না-কিছু থাকতেই হবে। শুধু ঘটে বুদ্ধি থাকলেই জায়গাটা চোখে পড়বে।

তিনদিন পরে সমস্যার সমাধানে একটা ক্লু পেয়ে গেল অ্যাঞ্জেল।

সে শুনতে পেল এক গার্ড বলছে, 'জানি না গ্রোজা এখানে যে বেশ্যাগুলোকে নিয়ে আসে তাদেরকে দিয়ে কী করেন। তবে ওরা নিশ্চয় গ্রোজাকে চাবকে লাল করে দেয়। ওই চিৎকার যদি তোমরা শুনতে। গত হপ্তায় তাঁর ক্লজিটে রাখা চাবুকগুলো এক ঝলক দেখেছি আমি...পরের রাতে।...আমাদের অকুতোভয় নেতার ভিলায় যে বেশ্যাগুলো আসে ওরা সত্যি সুন্দরী। সারা পৃথিবী থেকে ওদেরকে খুঁজে নিয়ে আসা হয়। লেভ নিজে তাদেরকে বাছাই করে। খুব চালাক লোক। একই মেয়ে দুবার ব্যবহার করে না। এজন্য মারিন গ্রোজাকে মেয়ে দিয়ে কারও ক্ষতি করার সুযোগ নেই।'

এটুকু খবর জানাই যথেষ্ট ছিল অ্যাঞ্জেলের জন্য।

পরদিন সকালে অ্যাঞ্জেল ভাড়া-করা গাড়ি বদলাল। একটি ফিয়াট নিয়ে চলে এল প্যারিসে। প্লেস পিগাল্লিতে মন্তমার্তের সেক্সশপে ঢুকল। এদিকে পতিতারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানে অলস ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল অ্যাঞ্জেল। তীক্ষ্ণচোখে দেখছে বিক্রির জন্য রাখা পণ্যগুলো। আছে শিকল, পেরেক বসানো হেলমেট, চামড়ার প্যান্ট, সামনের দিকটা চেরা, পেনিস ম্যাসেজার, জয় জেলি, রাবারের পুতুল এবং পর্নো ভিডিও

ক্যাসেট। পুরুষদের ডুশ, অ্যানাল ক্রিম, ছয় ফুট লম্বা বিনুনি করা চামড়ার চাবুক, ডগায় সরু ফালি লাগানো।

অ্যাঞ্জেল একটি চাবুক কিনল। নগদে দাম পরিশোধ করে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

পরদিন সকালে অ্যাঞ্জেল চাবুক নিয়ে সেক্সশপে আবার ঢুকল। ম্যানেজার ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল, 'বিক্রিত জিনিস ফেরত নেয়া হয় না।'

'আমি ফেরত দিতে আসিনি,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'এটা নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে অস্বস্তি লাগে। আপনি এটা আমার ঠিকানায় মেইল করে পাঠিয়ে দেবেন। এজন্য টাকা যা লাগে দেব।'

পরদিন বিকেলে প্লেনে চড়ে বুয়েনস আয়ারসে রওনা হয়ে গেল অ্যাঞ্জেল।

সাবধানে র‍্যাপিং করা চাবুকটি পরদিন পৌঁছে গেল নিউলির ভিলায়। গেট হাউজের গার্ড প্যাকেটটা দেখল। প্যাকেটের ওপর দোকানের নাম লেখা। সে প্যাকেটটা খুলল, চাবুকটা খুঁটিয়ে দেখল। তারপর ওটাকে ভেতরে নিয়ে যাবার অনুমতি দিল। আরেকজন গার্ড চাবুকটি নিয়ে মারিন গ্রোজার বেডরুম ক্লজিটে, অন্যান্য চাবুকের সঙ্গে রেখে দিল।

দশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম সেনাবাহিনীর কেল্লা হলো ফোর্ট রিলে। ১৮৫৩ সালে এটি গড়ে তোলা হয়। কানসাস তখনও 'ইন্ডিয়ান অঞ্চল' হিসেবে বিবেচিত। ইন্ডিয়ান যোদ্ধাদের ওয়াগন ট্রেন প্রতিহত করার জন্য এ দুর্গের সৃষ্টি। বর্তমানে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে হেলিকপ্টার এবং সামরিক ছোট বিমান অবতরণের ঘাঁটি হিসেবে।

স্টানটন রজার্স ডিসি-৭-এ ফোর্ট রিলেতে অবতরণ করলেন। তাঁকে স্বাগত জানালেন বেস কমান্ডার এবং তাঁর কর্মকর্তারা। একটি লিমুজিন অপেক্ষা করছিল। স্টানটনকে নিয়ে যাবে অ্যাশলির বাড়িতে। প্রেসিডেন্টের পরে তিনি ফোন করেছিলেন মেরীকে।

'আমি আপনার খুব সামান্য সময় নষ্ট করব, মিসেস অ্যাশলি। আমি সোমবার বিকেলে আসছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করবেন তো?'

মানুষটা এত বিনয়ী আর রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। এঁকে প্রেসিডেন্ট আমার কাছে পাঠাচ্ছেন কেন?

'আচ্ছা,' বলেছিল মেরী তাৎক্ষণিক জবাবে। 'আমার সঙ্গে ডিনার করতে আপত্তি নেই তো?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিয়েছিলেন স্টানটন, 'ধন্যবাদ।' ভাবছিলেন লম্বা, বিরক্তিকর একটা সন্ধ্যা তাঁকে কাটাতে হবে।

খবর শুনে রীতিমতো রোমাঞ্চিত ফ্লোরেন্স শিফার।

'প্রেসিডেন্টের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার তোমার সঙ্গে ডিনার করতে আসছেন? তার মানে তুমি অ্যাপয়েন্টমেন্টটি গ্রহণ করছ!'

'ফ্লোরেন্স, এর মানে ওরকম কিছুই দাঁড়ায় না। আমি প্রেসিডেন্টকে কথা দিয়েছিলাম ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলব। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।'

ফ্লোরেন্স মেরীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি চাই যে-কাজটা করতে তোমার ভালো লাগে সেটাই তুমি করবে।'

'আমি জানি সেটা।'

স্টানটন রজার্স একজন ভয়ানক মানুষ, ভাবছে মেরী। ভদ্রলোককে টিভি'র মিট দ্য প্রেস-এ দেখেছে। ছবি ছাপা হয়েছে টাইম সাময়িকীতে। *সামনাসামনি মানুষটাকে*

আরও বিশাল মনে হয়। লোকটা বিনয়ী তবে কোথায় যেন একটা দূরত্ব আছে তাঁর।

'প্রেসিডেন্ট আপনার অপূরণীয় ক্ষতির জন্য আবারও আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন, মিসেস অ্যাশলি।'

'ধন্যবাদ।'

সে বেথ এবং টিমের সঙ্গে স্টানটন রজার্সের পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর কিচেনে ঢুকল দেখতে লুসিন্ডা ডিনারের কতটুকু কী করল।

'তুমি বললেই টেবিলে খাবার দিয়ে দেব,' বলল লুসিন্ডা। 'তবে ওঁর পছন্দ হবে কিনা জানি না।'

মেরী লুসিন্ডাকে বলেছিল স্টানটন রজার্স ওদের বাসায় আসছেন ডিনার খেতে, লুসিন্ডা যেন পটরোস্ট বানায়। লুসিন্ডা বলেছিল, 'মি. রজার্সের মতো মানুষ পটরোস্ট খান না।'

'আচ্ছা, তাহলে তাঁরা কী খান?'

'শেতু ব্রিয়ার্ড এবং ক্রিপস সুজেট।'

'কিন্তু আমরা তাঁকে পটরোস্টই খাওয়াব।'

'ঠিক আছে,' একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলেছিল লুসিন্ডা, 'তবে ডিনারটা সুবিধের হচ্ছে না।'

পট রোস্টের সঙ্গে সে ক্রিমড ম্যাশড পটেটো, তাজা সব্জি এবং সালাদের আইটেম করেছে। ডেসার্ট হিসেবে থাকছে কুমড়োর পাই। স্টানটন রজার্স চেটেপুটে খেলেন। খাওয়ার সময় তিনি মেরীর সঙ্গে কৃষকদের নানান সমস্যা নিয়ে কথা বললেন। আলোচনায় উঠে এল জাংশন সিটির বর্ণালি ইতিহাস। অবশেষে রোমানিয়ার প্রসঙ্গটি টেনে আনলেন স্টানটন রজার্স।

'প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুর সরকারের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন মেরীকে।

'সত্যি বলতে কী রোমানিয়ায় সরকার বলতে কিছু নেই,' জবাব দিল মেরী। 'আইওনেস্কুই সরকার। তাঁর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা।'

'আপনার কি মনে হয় ওখানে কোনও বিপ্লব হতে পারে?'

'বর্তমান পরিস্থিতিতে সেরকম কিছু হবে বলে মনে হয় না। তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতা একমাত্র রয়েছে মারিন গ্রোজার। তিনি তো ফ্রান্সে নির্বাসনে আছেন।'

একের-পর-এক প্রশ্ন চলল। লৌহযবনিকার অধীনের দেশগুলোর ব্যাপারে এক্সপার্ট বলা চলে মেরীকে। স্টানটন রজার্স ওর সঙ্গে কথা বলে খুবই প্রীত। মেরীর মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক ওকে সারা সন্ধ্যা যেন একটা মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে পরীক্ষা করে দেখছেন। ওর অস্বস্তি লাগছিল।

পল ঠিকই বলেছিল, ভাবলেন রজার্স। এই মহিলা রোমানিয়ার ব্যাপারে দুর্দান্ত এক্সপার্ট। একে দিয়ে আমাদের দারুণ কাজ হবে।

ডিনার শেষে, বিদায় নেয়ার আগে স্টানটন রজার্স বললেন, 'মিসেস অ্যাশলি, আপনাকে খোলা মনে একটা কথা বলি। রোমানিয়ার মতো সংবেদনশীল একটা দেশে প্রেসিডেন্ট যখন রাষ্ট্রদূত হিসেবে আপনার নাম প্রস্তাব করেছিলেন, আমি তার বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি আমার ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছি। আমার বিশ্বাস আপনি রাষ্ট্রদূত হিসেবে অসাধারণ কাজ দেখাতে পারবেন।'

মাথা নাড়ল মেরী, 'আমি দুঃখিত, মি. রজার্স। আমি রাজনীতিবিদ নই। আমি স্রেফ একজন অ্যামেচার মাত্র।'

'প্রেসিডেন্ট এলিসন আমাকে বলেছেন, আমাদের সেরা কয়েকজন অ্যামাবাসডরও অ্যামেচার ছিলেন। ফরেন সার্ভিসে তাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। গ্রেট ব্রিটেনে আমাদের সাবেক রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টার অ্যানেনবার্গ ছিলেন প্রকাশক।'

'আমি—'

'জার্মানিতে আমাদের সাবেক অ্যামবাসাডর আর্থার বার্নস ছিলেন সহকারী অধ্যাপক এবং ভারতে আমাদের অ্যামবাসাডর জন কেনেথ গ্যালব্রেথও অধ্যাপনা করতেন। মাইক ম্যানসফিল্ড সিনেটর হওয়ার আগে সাংবাদিকতা করতেন, পরে জাপানের রাষ্ট্রদূত পদে যোগ দেন। এঁরা সবাই হলেন আপনার ভাষায় 'অ্যামেচার'। এদের সবার মধ্যে যা ছিল তা হলো বুদ্ধিমত্তা, দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং যে দেশে তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাদের সঙ্গে কাজ করার মানসিকতা।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কাজটা খুবই সহজ।'

'আপনি বোধহয় টের পেয়েছেন আপনার সম্পর্কে আমরা খোঁজখবর নিয়েছি। আপনার ব্যাপারে আমরা সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পেয়েছি। IRS-এর সঙ্গে আপনার কোনও সমস্যা নেই। ডিন হান্টার বলেছেন আপনি শিক্ষক হিসেবে খুবই ভালো। আর রোমানিয়ার বিষয়ে একজন এক্সপার্ট। শুধু তাই নয়, আপনার এমন একটা ইমেজ রয়েছে যা প্রেসিডেন্ট লৌহযবনিকার দেশগুলোতে কাজে লাগাতে চান। ওসব দেশে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রোপাগান্ডা চলছে।'

মেরী শুনছে, চিন্তার রেখা চেহারায়। 'মি. রজার্স, আমি আপনাকে এবং প্রেসিডেন্টকে জানাতে চাই যে আপনি যা বলেছেন তা আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি। কিন্তু আমি আপনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারব না। বেথ এবং টিমের কথা

আমাকে ভাবতে হবে। আমি ওদেরকে হুট করে স্কুল থেকে তুলে—'

'কূটনীতিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য বুখারেস্টে চমৎকার একটি স্কুল আছে।' বললেন রজার্স। 'বিদেশী একটি দেশে টিম এবং বেথ খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারবে। ওরা এমন কিছু শিখতে পারবে এখানকার স্কুলের পক্ষে যা কোনদিন শেখানো সম্ভব নয়।'

মেরী যেমনটি ভেবেছিল আলোচনা সেভাবে এগোচ্ছে না।

'আমি—আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব'খন।'

'আমি আজ রাতটা শহরে থাকছি,' বললেন স্টানটন রজার্স। 'অনসিজনস মোটেলে। আমি বুঝতে পারছি, মিসেস অ্যাশলি, বিরাট একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকে। তবে এ-কাজটা শুধু প্রেসিডেন্ট নয়, আমাদের দেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। প্লিজ, এ বিষয়টি একটু মাথায় রাখবেন।'

স্টানটন রজার্স চলে যাবার পরে দোতলায় উঠে এল মেরী। বাচ্চারা না-ঘুমিয়ে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। উত্তেজিত।

'তুমি কি কাজটা নিচ্ছ?' জানতে চাইল বেথ।

'তোমাদের সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি যদি কাজটা নিই তাহলে তোমাদেরকে এখানকার স্কুল এবং বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে দিতে হবে। তোমরা থাকবে একটি বিদেশী দেশে যেখানকার ভাষা আমরা জানি না। ভর্তি হতে হবে অচেনা স্কুলে।'

'টিমের সঙ্গে আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছি,' বলল বেথ। 'আমরা কী চিন্তা করেছি জানো!'

'কী?'

'যে-কোনও দেশই তোমাকে অ্যামবাসাডর হিসেবে পেলে বর্তে যাবে, মা।'

সে রাতে এডোয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলল মেরী। *তুমি ওঁর কথা নিশ্চয় শুনেছ, ডার্লিং। উনি এমনভাবে কথা বলছিলেন, মনে হচ্ছিল আমাকে প্রেসিডেন্টের খুবই দরকার। বহু লোক আছে যারা আমার চেয়ে এ কাজটা ভালো পারবে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের বোধহয় আমাকেই দরকার। কাজটা কত উত্তেজক হবে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, মনে আছে? সে যাকগে, সুযোগটা আবার এসেছে। তবে বুঝতে পারছি না কী করব।*

সত্যি বলতে কী, ভয় লাগছে আমার। এটা আমাদের বাড়ি। এটাকে ছেড়ে কী করে যাব আমি? এখানে তোমার কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তুমিই বলে দাও কী

করব আমি...

মেরী লক্ষ করল ও কাঁদছে।

জানালার ধারে এসে বসল ও। পরনে রোব। বাতাসে গাছের ডালপালা দোল খাচ্ছে। অস্থির বাতাস।

সকালবেলা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মেরী।

সকাল নটার সময় মেরী অলসিজনস মোটেলে ফোন করে স্টানটন রজার্সকে চাইল।

তিনি লাইনে এলে মেরী বলল, 'মি. রজার্স আপনি কি অনুগ্রহ করে প্রেসিডেন্টকে বলবেন যে আমি তাঁর অ্যামবাসাডর হওয়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি?'

এগারো

এই মেয়েটি আগেরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী, ভাবল গার্ড। মেয়েটিকে দেখে পতিতা মনে হয় না। এ মেয়ে সিনেমার নায়িকা কিংবা মডেল হতে পারত। বয়স বড়জোর একুশ/বাইশ। লম্বা সোনালি চুল, দুধসাদা ত্বক। ঝলমলে একটি ড্রেস পরনে।

লেভ পাস্তারনাক মেয়েটিকে নিয়ে নিজে এল গেটে। মেয়েটির নাম বিসেরা, যুগোস্লাভিয়ান। এবারেই প্রথম ফ্রান্সে এসেছে। সশস্ত্র রক্ষী দেখে ভয় পেয়ে গেল সে। *এ কিসের মধ্যে ঢুকেছি আমি?* ভাবছে সে। বিসেরার হাতে তার দালাল একটি রাউন্ড-ট্রিপ টিকেট গুঁজে দিয়ে বলেছে এক ঘণ্টার কাজের জন্য তাকে দু হাজার ডলার দেয়া হবে।

লেভ পাস্তারনাক বেডরুমের দরজায় নক করল। ভেসে এল গ্রোজার কণ্ঠ। 'ভেতরে এসো।'

দরজা খুলল পাস্তারনাক, মেয়েটিকে নিয়ে ঢুকল ভেতরে। মারিন গ্রোজা বিছানার পায়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ে রোব। মেয়েটি দেখেই অনুমান করল এ লোক রোবের নিচে কিছু পরেনি।

লেভ পাস্তারনাক বলল, 'এ হলো বিসেরা।' সে মারিন গ্রোজার নামটা উচ্চারণ করল না।

'গুড ইভনিং, মাই ডিয়ার। এসো।'

দরজা বন্ধ করে চলে গেল পাস্তারনাক। ঘরে শুধু গ্রোজা আর মেয়েটি।

বিসেরা এগিয়ে গেল গ্রোজার দিকে। *ঠোঁটে* মদির হাসি এনে বলল, 'তোমাকে খুব স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছে। আমি কাপড় খুলে ফেলি? দুজনেই স্বচ্ছন্দ্য বোধ করব। সে পোশাক খুলতে গেল,

'না, কাপড় খুলতে হবে না।'

অবাক চোখে গ্রোজার দিকে তাকাল মেয়েটি। 'তুমি কি চাও না আমি—'

গ্রোজা ক্লজিটে হেঁটে গেলেন। একটা চাবুক বের করলেন। 'আমি চাই তুমি এটা ব্যবহার করবে।'

অ—, ব্যাপার তাহলে এই। এ লোক চাবুক খেয়ে রতিতৃপ্তি লাভ করতে চায়। কিন্তু একে তো এসব ক্যাটাগরিতে মানায় না। অবশ্য বিসেরা মারিন গ্রোজার অতীত ইতিহাস জানে না। গ্রোজা হপ্তায় একবার চাবুক খেয়ে নিজেকে রক্তাক্ত করে তোলেন তীব্র অনুশোচনা বোধ থেকে। তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি, এই কষ্ট ও অনুশোচনা তাঁকে প্রতিনিয়ত খুবলে খায়। তাই শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

বিসেরা বলল, 'শিওর, হানি। যেভাবে তুমি মজা পাও।'

রোব খুলে ফেললেন মারিন গ্রোজা। ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখে শিউরে উঠল মেয়েটি। অসংখ্য সেলাইয়ের দাগ। লোকটির চেহারায় এমন একটা ভাব ফুটে আছে, ঠিক ধরতে পারছে না বিসেরা। তবে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দারুণ অবাক হলো। এ মানুষের মুখে ফুটে আছে বেদনা। প্রচণ্ড যাতনা ভোগ করছে লোকটা। তাহলে চাবুক খেতে চায় কেন? গ্রোজা একটি টুলের ওপর বসলেন।

'জোরে,' হুকুম দিলেন তিনি। 'আমাকে খুব জোরে চাবুক মারবে।'

'আচ্ছা,' চামড়ার লম্বা চাবুকটা তুলে নিল বিসেরা।

ধর্ষকাম তার কাছে নতুন কিছু নয়। তবে এখানে ব্যাপারটা কেন অন্যরকম লাগছে ঠিক বুঝতে পারছে না ও। *অবশ্য তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকারটা কী?* ভাবল বিসেরা। *টাকা নাও এবং কেটে পড়ো।*

চাবুক তুলল বিসেরা, সাঁই করে নামিয়ে আনল গ্রোজার নগ্ন পিঠে।

'আরো জোরে,' অনুনয় করলেন তিনি।

আরো জোরে চাবুক আছড়ে পড়ল গায়ে। ব্যথায় কুঁচকে গেলেন গ্রোজা। একবার...দুবার...আবার...আবার। চাবুকের বাড়ি আরও জোরে আঘাত হানল ত্বকে। যে-দৃশ্যটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন গ্রোজা এবার সেটা দেখতে পেলেন। তার স্ত্রী এবং কন্যাকে ধর্ষণ করছে একদল নরপশু। গ্যাং-রেপ। স্ত্রীকে ধর্ষণ শেষে সৈন্যরা হাসতে হাসতে চড়াও হলো কচি মেয়েটার ওপর। সবাই উলঙ্গ, লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। একজনের শেষ হলে অপরজন যাচ্ছে। পিঠের ওপর শাঁই শাঁই নামছে চাবুক। মারিন গ্রোজা তার স্ত্রী এবং কন্যার চিৎকার শুনতে পেলেন। তারা সৈন্যদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইছে, তাদের মুখে পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে দিয়েছে সৈন্যরা, চুষতে বাধ্য করছে। ওরা একসঙ্গে সামনে এবং পেছন থেকে উপগত হচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে মা-মেয়ের শরীর থেকে। তাদের আর্তনাদ এবং গোঙানি একসময় থেমে গেল।

মারিন গ্রোজা গুঙিয়ে উঠলেন। 'আরও জোরে!' প্রতিবার বেত পড়ছে গায়ে, তিনি অনুভব করছেন ধারালো ছুরি দিয়ে তাঁর পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হচ্ছে। নিশ্বাস নিতে পারছেন না তিনি। কিছু একটা বলতে গিয়েও রা বেরুল না গলা থেকে। শুধু ঘোঁত ঘোঁত শব্দ হলো।

বিসেরার হাতে উদ্যত চাবুক শূন্যে থেমে গেল।

'অ্যাই! আপনি ঠিক আছেন তো? আমি—'

টুল থেকে উল্টে পড়ে গেলেন মারিন গ্রোজা, চোখ খোলা, ফাঁকা চাউনি।

ঘর ফাটিয়ে চেঁচাল বিসেরা। 'হেল্প! হেল্প!'

তীরবেগে ঘরে ঢুকল লেভ পাস্তারনাক, হাতে অস্ত্র। মেঝেতে পড়ে থাকা শরীরটাকে দেখল। 'কী হয়েছে?' বিসেরার শরীরে কাঁপুনি উঠে গেছে। 'উনি মারা গেছেন। উনি মারা গেছেন! আমি কিছু করিনি। উনি আমাকে বেত মারতে বলেছেন। আমি শুধু তা-ই করেছি। কসম!'

ভিলায় গ্রোজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক খবর পাওয়া মাত্র ছুটে এলেন। মারিন গ্রোজাকে পরীক্ষা করলেন। চামড়া নীল হয়ে গেছে। মাংসপেশি শক্ত।

চাবুক তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন ডাক্তার।

'কী?'

'ড্যাম! কুরারে। দক্ষিণ আমেরিকান একটি গাছের বিষ। ইনকারা এ বিষ বর্শায় মাখিয়ে শত্রুহত্যা করত। তিন মিনিটের মধ্যে গোটা নার্ভাস সিস্টেম প্যারালাইজড হয়ে গেছে।'

ওরা দাঁড়িয়ে থাকল, অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল মৃত নেতার দিকে।

স্যাটেলাইটের কল্যাণে মারিন গ্রোজার হত্যাকাণ্ডের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। তবে প্রেসের কাছে আসল ব্যাপারটি গোপন রাখল লেভ পাস্তারনাক। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট স্টানটন রজার্সের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন।

'এর পেছনে কে থাকতে পারে, স্টান?'

'রাশানরা অথবা আইওনেস্কু নিজে। তারা চায়নি স্টাটাস ক্যু ভেঙে যাক।'

'তো আইওনেস্কুর সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে। বেশ। মেরী অ্যাশলিকে যত দ্রুত সম্ভব অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দাও।'

'সে এখানে আসছে, পল।'

'গুড।'

খবর শুনে মৃদু হাসল অ্যাঞ্জেল। *আমি যা অনুমান করেছিলাম তার চেয়ে দ্রুত ঘটেছে ঘটনা।*

রাত দশটার সময় প্রাইভেট ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুললেন কন্ট্রোলার। 'হ্যালো।'

নিউসা মুনিজের কর্কশ কণ্ঠ বাজল কানে। 'অ্যাঞ্জেল আজ সকালে খবরের কাগজ

দেখেছে। সে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে বলেছে।'

'তাকে বলুন খুব দ্রুত টাকা জমা পড়ে যাবে। মিস মুনিজ, তাকে বলবেন আমি খুব খুশি হয়েছি। আর বলবেন তাকে আবারও আমার দরকার হতে পারে এবং খুব শীঘ্রি। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় কী? কোনও ফোন নাম্বার আছে?'

দীর্ঘ বিরতি, তারপর, 'আছে।' সে নাম্বার দিল।

'চমৎকার। যদি অ্যাঞ্জেল—'

কেটে গেল লাইন।

জাহান্নামে যাক নির্বোধ মাগী।

ওইদিন সকালে জুরিখের একটি নাম্বারড অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে গেল টাকা। এক ঘণ্টা পরে টাকাটা তুলে পাঠিয়ে দেয়া হলো জেনেভার একটি সৌদি অ্যারাবিয়ান ব্যাংকে। *আজকাল খুব সাবধানে থাকা যায় না,* মনে মনে বলল অ্যাঞ্জেল। *হারামজাদা ব্যাংকাররা সুযোগ পেলেই তোমার সঙ্গে প্রতারণা করবে।*

বারো

এ তো শুধু জিনিসপত্র বাক্সবন্দি করা নয়, এ যেন একটা জীবনকে নতুন যাত্রার জন্য তৈরি করা। এ তেরো বছরের স্বপ্ন, স্মৃতি এবং ভালোবাসাকে বিদায় জানানো। এডোয়ার্ডকে চিরতরে 'বিদায়' বলা। এটা ছিল ওদের ঘর, এখন থেকে এটা হবে স্রেফ একটা বাড়ি। এখানে নতুন যারা আসবে তারা জানবে এ বাড়ির দেয়ালগুলোর ভেতরে জমে আছে আনন্দ-দুঃখ-হাসি-কান্না।

মেরী প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে শুনে ডগলাস এবং ফ্লোরেন্স শিফার খুবই খুশি।

'তুমি ওখানে খুব ভালো থাকবে,' ফ্লোরেন্স বলল মেরীকে। 'ডগ এবং আমি তোমাদেরকে খুব মিস করব।'

'কথা দাও রোমানিয়ায় আমাদেরকে দেখতে আসবে।'

'কথা দিলাম।'

বাড়ি ছাড়ার আগে কী কী করতে হবে তার একটা তালিকা করল মেরী।

স্টোরেজ কোম্পানিকে ফোন করতে হবে। তারা এসে ব্যক্তিগত জিনিসগুলো নিয়ে যাবে।

দুধঅলাকে আসতে বারণ করব।

খবরের কাগজঅলাকে কাগজ দিতে নিষেধ করব।

পোস্টম্যানকে নতুন মেইলিং অ্যাড্রেস দিতে হবে।

ইনসিওরেন্সের ঝামেলা সারতে হবে।

সমস্ত বিল শোধ করতে হবে।

তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হতে লাগল।

ইউনিভার্সিটিতে মেরীর লম্বা ছুটির ব্যবস্থা করে দিলেন ডিন হান্টার। 'আন্ডারগ্রাজুয়েট ক্লাসগুলো নেয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা আমি করে ফেলব।' বললেন তিনি মেরীকে। 'ওতে সমস্যা হবে না। তবে আপনার সেমিনারের ছাত্রছাত্রীরা আপনাকে খুব মিস করবে।' হাসলেন ডিন। 'আমি নিশ্চিত, আপনাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারব, মিসেস অ্যাশলি। গুড লাক।'

'ধন্যবাদ।'

মেরী ছেলেমেয়েদেরকে তাদের স্কুল থেকে তুলে আনল। ভ্রমণের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে, বিমানের টিকেট কাটতে হবে। আগে এ ধরনের সমস্ত কাজ এডোয়ার্ড করত। এখন এডোয়ার্ড নেই, শুধু তার মন এবং হৃদয়ে ছাড়া। ওখানে সে সবসময়ই থাকবে।

বেথ এবং টিমকে নিয়ে চিন্তিত মেরী। নতুন দেশ দেখতে যাবে, এ আনন্দে প্রথম কদিন বেশ লাফালাফি করলেও এখন যখন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, ওদের স্ফূর্তিতে ভাটা পড়েছে। দুজনে আলাদাভাবে এল মেরীর কাছে।

'মা,' বলল বেথ, 'আমি আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব এভাবে ত্যাগ করতে পারব না। ভার্জিলের সঙ্গে হয়তো আর কোনোদিন দেখাও হবে না আমার। সেমিস্টারের শেষ পর্যন্ত থাকা যায় না?'

টিম বলল, 'আমি মাত্র লিটল লিগে ঢুকেছি। আমি চলে গেলে ওরা আরেকজন থার্ড বেসম্যান খুঁজে নেবে। আগামী সামারের পরে চলো না! ততদিনে শেষ হয়ে যাবে সিজন। প্লিজ, মা!'

ওরা ভয় পেয়েছে। ওদের মায়ের মতো। মাঝরাতে ভীতিটা ফিরে আসে মেরীর মাঝে। সে ভাবে *আমি অ্যামবাসাডরের কাজ কী তা কিছুই জানি না। আমি কানসাসের একজন সাধারণ গৃহবধূ স্টেটসম্যান হবার ভান করছি। সবাই বুঝে ফেলবে আমি একটা প্রতারক। আমার আসলে মাথার ঠিক নেই। নইলে এমন প্রস্তাবে কেউ রাজি হয়?*

অবশেষে সবকিছু প্রস্তুত হয়ে গেল। জাংশন সিটিতে সদ্য আসা এক পরিবারকে লম্বা লিজের মেয়াদে ওদের বাড়িটি ভাড়া দেয়া হলো।

এবারে রওনা হবার পালা।

'ডগ এবং আমি তোমাদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব,' বলল ফ্লোরেন্স।

ওরা সিক্স প্যাসেঞ্জার কম্যুটার প্লেনে চেপে কানসাস সিটিতে যাবে। ওখান থেকে বড় প্লেন ধরে সোজা ওয়াশিংটন ডিসি।

'আমাকে একটা মিনিট সময় দাও,' বলল মেরী। দোতলার বেডরুমে চলে এল। এ ঘরে কতগুলো বছর কেটেছে ওর এডোয়ার্ডের সঙ্গে। মেরী ঘরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো চোখ বুলাল চারপাশে।

আমি চলে যাচ্ছি, প্রিয়তম। তোমাকে বিদায় বলতে এসেছি। আমি সে কাজটাই করতে যাচ্ছি যেটা করলে তুমি খুশি হতে। তবে কেন জানি মনে হচ্ছে আর কোনোদিন আমাদের এখানে ফেরা হবে না। মনে হচ্ছে তোমাকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছি। তবে আমি যেখানেই যাই না কেন, আমার সঙ্গে তুমি থাকবে সারাজীবন। তোমাকে এখন আমার আগের চেয়েও বেশি প্রয়োজন। আমার সঙ্গে থাকো। আমাকে সাহায্য কোরো।

তোমাকে আমি যে কত ভালোবাসি! মাঝে মাঝে মনে হয় তোমাকে ছাড়া আমি কিছুই করতে পারব না। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, ডার্লিং? তুমি এখানে আছ...?

ছোট্ট কম্যুটার প্লেনে মেরীদের জিনিসপত্র সব তোলা হলো। টারমাকে প্লেনটার দিকে চোখ পড়তেই যেন জমে গেল মেরী। 'ওহ্, মাই গড!'

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল ফ্লোরেন্স।

'ব্যস্ততার কারণে আ—আমি একটা কথা একদম ভুলে গেছিলাম।'

'কী কথা?'

'প্লেনে চড়া! ফ্লোরেন্স, আমি জীবনেও প্লেনে চড়িনি। আমি ওটাতে উঠতে পারব না। আমি ট্রেনে যাব।'

'এখন সম্ভব নয়। আজ বিকেলেই তোমার ওয়াশিংটন পৌঁছার কথা।'

'আমার পক্ষে প্লেনে যাওয়া সম্ভব নয়।'

মেরীকে অনেক বুঝিয়ে অবশেষে প্লেনে চড়াতে রাজি করাল শিফার দম্পতি। আধঘণ্টা বাদে সে এবং বাচ্চারা এয়ার মিডওয়েস্ট ফ্লাইট নাম্বার ৮২৬-এর সিটবেল্ট বেঁধে নিল। গর্জে উঠল প্লেনের ইঞ্জিন, দৌড় শুরু করল রানওয়েতে। মেরী সীট চেপে ধরে সভয়ে বুজে রইল চোখ। কয়েক সেকেন্ড পরে আকাশে উঠে এল ওরা।

'মা—'

'চুপ। কথা বোলো না!'

শরীর শক্ত করে বসে রইল মেরী, জানালা দিয়ে বাইরে একবারও তাকাল না। তবে বাচ্চারা জানালা দিয়ে নিচের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল।

কানসাস সিটি এয়ারপোর্টে ওরা বিমান বদল করল। ওয়াশিংটন যাবার জন্য ডিসি-টেন-এ উঠে পড়ল। বেথ এবং টিম একসঙ্গে বসল। মেরী ওদের কাছ থেকে দূরে, আইলের ধারে বসল। এক বৃদ্ধা দখল করল মেরীর পাশের আসন।

'সত্যি বলতে কী, আমার একটু ভয়ই লাগছে,' বলল বুড়ি। 'আমি এর আগে কখনও প্লেনে চড়িনি।'

মেরী বৃদ্ধার হাতে চাপড় দিয়ে হাসল। 'ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দ্বিতীয় খণ্ড

তেরো

ওয়াশিংটনের ডুলেস এয়ারপোর্টে ওদের বিমান অবতরণ করল। মেরী এবং বাচ্চাদের স্বাগত জানাতে এগিয়ে এল স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক তরুণ।

'ওয়েলকাম টু ওয়াশিংটন, মিসেস অ্যাশলি। আমার নাম জন বার্নস। মি. রজার্স আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদেরকে হোটেলে নিয়ে যেতে। রিভারডেল টাওয়ার্সে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখানে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না।'

'ধন্যবাদ।'

বেথ এবং টিমের সঙ্গে জন বার্নসের পরিচয় করিয়ে দিল মেরী। কুড়ি মিনিট পরে ওরা সবাই শোফার চালিত লিমুজিনে চড়ে বসল। চলল ওয়াশিংটন শহরের কেন্দ্রস্থলে।

গাড়ির জানালা দিয়ে মুগ্ধচোখে বাইরে তাকিয়ে আছে টিম।

'ওয়াও!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ওই যে লিংকন মেমোরিয়াল!'

বেথ অপর জানালা দিয়ে রাস্তা দেখছে। 'ওটা ওয়াশিংটন মনুমেন্ট!'

মেরী বিব্রত ভঙ্গিতে তাকাল জন বার্নসের দিকে। 'সরি, আমার বাচ্চাগুলো এখনও পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে শেখেনি। ওরা আসলে দেশের বাইরে তেমন যায়নি—' বাইরে তাকাল ও, বড় বড় হয়ে গেল চোখ। 'ওহ, মাই গুডনেস!' চেঁচিয়ে উঠল।

'দ্যাখো! হোয়াইট হাউজ!'

পেনসিলভানিয়া এভিন্যু দিয়ে ছুটছে গাড়ি। মেরী ভাবছে : *এ শহরই গোটা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করছে। এখানে কেন্দ্রীভূত রয়েছে সমস্ত ক্ষমতা। আর ক্ষুদ্রভাবে হলেও আমি এর অংশ হতে চলেছি।*

হোটেলের সামনে চলে এসেছে লিমুজিন, মেরী জিজ্ঞেস করল, 'মি. রজার্সের সঙ্গে কখন দেখা হবে?'

'উনি কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

সিআইএ'র কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সেকশন KUDESK-এর প্রধান পিট কনর্স অফিসটাইম পার হয়ে যাবার পরেও কাজ করে চলেছেন। প্রতিদিন রাত তিনটার সময় একটি দল প্রেসিডেন্টকে প্রতিদিনকার ইন্টেলিজেন্স চেকলিস্ট রিপোর্ট করার জন্য

প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এসব রিপোর্ট তারা তার মারফত পায়। রিপোর্টের কোড নেম হলো 'পিকল্স'। সকাল ছ'টার মধ্যে রিপোর্ট তৈরি করে ফেলা হয় যাতে অফিস শুরুর সময় প্রেসিডেন্ট ওতে চোখ বুলাতে পারেন। একজন সশস্ত্র সংবাদবাহক তালিকাটি নিয়ে যায় হোয়াইট হাউজে, প্রবেশ করে পশ্চিম ফটক দিয়ে। পিট কনর্স লৌহযবনিকার দেশগুলোর রিপোর্টের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী, কারণ এর মধ্যে মেরী অ্যাশলির বিষয়টি জড়িত।

প্রেসিডেন্ট এলিসন সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুগত দেশগুলোর বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠার কারণে রাশিয়া এ ব্যাপারে উদ্বেগে ভুগছে। কারণ আমেরিকা এসব দেশে গুপ্তচরবৃত্তির পরিকল্পনা করেছে, তাদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে।

কম্যুনিস্টরা আমার মতো দুশ্চিন্তায় ভুগছে। গম্ভীর চেহারা পিট কনর্সের। *প্রেসিডেন্টের প্ল্যানমাফিক যদি কাজ হয় গোটা দেশ ওদের ফাকিং স্পাইগুলোর জন্য খোলা বাড়িতে পরিণত হবে।*

ওয়াশিংটনে মেরী পা রাখা মাত্র খবর পৌঁছে গেছে পিট কনর্সের কাছে। তিনি মেরী এবং বাচ্চাদের ছবি দেখেছেন। *ওদের দিয়ে কাজ হবে,* খুশি মনে ভাবলেন তিনি।

ওয়াটার গেট কমপ্লেক্স থেকে এক ব্লক দূরে রিভারডেল টাওয়ার্স ছোট পারিবারিক একটি হোটেল। সুটগুলো ছিমছাম, সুন্দর।

হোটেলের এক কর্মচারী লাগেজগুলো পৌঁছে দিয়েছে ঘরে। মেরী বাক্স-পেঁটরা খুলতে শুরু করেছে, বেজে উঠল ফোন। মেরী ফোন তুলল। 'হ্যালো।'

একটি পুরুষ কণ্ঠ জানতে চাইল, 'মিসেস অ্যাশলি?'

'বলছি।'

'আমার নাম বেন কোহন। আমি ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। খানিক সময় দেয়া যাবে?'

ইতস্তত গলায় মেরী বলল, 'আমরা মাত্র হোটেলে ঢুকলাম—'

'মাত্র পাঁচ মিনিট সময় নেব। স্রেফ হ্যালো বলব।'

'বেশ। তবে—'

'আমি আসছি।'

বেন কোহন বেঁটেখাটো, গাট্টাগোট্টা। বক্সারদের মতো ক্ষতবিক্ষত মুখ। *একে তো দেখে মনে হয় স্পোর্টস রিপোর্টার,* মনে মনে বলল মেরী।

মেরীর সামনে, একটা আরামকেদারায় বসল সাংবাদিক। 'ওয়াশিংটনে বোধহয় এই প্রথম এলেন, মিসেস অ্যাশলি?' জিজ্ঞেস করল বেন।

'জ্বী,' মেরী লক্ষ করল লোকটার হাতে নোটবুক কিংবা টেপরেকর্ডার কিছুই নেই।
'আপনাকে আলতু ফালতু প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করব না।'
ভুরু কোঁচকাল মেরী। 'আলতু ফালতু প্রশ্ন মানে?'
"যেমন ওয়াশিংটন আপনার কেমন লাগছে?' কোনে সেলেব্রিটি কোথাও প্লেন থেকে নামলেই তাকে গতানুগতিক প্রশ্নটা করা হয়, "আপনার এ জায়গাটি কেমন লাগছে?"
হেসে উঠল মেরী। 'আমি সেলেব্রিটি নই। তবে ওয়াশিংটন আমার কাছে ভালো লাগবে বলেই মনে হচ্ছে।'
'আপনি তো কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন?'
'জ্বী। আমি 'পূর্ব ইউরোপ : আজকের রাজনীতি' নামে একটি বিষয় পড়াতাম।'
'শুনেছি প্রেসিডেন্টের কাছে আপনার নামটা প্রথম পরিচিত হয়ে ওঠে পূর্ব ইউরোপের ওপর লেখা আপনার একটা বই পড়ে। তারপর তিনি ম্যাগাজিনে লেখা আপনার আর্টিকেলগুলো পড়েছেন।'
'জ্বী।'
'বাকিটা বলা যায় ইতিহাস।'
'দেখুন আমার কাছে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক—'
'মোটেই অস্বাভাবিক নয়। জিন কার্কপ্যাট্রিকও একইভাবে প্রেসিডেন্ট রিগানের চোখে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত করেছিলেন। কাজেই অতীত উদাহরণ রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। আচ্ছা, আপনার দাদা তো ছিলেন রোমানিয়ান?'
'জ্বী।'
বেন কোহন আরও পনেরো মিনিট থাকল। মেরীর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে নানান তথ্য নিল।
মেরী জিজ্ঞেস করল, 'এ ইন্টারভিউ কবে কাগজে ছাপা হবে?'
ফ্লোরেন্স এবং ডগলাসকে সে কপি পাঠাবে। অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদেরকেও বলবে।
বেন কোহন চেয়ার ছাড়ল। প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কৌশলে। বলল, 'আপনার সঙ্গে আবার পরে কথা হবে।'
সাংবাদিক চলে যাবার পরে বেথ এবং টিম ঢুকল লিভিংরুমে।
'লোকটাকে কেমন লাগল, মা?'
'মোটামুটি,' জবাব দিল মেরী। আসলে বেন কোহনকে ভালো লাগেনি ওর।

পরদিন সকালে ফোন করলেন স্টানটন রজার্স।
'গুডমর্নিং, মিসেস অ্যাশলি, স্টানটন রজার্স বলছি।'

এ যেন পুরানো বন্ধুর কণ্ঠ শোনা। *হতে পারে এ শহরে আমি মাত্র এ মানুষটিকেই চিনি*, ভাবল মেরী। 'গুড মর্নিং, মি. রজার্স। এয়ারপোর্টে মি. বার্নসকে পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ।'

'হোটেলটা আশা করি পছন্দ হয়েছে।'

'চমৎকার।'

'আপনাকে কী কী কাজ করতে হবে সেসব বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।'

'বেশ তো।'

'গ্রান্ড হোটেলে চলে আসুন। ওখানে লাঞ্চ করতে করতে কথা বলা যাবে। আপনার হোটেল থেকে বেশিদূরে নয় গ্রান্ড। একটার সময়। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

'আমি নিচতলায় ডাইনিং রুমে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

শুরুটা এভাবেই হলো।

মেরী রুম-সার্ভিসকে বলল বাচ্চাদের ওপর লক্ষ রাখতে। একটার সময় সে ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছে গেল গ্রান্ড হোটেলে। মেরী মুগ্ধচোখে দেখল হোটেলটি। গ্রান্ড হোটেলের শরীর থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে শক্তি। সারাবিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান এবং কূটনীতিকরা এ হোটেলে এসে ওঠেন। এর কারণটা সহজ। এটি অভিজাত একটি বিল্ডিং, ইটালিয়ান মার্বেলের ফ্লোরসমৃদ্ধ প্রকাণ্ড একটি লবি রয়েছে হোটেলটির, কারুকাজখচিত খামের ওপর বৃত্তাকার ছাদ। দৃষ্টিনন্দন কোর্ট ইয়ার্ড, ঝর্না এবং আউটডোর সুইমিংপুল সহ। মার্বেল পাথরের একটি সিঁড়ি নেমে গেছে রেস্টুরেন্টে, ওখানে স্টানটন রজার্স অপেক্ষা করছিলেন মেরীর জন্য।

'গুড আফটারনুন, মিসেস অ্যাশলি।'

'গুড আফটারনুন, মি. রজার্স।'

হেসে উঠলেন তিনি। 'খুব ফর্মাল শোনাচ্ছে। শুধু স্টান এবং মেরী বলে পরস্পরকে সম্বোধন করি না কেন? আর তোমাকে 'তুমি' করে বললে আপত্তি নেই তো?'

খুশি হলো মেরী। 'না আমার কোনও আপত্তি নেই।'

স্টানটন রজার্সকে আজ অন্যরকম লাগছে। পরিবর্তনটা কোথায় হয়েছে কেমন উদাসীন ধরনের মনে হচ্ছিল, মেরীর প্রতি তাঁকে কেমন বিরক্ত লাগত। কিন্তু সে ব্যাপারটি এখন তাঁর আচরণ থেকে একদম-ই অদৃশ্য। তাঁকে উষ্ণ এবং বন্ধুভাবাপন্ন লাগছে। *এর কারণ হলো উনি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন*, ভাবল মেরী।

'ড্রিংক নেবে তো?'

'ধন্যবাদ, না।'

লাঞ্চের অর্ডার দিলেন ওরা। এখানকার খাবারের দাম আকাশছোঁয়া। মেরীর হোটেলের সুইটের প্রতিদিনকার ভাড়া আড়াইশো ডলার। *এত ব্যয়বহুল সবকিছু হলে আমার টাকা কয়েকদিনের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে*, চিন্তা করল মেরী।

'স্টান, প্রশ্নটা হয়তো অভদ্রের মতো শোনাচ্ছে, তবে আপনি কি বলতে পারবেন অ্যামবাসাডর হিসেবে আমি কত বেতন পাব?' হাসলেন তিনি।

'প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক। তুমি বছরে পঁয়ষট্টি হাজার ডলার বেতন পাবে, সেইসঙ্গে বাড়িভাড়া।'

'এটা শুরু হচ্ছে কবে থেকে?'

'তুমি যেদিন অ্যামবাসাডর হিসেবে শপথ নেবে সেদিন থেকে।'

'তার আগে?'

'প্রতিদিন পঁচাত্তর ডলার করে তোমাকে দেয়া হবে।'

হতাশ হলো মেরী। এতে তো ওর হোটেল রুমের ভাড়াই উঠবে না, অন্য খরচ বাদ থাক।

'ওয়াশিংটনে কি আমাকে অনেকদিন থাকতে হবে?'

'প্রায় মাসখানেক। তোমাকে আমরা যত দ্রুত সম্ভব তোমার চাকরিস্থলে পাঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব। সেক্রেটারি অভ স্টেট রোমানিয়ান সরকারকে তার করেছেন তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিষয়ে অনুমোদনের জন্য। দুই সরকারের মধ্যে ব্যক্তিগত আলোচনাও হয়েছে। রোমানিয়া নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, তবে বিষয়টি সিনেটে পাস হতে হবে।'

রোমানিয়ান সরকার আমাকে তাহলে গ্রহণ করছে। ভাবছে মেরী। হয়তো নিজের সম্পর্কে যে ধারণা তারচেয়ে বেশিই যোগ্যতা রয়েছে আমার।

'সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে তোমাকে নিয়ে একটি ইনফরমাল আলোচনা সেরেও রেখেছি আমি। ফুল কমিটিতে ওপেন হিয়ারিং হবে। তাঁরা তোমাকে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড, এদেশের প্রতি তোমার আনুগত্য, কাজের ব্যাপারে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, তুমি কী করতে পারবে বলে আশা করো ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করবেন।'

'তারপর?'

'কমিটি ভোট দেবে। তারা রিপোর্ট দেয়ার পরে ফুল সিনেট ভোট দেবে।

মেরী ধীর গলায় বলল, 'অতীতে নমিনেশন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাই না?'

'এ বিষয়টির সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রেস্টিজ জড়িত। তুমি হোয়াইট হাউজের পূর্ণ সমর্থন পাবে। প্রেসিডেন্ট যত দ্রুত সম্ভব তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন। তুমি এ কদিন বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারো। তোমাদের জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা

করেছি সেই সঙ্গে হোয়াইট হাউজে প্রাইভেট ট্যুর।'

'ওহ্, থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ।'

হাসলেন স্টানটন রজার্স। 'মাই প্লেজার।'

পরদিন সকালে হোয়াইট হাউজে প্রাইভেট ট্যুরের ব্যবস্থা করা হলো। একজন গাইড রইল ওদের সঙ্গে। জ্যাকুলিড কেনেডি রোজ গার্ডেন এবং ষষ্ঠদশ শতকের আদলে গড়ে তোলা আমেরিকান গার্ডেন দেখল ওরা। এ গার্ডেনে রয়েছে একটি পুল, গাছপালা এবং ভেষজ। হোয়াইট হাউজের রান্নাঘরে এসব ভেষজ ব্যবহার করা হয়।

'আপনাদের ঠিক সামনে ইস্ট উইং,' ঘোষণা করল গার্ড। 'এখানে আছে সামরিক অফিস, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কংগ্রেশনাল লিয়াজো করার অফিস, ভিজিটর্স অফিস এবং ফার্স্ট লেডির অফিস।'

ওরা পশ্চিম উইং-এও গেল। তাকাল প্রেসিডেন্টের ওভালো অফিসে।

'এখানে কতগুলো ঘর আছে?' প্রশ্ন করল টিম।

'একশো বত্রিশটি রুম, উনসত্তরটি ক্লজিট, উনত্রিশটি ফায়ারপ্লেস এবং সতেরোটি বাথরুম,' জবাব দিল গাইড।

'লোকজন বোধহয় খুব বেশি বাথরুমে যায়।'

'প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন হোয়াইট হাউজ নির্মাণে প্রচুর অবদান রেখেছেন। তবে তিনি কখনও এখানে বাস করেননি।'

'এজন্য তাঁকে দোষ দেয়া যায় না,' বিড়বিড় করল টিম। 'এটা বড্ড বেশি বড়।'

মেরী ওকে কনুই দিয়ে ঠেলা মারল, মুখ লাল।

হোয়াইট হাউজ ঘুরে দেখতে ওদের প্রায় দুঘণ্টা লেগে গেল।

অ্যাশলি পরিবার একই সঙ্গে ক্লান্ত এবং খুশি।

এখানে সবকিছুর শুরু, ভাবছে মেরী, *আর আমি এর অংশ হতে চলেছি।*

পরদিন সকালে প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে ফোন এল।

'গুড মর্নিং, মিসেস অ্যাশলি। প্রেসিডেন্ট এলিসন জানতে চেয়েছেন আজ বিকেলে আপনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন কিনা।'

ঢোক গিলল মেরী। 'জ্বী, অ–অবশ্যই।'

'তিনটার দিকে?'

'সমস্যা নেই।'

'পোনে তিনটার সময় একটি লিমুজিন আসবে আপনাকে নিয়ে যেতে।

ওভালো অফিসে মেরী ঢুকল। ওকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পল এলিসন।

এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন, মৃদু হেসে বললেন, 'অবশেষে আপনাকে পেলাম।'

হাসল মেরী। 'আপনি আমাকে বিরাট একটি সম্মান দিয়েছেন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'বসুন, মিসেস অ্যাশলি। আপনাকে মেরী বলে ডাকতে পারি?'

'প্লিজ।'

কাউচে বসলেন দুজনে।

প্রেসিডেন্ট এলিসন বললেন, 'আপনি হবেন আমার ডুপলগেঞ্জার। ওর মানে জানেন তো?'

'জীবিত মানুষের আইডেন্টিকাল স্পিরিট।'

'ঠিক বলেছেন। আমরা তাই। আপনার লেটেস্ট আর্টিকেলটি পড়ে আমি কতটা উত্তেজনা বোধ করেছি তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, মেরী। যেন আমার নিজের কোনও লেখা পড়ছিলাম। অনেক মানুষ আছে যারা বিশ্বাস করে না আমাদের পিপল-টু-পিপল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কিন্তু আমি এবং আপনি মিলে ওদেরকে বোকা বানিয়ে ছাড়ব।'

আমাদের পিপল-টু-পিপল পরিকল্পনা। আমরা ওদেরকে বোকা বানিয়ে ছাড়ব, মানুষটা সহজেই অন্যদেরকে মুগ্ধ করে তুলতে পারে, ভাবল মেরী।

মুখে বলল, 'আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব সাহায্য করব, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'সে বিশ্বাস আমার আছে। এবং সেটা যথেষ্ট পরিমাণেই। রোমানিয়া হলো টেস্টিং গ্রাউন্ড। গ্রোজার হত্যাকাণ্ডের ফলে আপনার কাজটা আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আমরা ওখানে প্ল্যান কাজে লাগাতে পারলে অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশেও তা পারব।'

সামনে কী কী সমস্যায় পড়তে হতে পারে মেরীকে তা নিয়ে আরও আধঘণ্টা ওর সঙ্গে আলোচনা করলেন পল এলিসন। শেষে যোগ করলেন, 'স্টানটন রজার্স আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। উনি আপনার মস্ত একজন ভক্ত।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'গুড লাক, ডুপেলগেঞ্জার।'

পরদিন বিকেলে স্টানটন রজার্স ফোন করলেন মেরীকে। 'কাল সকাল নটায় সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটি'র চেয়ারম্যানের সঙ্গে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

ফরেন রিলেসন্স কমিটির অফিস রাসেল বিল্ডিং-এ, ওয়াশিংটনের প্রাচীনতম সরকারি ভবন। হলওয়ের দরজার ডানদিকে একটি ফলকে লেখা 'COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS SD-419।'

চেয়ারম্যান গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারার মানুষ। মাথাভর্তি ধূসর চুল, সবুজ চোখজোড়ায় তীক্ষ্ণ চাউনি, পেশাদার রাজনীতিবিদদের সহজাত আচরণ তাঁর।

মেরীকে দোরগোড়ায় স্বাগত জানালেন তিনি। 'আমি চার্লি ক্যাম্পবেল। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম মিসেস অ্যাশলি। আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

ভালো নাকি খারাপ? ভাবল মেরী।

মেরীকে তিনি একটি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন বসার জন্য। 'কফি চলবে?'

'না, ধন্যবাদ, সিনেটর,' ও এত নার্ভাস হয়ে আছে কাপ হাতে ধরে রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ।

'তাহলে কাজের কথায় আসা যাক। প্রেসিডেন্ট চান আপনি রোমানিয়ায় আমাদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। আমরা তাঁকে সবধরনের পূর্ণ সমর্থন যোগাতে চাই। তবে প্রশ্ন হলো—আপনি কি এই পদটির জন্য নিজেকে যোগ্য মনে করেন?'

'না, স্যার।'

এ জবাব আশা করেননি চেয়ারম্যান। চমকে গেলেন তিনি। 'কী বললেন?'

'আপনি যদি এরকম মনে করে থাকেন যে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আমার কোনও কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে কিনা, সেক্ষেত্রে বলব আমি এ পদের জন্য যোগ্য নই। তবে আমাকে বলা হয়েছে দেশের এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রদূতেরই নাকি কোনও পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি কাজটা করব রোমানিয়া সম্পর্কে যতটুকু জানি তার ভিত্তিতে। আমি দেশটির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, জানি এর পলিটিকাল ব্যাকগ্রাউন্ড। আমি বিশ্বাস করি আমি রোমানিয়ায় আমাদের দেশের একটি ইতিবাচক প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারব।'

বাহ্, বিস্মিত চার্লি ক্যাম্পবেন। *আমি ভেবেছিলাম ভোঁতা মাথার কোনও মেয়ে আসবে।* মেরীর সঙ্গে দেখা করার আগে ওর ব্যাপারে নেতিবাচক একটা ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল চেয়ারম্যানের। সর্বোচ্চ মহল থেকে তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছে মেরী অ্যাশলিকে কমিটির অনুমোদন দিতে হবে, তার সম্পর্কে কে কী ভাবল তাতে কিছু এসে যায় না। কানসাসের জাংশন সিটি নামে একটি মফস্বল শহরের কোথাকার কোন অচেনা-অজানা মেরী অ্যাশলিকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন শোনার পর থেকে নানান জল্পনা এবং অসন্তোষ চলছিল। *কিন্তু, বাই গড,* ভাবছেন ক্যাম্পবেল, *এর কাছ থেকে ছেলেরাও বেশ বড় একটা ধাক্কা খাবে।'*

তিনি বললেন, 'বুধবার সকাল ন'টায় ফুল হিয়ারিং কমিটির সঙ্গে আপনার মীটিং।'

হিয়ারিং-এর আগের রাতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল মেরী।

ডার্লিং, ওঁরা যখন আমার অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইবেন তখন আমি কী জবাব দেব? বলব কি যে আমি জাংশন সিটিতে হোমকামিং কুইন ছিলাম এবং পরপর তিন বছর একটানা আইস স্কেটিং প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছি? আমার ভয় লাগছে। ইশ, তুমি যদি এখন আমার পাশে থাকতে।

পরক্ষণে মেরীর মনে পড়ল এডোয়ার্ড বেঁচে থাকলে তার এখানে থাকা হত না। *আমি বাচ্চা আর স্বামীকে নিয়ে বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতাম।*

সে রাতে দুচোখের পাতা আর এক করতে পারল না ও।

সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটি রুমে হিয়ারিং অনুষ্ঠিত হলো। কমিটির পনেরোজন সদস্যই উপস্থিত থাকলেন এতে। পৃথিবীর চারটি বৃহৎ মানচিত্রে ঘেরা দেয়ালের সামনে, একটি মঞ্চে বসলেন ওঁরা। ঘরের বামে প্রেস টেবিল, সেখানে গিজগিজ করছে সাংবাদিক, মাঝখানের জায়গাটা দখল করেছে শ-দুয়েক দর্শক। ঘরের কিনারাগুলো উজ্জ্বল হয়ে আছে টেলিভিশন ক্যামেরার আলোয়। ঘর উপচে পড়ছে মানুষ। পিট কনর্স পেছনের সারিতে বসেছেন। বেথ এবং টিমকে নিয়ে কমিটি রুমে ঢুকল মেরী। সবাই ফিসফিস শুরু করে দিল ওদেরকে দেখে।

মেরীর পরনে কালো, টেইলরড সুট এবং সাদা ব্লাউজ। বাচ্চারা পরেছে জিনস এবং সুয়েটার।

প্রেস টেবিলে বসা বেন কোহ্ন মেরীদেরকে দেখে ভাবল যিশাস, ওদেরকে নরমাল রকওয়েল প্রচ্ছদের মতো লাগছে দেখতে।

একজন অ্যাটেনডেন্ট বাচ্চাদেরকে সামনের সারিতে বসিয়ে দিল, মেরীকে বসাল কমিটির দিকে মুখ ফেরানো উইটনেস চেয়ারে। তীক্ষ্ম আলোর ঝলকানির নিচে বসল ও, নার্ভাস ভাবটা লুকোবার চেষ্টা করছে।

শুরু হয়ে গেল হিয়ারিং। চার্লি ক্যাম্পবেল মেরীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'গুড মর্নিং, মিসেস অ্যাশলি, কমিটিতে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা এখন প্রশ্ন পর্বে যাব।'

গতানুগতিক প্রশ্ন দিয়ে শুরুটা হল।

'নাম...?'

'বিধবা...?'

'সন্তান...?'

'আপনার বায়োগ্রাফি ঘেঁটে জানতে পেরেছি, মিসেস অ্যাশলি, গত সাত বছর ধরে আপনি কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন। কথা কি সত্য?'

'জ্বী, স্যার।'

'আপনি কানসাসের স্থানীয় বাসিন্দা?'

'জ্বী, সিনেটর।'

'আপনার গ্রান্ড প্যারেন্টরা রোমানিয়ান ছিলেন?'

'আমার দাদু। জ্বী, স্যার।'

'আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ব্লকের দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি

নিয়ে বই লিখেছেন এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন?'

'জ্বী, স্যার।'

'ফরেন অ্যাফেয়ার্স সাময়িকীতে ছাপা হওয়া আপনার লেটেস্ট আর্টিকেলটি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে?'

'আমি তেমনটিই শুনেছি।'

'মিসেস অ্যাশলি, আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন যে আপনার প্রবন্ধের মূল বিষয় কী ছিল?'

মেরীর নার্ভাসনেস দ্রুত কেটে যাচ্ছে। তাকে এমন একটি বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করতে বলা হয়েছে যে-বিষয়ে সে রীতিমতো এক্সপার্ট। মেরীর মনে হলো সে সেমিনারে ক্লাস নিচ্ছে।

'বর্তমানে বিশ্বে প্রচুর আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্যাক্ট বা চুক্তি রয়েছে। এরা একত্রে কাজ করার বদলে বিরোধী ব্লকে ভাগ হয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। ইউরোপের রয়েছে কমন মার্কেট, ইস্টার্ন ব্লকের রয়েছে COMECON, আছে OECD। এর মধ্যে ফ্রি মার্কেট দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত এবং রয়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নন-অ্যালাইন মুভমেন্ট। আমার যুক্তি খুব সরল আমি নানানভাগে বিভক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটিমাত্র অর্থনৈতিক বন্ধনে দেখতে চাই। যারা আলাদাভাবে লাভজনক পার্টনারশিপের সঙ্গে জড়িত তারা অন্যদের ওপর চড়াও হবে না। আমি একই নীতি সবগুলো দেশের কাজে লাগানোর পক্ষে। আমি দেখতে চাই আমাদের দেশ একটি কমন মার্কেট গঠনের জন্য আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবে। ওই মার্কেটের মধ্য সদস্য হিসেবে থাকবে মিত্রদেশ এবং শত্রুদেশ। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, বর্তমানে আমরা শস্য গুদামজাত করে রাখার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছি। অথচ কয়েক ডজন দেশের মানুষ অনাহারে ধুঁকছে। এক বিশ্বের কমন মার্কেট এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এতে পণ্য সরবরাহে অনায্যতা দূর হবে, সবাই সুলভ মূল্যে জিনিস কিনতে পারবে। আমি এ বিষয়টি ঘটাতে সাহায্য করতে চাই।'

ফরেন রিলেসন্স কমিটির সিনিয়র সদস্য এবং বিরোধী দলীয় নেতা সিনেটর হ্যারল্ড টারকেল বলে উঠলেন, 'আমি নমিনিকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

বেন কোহন আসনের সামনে ঝুঁকে এল। এইবার শুরু হবে আসল মজা।

সিনেটর টারকেলের বয়স সত্তরের কোঠায়, গাট্টাগোট্টা চেহারা, অত্যন্ত বদরাগী এবং কৃপণ স্বভাবের বলে কুখ্যাতি রয়েছে।

'ওয়াশিংটনে কি এবারই প্রথম এলেন, মিসেস অ্যাশলি?'

'জ্বী স্যার। আমার ধারণা এটি অন্যতম—'

'আপনার কি প্রচুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে?'

'না, তা নেই। আমি এবং আমার স্বামী ঘুরতে বেরুবার প্ল্যান করেছিলাম। কিন্তু—'

'আপনি কখনও নিউইয়র্কে গেছেন?'

'না, স্যার।'

'ক্যালিফোর্নিয়া?'

'জ্বী না, স্যার।'

'ইউরোপ?'

'না। বললামই তো আমরা প্ল্যান করেছিলাম–'

'আপনি কি কানসাসের বাইরে কখনও গেছেন, মিসেস অ্যাশলি?'

'জ্বী। আমি শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে একবার লেকচার দিতে গিয়েছিলাম। আর ডেনভার এবং আটলান্টায় বেশ কয়েকটি বক্তৃতা করতে হয়েছে।

টারকেল শুকনো গলায় বললেন, 'কাজটা নিশ্চয় আপনি উপভোগ করেছেন, মিসেস অ্যাশলি। আমার ঠিক মনে পড়ছে না কবে কমিটি অ্যামবাসাডরের পদের জন্য কম-যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ক্যান্ডিডেট-এর জন্য অনুমোদন চেয়েছিল। আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি সংবেদনশীল লৌহযবনিকার দেশে রিপ্রেজেন্ট করার আশা করছেন এবং আপনি বলছেন আপনি বাইরের জগতের যেটুকু খবর রাখেন তা শুধু কানসাসের জাংশন সিটিতে বসে এবং কটা দিন শিকাগো ও ডেনভারে কাটানোর মাধ্যমে। ঠিক?'

টিভি ক্যামেরাগুলো যে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন মেরী। তাই মেজাজ সামলে রাখল ও।

'না, স্যার, বহির্বিশ্ব সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তা পড়াশোনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমার পিএইচডি রয়েছে এবং আমি কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পাঁচ বছর ধরে পড়াচ্ছি, বিশেষ করে লৌহযবনিকার দেশগুলো নিয়ে। আমি রোমানিয়ান জনগণের সাম্প্রতিক সমস্যা সম্পর্কে অবগত। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে ওদের সরকারের ধ্যানধারণা সম্পর্কেও আমি খবর রাখি।' ওর কণ্ঠ এখন আগের চেয়ে দৃঢ়। 'ওরা এ দেশ সম্পর্কে যা জানে তা প্রোপাগান্ডা মেশিন ওদেরকে যা বলে তার বেশিকিছু নয়। আমি ওদের দেশে গিয়ে ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যুক্তরাষ্ট্র লোভী এবং যুদ্ধপ্রেমী দেশ নয়। আমি ওদেরকে দেখিয়ে দেব আমেরিকান টিপিকাল ফ্যামিলি কী জিনিস। আমি—'

থেমে গেল মেরী, ও বোধহয় একটু বেশিই ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ফেলেছে। এমন সময় ওকে অবাক করে দিয়ে কমিটির সদস্যরা হাততালি দিতে শুরু করলেন, টারকেল ছাড়া।

প্রশ্ন চললই।

একঘণ্টা পরে চার্লি ক্যাম্পবেল জিজ্ঞেস করল, 'আর কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

'আমার ধারণা নমিনি নিজেকে অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন,' মন্তব্য করলেন একজন সিনেটর।

'আমিও এ ব্যাপারে একমত। ধন্যবাদ, মিসেস অ্যাশলি। এই সেশন মূলতবি ঘোষণা করা হলো।'

পিট কনর্স মেরীকে লক্ষ করছেন। সাংবাদিকরা ওকে মৌমাছির মতো ঘিরে ধরতে তিনি চলে গেলেন।

'প্রেসিডেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি আপনাকে বিস্মিত করেছে?'

'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওঁরা অনুমোদন করবেন বলে কি মনে হয়, মিসেস অ্যাশলি?'

'আপনি কি মনে করেন একটি দেশ নিয়ে পড়ানো মানে—'

'এদিকে ঘুরুন, মিসেস অ্যাশলি। হাসুন। প্লিজ। আরেকবার।'

'মিসেস অ্যাশলি—'

বেন কোহন ভিড় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ করছে মেরীকে। শুনছে ওর কথা।

ও চমৎকার, ভাবছে সে। *সমস্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব দিচ্ছে। কিন্তু সঠিক প্রশ্নটাই তো আমার মাথায় আসছে না।*

মেরী হোটেলে ফিরল। ভয়ানক ক্লান্ত। ফোন করলেন স্টানটন রজার্স।

'হ্যালো, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মেরী। 'আমি তাহলে পেরেছি বলছেন?' ওহ্, স্টান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বলে বোঝাতে পারব না কতটা উত্তেজিত হয়ে আছি আমি।'

বাচ্চাদের খবরটা শোনাতে ওরা জড়িয়ে ধরল মাকে।

'জানতাম তুমি পারবে,' চেঁচিয়ে উঠল টিম।

বেথ শান্ত গলায় বলল, 'বাবা কি খবরটা জানে?'

'নিশ্চয় জানে, ডার্লিং,' হাসল মেরী। 'কমিটিকে সে যদি একটু ঠেলা ধাক্কা দিয়ে থাকে তো আমি অবাক হব না—'

মেরী ফোন করল ফ্লোরেন্সকে। খবর শুনে সে কেঁদে ফেলল।

'ফ্যান্টাস্টিক! দাঁড়াও, আমি সারা শহরে এ খবর ছড়িয়ে দিচ্ছি।'

হাসল মেরী। 'এমব্যাসীতে তোমার আর ডগলাসের জন্য একটা ঘর রেডি করে রাখব।'

'তোমরা রোমানিয়া যাচ্ছ কবে?'

'ফুল সিনেট আগে ভোট দিক তারপর। তবে স্টান বলেছেন এটা স্রেফ একটা ফর্মালিটি।'

'এরপরে কী ঘটবে?'

'ওয়াশিংটনে কয়েকটি ব্রিফিং সেশনের মাঝ দিয়ে যেতে হবে আমাকে। তারপর বাচ্চাদের নিয়ে রওনা হয়ে যাব রোমানিয়ার পথে।'

'আমি এখুনি ডেইলি ইউনিয়নে ফোন করব!' খুশিতে লাফাচ্ছে ফ্লোরেন্স। 'শহরের লোকেরা তোমার মূর্তি বানাবে। আমি এখন রাখি। উত্তেজনার চোটে কথা বলতে পারছি না। কাল ফোন করব।'

বেন কোহন অফিসে ফিরে হিয়ারিং-এর কনফার্মেশন শুনল। কিন্তু মনটা ওর খচখচ করছে। কেন, জানে না।

চোদ্দ

স্টানটন রজার্স যা বলেছিলেন, ফুল সিনেট ভোট আসলেই একটি ফর্মালিটি ছিল। সিংহভাগ ভোট পেল মেরী। খবর শুনে স্টানটন রজার্সকে এলিসন বললেন, 'আমাদের পরিকল্পনামাফিক কাজ হচ্ছে স্টান। এখন আমাদেরকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

মাথা ঝাঁকালেন রজার্স। 'কেউ না।'

অফিসে বসে খবরটা পেলেন পিট কনর্স। সাথে সাথে একটা মেসেজ লিখে ওটা খামে পুরে ফেললেন। সিআইএ কেবল রুমে তাঁর এক লোক ডিউটি দিচ্ছে।

'আমি রজার চ্যানেল ব্যবহার করব,' বললেন কনর্স। 'তুমি বাইরে যাও।'

রজার চ্যানেল হলো সিআইএ'র আল্ট্রা-প্রাইভেট কেবল্ সিস্টেম। শুধু টপ-লেভেল এক্সিকিউটিভরাই এ চ্যানেল ব্যবহারের সুযোগ পান। লেজার ট্রান্সমিটারের সাহায্যে মেসেজ পাঠানো হয়, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে পৌঁছে যায় খবর। ডিউটিরত লোকটা বেরিয়ে গেল। কনর্স মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন। সিগমুন্ডের কাছে।

পরের হপ্তায় মেরীর ডাক পড়ল পলিকিটাল অ্যাফেয়ার্সের ডেপুটি সেক্রেটারির অফিস, সিআইএ প্রধান, সেক্রেটারি অব কমার্স, নিউইয়র্ক চেজ ম্যানহাটান ব্যাংক-এর পরিচালকসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইহুদি প্রতিষ্ঠানে। এদের কাছ থেকে এল হুঁশিয়ারি, পরামর্শ এবং অনুরোধ।

সিআইএ'র নেড টিলিংগাস্ট বেশ স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন। 'আমাদের লোকরা ওখানে কাজ করার সুযোগ পেলে খুব ভালো হবে, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আমরা *personae non gratae* হবার পর থেকে রোমানিয়া ছিল আমাদের জন্য একটি ব্লাইন্ড স্পট। আপনার এমব্যাসীতে আমার একজন লোক পাঠাব আপনার অ্যাটাশে হিসেবে।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মেরীর দিকে তাকালেন তিনি। 'আশা করি আপনি তাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন।'

এ কথা উনি কেন বললেন বুঝতে পারল না মেরী। তবে জিজ্ঞেস করার সাহসও হলো না।

নতুন অ্যামবাসাডরের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব সাধারণত পালন করেন সেক্রেটারি অভ স্টেট। একসঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশজন ক্যান্ডিডেটকে একসঙ্গে শপথ গ্রহণ করানো হয়। সকালবেলা অনুষ্ঠান হবে, স্টানটন রজার্স মেরীকে ফোন করলেন।

'মেরী, প্রেসিডেন্ট এলিসন আপনাকে হোয়াইট হাউজে দুপুরে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। প্রেসিডেন্ট নিজে আপনাকে শপথ গ্রহণ করাবেন। বেথ এবং টিমকেও নিয়ে আসবেন।'

সাংবাদিকরা ভিড় করেছেন ওভালো অফিসে। প্রেসিডেন্ট এলিসন, মেরী এবং তার বাচ্চাদের নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সব ক'টা ক্যামেরা ঘুরে গেল তাঁদের দিকে, মুহুর্মুহু জ্বলে উঠতে লাগল ফ্লাশ। আধঘণ্টা আগে মেরী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছিল। তাকে এখন উষ্ণ এবং ফুরফুরে লাগছে।

'আপনি এ অ্যাসাইমেন্টের জন্য যথার্থ,' প্রেসিডেন্ট বলেছেন ওকে, 'নইলে আপনাকে আমি নির্বাচন করতাম না। আমি এবং আপনি মিলে এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাব।'

পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে, ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবল মেরী।

'আপনার ডান হাতটা একটু তুলুন, প্লিজ।'

মেরী প্রেসিডেন্টের কথা পুনরাবৃত্তি করল 'আমি, মেরী এলিজাবেথ অ্যাশলি, শপথ করিতেছি যে আমি সকল বিদেশী এবং অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সমর্থন ও রক্ষা করিয়া চলিব। আমি সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুগত থাকিব...'

শপথপাঠ অনুষ্ঠান শেষ হলো। সোশালিস্ট রিপাবলিক অব রোমানিয়ার অ্যামবাসাডর পদে অধিষ্ঠিত হলো মেরী।

একঘেয়ে, দৈনন্দিন কাজগুলো শুরু হয়ে গেল। স্টেট ডিপার্টমেন্টে ইউরোপিয়ান এবং যুগোস্লোভিয়ান অ্যাফেয়ার্স সেকশনে রিপোর্ট করতে বলা হলো মেরীকে। অফিস মল বিল্ডিং-এ, ওয়াশিংটন এবং লিংকন মেমোরিয়ালের বিপরীতে। তারপর ওকে পাঠানো হলো ছোট, অস্থায়ী, বক্সের মতো রোমানিয়ান ডেস্ক অফিসে।

রোমানিয়ান ডেস্ক অফিসার জেমস স্টিকলি পঁচিশ বছর ধরে ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট হিসেবে কাজ করছেন। বয়স ৫৫/৫৬, উচ্চতা মাঝারি, শেয়ালের মতো ধূর্ত চেহারা,

ছোট, পাতলা ঠোঁট। তার চোখজোড়া শীতল, বাদামি রঙের। তিনি মেরীর দিকে নিতান্তই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালেন। রোমানিয়ান ডেস্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে অভিহিত করা হয়। প্রেসিডেন্ট এলিসন রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত পাঠানোর ঘোষণা দিলে স্টিকলি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। আশা ছিল পদটি তাঁকেই দেয়া হবে। মেরী অ্যাশলিকে নির্বাচিত করার খবরটা তাঁর জন্য ছিল প্রচণ্ড ঘুসির মতো। কানসাসের অচেনা-অজানা এক মহিলার কাছে এভাবে হেরে যাওয়াটা তাঁর কাছে ছিল কল্পনারও অতীত।

'ব্যাপারটা বিশ্বাস হয়?' তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্রুসকে প্রশ্ন করেছিলেন।

'আমাদের অর্ধেক অ্যামবাসাডরই ফাকিং অ্যামেচার। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে এরকম ঘটনা কখনোই ঘটত না। তারা প্রফেশনাল ক্যারিয়ার অফিসারদেরকে ব্যবহার করে। আর্মি কি জেনারেল হবার জন্য কোনও অ্যামেচারকে অনুরোধ করবে? যদিও দেশের বাইরে আমাদের ফাকিং অ্যামেচার অ্যামবাসাডররা হলেন জেনারেল।'

'তুমি মাতাল হয়ে আছ, জিম্বো।'

'আমি আরও মাতাল হতে চাই।'

জেমস স্টিকলি এখন মেরী অ্যাশলির দিকে তাকিয়ে আছেন। মেরী তাঁর সামনের ডেস্কে বসেছে।

মেরীও লক্ষ করছে স্টিকলিকে। লোকটা কেমন হীনদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। *এ লোকটা আমার শত্রু হোক তা আমি চাই না।* ভাবল মেরী।

'আপনাকে যে অত্যন্ত সেনসিটিভ একট পোস্টের জন্য পাঠানো হচ্ছে সে ব্যাপারে কি আপনি সচেতন আছেন, মিসেস অ্যাশলি?'

'জ্বী, অবশ্যই। আমি—।'

'রোমানিয়ায় আমাদের অ্যামবাসাডরের একটি ভুল পদক্ষেপের জন্য গোটা সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিন বছর লেগেছে সে-সম্পর্ক আবার জোড়া লাগাতে। যদি আবার এ নিয়ে কোনও সমস্যা হয়, প্রেসিডেন্ট উন্মাদ হয়ে যাবেন।'

তিনি মেরীকে কতগুলো ফাইল ধরিয়ে দিলেন। 'আমাদের হাতে সময় খুব কম। আপনার কাছ থেকে দ্রুত কাজ চাই। নিন, এই রিপোর্টগুলোতে চোখ বুলাতে থাকুন।'

'কাল সকালে পড়ব।'

'না, আর ত্রিশ মিনিট পরে আপনাকে রোমানিয়ান ভাষা শিক্ষার ক্লাসে যেতে হবে। কোর্স শেষ হতে কয়েক মাস লাগে। তবে আমার ওপর অর্ডার আছে আপনার শিক্ষানবিশ কাল দ্রুত শেষ করতে হবে।'

সময় বিস্মৃত হয়ে গেল মেরীর, কাজের চাপে দিশেহারা বোধ করল। প্রতিদিন সকালে সে এবং স্টিকলি একসঙ্গে প্রতিদিনকার ফাইল দেখে।

'আপনার কাছে যেসব কেব্‌ল থাকবে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা নিন,' বললেন স্টিকলি। 'হলুদ কপিগুলো অ্যাকশনের জন্য, সাদা কপি ইনফরমেশনের জন্য। আপনার কেবলের ডুপ্লিকেট চলে যাবে ডিফেন্স, সিআইএ, USIA, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টসহ আরও ডজনখানেক অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে। রোমানিয়ান কারাগারে বন্দি আমেরিকানদের ব্যাপারে আপনাকে প্রথম কাজ করতে হবে। আমরা ওদের মুক্তি চাই।'

'ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?'

'গুপ্তচরবৃত্তি, মাদক, চুরি—রোমানিয়ানরা যা খুশি অভিযোগ আনতে পারে ওদের বিরুদ্ধে।'

'ও, আচ্ছা,' বলল মেরী।

'মনে রাখবেন—রোমানিয়া লৌহযবনিকার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বাধীন। ওদের এই মনোভাবকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে।'

তা তো করতেই হবে।

স্টিকলি বললেন, 'আপনাকে একটি প্যাকেজ দেব। এটা হারাবেন না। খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। পড়া শেষ করে ওটাকে হজম করে ফেলবেন। কাল সকালে নিজে এসে আমাকে ফেরত দেবেন। কোনও প্রশ্ন আছে?'

'না, স্যার।'

লাল টেপ দিয়ে আটকানো একটি মোটা ম্যানিলা খাম দিলেন তিনি মেরীকে।

'সাইন করুন।'

দস্তখত দিল মেরী।

হোটেলে ফেরার পথে খামটা বুকের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরে থাকল মেরী। যেন জেমস বন্ডের কোনও চরিত্র ও।

বাচ্চারা পোশাক-টোশাক পরে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।

এই রে, মনে পড়ল মেরীর। ওদেরকে আমি আজ চাইনিজ খাওয়ার কথা বলেছিলাম। তারপর সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার কথা।

'বাচ্চারা শোনো,' বলল মেরী। 'আজ আর কোথাও যাওয়া হচ্ছে না। আমরা আরেকদিন যাব'খন। আমরা আজ হোটেলের খাবার খাব। আমার জরুরী কিছু কাজ আছে।'

'শিওর, মম।'

'ঠিক আছে।'

মেরী ভাবছে এডোয়ার্ড যখন বেঁচে ছিল, ওরা বাঁশির মতো তীক্ষ্ণসুরে চেঁচাত। কিন্তু ওরা এ ক'দিনেই বড় হয়ে গেছে, বুঝতে শিখেছে। আমাদের সবাইকেই বড় হতে হয়।

সন্তানদের আলিঙ্গন করল মা। 'তোমাদের আজকের ক্ষতিটা অবশ্যই পুষিয়ে দেব।' প্রতিশ্রুতি দিল সে।

জেমস স্টিকলি মেরীকে যে আর্টিকেলটা পড়তে দিয়েছেন ওটা আক্ষরিক অর্থেই অসাধারণ। *এ জিনিস যে উনি হাতছাড়া করতে চাইবেন না সেটাই স্বাভাবিক।* ভাবছে মেরী। প্রেসিডেন্ট থেকে বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সকল রোমানিয়ান কর্মকর্তার বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট রয়েছে এতে। তাঁদের যৌন অভ্যাস, কে কত টাকা আয়-ব্যয় করেন, কাদের সঙ্গে রয়েছে বন্ধুত্ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে ডোশিয়ার লেখা হয়েছে। কিছু তথ্য তো মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো। যেমন বাণিজ্যমন্ত্রী তাঁর রক্ষিতা এবং শোফারের সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন, ওদিকে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক রয়েছে কাজের লোকের সঙ্গে।

মাঝরাত পর্যন্ত জেগে রইল মেরী। নামগুলো মুখস্ত করল। এদের সঙ্গে ওর কাজ করতে হবে। *ভাবছি এদের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন নিজের চেহারাটা স্বাভাবিক রাখতে পারব কি?*

পরদিন সকালে গোপন দলিল-দস্তাবেজগুলো ফেরত দিল মেরী। স্টিকলি বললেন, 'রোমানিয়ান নেতাদের সম্পর্কে যা যা জানার সবই তো এখন আপনার নখদর্পণে।'

'প্রায়,' বিড়বিড় করল মেরী।

'একটা কথা মনে রাখবেন রোমানিয়ানরা আপনার সম্পর্কে যা যা জানার জেনে গেছে।' চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'আপনাকে ওরা সহজ টার্গেট হিসেবে ধরে নিয়েছে। কারণ আপনি নারী এবং একা। ওরা আপনার একাকিত্বকে পুঁজি করবে। আপনার প্রতিটি নড়াচড়ার প্রতি রইবে ওদের সতর্ক নজর। এমব্যাসী এবং বাড়িতে পাতা হবে ছারপোকা। কম্যুনিস্ট দেশগুলোতে আমরা স্থানীয় লোকজন ব্যবহার করতে বাধ্য থাকি। আপনার বাড়িতে ভৃত্য হিসেবে যারা কাজ করবে তারা হবে রোমানিয়ান সিকিউরিটি পুলিশের সদস্য।'

লোকটা আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, ভাবল মেরী। *তবে আমি* ভয় পাব না।

মেরীর প্রতিটি দিনের প্রতিটি ঘণ্টা এখন ঘড়ির কাঁটার মতো মেপে চলছে। রোমানিয়ান ভাষা-শিক্ষার পাশাপাশি তার শিডিউলে রয়েছে লসলিনে ফরেন সার্ভিস ইন্সটিটিউটে একটি কোর্সে হাজির হওয়া। তাকে ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে ব্রিফ করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স বা ISA-র সঙ্গে মিটিং করে, সেইসঙ্গে সিনেট কমিটির বৈঠকেও ওকে হাজির থাকতে হয়। এরা সবাই মেরীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে,

পরামর্শ দেয়, তার কাছে থাকে নানান প্রত্যাশা।

বেথ এবং টিমকে নিয়ে একধরনের অপরাধবোধে ভুগছে মেরী। স্টানটন রজার্স বাচ্চাদের জন্য একজন শিক্ষক ঠিক করে দিয়েছেন। হোটেলের কয়েকটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে ওদের বন্ধুত্বও হয়ে গেছে। ওরা অন্তত খেলার সাথি পেয়েছে। তবে ওদেরকে অনেকক্ষণ একা থাকতে হয় বলে ভালো লাগে না মেরীর।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিদিন সকালে নাশতা করে মেরী। তারপর সকাল আটটার সময় বেরিয়ে যায় ল্যাংগুয়েজ ক্লাস করতে। ভাষাটা শিখতে বেশ কষ্ট হচ্ছে ওর। রোমানিয়ানরা এ ভাষায় কী করে যে কথা বলে! মেরী জোরে জোরে শব্দগুলো পড়ে

'Good morning'	Buna Dimineata
'Thank you'	Multumox
'You're welcome'	Cu placere
'I don't understand'	Na inteleg
'Sir'	Domnule
'Miss'	Domnisoara.

বানান অনুসারে শব্দগুলো উচ্চারিত হয় না।

বেথ এবং টিম দেখে তাদের মা বিদেশী ভাষাটা আত্মস্থ করার জন্য কীরকম গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে। বেথ খিলখিল করে হাসে। 'আমাদেরকে নামতা মুখস্থ করানোর শাস্তি ভোগ করছ তুমি।'

জেমস স্টিকলি বললেন, 'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, ইনি আপনার মিলিটারি অ্যাটাশে কর্নেল উইলিয়াম ম্যাককিনি।'

বিল ম্যাককিনি আটপৌরে পোশাক পরে এসেছেন, তবে তাঁর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় এ লোক সামরিক বাহিনীতে কাজ করেন। তিনি বেশ লম্বা, মধ্যবয়স্ক, মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ।

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর,' তাঁর কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং ভারি, যেন গলায় ঘা হয়েছে।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল মেরী।

কর্নেল ম্যাককিনি তার প্রথম স্টাফ সদস্য, উত্তেজনা বোধ করল মেরী। নতুন অবস্থানটা যেন আরও কাছিয়ে এল।

'আপনার সঙ্গে রোমানিয়ায় একত্রে কাজ করার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি,' বললেন কর্নেল ম্যাককিনি।

'আপনি আগে কখনও রোমানিয়া গেছেন?'

কর্নেল এবং জেমস স্টিকলি দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

'উনি ওখানে আগেও গেছেন,' জবাব দিলেন স্টিকলি।

প্রতি সোমবার বিকেলে নতুন অ্যামবাসাডরের জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টের আটতলার কনফারেন্স রুমে ডিপ্লোমেটিক সেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

'ফরেন সার্ভিসে আমরা কঠোরভাবে চেইন অব কমান্ড মেনে চলি,' বলা হলো ক্লাসে। 'সবার ওপরে অ্যামবাসাডরের অবস্থান। তার নিচে DCM-ডেপুটি চিফ অব মিশন। তার নিচের পদগুলো হলো পলিটিকাল কনসুলার, ইকোনোমিক কনসুলার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কনসুলার এবং পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কনসুলার। এরপরে অ্যাগ্রিকালচার, কমার্স এবং মিলিটারি অ্যাটাশে।' *অর্থাৎ কর্নেল ম্যাককিনি*, ভাবল মেরী।

'আপনি যখন নতুন পদ নিয়ে কাজ শুরু করবেন আপনাকে কূটনৈতিক কিছু সুযোগসুবিধা দেয়া হবে। যেমন উচ্চগতিতে কিংবা মাতাল হয়ে গাড়ি চালানোর অভিযোগে আপনাকে গ্রেফতার করা যাবে না, বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটানো এমনকি হত্যাকাণ্ড ঘটালেও আপনাকে গ্রেফতার করা হবে না। আপনি মারা গেলে কেউ আপনার লাশ স্পর্শ করতে পারবে না অথবা আপনি কোনও চিরকুট রেখে গেলেও কেউ তা পড়ার অধিকার রাখবে না। আপনি দোকান থেকে যত ইচ্ছা জিনিসপত্র কিনতে পারবেন, টাকা দিতে হবে না—আপনার বিরুদ্ধে কোনও দোকানি মামলা করতে পারবে না।'

ক্লাসের একজন বলে উঠল, 'আমার বউর কানে যেন কথাটা না যায়।'

ইন্সট্রাক্টর ঘড়ি দেখলেন। 'আমাদের আগামী সেসনের আগে আপনি ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যানুয়াল, ভলিউম দুই, সেকশন তিনশত, পড়ে ফেলবেন, ওতে সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ধন্যবাদ।'

মেরী ওয়াটার গেট হোটেলে স্টানটন রজার্সের সঙ্গে লাঞ্চ করছে।

'প্রেসিডেন্ট চাইছেন তুমি তাঁর জন্য কিছু পাবলিক রিলেশন্সের কাজ করে দেবে।' বললেন রজার্স।

'কী ধরনের পাবলিক রিলেশন্স?'

'আমরা জাতীয় কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করব। প্রেস ইন্টারভ্যু, রেডিও, টেলিভিশন—'

'আমি কখনও—তবে, বিষয়টি যদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, আমি চেষ্টা করে দেখব।'

'বেশ। তোমার কিছু নতুন ড্রেস দরকার হবে। একই পোশাকে দুবার পোজ দিলে চলবে না।'

'তা তো বটেই। তবে এতে প্রচুর টাকা লাগবে। অবশ্য শপিং-এর সময় নেই আমার। আমি সকাল থেকে মাঝরাত অবধি ব্যস্ত থাকি। যদি—'

'সমস্যা নেই। হেলেন মুডি।'

'কী?'

'ওয়াশিংটনের টপ প্রফেশনাল শপার। সবকিছু ওর ওপর ছেড়ে দাও।'

হেলেন মুডি আকর্ষণীয় চেহারার এক কৃষ্ণাঙ্গিনী। নিজের শপিং সার্ভিস শুরু করার আগে সে একজন সফল মডেল ছিল। একদিন সকালে সে মেরীর হোটেলে এসে হাজির হলো। ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় করল মেরীর ওয়ার্ডরোব ঘেঁটে।

'জাংশন সিটির জন্য চমৎকার,' বলল হেলেন, 'তবে আমাদেরকে তো ওয়াশিংটন ডিসি জয় করতে হবে, ঠিক?'

'আমার কাছে তেমন টাকা-পয়সা নেই—'

হাসল হেলেন। 'আমি জানি কীভাবে দরকষাকষি করতে হয়। এবং কাজটা আমরা দ্রুত করব। আপনার দরকার হবে ফ্লোর লেংথ ইভনিং গাউন, ইভনিং লিসেপশন এবং ককটেল পার্টির জন্য ড্রেস, টি-পার্টির জন্য আফটারনুন ড্রেস, লাঞ্চপার্টির জন্য ড্রেস, রাস্তার ঘোরাঘুরি এবং অফিসে পরে যাবার জন্য একটি সুট, একটি কালো ড্রেস এবং অফিশিয়াল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হাজির হবার জন্য মাথাঢাকা একটি পোশাক।'

শপিং-এ তিনদিন লাগল। কেনাকাটা শেষ হবার পরে হেলেন মুডি পরখ করে দেখল মেরী অ্যাশলিকে। 'আপনি দেখতে বেশ সুন্দরী তবে আপনাকে আরও সুন্দরী দেখতে চাই। রেইনবোতে সুসানের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব মেকআপের জন্য, তারপর সানশাইনে বিলির কাছে পাঠাব চুল কাটাতে।'

কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায় মেরীর সঙ্গে স্টানটন রজার্সের দেখা হয়ে গেল কর কোরান গ্যালারির এক ফর্মাল ডিনারে। তিনি মেরীর দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকলেন। মুখে ফুটল হাসি। 'তোমাকে দুর্দান্ত লাগছে।'

মেরীকে নিয়ে মিডিয়া-ঝড় শুরু হয়ে গেল আবার। শুরুটি করলেন আয়ান ভিলিয়ার্স। আয়ান স্টেট ডিপার্টেমেন্টের প্রেস রিলেশন্সের চিফ। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ। আরেক তুখোড় সাংবাদিক। মিডিয়ার এমন কেউ নেই যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই।

গুড মর্নিং আমেরিকা, মিট দ্য প্রেস এবং ফায়ারিং লাইনে হাজির হতে হলো মেরীকে। তার সাক্ষাৎকার নিল ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমসসহ আধডজন গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক। সে ইন্টারভিউ দিল লন্ডন টাইমস, ডের স্পিগেল ওগ্নি এবং লো

মোন্দে পত্রিকায়। টাইম এবং পিপল সাময়িকী মেরী এবং তার বাচ্চাদের নিয়ে ফিচার লিখল। মেরী অ্যাশলির ছবি সর্বত্র ছাপা হতে লাগল, বিশ্বের যে-কোনও প্রান্তেই হোক, বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটলেই সাংবাদিকরা ওর ওপর হামলে পড়ল ওই বিষয়ে মন্তব্য জানার জন্য। রাতারাতি মেরী এবং তার বাচ্চারা সেলেব্রিটিতে পরিণত হলো। টিম বলল, 'মম, সমস্ত পত্রিকায় আমাদের ছবি ছাপা হচ্ছে। দেখলেই কেমন গা ছমছম করে।'

'ঠিক বলেছ,' সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায় মেরী, 'ছমছম করে গা।'

এসব পাবলিসিটিতে মেরী কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করে। সে বিষয়টি নিয়ে স্টানটন রজার্সের সঙ্গে কথা বলল।

'মনে করো এটা তোমার কাজের অংশ। প্রেসিডেন্ট তোমার একটা ইমেজ সৃষ্টি করতে চাইছেন। তুমি যখন ইউরোপে হাজির হবে, সবাই জেনে যাবে তুমি কে।'

বেন কোহন এবং আকিকো বিছানায় শুয়ে আছে। নগ্ন। আকিকো সুন্দরী জাপানি তরুণী, সাংবাদিকের চেয়ে বয়সে দশ বছরের ছোট। বছর কয়েক আগে দুজনের পরিচয়। তখন মডেলদের ওপর একটি স্টোরি লিখছিল বেন। তারপর থেকে দুজনে একসঙ্গে আছে।

কোহনকে দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন কেমন একটা অস্বস্তির মধ্যে আছে।

'কী হয়েছে?' নরম গলায় প্রশ্ন করল আকিকো। 'তোমার আরেকটু সুখ চাই?'

অন্যমনস্ক গলায় বেন বলল, 'না। অনেক সুখ দিয়েছ।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে না,' ঠাট্টা করল আকিকো।

'আমার মনটা অস্থির হয়ে আছে, আকিকো। আমি একটা স্টোরি লেখার দারুণ কিছু জিনিস পেয়ে গেছি। এ শহরে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে।'

'এ আর নতুন কী?'

'না, এটা ভিন্ন জিনিস। তবে বিষয়টি ঠিক ধরতে পারছি না।'

'ব্যাপারটা কী নিয়ে?'

'মেরী অ্যাশলিকে নিয়ে। গত দুহপ্তায় ছটা পত্রিকার প্রচ্ছদে তার ছবি ছাপা হয়েছে। অথচ সে এখন পর্যন্ত কাজেই যোগ দেয়নি! আকিকো, কেউ একজন মিসেস অ্যাশলিকে মুভি তারকার ইমেজ দেয়ার চেষ্টা করছে। সে এবং তার দুই বাচ্চার ছবিতে ভর্তি সকল পত্রপত্রিকা। কেন?'

'তুমি আসলে সরল একটা বিষয়কে অযথা জটিল করে তুলছ,' বলল আকিকো।

একটা সিগারেট ধরাল বেন কোহন। জোরে জোরে টান দিল।

'হয়তোবা।' ঘোঁতঘোঁত করল সে।

আকিকো বেনের শরীরের ওপর মাথা নামিয়ে আনল, ওকে আদর করতে শুরু

করল। 'সিগারেটটা নিভিয়ে বরং আমার শরীরে আগুন জ্বেলে দাও...'

'ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্রাডফোর্ডের জন্য একটি পার্টি দেয়া হবে,' মেরীকে জানালেন স্টানটন রজার্স। 'তোমাকে ওখানে দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছি। শুক্রবার রাতে, প্যান আমেরিকান ইউনিয়নে পার্টি।'

প্যান আমেরিকান ইউনিয়ন প্রকাণ্ড, সমাহিত চেহারার একটি ভবন। এর রয়েছে বিশাল একটি কোর্টইয়ার্ড, এখানে প্রায়ই কূটনৈতিক পার্টির আয়োজন করা হয়। ভাইস প্রেসিডেন্টের জন্য আয়োজিত ডিনার পার্টি বেশ জমকালোভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টেবিলে ঝকঝক করছে রুপোর অ্যান্টিক বাসন, আলো চমকাচ্ছে ব্যাকারাট গ্লাস। ছোটখাটো অর্কেস্ট্রারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন রাজধানীর অভিজাতশ্রেণী। ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর স্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত আছেন সিনেটরবৃন্দ, অ্যামবাসাডরগণ এবং সেলেব্রিটিরা। মেরীর চারপাশে চোখ বুলিয়ে শুধু তারার ঝলকানি দেখতে পেল। *বেথ এবং টিমকে আজকের পার্টির গল্প বলতে হবে।* মনে মনে বলল ও।

ডিনারের ঘোষণা করা হলো। মেরীর বসার জায়গা করা হয়েছে কয়েকজন সিনেটর, স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা এবং কূটনীতিকদের সঙ্গে। মানুষগুলো বেশ আমুদে, তাই ডিনারটা হয়ে উঠল উপভোগ্য।

রাত এগারোটা। মেরী ঘড়ি দেখল। ডান পাশে বসা সিনেটরকে বলল, 'অনেক দেরী হয়ে গেছে। বাচ্চাদেরকে বলেছিলাম জলদি ফিরব।'

চেয়ার ছাড়ল মেরী, টেবিলে বসা অতিথিদের দিকে তাকিয়ে মৃদু নড্ করল। 'আপনাদের সঙ্গে খুব ভালো একটা সময় কাটল। গুড নাইট।'

নীরবতা নেমে এল ঘরে। মেরী ডান্সফ্লোরের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রকাণ্ড ব্যাংকোয়েটের সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকালেন।

'ওহ্, মাই গড!' ফিসফিস করলেন স্টানটন রজার্স, 'কেউ ওকে বলেনি!'

পরদিন সকালে মেরীর সঙ্গে নাশতা করছেন স্টানটন রজার্স।

'মেরী,' বললেন তিনি, 'এ শহরে নিয়মকানুনগুলো খুব কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। অনেক নিয়মের কোনও বালাই নেই, অর্থহীন, তবু ওসব মেনে নিয়েই আমাদেরকে চলতে হবে।'

'ওহ্, ওহ্। তা আমি আবার কী করলাম?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রজার্স। 'তুমি এক নম্বর নিয়মটি ভঙ্গ করেছ কেউ প্রধান

অতিথির আগে পার্টি ছেড়ে যায় না। গতরাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্টের পার্টিতে এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে।'

'ওহ্, ডিয়ার।'

'সবাই বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করেছেন।'

'আমি দুঃখিত, স্টান। আমি আসলে নিয়মটা জানতাম না। আসলে বাচ্চাদেরকে বলেছিলাম—'

'ওয়াশিংটনে কোনও বাচ্চা নেই—শুধু তরুণ ভোটার আছে। এ শহরটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় শক্তি। একথা ভুললে চলবে না।'

টানাটানি যাচ্ছে মেরীর। ওয়াশিংটনে সব জিনিসের দাম বেশি। ও কিছু জামাকাপড় কাচতে দিয়েছিল হোটেলের লন্ড্রিতে। বিল দেখে চোখ কপালে উঠেছে। 'একটা ব্লাউজ ওয়াশ করার জন্য পাঁচ ডলার পঞ্চাশ সেন্ট!' বলল ও।

'আর ব্রেসিয়ার ধুতে পচানব্বই ডলার!' *আর না,* কসম খেল মেরী। *এখন থেকে নিজেই নিজের কাপড় চোপড় ধোব।*

মেরী ঠাণ্ডা পানিতে প্যান্টি হোস ভিজিয়ে ফ্রিজারে রেখে দিল। বাথরুমের সিঙ্কে ধুয়ে নিল বাচ্চাদের মোজা, রুমাল, আন্ডারপ্যান্ট এবং নিজের ব্রা। আয়নার ওপর শুকাতে দিল রুমাল। তারপর সাবধানে ভাঁজ করে রাখল যাতে ইস্ত্রি করতে না হয়। নিজের ড্রেস এবং টিমের ট্রাউজার্স ধুয়ে শাওয়ার কার্টেন র‍্যাকে ঝুলিয়ে রাখল। শাওয়ারের গরম পানির কল পুরো খুলে দিয়ে বন্ধ করে দিল বাথরুমের দরজা। একদিন সকালে বেথ বাথরুমের দরজা খুলতেই গরম বাষ্পের দমকায় প্রায় ঝলসে গেল।

'মা—তুমি এসব কী করছ?'

'পয়সা বাঁচাচ্ছি,' হালকা গলায় বলল মেরী। 'লন্ড্রির চার্জ আকাশছোঁয়া।'

'প্রেসিডেন্ট যদি এখন এখানে চলে আসেন? তাহলে তিনি কী বলবেন? ভাববেন আমরা দারুণ কিপপুস।'

'প্রেসিডেন্ট এখন এখানে আসছেন না। আর বাথরুমের দরজাটা দয়া করে বন্ধ করে দাও। তুমি পয়সা নষ্ট করছ।'

কিপপুস? সত্যি! প্রেসিডেন্ট এসে যদি দেখেন ও কী করছে, তিনি বরং খুশি হবেন। মেরী তাঁকে হোটেল লন্ড্রির তালিকা দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে সে কষ্টার্জিত কটা পয়সা বাঁচাতে কত না কষ্ট করছে। তিনি মুগ্ধ হবেন। বলবেন, *সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যদি আপনার মতো মনমানসিকতার হত, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, আমাদের দেশের অর্থনীতির চেহারা আরও ভালো হত। আমরা বড্ড বেশি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি, শারীরিক পরিশ্রম করতেই চাই না। আমি*

আপনার এই চমৎকার উদাহরণটি ওয়াশিংটনের কিছু অমিতব্যয়ী লোককে দেখাতে চাই যাদের ধারণা এ দেশটা টাকা দিয়ে তৈরি। আপনি ওদেরকে চমৎকার একটা শিক্ষা দিতে পারবেন। সত্যি বলতে কী, মিসেস অ্যাশলি, আমার মাথায় দারুণ একটা বুদ্ধি এসেছে। আমি আপনাকে রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষ বানাব।

বাথরুমের দরজার ফাঁক দিয়ে বাষ্প গড়িয়ে আসছে। স্বপ্নময় চোখে দরজা খুলল মেরী। বাষ্পের একটা মেঘ স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়ল লিভিংরুমে।

ডোরবেলের শব্দ হলো। এক মুহূর্ত পরে বেথ বলল, 'মা, জেমস স্টিকলি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

পনেরো

'গোটা ব্যাপারটাই দিন দিন আরও বেশি অদ্ভুত হয়ে উঠছে,' বলল বেন কোহন। বিছানায় ন্যাংটো হয়ে বসে আছে সে। পাশে তার তরুণী রক্ষিতা, আকিকো হাদাকা। টিভিতে মেরী অ্যাশলিকে দেখছে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে।

মেরী বলছে, 'আমি বিশ্বাস করি হংকং এবং ম্যাকাও'র সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে চীন আরও মানবিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক কম্যুনিস্ট সমাজের দিকে এগোচ্ছে।'

'চীন সম্পর্কে এ মহিলা জানেটা কী?' বিড়বিড় করল বেন কোহন। ফিরল আকিকোর দিকে। 'তুমি যে মহিলাকে দেখছ ইনি কানসাসের এক গৃহবধূ, রাতারাতি যেন সব ব্যাপারে এক্সপার্ট হয়ে গেছেন।'

'মনে হচ্ছে খুব বুদ্ধিমতী,' বলল আকিকো।

'এ মহিলা যতবার ইন্টারভিউ দেয়, সাংবাদিকরা উন্মাদ হয়ে যায়। সে মিট দ্য প্রেস-এ গেল কী করে? আমি জানি কীভাবে। কেউ চাইছে মেরী অ্যাশলি সেলিব্রিটি হোক। কে? কেন? চার্লস লিন্ডবার্গ এরকম প্রচার পাননি।'

'চার্লস লিন্ডবার্গটা কে?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বেন কোহন। 'জেনারেশন গ্যাপের এটাই হলো সমস্যা। কোনও যোগাযোগ নেই।'

মৃদু গলায় আকিকো বলল, 'যোগাযোগ করার আরও কত উপায় আছে।'

বেনকে ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিল সে, চড়ে বসল ওর গায়ের ওপর। তারপর মেতে উঠল শরীর নিয়ে। লম্বা মখমলের মতো চুল ছুঁইয়ে দিল বেনের বুক, পেট এবং কুঁচকিতে। দেখল শরীর জেগে উঠছে বেনের। পুরুষাঙ্গে হাত বুলাল আকিকো।

'হ্যালো, আর্থার।'

'আর্থার তোমার ভেতরে ঢুকতে চায়।'

'এখনই না। সে ব্যবস্থা পরে হবে।'

বিছানা থেকে নামল মেয়েটা, নিতম্বে ঢেউ তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল কিচেনে। টিভিতে চোখ ফেরাল বেন। *ওই মহিলাকে দেখলেই আমার গা শিরশির করে। ওর চোখের মধ্যে যেন কী আছে।*

'আকিকো!' হাঁক ছাড়ল বেন কোহন। 'করছ কী তুমি? আর্থার তো ঘুমিয়ে পড়ল।'

'ওকে ঘুমাতে নিষেধ করো,' সাড়া দিল আকিকো। 'আমি আসছি এখুনি।'

কিছুক্ষণ পরে ফিরল মেয়েটা, হাতে একটা প্লেট। ওতে সাজানো আইসক্রিম, ফেটানো ক্রিম এবং একটি চেরি।

'ফর গডস শেক,' বলল বেন। 'আমার পেটের খিদে লাগেনি। শরীরের খিদে লেগেছে।'

'শুয়ে থাকো,' বেনের শরীরের নিচে একটি তোয়ালে পেতে দিল আকিকো। প্লেট থেকে এক খাবলা আইসক্রিম নিয়ে ওর অণ্ডকোষে মাখাতে লাগল।

চেঁচিয়ে উঠল বেন। 'অ্যাই! ঠাণ্ডা লাগছে তো!'

'শ্‌শ্‌!' আকিকো আইসক্রিমের ওপর ফেটানো ক্রিম ছড়াল। তারপর বেনের পুরুষাঙ্গ মুখে পুরে নিল। দেখতে দেখতে ওটা অস্বাভাবিক স্ফীত হয়ে উঠল।

'ওহ্‌, মাই গড,' গুঙিয়ে উঠল বেন। 'থেমো না।'

আকিকো লৌহদণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে থাকা লিঙ্গের মাথায় বসাল চেরি। 'আমি ব্যানানা স্প্লিট খুব পছন্দ করি।' ফিসফিস করল সে।

চেরি খেতে শুরু করল আকিকো, অদ্ভুত পুলকে আর উত্তেজনায় শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দাঁড়িয়ে গেল বেনের। উহ্‌, এত সুখ! আর যখন সহ্য করতে পারল না, আকিকোর ওপর চড়াও হলো সে, প্রবেশ করল ওর ভেতরে।

টিভিতে মেরী অ্যাশলি তখন বলে চলেছে, 'আমেরিকান মতবাদের বিরোধী দেশগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার অন্যতম উপায় হলো ওদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি...

ওইদিন সন্ধ্যায় বেন কোহন ফোন করল আয়ান ভিলিয়ার্সকে।

'হাই, আয়ান।'

'কেনজি, মাই বয়—তোমার জন্য কী করতে পারি?'

'আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'বলে ফেলো।'

'শুনলাম আপনি রোমানিয়ায় আমাদের নতুন অ্যামবাসাডরের প্রেস রিলেশন্সের দায়িত্বে রয়েছেন।'

সতর্ক শোনাল আয়ানের কণ্ঠ। 'তো...?'

'মহিলার পেছনে কে আছে, আয়ান? কে তাকে এভাবে বিল্ড-আপ করছে?'

'আমি দুঃখিত, বেন। এটা স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিষয়। আমি ওদের ভাড়াটে লোক মাত্র। তুমি বরং সেক্রেটারি অব স্টেটকে চিঠি লেখো।'

তেতেমেতে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল বেন। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। 'আমি কয়েকদিনের জন্য শহরের বাইরে থেকে ঘুরে আসব ভাবছি।'

'কোথায় যাবে, খোকা?'

'জাংশন সিটি, কানসাস।'

মাত্র একদিনের জন্য জাংশন সিটিতে গেল বেন কোহ্‌ন। শেরিফ মুনস্টার এবং তাঁর এক ডেপুটির সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বলল। তারপর ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে চলে এল ফোর্ট রিলেতে। সেখানে সিআইডি অফিসে ঢুঁ মারল। শেষ বিকেলের ফ্লাইটে উড়াল দিল কানসাসের ম্যানহাটানে। তারপর কানেক্টিং ফ্লাইট ধরে বাড়ি।

বেন কোহ্‌নের প্লেন আকাশে উড়েছে, ফোর্ট রিলে থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি ব্যক্তিগত ফোন করা হলো।

জেমস স্টিকলিকে রিপোর্ট দেয়ার জন্য ফরেন সার্ভিস বিল্ডিং-এর লম্বা করিডোর ধরে হাঁটছে মেরী অ্যাশলি, এমন সময় পেছন থেকে ভরাট, পুরুষালি গলায় কেউ বলে উঠল, 'একেই বলে পারফেক্ট টেন।'

পাঁই করে ঘুরল মেরী। লম্বা এক লোক হেলান দিয়ে রয়েছে দেয়ালে, ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে মেরীর দিকে, মুখে সরল হাসি। লোকটার চেহারায় কাঠিন্য, পরনে জিন্স, টি-শার্ট এবং টেনিস শূ। গালে গিজগিজে দাড়ি। অপরিচ্ছন্ন, ভবঘুরে টাইপের দেখতে। চোখজোড়া উজ্জ্বল নীল, তাতে ফুটে আছে ঠাট্টা। লোকটার গোটা অবয়ব জুড়ে মেজাজ খারাপ করে দেয়ার মতো ঔদ্ধত্য। মেরী গোড়ালির ওপর ভর করে ঘুরে দাঁড়াল, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হনহন করে এগোল। টের পেল একজোড়া চোখ অনুসরণ করছে ওকে।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জেমস স্টিকলির সঙ্গে বৈঠক চলল। মেরী নিজের অফিসে ফিরে দেখল সেই লোকটা ডেস্কের ওপর ঠ্যাং তুলে বসে আছে ওর চেয়ারে, ওর কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখছে। রাগে রক্তস্রোত উঠে এল মেরীর মুখে।

'আপনি এখানে কী করছেন?'

লোকটা অলস চোখে দীর্ঘ সময় ধরে পরখ করল মেরীকে, তারপর টেবিলের ওপর থেকে পা নামিয়ে ধীরেসুস্থে সিধে হলো। 'আমি মাইক স্লেড। বন্ধুরা আমাকে মাইকেল বলে ডাকে।'

বরফশীতল কণ্ঠে মেরী বলল, 'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. স্লেড?'

'তেমন কিছু না,' সহজ গলা আগন্তুকের। 'আমরা প্রতিবেশী। আমি এ ডিপার্টমেন্টেই কাজ করি। ভাবলাম আপনাকে এসে একটু হ্যালো বলে যাই।'

'বলেছেন। আপনি যদি সত্যি এ ডিপার্টমেন্টের লোক হয়ে থাকেন, আপনার নিশ্চয় নিজস্ব চেয়ার-টেবিল রয়েছে। কাজেই আশা করি ভবিষ্যতে আর কখনও আমার টেবিলে পা তুলে বসে থাকবেন না।'

'গড, কী মেজাজ! আমি শুনেছি কানসিয়ানরা, মানে আপনারা যদি নিজেদেরকে ওটাই বলে সম্বোধন করে থাকেন, তারা বন্ধুপরায়ণ হন।'

দাঁতে দাঁত ঘষল মেরী। 'মি. স্লেড, আপনাকে অফিস ছাড়ার জন্য দু সেকেন্ড সময় দিলাম। নইলে কিন্তু গার্ড ডাকব।'

'তার মানে কথাটা ভুল শুনেছি,' নিজেকেই যেন কথাটা শোনাল মাইকেল স্লেড।

'আর আপনি সত্যি এ ডিপার্টমেন্টে কাজ করলে যান, বাড়ি গিয়ে শেভ করে ভদ্র কাপড়চোপড় পরে আসুন।'

'আমার স্ত্রী এরকম ঝাড়ি দিত,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্লেড। 'কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আর আমার কাছে নেই।'

মেরীর মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। 'আউট।'

মাইক স্লেড হাত নাড়ল মেরীকে উদ্দেশ করে। 'বাই, হানি। আবার দেখা হবে।'

'ওহ্, নো,' ভাবল মেরী। *তোমার সঙ্গে আমার যেন আর কখনও দেখা না হয়।*

সকালটা মেরীর যাচ্ছেতাই কাটল। জেমস স্টিকলি খোলাখুলি ওর বিরুদ্ধাচরণ করছেন। দুপুরে খাওয়ার রুচিটাই চলে গেল মেরীর। সিদ্ধান্ত নিল লাঞ্চের সময়টা সে ওয়াশিংটন শহরে ঘুরে বেড়াবে। এতে যদি রাগ খানিকটা প্রশমিত হয়।

ফরেন সার্ভিস বিল্ডিং-এর ফুটপাতের সামনে ওর লিমুজিন দাঁড় করানো।

'গুড মর্নিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর,' বলল শোফার। 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'যেখানে খুশি, মার্ভিন। স্রেফ ড্রাইভ করো।'

'আচ্ছা, ম্যাম,' ফুটপাত থেকে গাড়ি নামিয়ে আনল মার্ভিন।

'এমব্যাসি রো দেখবেন?'

'দেখা যায়।' মুখের তেতো স্বাদটা থেকে মুক্তি চায় মেরী। বামে মোড় নিল মার্ভিন, চলল ম্যাসাচুসেটস এভিন্যু মুখে।

'এখান থেকে শুরু,' বলল মার্ভিন। চওড়া রাস্তায় উঠে এসেছে। কমাল গাড়ির গতি, বিভিন্ন দেশের এমব্যাসি দেখাতে লাগল। সূর্যশোভিত পতাকা দেখে জাপানী দূতাবাস চিনতে পারল মেরী। ভারতীয় দূতাবাসের দরজার সামনে একটি হাতি। চমৎকার দেখতে একটি মসজিদপাড়া কাটাল ওরা। উঠোনে সেজদার ভঙ্গিতে বসে নামাজ পড়ছে মুসল্লিরা। টুয়েন্টিথার্ড স্ট্রিটের মোড়ে চলে এল ওরা, পার হলো পাথরের সাদা একটি ভবন। ভবনের তিনধাপ সিঁড়ির দুপাশে পিলার। 'ওটি রোমানিয়ান এমব্যাসী,' বলল মার্ভিস।

ওটার পাশে একটু থামো তো!'

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গেল লিমুজিন। জানালা দিয়ে ভবনের ফলকের লেখা পড়ল মেরী EMBASSY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA.

মেরী বলল,'তুমি একটু দাঁড়াও। আমি ভেতরে যাব, ওর হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে। যে দেশ সম্পর্কে সে এতদিন পড়িয়ে এসেছে সেদেশের সাথে তার সত্যিকারের প্রথম মোলাকাত হতে চলেছে—এ দেশ আগামী কয়েক বছরের জন্য হতে যাচ্ছে তার নিবাস।

বুক ভরে দম নিল মেরী। ডোর বেল বাজাল। নীরবতা। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে পা রাখল ও। রিসেপশন হল অন্ধকার এবং ভয়ানক ঠাণ্ডা। ঘরের বর্ধিত অংশে লাল একটি কাউচ,তার পাশে দুখানা চেয়ার। চেয়ারের সামনে ছোট একটি টিভিসেট। পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল মেরী। লম্বা,রোগা এক লোক দ্রুত নেমে আসছে সিড়ি বেয়ে।

'হ্যাঁ,হ্যাঁ,বলুন,বলুন।' বলল লোকটি।

মুখে হাসি ফোটাল মেরী। 'গুড মর্নিং, আমি মেরী অ্যাশলি। আমি রোমানিয়ার নতুন অ্যাম—'

নিজের মুখে নিজেই চড় বসিয়ে দিল লোকটি। 'ওহ্ মাই গড!'

বিস্মিত হলো মেরী। 'কী হলো?'

'হয়েছে এই যে আমরা আপনাকে এ মুহূর্তে আশা করিনি, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

'ওহ্ তা জানি। আমি গাড়ি নিয়ে এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম—'

'অ্যামবাসাডর কোরবেস্কু খুবই খুবই আপসেট হবেন।'

'আপসেট? কেন? আমি তাকে স্রেফ হ্যালো বলার জন্য—'

'অবশ্যই,অবশ্যই। ক্ষমা করবেন। আমার নাম গ্যাব্রিয়েন স্টইকা। আমি ডেপুটি চিফ অব মিশন। একটু দাঁড়ান। আমি আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে ঘরটি গরম করার ব্যবস্থা করি। আমরা কোনও মেহমান আশা করিনি বুঝতেই পারছেন।' লোকটি এমন দিশেহারা হয়ে গেছে যে মেরী একবার ভাবল চলে যাই। কিন্তু এখন বললেও যাওয়া যাবে না।

গ্যাব্রিয়েল স্টইকা ছুটে গিয়ে মাথার ওপরের বাতিগুলো জ্বেলে দিল। উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল রিসেপশান হল।

'ঘর গরম হতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে।' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল লোকটি। 'আমরা যতটা পারি জ্বালানি খরচটা কম করি। ওয়াশিংটন বড্ড ব্যয়বহুল শহর।'

মেরী ভাবছে এখন মেঝেটা ফাঁক হয়ে গেলে সে ওর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যেত। 'আমি যদি বুঝতে পারতাম...

'না,না! ইটস নাথিং,নাথিং। অ্যামবাসাডর ওপরে আছেন। আমি ওনাকে বলছি

আপনি এসেছেন।'

'থাক,কষ্ট—'

স্টইকা দোতলার সিঁড়ি ধরে ততক্ষণে ছুট লাগিয়েছে।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এল স্টইকা। প্লিজ আসুন। আপনি এসেছেন বলে অ্যামবাসাডর খুশি হয়েছেন। খুশি হয়েছেন।'

'আপনি ঠিক জানেন তো—?'

'উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

মেরীকে দোতলায় নিয়ে গেল সে। সিঁড়ির মাথায় একটি কনফারেন্স রুম, লম্বা একটি টেবিল ঘিরে রেখেছে তেরো/চৌদ্দটি চেয়ার। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো কেবিনেটে রোমানিয়ান নানান ভাস্কর্য। দেয়ালে সাঁটানো রোমানিয়ার একটি রিলিফ ম্যাপ।

একটি ফায়ারপ্লেসের ওপর রোমানিয়ার পতাকা দেখতে পেল মেরী। ওকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন অ্যামবাসাডর রাদু কোরবেস্কু। পরনে শার্ট, তার ওপরে একটি জ্যাকেট। তিনি বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ। গায়ের রঙ টকটকে। এক ভৃত্য দ্রুত আলো জ্বেলে অন করে দিল হিটার।

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর,' চেঁচিয়ে উঠলেন কোরবেস্কু। 'হোয়াট অ্যান আনএক্সপেক্টেড অনার! আপনাকে এভাবে ইনফরমালি স্বাগত জানাতে হলো বলে ক্ষমা করবেন। আপনার স্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট বলেনি যে আপনি আসছেন!'

'দোষ আমারই,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুর ফোটাল মেরী কণ্ঠে। 'দূতাবাসের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম—'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দবোধ করছি। আ প্লেজার! আপনার চেহারা কতবার যে দেখেছি টিভি পর্দায় এবং কাগজে। আমাদের দেশের নতুন রাষ্ট্রদূতের ব্যাপারে আমরা খুবই কৌতূহলী। চা চলবে তো?'

'আ—ইয়ে যদি আপনার খুব বেশি সমস্যা না হয়—'

'সমস্যা? কী যে বলেন! আমি ক্ষমা চাইছি কারণ আপনার জন্য ফর্মাল লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমায় মাফ করে দেবেন। আমি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করছি।'

আসলে বিব্রতবোধ করছি আমি। ভাবছে মেরী। আমি পাগলের মতো হুট করে এমন কাজ করতে গেলাম কেন? গাধা, গাধা, গাধা। বাচ্চাদেরকে এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। এ ঘটনা আমি কাউকে কোনোদিন বলব না।

চা এল। রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত এমন নার্ভাস হয়ে আছেন, চা ঢালতে গিয়ে ছলকে পড়ে গেল। 'একটা কাজও যদি আমি ঠিকমতো করতে পারি! আমায় মাফ করবেন।'

মেরী প্রার্থনা করল এ মানুষটা যেন এ-ধরনের কথা আর না বলেন।

অ্যামবাসাডর মেরীর সঙ্গে কথা চালিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা করলেন। তিনি অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছিলেন। মেরীও। তাঁর অসংলগ্ন কথা শেষ হলে আসন ছাড়ল মেরী।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ইয়োর এক্সেলেন্সি। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। বিদায়।'

মেরী যেন পালিয়ে বাঁচল ওখান থেকে।

মেরী মাত্র অফিসে ঢুকেছে, সঙ্গে সঙ্গে জেমস স্টিকলির ঘরে ওর ডাক পড়ল।

'মিসেস অ্যাশলি,' শীতল গলায় বললেন তিনি, 'আপনি কি আমাকে বলবেন আপনি আসলে কী করছেন?'

নাহ্, গোপন কথাটা আর গোপন রাখা গেল না, ভাবল মেরী। 'ওহ্, আপনি রোমানিয়ান দূতাবাসের কথা বলছেন? আ—আমি ভাবলাম ওদিক দিয়ে যাচ্ছি যখন গাড়ি থেকে একটু নেমে হ্যালো বলে যাই—'

'এটা গেট-টুগেদারের কোনও বিষয় নয়,' ঘাউ করে উঠলেন স্টিকলি। 'ওয়াশিংটনে আপনি মন চাইলেই কোনো দূতাবাসে ঢুঁ মারতে যেতে পারেন না। একজন রাষ্ট্রদূত যখন অপর কোনও রাষ্ট্রদূতকে ফোন করেন, সেটা শুধু দাওয়াত দেয়ার জন্য করেন। আপনি কোরবেস্কুকে ভয়ানক বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন। আমি তাঁকে বলেছি স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফর্মাল প্রতিবাদলিপি পাঠানো হবে। তাঁর ধারণা আপনি ওখানে গিয়েছিলেন তাঁর ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে।

'কী!'

'মনে রাখবেন আপনি কোনও সাধারণ নাগরিক নন—আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একজন প্রতিনিধি। পরবর্তীতে যদি কখনও ব্যক্তিগত কোনও বিষয় নিয়ে আপনার চুলবুলি ওঠে, আগে ব্যাপারটা আমাকে জানাবেন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার—আমি কি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি কথাটা?'

ঢোক গিলল মেরী। 'জ্বী, পেরেছেন।'

'বেশ।' তিনি ফোন তুলে একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন।

'মিসেস অ্যাশলি এখন আমার সঙ্গে আছেন। আপনি কি ভেতরে একবার আসবেন? আচ্ছা,' রিসিভার রেখে দিলেন তিনি।

চুপচাপ বসে রইল মেরী। নিজেকে মনে হচ্ছে বাচ্চা একটি মেয়ে যাকে এইমাত্র কষে ধমকানো হলো। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল মাইক স্লেড।

মেরীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। 'হাই। আমি আপনার হুকুম শুনেছি। দাড়ি কামিয়ে এসেছি।'

স্টিকলি ওদের দুজনের ওপর পালা করে চোখ বুলালেন।

'আপনারা একে অপরকে চেনেন নাকি?'

মেরী কটমট করে তাকিয়ে আছে স্লেডের দিকে। 'না, সেভাবে চিনি না। এ লোক আমার টেবিলের ওপরে পা তুলে বসে ছিল।'

জেমস স্টিকলি বললেন, 'মিসেস অ্যাশলি এ হলো মাইক স্লেড। মি. স্লেড আপনার ডেপুটি চিফ অব-মিশন হবেন।'

মেরী হাঁ হয়ে গেল। 'উনি কী হবেন?'

'মি. স্লেড ইস্ট ইউরোপিয়ান ডেস্কে আছেন। উনি সাধারণত ওয়াশিংটনে বসে কাজ করেন। তবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে উনি রোমানিয়ায় আপনার ডেপুটি চিফ হিসেবে কাজ করবেন।'

মেরীর মনে হলো ও চেয়ার থেকে পড়ে যাবে। 'না!' আপত্তি জানাল ও। 'এ অসম্ভব!'

মাইক মোলায়েম গলায় বলল, 'আমি প্রতিদিন দাড়ি কামাব কথা দিলাম।'

মেরী ঘুরল স্টিকলির দিকে। 'আমার ধারণা ছিল একজন অ্যামবাসাডর তার ডেপুটি চিফ অব মিশন নির্বাচনের স্বাধীনতাটুকু ভোগ করেন।'

'তা ঠিক। তবে—'

'সেক্ষেত্রে মি. স্লেডকে আমার ডেপুটি হিসেবে পছন্দ হচ্ছে না। তাকে আমার দরকার নেই।'

'সাধারণ পরিস্থিতিতে আপনি আপনার অধিকার ভোগ করতে পারতেন তবে এক্ষেত্রে, আপনার সামনে কোনও বিকল্প নেই। নির্দেশটা এসেছে হোয়াইট হাউজ থেকে।'

মেরী কোনোভাবেই মাইক স্লেডকে এড়িয়ে চলতে পারছে না। লোকটা যেন সবখানে আছে। মেরীর সঙ্গে সে ছায়ার মতো লেগে থাকল। ও যেখানে গেল সেখানে— পেন্টাগন, সিনেট ডাইনিং রুম, স্টেট ডিপার্টরুমের করিডর, সবখানে। তার পরনে থাকল হয় ডেনিম এবং টি-শার্ট নতুবা স্পোর্টস ড্রেস। এরকম ফর্মাল পরিবেশের মধ্যে এ লোক কী করে এরকম পোশাক পরে চলাফেরা করে বুঝে পায় না মেরী।

একদিন মেরী দেখল কর্নেল ম্যাককিনির সঙ্গে লাঞ্চ করছে মাইক। গভীর মনোযোগে কথা বলছে। *ওরা কি পুরোনো বন্ধু?* ভাবছে মেরী। *ওরা কি আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়ার মতলব করছে? আমি আসলে পাগল হয়ে যাচ্ছি।* নিজেকে শোনাল ও। *অথচ এখন পর্যন্ত রোমানিয়াতেই যাইনি।*

সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটির প্রধান চার্লি ক্যাম্পবেল করকোরান গ্যালারিতে মেরীর সম্মানে পার্টি দিলেন। মেরী ঘরে ঢুকে দেখল দামি দামি গাউন পরা সব অভিজাত নারী হাঁটাচলা করছে। *এখানে আমাকে আসলে মানায় না। এদের দেখে মনে হয় এরা*

জন্মেছেই সোনার চামচ মুখে নিয়ে।

তবে মেরী জানে না ওকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল।

পার্টিতে ডজনেরও বেশি ফটোগ্রাফার এসেছে। তারা সবচেয়ে বেশি ছবি তুলল মেরীর। আধডজন পুরুষের সঙ্গে নাচল মেরী। এদের কেউ বিবাহিত, কেউবা অবিবাহিত, প্রায় সবাই ওর ফোন নাম্বার চাইল। মেরী ওদের কারও ব্যাপারে আগ্রহ দেখাল না।

'আমি দুঃখিত,' সবাইকে বলল মেরী। 'আমি কাজ এবং সংসার নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকি যে বাইরে যাবার সময় করে উঠতে পারি না।'

এডোয়ার্ড ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে থাকার কথা কল্পনাও করতে পারে না মেরী। ও ওর জীবনে আর কোনও পুরুষকে আসার সুযোগ দেবে না।

চার্লি ক্যাম্পবেল, তাঁর স্ত্রী এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের আধডজন লোকের সঙ্গে একটি টেবিলে বসেছে মেরী। আলোচনার বিষয় অ্যামবাসাডররা। এদের নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা হচ্ছে।

'বছর কয়েক আগে মাদ্রিদে,' বললেন একজন অতিথি। 'ব্রিটিশ এমব্যাসীর সামনে শতশত ছাত্র বিক্ষোভ করছিল। তারা ভবনের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর একজন মন্ত্রী ফোন করলেন, 'আপনার দূতাবাসে যা ঘটছে শুনে আমি দুঃখিত,' বললেন তিনি। 'আমি কি আরও পুলিশ পাঠিয়ে দেব?' 'না,' জবাব দিলেন রাষ্ট্রদূত। 'কয়েকজন ছাত্রকে পাঠিয়ে দিন।'

মেরী সন্ধেটা বেশ উপভোগ করল। ওর আশপাশের মানুষগুলো রসিক এবং বুদ্ধিমান। ওর সারারাত এখানেই থাকতে মনে চাইছে। মেরীর পাশের লোকটি ওকে বলল, 'কাল সকালে আপনাকে ঘুম থেকে উঠতে হবে না?'

'না,' বলল মেরী। 'কাল রোববার। আমি দেরীতে ঘুম থেকে উঠব।'

একটু পরে হাই তুলল এক মহিলা। 'মাফ করবেন। আমি একটু ক্লান্তবোধ করছি।'

'আমিও,' হাসিমুখে বলল মেরী।

ওর মনে হলো ঘরটা অস্বাভাবিক শান্ত। চারদিকে তাকাল ও। সবাই ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কী ব্যাপার–ঘড়ি দেখল মেরী। রাত আড়াইটা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। স্টানটন রজার্স বলেছিলেন ডিনার পার্টিতে *গেস্ট অব অনার সবার আগে পার্টি ত্যাগ করেন।*

আর মেরী আজকের পার্টির গেস্ট অব অনার! ওহ, মাই গড, আমি সবার ঘুম নষ্ট করছি!

আসন ছাড়ল মেরী। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'গুড নাইট, এভরিবডি। আজকের

সন্ধেটা খুব ভালো কাটল।'

দ্রুত দরজায় কদম বাড়াল মেরী, শুনতে পেল পেছনে সবাই একযোগে চেয়ার ছেড়েছে চলে যাবার জন্য।

পরদিন সকালে হলওয়েতে মেরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মাইক স্লেডের। সে দাঁত কেলিয়ে হাসল। 'শুনলাম আপনি শনিবার রাতে ওয়াশিংটনের অর্ধেক মানুষকে নাকি জাগিয়ে রেখেছেন,' লোকটার উন্নাসিক ভাব গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল মেরীর।

মাইক স্লেডকে হনহন করে পাশ কাটাল ও, ঢুকল জেমস স্টিকলির অফিসে।

'মি. স্টিকলি, আমার মনে হয় না রোমানিয়ায় আমাকে এবং মি. স্লেডকে একসঙ্গে কাজ করতে পাঠানোটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

একটা পত্রিকা পড়ছিলেন স্টিকলি, মুখ তুলে তাকালেন। 'আচ্ছা? তা সমস্যা কী?'

'ওর—ওর ভাবভঙ্গি আমার পছন্দ নয়। মি. স্লেড কর্কশ এবং উদ্ধত। মি. স্লেডকে আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমি জানি মাইক খানিকটা খেয়ালি স্বভাবের মানুষ, তবে—'

'খেয়ালি? উনি একটা থার্ডক্লাস মানুষ। তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে পাঠানোর জন্য আমি অফিশিয়ালি অনুরোধ করছি।'

'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

'জ্বী।'

'মিসেস অ্যাশলি, ঘটনাক্রমে মাইক স্লেড পূর্ব-ইউরোপীয় বিষয়ে আমাদের একজন সেরা ফিল্ড-এক্সপার্ট। আপনার কাজ হলো স্থানীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করা। আমার কাজ হলো আপনাকে এ ব্যাপারে সর্বতো সহযোগিতা প্রদান করা। আর সে সাহায্যের নাম মাইক স্লেড। আমি এ বিষয় নিয়ে আর কোনও কথা শুনতে চাই না। আমি কি বোঝাতে পেরেছি?'

লাভ হবে না, ভাবল মেরী, *অভিযোগ করে কোনও লাভ হবে না।*

নিজের অফিসে ফিরে এল মেরী। হতাশ এবং ক্রুদ্ধ। *যদি স্টানের সঙ্গে কথা বলা যেত,* ভাবছে ও। *উনি ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন। কিন্তু ওটা হবে দুর্বলতা প্রকাশ। মাইক স্লেডকে আমার নিজেকে সামলাতে হবে।*

'দিবাস্বপ্ন দেখছেন?'

চমকে উঠে মুখ তুলে চাইল মেরী। মাইক স্লেড তার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একগাদা মেমো।

'এগুলো আপনাকে আজ রাতের ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখবে,' বলল সে। ডেস্কে রাখল জিনিসগুলো।

'আমার অফিসে ঢোকার আগে নক করবেন।'

বিদ্রূপের চোখে ওকে দেখছে মাইক স্লেড। 'আচ্ছা, আমার কেন মনে হচ্ছে যে আপনি আমাকে পছন্দ করেন না?'

মেরীর রক্ত আবার টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। 'কেন পছন্দ করি না, জানেন? কারণ আপনি একটা উদ্ধত, বিশ্রী, উদ্ভট—'

একটা আঙুল তুলল মাইক। 'আপনার শব্দ বাছাইয়ের ক্ষমতা অসাধারণ।'

'আমাকে নিয়ে মশকরা করবেন না।' প্রায় চিৎকার দিল মেরী।

চট করে গলা নামাল স্লেড। 'বলছেন অন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে পারব না? ওয়াশিংটনের সবাই আপনার সম্পর্কে কী বলে, জানেন?'

'কে কী বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

'কিন্তু উচিত,' মেরীর ডেস্কের ওপর ঝুঁকল সে। 'সবাই বলাবলি করছে অ্যামবাসাডরের ডেস্কে বসার অধিকার আসলে আপনার নেই। আমি চার বছর রোমানিয়ায় থেকেছি, লেডি। ওই দেশটা ডিনামাইট। বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রয়েছে। আর সরকার বোকাসোকা এক বালিকাকে পাঠাচ্ছে ওই ডিনামাইট নিয়ে খেলা করার জন্য।'

দাঁতে দাঁত ঘষল মেরী।

'আপনি একজন অ্যামেচার, মিসেস অ্যাশলি। আপনাকে আসলে আইসল্যান্ডের অ্যামবাসাডর করে পাঠানো উচিত ছিল।'

মেজাজ হারাল মেরী। ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল। ঠাশ করে এক চড় বসিয়ে দিল স্লেডের গালে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাইক স্লেড। 'আপনি আসলে জবাবের জন্য অপেক্ষাও করেন না, তাই না?'

ষোলো

আমন্ত্রণপত্রে লেখা 'সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অব রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত আপনাকে এমব্যাসীতে ককটেল এবং ডিনার পার্টিতে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছেন।'

এমব্যাসীতে গিয়ে সেবার কীরকম বোকা বনে গিয়েছিল মেরী, মনে পড়ে গেল ওর। *এবারে আর ওরকম কিছু ঘটবে না। ওটা এখন অতীত। আর আমি এখন ওয়াশিংটনের অংশ।*

নতুন কেনা পোশাকটা পরল মেরী। লম্বা স্লিভের, কালো, কাট ভেলভেটের ইভনিং ড্রেস। পায়ে কালো সিল্ক হাই-হিল শূ এবং গলায় মুক্তোর নেকলেস।

বেথ মন্তব্য করল, 'তোমাকে ম্যাডোনার চেয়েও সুন্দর লাগছে।' মেরী আলিঙ্গন করল মেয়েকে। 'আমি অভিভূত। তোমরা নিচতলার ডাইনিংরুমে ডিনার সেরে ওপরে এসে টিভি দেখো। আমি সকাল সকাল বাড়ি ফিরব। কাল আমরা মাউন্ট ভারননে প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের বাড়িতে ঘুরতে যাব।'

'হ্যাভ আ গুড টাইম, মম।'

বেজে উঠল ফোন। ডেস্ক ক্লার্ক। 'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, মি. স্টিকলি আপনার জন্য লবিতে অপেক্ষা করছেন।'

একা যেতে পারলেই ভালো হত, ভাবল মেরী। *আমার ওই লোককে দরকার ছিল না।*

রোমানিয়ান দূতাবাসকে গতবারের চেয়ে একদম আলাদা মনে হলো মেরীর। উৎসব উৎসব একটা ভাব। দরজায় ওদেরকে স্বাগত জানাল গ্যাব্রিয়েল স্টইকা, ডেপুটি চিফ অব মিশন।

'গুড ইভনিং, মি. স্টিকলি। হাউ নাউস টু সি ইউ।'

মেরীর দিকে তাকিয়ে জেমস স্টিকলি ইঙ্গিত করলেন, 'ইনি আপনার দেশে আমাদের অ্যামবাসাডর।'

স্টইকার চেহারায় মেরীকে চিনতে পারার কোনও চিহ্ন ফুটল না।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। প্লিজ, আমার সঙ্গে আসুন।'

হলওয়ে ধরে এগোবার সময় মেরী লক্ষ করল সবগুলো ঘরে ঝলমল করছে আলো, একটুও ঠাণ্ডা লাগছে না। দোতলা থেকে যন্ত্রসংগীতের মৃদু মূর্ছনা ভেসে এল। সর্বত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে ফুলদানি।

অ্যামবাসাডার কোরবেস্কু একদল লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, এমন সময় জেমস স্টিকলি এবং মেরী অ্যাশলিকে দেখতে পেলেন তিনি।

'আহ্, গুড ইভনিং, মি. স্টিকলি।'

'গুড ইভনিং, অ্যামবাসাডর। রোমানিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করছেন ইনি।'

মেরীর দিকে তাকিয়ে ভাবলেশশূন্য গলায় কোরবেস্কু বললেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

মেরী আশা করল চোখ পিটপিট করবেন অ্যামবাসাডর। কিন্তু তিনি তা করলেন না।

ডিনারে শতাধিক অতিথি এসেছেন। পুরুষদের পরনে ডিনার জ্যাকেট, মহিলারা পরেছেন লুইস এস্তেভেজ এবং অস্কা ডি লা রেস্টার ডিজাইন করা চমৎকার সুন্দর গাউন। এর আগেরবার ওপরতলায় প্রকাণ্ড যে টেবিলটি দেখেছিল মেরী, ওটার চারপাশে ছোট ছোট বেশকিছু টেবিল ফেলা হয়েছে। পরিষ্কার ইউনিফর্ম পরা বাটলার হাতে শ্যাম্পেনের ট্রে নিয়ে অতিথিদের কাছে ছুটে যাচ্ছে।

'আপনি ড্রিংক নেবেন?' জিজ্ঞেস করলেন স্টিকলি।

'না, ধন্যবাদ,' জবাব দিল মেরী। 'আমি ড্রিংক করি না।'

'তাই নাকি? খুবই দুঃখের কথা।

বিস্মিত মেরী। 'কেন!'

'কারণ মদ্যপান চাকরির অংশবিশেষ। আপনি যে-কোনও ডিপ্লোম্যাটিক ডিনার পার্টিতেই যান না কেন, টেস্ট করতে হবে। মদ না খেলে হোস্টকে অপমান করা হয়। মাঝে মাঝে আপনাকে মদের গ্লাসে দু-একটি চুমুক দিতেই হবে।'

'মনে থাকবে কথাটা,' বলল মেরী।

ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল ও। দেখতে পেল মাইক স্লেডকে। ওকে চিনে উঠতে একমুহূর্ত সময় লাগল মেরীর। ডিনার জ্যাকেট পরেছে স্লেড, মনে মনে স্বীকার করল মেরী, সান্ধ্যপোশাকে লোকটাকে মোটেই খারাপ লাগছে না। তার বাহুডোরে বন্দিনী এক উদ্ভিন্নযৌবনা স্বর্ণকেশী। মেয়েটার গায়ে পোশাক থাকতে চাইছে না। খুলে পড়ে

যেতে চাইছে। *সস্তা, মনে মনে বলল মেরী। ওর যেমন রুচি, মেয়েটাকেও বেছে নিয়েছে তেমনি। বুখারেস্টে যে ওর জন্য কত মেয়ে অপেক্ষা করে আছে খোদা মালুম।*

মেরী লক্ষ করল ফুলড্রেস ইউনিফর্ম পরা কর্নেল ম্যাককিনি মাইকের কাছে এগিয়ে এসেছেন। মাইক স্বর্ণকেশীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্নেলের সাথে ঘরের এককোনায় গিয়ে কথা বলতে লাগল। *এদের ওপর নজর রাখতে হবে*, সিদ্ধান্ত নিল মেরী।

শ্যাম্পেন হাতে এক ভৃত্য পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। 'আমি একটা ড্রিংক নেব,' বলল মেরী।

জেমস স্টিকলি দেখলেন ঢকঢক করে গ্লাসটা শেষ করে ফেলেছে মেরী। 'ওকে। এবার কাজ শুরু করার সময়।'

'কাজ শুরু করার সময়?'

'এসব পার্টিতে নানান কাজ এবং চুক্তি হয়। এজন্যই দূতাবাসগুলো পার্টি দেয়।'

মেরীর সঙ্গে বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূত, সিনেটর, গভর্নরসহ ওয়াশিংটনের অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনীতিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। রোমানিয়া বর্তমানে হট টিকেটে পরিণত হয়েছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রায় কেউই দাওয়াত থেকে বাদ পড়েননি। মাইক স্লেড এগিয়ে এল জেমস স্টিকলি এবং মেরীর দিকে, বাহুবন্দি সেই স্বর্ণকেশী।

'গুড ইভনিং,' খুশি-খুশি গলায় বলল মাইক। 'আসুন, ডেবি ডেনিসনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এঁরা হলেন জেমস স্টিকলি এবং মেরী অ্যাশলি।'

ইচ্ছে করে চড়টা মারা হলো। মেরী শীতল গলায় বলল, 'আমি অ্যামবাসাডর অ্যাশলি।'

মাইক ঠাশ করে চাপড় বসাল কপালে। 'দুঃখিত। অ্যামবাসাডর অ্যাশলি। মিস ডেনিসনের বাবাও একজন অ্যামবাসাডর। উনি ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট। গত পঁচিশ বছরে উনি আধডজন দেশে কাজ করেছেন।

ডেবি বলল, 'নানান দেশে বড় হয়ে উঠেছি আমি।'

মাইক বলল, 'ডেবি প্রচুর দেশে ঘুরেছে।'

মেরী তরল গলায় বলল, 'ঘোরাটাই স্বাভাবিক।'

মেরী প্রার্থনা করল ডিনারে যেন মাইকের পাশে ওকে বসতে না হয়। ওর প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। মাইক আরেকটি টেবিলে বসল অর্ধনগ্ন সেই স্বর্ণকেশীর সঙ্গে। মেরীর টেবিলে ডজনখানেক মানুষ। এদের কেউ কেউ পরিচিত মুখ। পত্রিকার প্রচ্ছদ এবং টিভিতে এদের চেহারা দেখেছে মেরী।

মেরীর বিপরীত টেবিল দখল করেছেন জেমস স্টিকলি। মেরীর বাঁ পাশে বসা লোকটি অদ্ভুত একটি ভাষায় কথা বলছে, বুঝতে পারছে না মেরী। তার ডানে লম্বা, রোগা-পাতলা, মধ্যবয়স্ক সোনালি চুলের একজন সুদর্শন মানুষ।

'আপনার ডিনারসঙ্গী হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি,' লোকটি বলল মেরীকে। 'আমি আপনার সাংঘাতিক ভক্ত।'

লোকটির উচ্চারণে স্কান্ডিনেভিয়ান টান আছে।

'ধন্যবাদ,' *আমার ফ্যান কেন?* অবাক মেরী। *আমি তো কিছু করিনি।*

'আমি ওলাফ পিটারসন। আমি সুইডেনের কালচারাল অ্যাটাশে।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. পিটারসন।'

'আপনি কখনও সুইডেন গেছেন?'

'না, সত্যি বলতে কী, দেশের বাইরে যাবার সুযোগ হয়নি আমার।'

হাসল পিটারসন। 'দেখার মতো অনেক জায়গাই আছে।'

'হয়তো একদিন আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে আপনার দেশে যাব।'

'আপনার বাচ্চা আছে? বয়স কত ওদের?'

'টিম দশ, বেথ বারো। ওদের ছবি দেখুন,' মেরী পার্স খুলে বাচ্চাদের ছবি বের করল। লক্ষ করল জেমস স্টিকলি ওর দিকে তাকিয়ে বিরস বদনে মাথা নাড়ছেন।

ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখল ওলাফ পিটারসন। 'খুব সুন্দর আপনার বাচ্চাগুলো!' বলল সে। 'ওরা ওদের মায়ের চেহারা পেয়েছে।'

'ওরা ওদের বাপের চোখ পেয়েছে।'

বাবা—না মা, কার সঙ্গে বাচ্চাদের চেহারার মিল রয়েছে এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মশকরা করত মেরী। *বেথ তোমার মতোই সুন্দরী হবে,* বলত এডোয়ার্ড। *টিম কার মতো দেখতে জানি না। তুমি ঠিক জানো তো ও আমার বাচ্চা?*

ওদের খেলাচ্ছলের ঝগড়ার অবসান ঘটত বিছানায় ঝড় তোলার মাধ্যমে।

ওলাফ পিটারসন কিছু বলছিল মেরীকে।

'জ্বী?'

'বলছিলাম আপনার স্বামীর অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর খবর কাগজে পড়েছি। আমি দুঃখিত। পুরুষ ছাড়া একজন নারীর জীবনযাপন সত্যি খুব কষ্টের।' তার কণ্ঠে সহানুভূতি।

মেরী টেবিল থেকে ওয়াইনের গ্লাস তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিল। ঠাণ্ডা এবং চনমনে। গ্লাসটা শূন্য করে ফেলল ও। পেছন দাঁড়িয়ে থাকা, সাদা-মোজা-পরা ওয়েটার সঙ্গে সঙ্গে ভরে দিল গ্লাস।

'রোমানিয়া যাচ্ছেন কবে?' জানতে চাইল পিটারসন।

'কয়েকদিনের মধ্যেই,' ওয়াইনের গ্লাস উঁচু করে ধরল মেরী। 'বুখারেস্টের উদ্দেশে,' ওয়াইন পান করল ও। বেশ স্বাদ। সবাই জানে ওয়াইনে অ্যালকোহলের পরিমাণ কম।

ওয়েটার এগিয়ে এল গ্লাস ভরে দিতে। মাথা ঝাঁকাল মেরী।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশের সুসজ্জিত, নানান দেশের অতিথিদেরকে দেখল। তারপর আরেক গ্লাস ওয়াইন নিল।

'বাড়ির উদ্দেশে,' গ্লাসটা তুলে বলল মেরী।' আমি কখনও মদ খাইনি,' এক ঢোক ওয়াইন গিলল ও। 'ইন ফ্যাক্ট, আমি কখনোই কিছু পান করিনি।' ওর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

'তবে পানি ছাড়া অবশ্যই।'

ওলাফ পিটারসন ওকে হাসিমুখে লক্ষ করছে।

মাঝখানের টেবিল ছেড়ে সিধে হলেন রোমানিয়ান রাষ্ট্রদূত করবেস্কু। 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন—সম্মানিত অতিথিবৃন্দ—আমি এখন টোস্ট করার প্রস্তাব দিচ্ছি।'

প্রথাগত আচার শুরু হয়ে গেল। টোস্ট করা হলো রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার আইওনেস্কুর উদ্দেশ্যে। টোস্ট করা হলো ম্যাডাম আলেকজান্ডার আইওনেস্কুর উদ্দেশ্যে। টোস্ট করা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, রোমানিয়ান পতাকা এবং আমেরিকান পতাকার উদ্দেশে। মেরীর মনে হলো এ সহস্র টোস্টের বুঝি শেষ নেই। সে প্রতিটি টোস্টের সঙ্গে মদের গ্লাসে চুমুক দিল। 'আমি একজন অ্যামবাসাডর,' নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও। 'এটা আমার কর্তব্য।'

টোস্টের মাঝখানে রোমানিয়ান রাষ্ট্রদূত বললেন, 'আমরা এখন রোমানিয়ায় আমাদের নতুন আমেরিকান অ্যামবাসাডরের কাছ থেকে দু'একটি কথা শুনব।'

মেরী গ্লাস তুলে টোস্ট করতে গেল, হঠাৎ বুঝতে পারল ওকে আসলে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে ওকে বেশ কসরত করতে হলো। ভারসাম্য বজায় রাখতে টেবিলের একটা কোনা ধরে থাকল। অতিথিদের তাকিয়ে হাত নাড়ল মেরী। 'হাই, এভরিবডি। আপনারা সবাই সময়টা উপভোগ করছেন তো?'

এমন আনন্দ জীবনে লাগেনি মেরীর। ঘরের সবাইকে বন্ধুর মতো মনে হচ্ছে। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। জেমস স্টিকলির দিকে ফিরে মুচকি হাসি দিল মেরী।

'এটি একটি চমৎকার পার্টি,' বলল মেরী। 'আপনারা সবাই এসেছেন বলে আমি

আনন্দিত।' সে ধপাশ করে বসে পড়ল চেয়ারে। 'ওরা আমার ওয়াইনের মধ্যে কিছু একটা মিশিয়ে দিয়েছে।'

ওলাফ মৃদু চাপ দিল মেরীর হাতে। 'আপনার এখন দরকার তাজা বাতাস। এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'ঠিক বলেছেন। দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার মাথাটাও কেমন ঘুরছে।'

'চলুন, বাইরে যাই।'

মেরীকে সিধে হতে সাহায্য করল ওলাফ। মেরী অবাক হয়ে লক্ষ করল ও ঠিকমতো কদম ফেলতেও পারছে না। জেমস স্টিকলি তাঁর ডিনারসঙ্গীর সঙ্গে আলোচনায় গভীর মগ্ন, মেরী চলে যাচ্ছে খেয়াল করলেন না। মাইক স্লেডের টেবিলের পাশ দিয়ে এগোল মেরী এবং ওলাফ পিটারসন। কপালে অসন্তুষ্টির চিহ্ন এঁকে ওদেরকে লক্ষ করল মাইক।

ও ঈর্ষান্বিত, ভাবল মেরী। *কারণ ওকে কেউ বক্তৃতা করতে ডাকেনি।*

পিটারসনকে মেরী বলল, 'ওর সমস্যাটা কী জানেন? ও কখনো অ্যামবাসাডর হতে পারবে না। আমি কাজটা পেয়েছি এটা সে সহ্যই করতে পারছে না।'

'কার কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল ওলাফ পিটারসন।

'বিশেষ কারও কথা নয়।'

বাইরের ঠাণ্ডা, রাতের বাতাসে বেরিয়ে এল ওরা। মেরীকে ধরে রেখেছে ওলাফ। সবকিছু কেমন ঝাপসা ঠেকছে মেরীর কাছে।

'আমার লিমুজিনটা এখানেই কোথাও থাকার কথা,' বলল মেরী।

'লিমুজিনের কথা বাদ দিন,' বলল ওলাফ। 'আমার বাড়ি চলুন। একটু বিশ্রাম নেবেন।'

'আর মদ খাব না।'

'না, না। অল্প একটু ব্রান্ডি খেলে চাঙা লাগবে শরীর।'

'সোডাসহ?'

'অবশ্যই।'

একটা ট্যাক্সিতে মেরীকে নিয়ে উঠল ওলাফ পিটারসন।

ড্রাইভারকে বলে দিল গন্তব্য। বিশাল একটি অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের সামনে এসে থামল ট্যাক্সি। ওলাফের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল মেরী। 'আমরা কোথায় এসেছি?'

'বাড়িতে,' বলল ওলাফ। মেরীকে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল। ধরে রাখল ওকে যাতে পড়েটড়ে না যায়।

'আমি কি মাতাল হয়ে গেছি?' জিজ্ঞেস করল মেরী।

'অবশ্যই না।' মসৃণ গলায় বলল ওলাফ।

'আমার কেমন যেন লাগছে।'

পিটারসন ওকে নিয়ে ভবনের লবিতে চলে এল। এলিভেটরের বোতাম টিপল। 'একটু ব্রান্ডি খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এলিভেটরে উঠে পড়ল ওরা। ওলাফ টিপে দিল একটি বোতাম।

'আপনি কি জানেন আমি চা বা মদ কিছু খাই না?'

'না, জানতাম না।'

'আমি সত্যি ওসব স্পর্শ করি না।'

ওলাফ মেরীর নগ্ন বাহুতে হাত বোলাচ্ছে।

খুলে গেল এলিভেটর ডোর, মেরীকে নিয়ে নেমে পড়ল ওলাফ। এক হাতে মেরীকে জড়িয়ে ধরে অন্যহাতে পকেট থেকে চাবি বের করল। খুলে ফেলল দরজা। ঢুকল ভেতরে। অ্যাপার্টমেন্টে মৃদু আলো জ্বলছে।

'এত অন্ধকার কেন এখানে,' বলল মেরী।

ওলাফ প্যাটারসন মেরীকে জড়িয়ে ধরল। 'আমি অন্ধকার পছন্দ করি। তুমি করো না?'

মেরী কি অন্ধকার পছন্দ করে? জানে না ও।

'তুমি যে খুব সুন্দরী তা কি তুমি জানো?'

'ধন্যবাদ। তুমিও খুব সুন্দর।'

মেরীকে নিয়ে একটা কাউচে বসল ওলাফ। মাথা ঝিমঝিম করছে মেরীর। ওলাফ ঠোঁট চেপে ধরল মেরীর অধরে। টের পেল একটা হাত সরসর করে উঠে আসছে ঊরুতে।

'তুমি কী করছ?'

'জাস্ট রিলাক্স, ডার্লিং। খুব মজা পাবে।'

সত্যি মজা লাগছে। ওর হাতের স্পর্শ মোলায়েম, এডোয়ার্ডের মতো।

'ও খুব ভালো ডাক্তার ছিল,' বলল মেরী।

'তা তো অবশ্যই।' মেরীকে নিজের শরীর দিয়ে চাপ দিচ্ছে ওলাফ।

'যখনই কারও কোনও অপারেশনের প্রয়োজন হতো, ডাক পড়ত এডোয়ার্ডের।'

মেরীকে কাউচে চিৎ করে শুইয়ে ফেলেছে ওলাফ। মোলায়েম হাতজোড়া কোমরের ওপর তুলে নিচ্ছে পোশাক, ওর শরীর ম্যাসেজ করছে। এডোয়ার্ডের হাত। চোখ বুজল মেরী। টের পেল একজোড়া ঠোঁট ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর শরীরময়–নরম ঠোঁট এবং মোলায়েম জিভ। এডোয়ার্ডের জিভের স্পর্শও ছিল এরকম।

'দারুণ লাগছে, ডার্লিং,' বলল মেরী। 'আমাকে নাও, প্লিজ আমাকে নাও।'

'এই তো নিচ্ছি। এখন।' পুরুষালি গলার স্বরটা খসখসে। তারপর কর্কশ। এডোয়ার্ডের কণ্ঠ কখনোই এরকম ছিল না।

চোখ মেলে চাইল মেরী। অচেনা এক লোক ওর শরীরের ওপর। লোকটা ওর শরীরে কোমর দিয়ে ধাক্কা মারছে। চিৎকার করে উঠল মেরী। 'নো! স্টপ ইট!'

গড়ান দিয়ে সরে গেল মেরী, দড়াম করে পড়ল মেঝেতে। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল।

ওলাফ পিটারসন হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'কিন্তু—'

'না!'

অ্যাপার্টমেন্টের চারপাশে উদ্ভ্রান্ত চোখে তাকাল মেরী।

'আমি দুঃখিত,' বলল ও। 'আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। আপনি ভাববেন না যে আমি—'

ঘুরল মেরী, দৌড় দিল দরজা লক্ষ করে।

'দাঁড়াও! তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

মেরী ততক্ষণে চলে গেছে।

জনশূন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটছে মেরী, কনকনে হাওয়ার চাবুক লাগছে গায়ে। অনুতাপের আগুনে পুড়ছে ও। যা করেছে তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। নেই যুক্তি। সে নিজের অবস্থানকে অসম্মান করেছে। আর কী নির্বোধের মতোই না কাজটা করেছে! ওয়াশিংটনের অর্ধেক কূটনীতিকের সামনে মাতাল হয়েছে মেরী, গিয়েছে এক অচেনা মানুষের ঘরে। এবং লোকটার কাছে নিজেকে প্রায় সমর্পণ করতে যাচ্ছিল মেরী। কাল সকালে ওয়াশিংটনের প্রতিটি গসিপ কলাম লেখকের টার্গেট হবে ও।

রোমানিয়ান দূতাবাসের ডিনারে অংশ নেয়া তিনজন লোকের কাছ থেকে গল্পটা শুনল বেন কোহন। সে ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কের কাগজগুলোতে চোখ বুলাল। ঘটনা সম্পর্কে একটা শব্দও লেখেনি কেউ। কেউ গল্পটা চেপে যেতে বলেছে। খুব প্রভাবশালী কেউ।

অফিসে, নিজের ক্ষুদ্র কিউবিকলে বসে আয়ান ভিলিয়ার্সের নাম্বারে ফোন করল বেন। 'হ্যালো, মি. ভিলিয়ার্স আছেন?'

'জ্বী। কে বলছেন?'

'বেন কোহন।'

'এক মিনিট, প্লিজ।' একটু পরেই লাইনে ফিরে এল মেয়েটা।

'আমি দুঃখিত, মি. কোহন। মি. ভিলিয়ার্স অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন।'

'তাঁর সঙ্গে কখন কথা বলা যাবে?'

'উনি আজ সারাদিনই ব্যস্ত থাকবেন।'

'আচ্ছা,' রিসিভার নামিয়ে রাখল বেন। তারপর আরেক খবরের কাগজের এক গসিপ কলামিস্টকে ফোন করল। ওয়াশিংটনে যাই ঘটুক না কেন এ মেয়ের কাছে সে সব খবর পৌঁছাবেই।

'লিন্ডা,' বলল বেন। 'প্রতিদিনকার যুদ্ধ কেমন চলছে?'

'*Plus ca change, Plus cest la meme chose!*'

'কোনও উত্তেজক ঘটনা নেই?'

'তেমন কিছু নেই, বেন।'

উদাস গলায় বেন বলল, 'শুনলাম গতরাতে রোমানিয়ান এমব্যাসীতে নাকি মজার সব ঘটনা ঘটেছে?'

'ঘটেছে নাকি?' সতর্ক শোনাল লিন্ডার কণ্ঠ।

'আ-হুঁ। রোমানিয়ায় আমাদের নতুন রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে কিছু শুনেছ?'

'না। আমি এখন ছাড়ব, বেন। আমার একটা লং ডিসট্যান্স কল এসেছে।'

কেটে গেল লাইন।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক বন্ধুকে ফোন করল বেন কোহন। সেক্রেটারি লাইন দেয়ার পরে বেন বলল, 'হ্যালো, আলফ্রেড।'

'বেনজি! কী খবর?'

'অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। চলো, কোথাও বসে লাঞ্চ করি।'

'বেশ তো। কী নিয়ে কাজ করছ?'

'দেখা হলে বলি?'

'আচ্ছা। ওয়াটার গেটে আসো।'

ইতস্তত করল বেন। 'সিলভার স্প্রিং-এ মামা রেজিনাতে আসা যায় না?'

'ওটা তো অনেক দূরে, তাই না!'

বেন বলল, 'হুঁ।'

বিরতি। 'আই সি।'

'একটার সময়?'

'ঠিক আছে।'

বেন কোহ্ন রেস্টুরেন্টে কিনারের দিকে একটি টেবিল দখল করেছে, এমন সময় হাজির হয়ে গেল ওর অতিথি আলফ্রেড শাটলওয়ার্থ। রেস্টুরেন্টের মালিক টনি সার্গিও

ওকে বসিয়ে দিয়ে গেল।

'আপনারা কী ড্রিংক নেবেন, জেন্টলমেন?'

শাটলওয়ার্থ মার্টিনির অর্ডার দিলেন।

'আমি কিছু নেব না,' বলল বেন কোহন।

আলফ্রেড শাটলওয়ার্থের চেহারা পাণ্ডুবর্ণ, মধ্যবয়স্ক। তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইউরোপীয় শাখায় কাজ করেন। বছর কয়েক আগে মাতাল হয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে বসেছিলেন। বেন কোহন খবরটা তার কাগজে ছাপবে ভেবেছিল। কাজটা করলে আলফ্রেডের ক্যারিয়ারের দফারফা হয়ে যেত। তাই কোহন ঘটনাটা চেপে যায়। আলফ্রেড কৃতজ্ঞতাস্বরূপ যখনই সুযোগ পেয়েছেন কোহনকে নানান গুরুত্বপূর্ণ খবর জুগিয়ে গেছেন।

'তোমার সাহায্য দরকার, আল।'

'বলো কী সাহায্য দরকার।'

'রোমানিয়ায় আমাদের নতুন অ্যামবাসাডরের ভেতরের খবর চাই।'

ভুরু কুঁচকে গেল আলফ্রেড শাটলওয়ার্থের। 'মানে!'

'তিনজন লোক আমাকে বলেছে মহিলা রোমানিয়ান অ্যামবাসাডরের পার্টিতে গত রাতে মদ খেয়ে এমন মাতলামি শুরু করে দেয় যে ওখানে উপস্থিত ওয়াশিংটনের হোমড়াচোমড়া অনেক মানুষের চোখমুখ নাকি লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। তুমি আজ সকাল কিংবা দুপুরের কাগজ দেখেছ?'

'দেখেছি। এমব্যাসির পার্টির কথা লিখেছে। তবে মেরী অ্যাশলির ব্যাপারে কোনও কথা নেই।'

'ঠিক তাই। সিলভার ব্লেজ।'

'বুঝলাম না।'

'শার্লক হোমস। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করেনি। নীরব ছিল। খবরের কাগজগুলোও। এমন রসালো একটা গপ্পো গসিপ কলামিস্টদের চোখ এড়িয়ে গেল কীভাবে? কেউ খবরটাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি। খুব ক্ষমতাধর কেউ। অন্য কোনও ভিআইপি পার্টিতে মাতলামি করলে প্রেস তাকে ছিঁড়ে খেত।' বিরতি দিল বেন। তারপর যোগ করল, 'এই সিন্ডেরেলাটি প্রেসিডেন্টের জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় হঠাৎ করেই যেন আবির্ভূত হয়েছে। একসঙ্গে হয়ে উঠেছে গ্রেস কেলি, প্রিন্সেস ডি এবং জ্যাকুলিন কেনেডি। স্বীকার করছি মহিলাটি সুন্দরী—তবে অপরূপ সুন্দরী নয়। মহিলা বুদ্ধিমতী—তবে তীক্ষ্ণধী নয়। কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির পলিটিকাল সায়েন্সের একজন শিক্ষয়িত্রীর বিশ্বের অন্যতম একটি গরম জায়গার রাষ্ট্রদূত হবার যোগ্যতা কতটুকু রয়েছে সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। আমি তোমাকে এই বলে রাখছি—

ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। আমি জাংশন সিটিতে গিয়ে সেখানকার শেরিফের সঙ্গে কথা বলেছি।'

গ্লাসে মার্টিনির তলাটুকুও গলাধঃকরণ করে আলফ্রেড শার্টলওয়ার্থ বললেন, 'আমার আরেকটা মার্টিনি লাগবে। তুমি আমাকে নার্ভাস করে তুলেছ।'

'নাও।' বেন আরেকটা মার্টিনির অর্ডার দিল।

'বলে যাও,' বললেন আলফ্রেড শার্টলওয়ার্থ।

'স্বামী মেডিকেল প্রাকটিস ছাড়তে পারবে না বলে মিসেস অ্যাশলি প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তারপর তার স্বামী গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হন। অদ্ভুত! তারপর মহিলা চলে আসে ওয়াশিংটনে, এখন বুখারেস্টে যাত্রার পথে। সবকিছু যেন কেউ শুরু থেকে প্ল্যান করে রেখেছিল।'

'কেউ? কে সে?'

'প্রশ্ন তো সেটাই।'

'বেন—তুমি আসলে কী বলতে চাইছ?'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না। শেরিফ মুনস্টার কী বলেছেন সেকথা বরং শোনো। হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যরাতে আধডজন সাক্ষীর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়াটা তাঁর কাছে খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপারটা কী শুনতে চাও? এরা সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিটি মানুষ।'

'বলে যাও।'

'আমি ফোর্ট রিলেতে গিয়েছিলাম ড. অ্যাশলির হন্তারক ট্রাকড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে।'

'সে কী বলল?'

'কিছু বলতে পারেনি। সে মারা গেছে। হার্ট অ্যাটাক। মাত্র সাতাশ বছর বয়স ছেলেটার।'

গ্লাসের কিনারা ধরে নাড়াচাড়া করছে শার্টলওয়ার্থ। 'আরও কিছু আছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। আরও আছে। ফোর্ট রিলের সিআইডি অফিসে গিয়েছিলাম কর্নেল জেংকিন্সের সঙ্গে কথা বলতে। উনি আর্মি ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্বে আছেন। পাশাপাশি ওই অ্যাক্সিডেন্টের একজন প্রত্যক্ষদর্শীও। কর্নেলকে পাইনি। তাঁকে প্রমোশন দিয়ে ট্রান্সফার করা হয়েছে। উনি এখন মেজর জেনারেল, সমুদ্রপাড়ের কোনও দেশে গেছেন। তবে কেউ জানে না কোথায়।'

আলফ্রেড শার্টলওয়ার্থ মাথা নাড়লেন। 'বেন, আমি জানি তুমি একজন তুখোড় সাংবাদিক। তবে এবারে মনে হচ্ছে ট্রাক থেকে পিছলে গেছ। তুমি হিচককের ছবির

মতো কয়েকটি কাকতালীয় ঘটনা সাজাচ্ছ। মানুষ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। মানুষই আবার হার্ট অ্যাটাকে প্রাণ হারায়। অফিসাররা প্রমোশন পান। তুমি যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজছ আসলে তার অস্তিত্ব নেই।'

'আল, প্যাট্রিয়টস ফর ফ্রিডম নামে কোনও সংগঠনের নাম শুনেছ?'

'না। DAR-এর মতো কিছু?'

মৃদু গলায় বেন বলল, 'DAR-এর মতো কিছু নয়। নানান গুজব কানে আসছে আমার, তবে সত্যি মিথ্যা জানি না।'

'কী ধরনের গুজব শুনি?'

'ডজনখানেক পূর্ব এবং পশ্চিমা দেশের উচ্চপদস্থ ডান ও বামপন্থীদের নিয়ে একটি গুপ্তচক্র। এদের ভাবাদর্শ বিপরীতধর্মী হলেও এদেরকে যে জিনিসটি একত্রিত করেছে তা হলো ভয়। কম্যুনিস্ট সদস্যদের ধারণা, প্রেসিডেন্ট এলিসনের প্ল্যান হলো ইস্টার্ন ব্লককে ধ্বংস করে দেয়ার একটি পুঁজিবাদী কৌশল। আর ডানপন্থীরা মনে করে প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা হলো একটি খোলা দরজা, যার সুযোগে কম্যুনিস্টরা আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। তাই তারা মিলে এই অশুভ মৈত্রী গড়ে তুলেছে।'

'ঈশ্বর! এ বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আরও আছে। ভিআইপিরা ছাড়াও নানান জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের দলছুট দলগুলোও এর সঙ্গে জড়িত। তুমি এ ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে পারবে?'

'জানি না পারব কিনা। তবে চেষ্টা করব।'

'কাজটা গোপনে কোরো। প্রতিষ্ঠানটির যদি সত্যি অস্তিত্ব থেকে থাকে তাদের ব্যাপারে কেউ নাক গলাচ্ছে, জানতে পারলে ওরা নিশ্চয় খুশি হবে না।'

'আমি তোমাকে জানাব, বেন।'

'ধন্যবাদ। এসো, লাঞ্চের অর্ডার দিই।'

স্পাগেটি কারবোনা দিয়ে চমৎকার জমল লাঞ্চ।

আলফ্রেড শার্টলওয়ার্থ বেন কোহনের গল্পটা বিশ্বাস করেননি। *সাংবাদিকরা সবসময় সবকিছু সন্দেহের চোখে দেখে,* ভাবলেন তিনি। তিনি কোহনকে পছন্দ করেন। তবে কাল্পনিক একটা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কীভাবে খুঁজে পাবেন বুঝতে পারছেন না। সত্যি এর অস্তিত্ব থাকলে সরকারি কম্পিউটার ঘাঁটলে হয়তো জানা যাবে। তাঁর নিজের কম্পিউটার ব্যবহার করার অধিকার নেই। তবে একজনের আছে। তার কথা মনে পড়ল শার্টলওয়ার্থের। *ওকে আমি ফোন করব।*

আলফ্রেড শার্টলওয়ার্থ মার্টিনির দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন, বার-এ ঢুকলেন পিট

কনর্স।

'সরি, দেরি হয়ে গেল,' বললেন কনর্স। 'আচার কারখানায় ছোটখাটো একটা ঝামেলা হয়ে গিয়েছিল।'

পিট কনর্স স্কচের অর্ডার দিলেন, শার্টলওয়ার্থ আরেকটি মার্টিনি।

দুজনের পরিচয় অনেক আগে থেকে। কনর্সের গার্লফ্রেন্ড এবং শার্টলওয়ার্থের স্ত্রী একই কোম্পানিতে কাজ করার সুবাদে বান্ধবী। কনর্স এবং শার্টলওয়ার্থের কাজের জগৎ একদম আলাদা। একজনের পরিক্রমা এসপিওনাজের ভয়ংকর ভুবনে, অপরজন ডেস্ক-ঘেরা ব্যুরোক্রাট। এই অমিলটাই তাদের পারস্পরিক সঙ্গটাকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

শাটলওয়ার্থ মার্টিনির গ্লাসে চুমুক দিলেন। 'পিট—আমার একটা কাজ করে দিতে হবে, ভাই। তুমি সিআইএ'র কম্পিউটারে আমার হয়ে একটা ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে পারবে? খবরটা ওখানে পেতে নাও পারো। তবে আমার এক বন্ধুকে কথা দিয়েছি খোঁজ নিয়ে জানাব।'

হাসি পেল কনর্সের। *বুড়ো ভাম হয়তো জানতে চাইছে কেউ তার বউকে নিয়ে বিছানায় যাচ্ছে কিনা।* 'নিশ্চয়। কার সম্পর্কে জানতে চাও বলো।'

'কার' নয় 'কী' সম্পর্কে। এর হয়তো কোনও অস্তিত্বই নেই। প্যাট্রিয়টস ফর ফ্রিডম নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এর নাম শুনেছ?'

সাবধানে মদের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন কনর্স। 'শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। আল, তোমার বন্ধুর নাম কী?'

'বেন কোহ্ন। ও ওয়াশিংটন পোস্টে কাজ করে।'

পরদিন সকালে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বেন কোহ্ন। আকিকোকে বলল, 'হয় আমি শতাব্দীর সেরা গল্পটা লিখব নয়তো কিছুই লিখব না। আমি গেলাম।'

বেন সরাসরি ফোন করল মেরী অ্যাশলিকে। 'গুড মর্নিং, অ্যামবাসাডর। বেন কোহন। আমাকে চিনতে পারছেন?'

'জ্বী, মি. কোহন। আপনি ওই স্টোরিটি এখনও লেখেননি?'

'এজন্যই আপনার কাছে ফোন করেছি, অ্যামবাসাডর। আমি জাংশন সিটিতে গিয়েছিলাম। কিছু তথ্য জোগাড় করেছি। শুনলে হয়তো কৌতূহল বোধ করবেন।'

'কী ধরনের তথ্য?'

'ফোনে এসব নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। কোথাও কি সাক্ষাৎ করা যায়?'

'আমার হাতে অনেক কাজ জমে আছে। আচ্ছা তবু দেখছি...শুক্রবার সকালে আধঘণ্টার জন্য ফ্রী আছি। তখন কথা বলি?'

তিন দিন পর, 'ঠিক আছে। আমি এ ক'টা দিন অপেক্ষা করতে পারব।'

'আপনি আমার অফিসে আসতে পারবেন?'

'আপনার বিল্ডিঙের নিচে কফির একটি দোকান আছে। ওখানে বসা যায়।'

'ঠিক আছে শুক্রবার দেখা হবে।'

বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে ফোন রেখে দিল ওরা। একমুহূর্ত পরে আরেকটি ক্লিক শব্দ হলো লাইনে।

কন্ট্রোলারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার রাস্তা নেই। তিনি প্যাট্রিয়টস ফর ফ্রিডম-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অর্থদাতা। কিন্তু কমিটির মিটিঙে কখনোই তাঁকে দেখা যায় না। তাঁর পরিচয়ও কেউ জানে না। কন্ট্রোলারের শুধু একটি টেলিফোন নাম্বার আছে। কিন্তু সে নাম্বারও ট্রেস করার উপায় নেই। (কনর্স চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন।) ফোনে রেকর্ড করা একটি কণ্ঠ ভেসে আসে—'আপনি আপনার বক্তব্য বলার জন্য ষাট সেকেন্ড সময় পাবেন।' শুধু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছাড়া ওই নাম্বার ব্যবহার করা হয় না। কনর্স পাবলিক টেবিফোন বুথে ঢুকে ফোন করলেন। রেকর্ডারে পাঠিয়ে দিলেন নিজের মেসেজ।

সন্ধ্যা ছ'টায় রিসিভ করা হলো মেসেজ।

বুয়েনস আয়ারসে তখন রাত আটটা।

কন্ট্রোলার দুবার শুনলেন মেসেজটি। তারপর একটি নাম্বারে ডায়াল করলেন। ঝাড়া তিন মিনিট অপেক্ষা করার পরে ভেসে এল নিউসা মুনিজের কণ্ঠ।

'সি?'

কন্ট্রোলার বললেন, 'এর আগে যে মানুষটি আপনার মাধ্যমে অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সে আমি। অ্যাঞ্জেলের জন্য আরেকটি কন্ট্রাক্ট রয়েছে। ওর সঙ্গে এখুনি কি একবার যোগাযোগ করতে পারবেন?'

'জানি না,' গলা শুনে মনে হলো মাতাল হয়ে আছে নিউসা।

কন্ট্রোলার ধৈর্য ধরে রইলেন। 'কবে তার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হবে?'

'আমি জানি না।'

জাহান্নামে যা মাগী। 'শুনুন,' তিনি ধীরে এবং সতর্ক গলায় বলতে লাগলেন, যেন একটি বাচ্চার সঙ্গে কথা বলছেন। 'অ্যাঞ্জেলকে বলবেন এ কাজটা খুব জলদি করতে হবে। আমি চাই–'

'এক মিনিট। টয়লেটে যাব।'

ফোন রেখে দেয়ার শব্দ শুনতে পেলেন কন্ট্রোলার। হতাশ হয়ে বসে রইলেন।

তিন মিনিট পরে লাইনে ফিরে এল মহিলা।

'বেশি বিয়ার খেলে হিসু তো ধরবেই।' ঘোষণার সুরে বলল সে।

দাঁতে দাঁত ঘষলেন কন্ট্রোলার। 'বিষয়টি খুব জরুরি। মহিলা হয়তো কিছুই মনে রাখতে পারবে না। কাগজ-কলম নিন। যা বলব লিখে নিন।'

সেদিন সন্ধ্যায় কানাডিয়ান দূতাবাসের আমন্ত্রণে তাদের ডিনার পার্টিতে হাজির হলো মেরী। সে অফিস ত্যাগ করার সময় জেমস স্টিকলি বললেন, 'এবারে আশা করি ঠিকমতো টোস্টগুলো করবেন।'

এ আর মাইক স্লেড মিলে ভালোই জুটি হবে, ভাবল মেরী।

মেরী এখন পার্টিতে। যদিও বেথ আর টিমের সঙ্গে ঘরে থাকতেই মন চাইছিল ওর। ওর টেবিলের মানুষগুলোর কাউকেই চেনে না মেরী। ওর ডানপাশে বসেছেন এক গ্রিক শিপিং ম্যাগনেট। ডানে একজন ইংরেজ কূটনীতিক।

হীরের গহনায় গা মুড়ে রাখা এক নারী মেরীকে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়াশিংটন কি আপনার ভালো লাগছে, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর?'

'খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ।'

'কানসাস থেকে পালিয়ে এসে খুব ভালো কাজ করেছেন।'

মেরী মহিলার চোখে চোখ রাখল। 'কানসাস থেকে পালিয়ে এসেছি মানে!'

বলে চলল মহিলা, 'আমি মধ্য-আমেরিকায় কখনো যাইনি, তবে কল্পনা করতে পারি জায়গাটা খুব ভয়ংকর। ওখানকার কৃষকদের শস্য আর ভুট্টার মরা ক্ষেত ছাড়া কিছু নেই। আপনি ওখানে এতদিন কী করে যে ছিলেন!'

রাগের হল্কা উঠল মেরীর শরীরে। তবে নিয়ন্ত্রণে রাখল গলার স্বর। 'আপনি যে ভুট্টা আর শস্যের কথা বললেন, ওগুলো খেয়েই বেঁচে আছে দুনিয়ার মানুষ।'

মহিলা তোষামোদের সুরে বলল, 'আমাদের গাড়ি গ্যাসোলিনে চলে, তাই বলে আমি নিশ্চয় তেলের খনিতে গিয়ে থাকতে চাইব না। আসলে পুবে কাউকে-না-কাউকে তো বসবাস করতেই হবে, তাই না? সত্যি বলতে কী—কানসাসে সারাদিন মাঠে কাজ করার পরে আর কিছু করারও নেই, ঠিক কিনা?'

টেবিলের অন্যান্যরা মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনছে।

আর কিছু করার নেই? মেরীর মনে পড়ল মেলা এবং ইউনিভার্সিটির রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত নাটকের কথা। স্মৃতিতে ভেসে উঠল রোববারে মিলফোর্ড পার্কের পিকনিক, সফটবল টুর্নামেন্ট, লেকের পানিতে মাছধরার দৃশ্য। ফসল কাটার সময় নাচ, গান...শীতের সময় স্লেজে চড়া চার জুলাই স্বাধীনতা দিবসে কানসাসের আকাশ সেজে থাকে আতশবাজির ঝলকানিতে।

মেরী মহিলাকে বলল, 'আপনি মধ্য-আমেরিকায় যদি কোনওদিন না গিয়ে থাকেন

তাহলে বুঝতে পারবেন না কী নিয়ে কথা বলছেন। আমেরিকা মানে কেবল ওয়াশিংটন, লস এঞ্জেলস কিংবা নিউইয়র্ক নয়। হাজার হাজার ছোট ছোট শহর, যার নাম আপনি কোনওদিন শোনেননি, দেখা দূরে থাক, সেসব শহরই আমাদের দেশটাকে এতবড় করেছে। আমাদের দেশ গড়ে তুলেছে খনিশ্রমিক, কৃষক এবং কলকারখানার খেটে খাওয়া মানুষগুলো। আর হ্যাঁ, কানসাসে বিনোদনের জন্য ব্যালে, সিম্ফনি এবং থিয়েটার রয়েছে।'

'আপনি বোধহয় অবগত আছেন আপনি গতকাল অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন সিনেটরের বোনকে অপমান করেছেন,' পরদিন সকালে মেরীকে বললেন জেমস স্টিকলি।

'জানতাম না,' উদাস গলায় বলল মেরী। 'সত্যি জানতাম না।'

বৃহস্পতিবার সকাল। মেজাজ খিঁচড়ে রয়েছে অ্যাঞ্জেলের। ফোনে বোমাহামলার কথা শুনে বুয়েনস আয়ারস থেকে ওয়াশিংটন ডিসিগামী বিমানের যাত্রা করতে দেরী হয়েছে। *পৃথিবীটা এখন আর নিরাপদ নয়,* রাগ নিয়ে ভাবল অ্যাঞ্জেল।

ওয়াশিংটনে অ্যাঞ্জেলের জন্য রিজার্ভ করা রুমটিও বড্ডবেশি অত্যাধুনিক। পছন্দ হয়নি অ্যাঞ্জেলের। সে ভাবছে *আমি এ কাজটা শেষ করেই বাড়ি ফিরব। খুব সহজ একটা কাজ। আমার মতো প্রতিভাবান মানুষকে এত সহজ কাজ করা মানায় না। আজ রাতে আমার একজন সঙ্গী চাই। কাউকে হত্যা করার সময় হলেই আমি কামোত্তেজিত হয়ে পড়ি কেন?*

অ্যাঞ্জেল প্রথমে গেল একটি ইলেকট্রিকাল সাপ্লাই স্টোরে, তারপর ঢুকল একটি রঙের দোকানে। সবশেষে সুপার মার্কেটে। এখান থেকে অ্যাঞ্জেল শুধু ছয়টি বিদ্যুৎবাতি কিনল। বাকি জিনিসপত্র তার হোটেলরুমে তালা মারা দুটি বাক্সে রয়েছে। বাক্সের গায়ে লেখা 'ভঙ্গুর জিনিস—সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন। প্রথম বাক্সে রয়েছে সতর্কতার সঙ্গে প্যাক করা চারটে সবুজ রঙের হ্যান্ডগ্রেনেড। বাকি বাক্সে শোল্ডারিং ইকুইপমেন্ট।

খুব ধীরে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অ্যাঞ্জেল প্রথম গ্রেনেডের মাথাটা কেটে ফেলল। তারপর লাইট বাল্বের রঙে বোমার নিচের অংশটা রাঙাল। এরপর গ্রেনেড থেকে এক্সপ্লোসিভ বের করে ওতে সিসমিক এক্সপ্লোসিভ ঢোকাল। এক্সপ্লোসিভে গ্রেনেড ঠাসা হলে সিসা এবং শ্রাপনেল ঢোকাল। টেবিলে বাড়ি মেরে একটা বাল্ব ভাঙল সে। রেখেঁ দিল ফিলামেন্ট। এক মিনিটেরও কম সময়ে বাল্বের ফিলামেন্ট ঝালাই করে ওটাকে বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রিত ডেটোনেটরে পরিণত করল। সর্বশেষ কাজটা হলো

ফিলামেন্ট একটি জেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া যাতে ওটা স্থির থাকে। এরপর রঙ-করা গ্রেনেডের মধ্যে ওটা ঢুকিয়ে রাখল। কাজ শেষ করার পরে ওটাকে অবিকল সাধারণ লাইট বাল্বের মতো লাগল।

অ্যাঞ্জেল এবার বাকি বিদ্যুৎবাল্বগুলোতে হাত দিল। এরপর আর কোনও কাজ নেই। শুধু একটি ফোনের জন্য অপেক্ষা করা।

রাত আটটার সময় ফোনটা এল। রিসিভার তুলে শুধু শুনে গেল অ্যাঞ্জেল, কোনও কথা বলল না। এক মুহূর্ত পরে একটি কণ্ঠ বলল, 'ও বাড়িতে নেই।'

রিসিভার রেখে দিল অ্যাঞ্জেল। সাবধানে, অত্যন্ত সাবধানে সে আলোর বাতিগুলো প্যাড বসানো একটি কন্টেইনারে ঢোকাল। কন্টেইনার ঢোকাল একটি সুটকেসে। সঙ্গে অন্যান্য খুচরা নানান যন্ত্রপাতি।

ট্যাক্সি নিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ পৌঁছাতে সতেরো মিনিট সময় লাগল।

লবিতে দারোয়ান নেই। থাকলে লোকটাকে শায়েস্তা করার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল অ্যাঞ্জেল। টার্গেট অ্যাপার্টমেন্ট পাঁচতলায়, করিডোরের শেষ মাথায়। পুরোনো আমলের স্কালজ তালা দরজায়, অ্যাঞ্জেলের খুলতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল মাত্র। ঢুকে পড়ল অন্ধকার ঘরে, দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তি হয়ে। শুনছে। কেউ নেই।

অ্যাপার্টমেন্টের লিভিংরুমে ছ'টি লাইট লাগাতে অল্প সময় লাগল। তারপর অ্যাঞ্জেল ডালেস এয়ারপোর্টে রওনা হলো। মধ্যরাতের ফ্লাইটে বুয়েনস আয়ারস ফিরবে।

আজ সারাটা দিন সাংঘাতিক ধকল গেছে বেন কোহনের। সকালে সেক্রেটারি অব স্টেটের ডাকা একটি প্রেস কনফারেন্স কাভার করেছে, ইন্টেরিয়রের অবসর নিতে যাওয়া সেক্রেটারির লাঞ্চের দাওয়াত ছিল দুপুরে, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের এক বন্ধুর কাছ থেকে ব্রিফিং নিতে হয়েছে। তারপর সন্ধ্যায় পোস্টের এক সিনিয়র সম্পাদকের সঙ্গে ডিনার ছিল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় মাঝরাত। *অ্যামবাসাডর অ্যাশলির সঙ্গে কালকের সাক্ষাতের জন্য প্রশ্ন রেডি করতে হবে,* ভাবল বেন।

আকিকো শহরে নেই, কালকের আগে ফিরছেও না। *ভালোই হলো আজ বিশ্রাম নেয়া যাবে। কিন্তু যেশাস,* মুচকি হাসল বেন, *মেয়েটা সত্যি জানে ব্যানানা স্পিলিট কীভাবে খেতে হয়।*

তালায় চাবি ঢোকাল বেন। খুলল দরজা। কালি গোলা অন্ধকারে ঢাকা অ্যাপার্টমেন্ট। বাতির সুইচের জন্য হাত বাড়াল বেন। টিপে দিল সুইচ। চোখ-ধাঁধানো

আলো জ্বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরটি বিস্ফোরিত হলো অ্যাটম বোমার মতো, চার দেয়ালে ছিটকে পড়ল বেনের খণ্ডবিখণ্ড রক্তাক্ত শরীর।

পরদিন আলফ্রেড শার্টলওয়ার্থের স্ত্রী পুলিশে খবর দিল। বলল তার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁকে আর কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সতেরো

'অফিশিয়াল অর্ডার পেয়ে গেছি আমরা,' বললেন স্টানটন রজার্স। 'রোমানিয়ান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে আপনাকে অনুমোদন দিয়েছে।'

মেরী অ্যাশলির জীবনের অন্যতম রোমাঞ্চকর মুহূর্ত এটি।

দাদু যে কত খুশি হতেন!

'সুখবরটা নিজে দেব বলে তোমার কাছে চলে এসেছি, মেরী। প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আমি তোমাকে হোয়াইট হাউজে নিয়ে যাব।'

'আ—আমি জানি না আপনাকে কী করে ধন্যবাদ দেব। আপনি আমার জন্য যা করলেন—'

'আমি কিছুই করিনি,' আপত্তি জানালেন রজার্স। 'প্রেসিডেন্টই তোমাকে নির্বাচিত করেছেন।' মুচকি হাসি ঠোঁটে। 'বলতেই হবে তাঁর নির্বাচন যথার্থ ছিল।'

মাইক স্লেডের কথা মনে পড়ল মেরীর। 'তবে কারও কারও এ ব্যাপারে আপত্তি আছে।'

'তারা ভুল করছে। ওখানে অন্য যে-কারও চেয়ে তুমি ভালো কাজ দেখাতে পারবে বলেই আমার ধারণা।'

'ধন্যবাদ,' বিনীত কণ্ঠে বলল মেরী। 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

মাইক স্লেডের প্রসঙ্গ তুলে আনতে মন চাইছে মেরীর। স্টানটন রজার্স প্রবল ক্ষমতাশালী মানুষ। তিনি হয়তো মাইক স্লেডকে ওয়াশিংটনে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। *না,* চিন্তা করল মেরী। *স্টানের ওপরে কিছু চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না। উনি ইতিমধ্যে যথেষ্ট করেছেন।*

'বুখারেস্টে সরাসরি যাবার আগে বাচ্চাদেরকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য প্যারিস এবং রোমে যাত্রাবিরতি করো না! টারম এয়ারলাইন্স রোম থেকে সোজা বুখারেস্টে যায়।'

মেরী বলল, 'ওহ্ স্টান—তাহলে তো খুবই দারুণ হয়। কিন্তু সময় করব কীভাবে?'

চোখ টিপলেন তিনি। 'বড় বড় জায়গায় আমার বন্ধুবান্ধব আছে। দেখি তোমাদের

জন্য কী করতে পারি।'

মেরী আলিঙ্গন করল স্টানটন রজার্সকে। মানুষটা ওর বন্ধু হয়ে গেছেন। যে স্বপ্ন নিয়ে সে এবং এডোয়ার্ড প্রায়ই গল্প করত তা এখন বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। কিন্তু এডোয়ার্ড থাকবে না সঙ্গে। ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল মেরীর।

মেরী এবং স্টানটন রজার্স গ্রিনরুমে ঢুকল। প্রেসিডেন্ট এলিসন ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'কাজগুলো করতে দেরি হবার জন্য ক্ষমা চাইছি, মেরী। স্টানটন তো আপনাকে বলেছে আপনাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে রোমানিয়ান সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এই নিন আপনার ক্রেডেনশিয়াল।'

তিনি একটি চিঠি দিলেন মেরীকে। ধীরে ধীরে চিরকুটটি পড়ল মেরী

> Mrs. Mary Ashley is herewith appointed to be Chief Representative of the President of the United States in Romania and every United States government employee there is herewith subject to her authority.

'এটাও রাখুন সঙ্গে,' প্রেসিডেন্ট মেরীকে একটি পাসপোর্ট দিলেন। নীল নয়, কালো রঙের প্রচ্ছদ। সামনে সোনালি অক্ষরে খোদাই করা 'ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট।'

মেরী এই জিনিসটির জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল। এবার সে সময় দুয়ারে এসে হাজির। কিন্তু মেরীর যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না।

প্যারিস!

রোম!

বুখারেস্ট!

সবকিছু এত চমৎকারভাবে ঘটছে যে বিশ্বাস করা কঠিন। কোনও কারণ নেই, মেরীর মনে পড়ে গেল তার মা'র কথা *যখন বিশ্বাস করা কঠিনের মতো কিছু ঘটে তখন বুঝতে হবে ওটা সত্যি ঘটছে।*

ওয়াশিংটন পোস্ট-এর বিকেলের সংকলনে সংক্ষেপে ছাপা হলো গ্যাস বিস্ফোরণে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে নিহত হয়েছেন সাংবাদিক বেন কোহন। গ্যাসের স্টোভ লিক করার কারণে এ বিস্ফোরণ।

মেরীর নজর এড়িয়ে গেল খবরটি। বেন কোহন নির্ধারিত দিনে এল না দেখে সে ভাবল হয় অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা ভুলে গেছে সাংবাদিক অথবা এ-বিষয়ে তার আর

আগ্রহ নেই। মেরী নিজের অফিসে ঢুকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে।

মাইক স্লেডের সঙ্গে মেরীর সম্পর্ক দিনদিন আরও তিক্ত হয়ে চলেছে। *এরকম দুর্বিনীত মানুষ জীবনে দেখিনি আমি*, ভাবছে মেরী। *এর ব্যাপারে স্টানের সঙ্গে কথা বলতে হবে।*

স্টানটন রজার্স স্টেট ডিপার্টমেন্টের লিমুজিনে মেরী এবং তার বাচ্চাদের নিয়ে ডালেস এয়ারপোর্টে রওনা হলেন। স্টানটন বললেন, 'প্যারিস এবং রোমের দূতাবাসকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে তোমরা ওখানে যাচ্ছ। ওরা তোমাদের ওপর খেয়াল রাখবে।'

'ধন্যবাদ, স্টান। আপনি সত্যি অনেক করেছেন আমাদের জন্য।'

হাসলেন স্টান। 'আমি কাজটা করে আনন্দ পেয়েছি।'

'রোমের মাটির নিচের কবরগুলো দেখতে পাব?' জিজ্ঞেস করল টিম।

স্টানটান সাবধান করার গলায় বললেন, 'ওখানে গেলে কিন্তু ভয় পাবে, টিম।'

'সেজন্যই তো যেতে চাইছি।'

এয়ারপোর্টে আয়ান ভিলিয়ার্স ডজনখানেক ফটোগ্রাফার এবং রিপোর্টারের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ি থেকে নামতেই ওরা ঘিরে ধরল মেরী, বেথ এবং টিমকে। নানান প্রশ্ন ছুড়তে লাগল।

অবশেষে স্টানটন রজার্স বললেন, 'অনেক হয়েছে। আজ আর নয়।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে আসা দুজন লোক এবং এয়ারলাইনের একজন প্রতিনিধি ওদেরকে নিয়ে গেল একটি প্রাইভেট লাউঞ্জে। বাচ্চারা ম্যাগাজিনের দোকানের সামনে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

মেরী বলল, 'স্টান—আপনাকে কথাটা একান্ত নিরুপায় হয়ে বলছি। জেমস স্টিকলি বলেছেন মাইক স্লেড আমার ডেপুটি চিফ অব মিশনের দায়িত্ব পালন করবে। তার জায়গায় অন্য কাউকে নেয়া যায় না?'

রজার্স বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন মেরীর দিকে। 'স্লেডকে নিয়ে কোনও সমস্যা হচ্ছে?'

'লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি। ওকে আমার বিশ্বাসও হয় না—কেন ঠিক বলতে পারব না। ওর জায়গায় অন্য কাউকে নেয়া সম্ভব?'

চিন্তিত গলায় জবাব দিলেন স্টানটন রজার্স। 'মাইকেল স্লেডকে ব্যক্তিগতভাবে তেমন জানি না আমি। তবে শুনেছি তার রেকর্ড অসাধারণ। মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে স্লেড। তোমার প্রয়োজনে যে-কোনও

পরামর্শ দিতে পারবে সে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেরী। 'মি. স্টিকলিও একই কথা বলেছেন।'

'তার সঙ্গে আমি একমত, মেরী। স্লেড একজন ট্রাবলশূটার।' *ভুল। স্লেড আসলে নিজেই একটা ট্রাবল।*

'ওর সঙ্গে কোনও সমস্যা থাকলে আমাকে বোলো। কারও সঙ্গে কোনও সমস্যা হলেও বলতে পারো। আমার পক্ষে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব, করব।'

'ধন্যবাদ।'

'আরেকটা কথা। তুমি তো জানো তোমার সমস্ত কম্যুনিকেশন কপি করে ওয়াশিংটনের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

'জ্বী।'

'যদি কোনও চিঠি সরাসরি আমার কাছে পাঠাতে চাও তাহলে খামের ওপরে তিনটি এক্স লিখবে। ওই চিঠি আমি ছাড়া কেউ খুলবে না।'

'কথাটা মনে রাখব।'

চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্ট যেন সায়েন্স ফিকশনের পাতা থেকে উঠে এসেছে। এ যেন পাথরের কলামের এক ক্যালাইডোস্কোপ। শতশত এস্কেলেটরের ছুটে চলার দৃশ্যটি মুগ্ধ করল মেরীকে। এয়ারপোর্ট লোকে লোকারণ্য।

'সব সময় আমার কাছে কাছে থাকবে,' মেরী বলল বাচ্চাদেরকে।

এস্কেলেটর থেকে নামল মেরী, চারপাশে তাকাল অসহায় ভঙ্গিতে। এক ফরাসি যাচ্ছিল ওর পাশ দিয়ে, তাকে গিয়ে ভাঙা ফরাসিতে বলল, 'Pardon, monsieur, au sont les bagages?'

লোকটা পেঁচানো উচ্চারণে ফরাসিতে বলল, 'দুঃখিত ম্যাডাম, আমি ইংরেজি বলতে পারি না।' চলে গেল সে, মেরী তার দিকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে।

এমন সময় সুসজ্জিত এক তরুণ আমেরিকান ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল মেরীদের দিকে।

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর মাফ করবেন! আপনাদের সঙ্গে প্লেনে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ ছিল আমার ওপরে। কিন্তু ট্রাফিক জ্যামে পড়ে দেরি হয়ে গেল। আমার নাম পিটার ক্যালাস। আমি আমেরিকান এমব্যাসীতে আছি।'

'আপনাকে দেখে সত্যি খুশি হয়েছি,' বলল মেরী। 'আমরা খুব অসহায় বোধ করছিলাম।' বাচ্চাদের সঙ্গে তরুণের পরিচয় করিয়ে দিল ও। 'আমাদের লাগেজ কোথায়?'

'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না,' মেরীকে আশ্বস্ত করল পিটার ক্যালাস।

'আপনার লাগেজ যথাসময়ে পেয়ে যাবেন।'

পনেরো মিনিট পরে, অন্যান্য যাত্রীরা যখন কাস্টমস এবং পাসপোর্ট-এর ঝামেলা মেটাতে ব্যস্ত, মেরী ততক্ষণে বাচ্চাদের নিয়ে এয়ারপোর্ট এক্সিটের দিকে পা বাড়িয়েছে।

ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির জেনারেল ডিরেকটোরেট অব এক্সারটান সিকিউরিটির ইন্সপেক্টর হেনরী ডুরান্ড দেখল মেরী তার বাচ্চাদের নিয়ে অপেক্ষমাণ একটি লিমুজিনে ঢুকছে। গাড়িটি চলে যাবার পরে ইন্সপেক্টর একটি ফোন বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তারপর একটি নাম্বারে ফোন করল।

একটি কণ্ঠ সাড়া দিলে সে বলল, 'Veuillez dire a thor que son paquet est arrive a Paris.'

আমেরিকান দূতাবাসের সামনে দাঁড়াল লিমুজিন। ফরাসি প্রেস দলবেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে।

পিটার ক্যালাস জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আঁতকে উঠল।

'মাই গড! মনে হচ্ছে রায়ট বেধে গেছে।'

ওদের জন্য ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিউ সাইমন অপেক্ষা করছিলেন। তিনি একজন ট্রেক্সান, মধ্যবয়স্ক, গোল মুখে অনিসন্ধিৎসু একজোড়া চোখ। মাথা ভর্তি টকটকে লাল চুল।

'সবাই আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, সাংবাদিকরা সারাটা সকাল আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে।'

প্রেস কনফারেন্সে একঘণ্টারও বেশি সময় লাগল। সংবাদ সম্মেলন শেষ হওয়ার পরে নিজেকে রীতিমতো বিধ্বস্ত লাগল মেরীর। ওদেরকে অ্যামবাসাডর সাইমনের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো।

সাইমন বললেন, 'স্টানটন রজার্স ফোন করেছিলেন। আমাকে হোয়াইট হাউজ থেকে রীতিমতো হুমকির সুরে বলা হয়েছে আপনাদের যত্ন-আত্তির যেন কোনওরকম ত্রুটি না হয়। রজার্স আপনাদেরকে খুব পছন্দ করেন বুঝতে পারছি।'

'আমরাও তাঁকে খুব পছন্দ করি,' বলল মেরী।

'রিজ হোটেলে আপনাদের জন্য একটি সুইট বুক করেছি। প্লেস ডি লা কনকর্ডে চমৎকার একটি হোটেল। আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না।'

'ধন্যবাদ,' তারপর ইতস্তত গলায় যোগ করল মেরী। 'হোটেলটা কি খুব দামি?'

'জ্বী—তবে ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। স্টানটন রজার্সের হুকুমে স্টেট

ডিপার্টমেন্ট আপনাদের সমস্ত খরচ বহন করবে।'

মেরী বলল, 'উনি অসাধারণ।'

'আপনার ব্যাপারে তাঁরও একই ধারণা।'

পরদিন দুপুর এবং সান্ধ্যকালীন সবগুলো খবরের কাগজে ছাপা হলো প্রেসিডেন্টের পিপল-টু-পিপল প্রোগ্রামের প্রথম রাষ্ট্রদূতের আগমনের খবর। টিভির নিউজ প্রোগ্রামে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করা হলো। পরদিন সকালের কাগজেও তাই।

ইন্সপেক্টর ডুরান্ড কাগজের স্তূপের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে হাসল। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে। আগামী তিনদিন মেরী কোথায় যাবে, কী করবে সে জানে। *ওরা আজেবাজে সব ট্যুরিস্ট স্পটে যাবে যেখানে সব আমেরিকানই ঢুঁ দিতে চায়।*

প্যারিসে প্রতিটি মুহূর্ত দারুণ আনন্দে কাটছে ওদের। এডোয়ার্ডের কথা খালি মনে পড়ছে মেরীর। ইশ, ওর স্বামী যদি বেঁচে থাকত! থাকত ওদের পাশে!

পরদিন লাঞ্চের পরে মেরী এবং বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো এয়ারপোর্টে। ইন্সপেক্টর ডুরান্ড দেখল ওরা রোমগামী বিমানে চড়ে বসেছে।

মহিলা আকর্ষণীয়া—বেশ সুন্দরী। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। চমৎকার ফিগার, লম্বা, সুঠাম পা, ভরাট বুক। এ রমণী বিছানায় না জানি কত খেল্ দেয়? বাচ্চাগুলোও বেশ ভদ্র। আমেরিকান বাচ্চারা এত ভদ্র হয় না। ওরা হয় বিচ্ছু প্রকৃতির।

প্লেন আকাশে উড়বার পরে ইন্সপেক্টর ডুরান্ড একটি টেলিফোন বুথে ঢুকল। 'Veuillez dire a thor que son paquet est en route a Rome.'

রোমে, মিচেল এঞ্জেলে এয়ারপোর্টে পাপারাজ্জিরা ওঁৎ পেতে ছিল। মেরী এবং তার বাচ্চারা প্লেন থেকে নামার পরেই ওরা যেন হামলে পড়ল ওদের ওপর। *সব শহরের সাংবাদিকরাই একরকম, প্রশ্নের ধরনেও নেই বৈচিত্র্য,* ভাবল মেরী।

সাংবাদিকদের প্রথম প্রশ্নটি ছিল, 'ইটালি আপনার কেমন লাগছে?'

অ্যামবাসাডর অস্কার ভিনের সাংবাদিকদের ভিড় দেখে রাষ্ট্রদূত সাইমনের মতোই বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

'ফ্রাংক সিনাত্রাও এতবড় রিসেপশন পাননি। আপনার মধ্যে এমন কী আছে যা আমি জানি না, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর?'

'আমি এর ব্যাখ্যা দিচ্ছি,' বলল মেরী। 'সাংবাদিকরা আমার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তারা প্রেসিডেন্টের পিপল-টু-পিপল প্রোগ্রামের বিষয়ে আগ্রহী। আমরা শীঘ্রি প্রতিটি লৌহযবনিকার দেশে প্রতিনিধি পাঠাব। শান্তির প্রতি এটি হবে বিরাট এক পদক্ষেপ। এ

নিয়েই প্রেস উত্তেজিত।'

অ্যামবাসাডর ভিনের মন্তব্য করলেন, 'আপনাকে অনেকেই পছন্দ করে, তাই না?'

ইটালিয়ান সিক্রেট পুলিশ প্রধান ক্যাপ্টেন সিজার বার্যিনিও জানতেন রোমে সংক্ষিপ্ত সফরে মেরী কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবে।

অ্যাশলি পরিবারের ওপর নজর রাখতে দুজন লোক নিয়োগ করলেন ক্যাপ্টেন, প্রতিদিন তারা রিপোর্ট দিয়ে গেল।

'আজ ওরা ডোনিস-এ আইসক্রিম খেয়েছে, ঘুরে বেরিয়েছে ভিয়া ভেবেটো এবং কলোসিয়াম দেখতে গিয়েছিল।'

'ওরা ট্রেভি ফাউন্টেন দেখেছে।'

'টামে ডি কারাকাল্লা দেখে ক্যাটাকম্বে গেছে। ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে ওরা তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে যায়।'

'সাবজেক্ট বর্বিস পার্কে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েছে, হেঁটে বেরিয়েছে পিয়াজ্জা নাভোনা।'

আপনাদের ভ্রমণ উপভোগ্য হোক, ঠাট্টার হাসি ফুটল ক্যাপ্টেনের মুখে।

অ্যামবাসাডর ভিনের মেরীদেরকে নিজে পৌঁছে দিলেন এয়ারপোর্টে।

'রোমানিয়ান এমব্যাসির জন্য আমার একটি ডিপ্লোম্যাটিক পাউচ আছে। আপনার লাগেজের সঙ্গে ওটা নিয়ে যেতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব,' বলল মেরী।

ক্যাপ্টেন বার্যিনি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে দেখলেন অ্যাশলি পরিবার বুখারেস্টের উদ্দেশে টারম এয়ারলাইন্সের বিমানে চেপেছে। বিমান আকাশে উড়াল দেয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। তারপর একটি ফোন করলেন। 'বল্ডারের জন্য মেসেজ আছে। সবকিছু ঠিকঠাকমতো এগিয়েছে। প্রেস দারুণ কাভারেজ দিয়েছে।'

প্লেনে বসে উত্তেজনা আর ধরে রাখতে পারল না মেরী। ঘোষণার সুরে বলল, 'আমরা অবশেষে রোমানিয়া যাচ্ছি। আমি ওখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করব।'

বেথ চোখ সরু করে তাকাল তার দিকে। 'হ্যাঁ, মা। একথা তো আমরা জানি। এ জন্যই তো আমরা প্লেনে উঠলাম।'

মেরী কী করে ওদেরকে বোঝাবে সে কতটা উত্তেজিত হয়ে আছে!

প্লেন বুখারেস্টের কাছে যত চলে আসছে, মেরীর উত্তেজনা ততই বৃদ্ধি পেল।

আমি এমন একজন রাষ্ট্রদূত হব যা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেনি। ভাবছে মেরী। আমার চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আমেরিকা এবং রোমানিয়া ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হবে।

No Smoking লেখাটি ফুটে উঠল, মেরীর দিবাস্বপ্নের সুতোটা ছিঁড়ে গেল।

এখনই ল্যান্ড করছি কেন? বেজার হলো মেরী। *মাত্র তো প্লেনে* উঠলাম। *ফ্লাইটটার এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কেন?*

প্লেন নামছে, কানে চাপ অনুভব করল মেরী। একটু পরেই চাকা স্পর্শ করল মাটি।

এটা সত্যি ঘটছে, অবিশ্বাস নিয়ে ভাবছে মেরী। আমি অ্যামবাসাডর নই। আমি ভুয়া। আমি হয়তো একটা যুদ্ধ বাধিয়ে বসব। ঈশ্বর বাঁচাও। ডরোথি এবং আমার কানসাস ছেড়ে আসা মোটেই উচিত হয়নি।

তৃতীয় খণ্ড

আঠার

বুখারেস্টের কেন্দ্রস্থল থেকে পঁচিশ মাইল দূরে ওটোপেনি এয়ারপোর্ট একটি আধুনিক বিমানবন্দর। নিকটবর্তী লৌহযবনিকার দেশগুলো থেকে আগত ভ্রমণকারীদের সুবিধের জন্য এ বিমানবন্দর তৈরি করা হয়েছে। এদেশে পশ্চিম ট্যুরিস্টরাও আসে ফি বছরে। তবে সংখ্যায় তারা নগণ্য।

টার্মিনালের ভেতরে বাদামি উর্দিপরা সেনা, রাইফেল এবং পিস্তলে সজ্জিত, ভবনগুলোর মধ্যে কেমন শীতল একটা ভাব বিরাজ করছে। যদিও এর সঙ্গে বাইরের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার কোনো সম্পর্ক নেই। টিম এবং বেথ নিজেদের অজান্তেই তাদের মায়ের কোল ঘেঁষে এল। *ওরাও তাহলে শীতল আবহটা টের পাচ্ছে,* ভাবল মেরী।

ওদেরকে দেখে দুজন লোক এগিয়ে এল। তাদের একজন হালকা পাতলা, অ্যাথলেটদের মতো সুগঠিত শরীর আমেরিকান চেহারা। অপরজন একটু বেশি বয়সের, পরনে বিদেশী ঢলঢলে সুট।

নিজের পরিচয় দিল অ্যামেরিকান। 'রোমানিয়ায় স্বাগতম, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আমি জেরী ডেভিস, আপনার পাবলিক অ্যাফেয়ার কনসুলেট। ইনি টিউটর কোস্তাস, রোমানিয়ান চিফ অভ প্রটোকল।'

'আপনি এবং আপনার সন্তানকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে আমরা আনন্দিত,' বললেন কোস্তাস। 'আমাদের দেশে স্বাগতম।' *এক অর্থে* ভাবছে মেরী, *এটা তো আমারও দেশ হতে চলেছে। 'Multumesc, domnule'* বলল মেরী।

'আপনি রোমানিয়ান ভাষা জানেন,' চেঁচিয়ে উঠলেন কোস্তাস। 'CU placere!'

'অল্প সল্প বলতে পারি আর কী,' দ্রুত বলল মেরী। টিম বলল, 'Buna dimineata.'

মেরীর এমন গর্ব হলো যেন ফেটে যাবে।

সে ওদের সঙ্গে টিম এবং বেথের পরিচয় করিয়ে দিল।

জেরী ডেভিস বলল, 'আপনার লিমুজিন অপেক্ষা করছে, ম্যাডাম অ্যামবাসডর। কর্নেল ম্যাককিনি বাইরে আছেন।'

কর্নেল ম্যাককিনি এবং মাইক স্লেড। স্লেডও এখানে, চলে এসেছে চলে এসেছে কিনা কে জানে। তবে জিজ্ঞেস করল না মেরী।

কাস্টমসে লম্বা লাইন। তবে মেরী এবং বাচ্চারা কয়েক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল ভবনের বাইরে। সাংবাদিক্ এবং ফটোগ্রাফাররা যথারীতি অপেক্ষা করছিল। তবে চেঁচামেচি কিংবা হল্লা করছে না কেউ, সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবি তোলা ও প্রশ্নপর্ব শেষ হলে ওরা মেরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

আর্মির ইউনিফর্ম গায়ে কর্নেল ম্যাককিনি অপেক্ষা করছিলেন ফুটপাতে। একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'গুডমর্নিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। ভ্রমণে কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'না, ধন্যবাদ।'

'মাইক স্লেডের এখানে আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কিছু জরুরি কাজে আটকে পড়ায় আসতে পারেনি।'

মেরী ভাবল মাইক হয়তো এ মুহূর্তে কোন স্বর্ণকেশী কিংবা লালচুলো মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত।

ডানদিকের উইং-এ আমেরিকান পতাকা উড়ছে। লম্বা, কালো, একটি লিমুজিন এগিয়ে এল ওদের দিকে। শোফারের উর্দি গায়ে, হাসিখুশি চেহারার এক লোক খুলে দিল গাড়ির দরজা।

'আমি ফ্লোরিয়ান।'

চমৎকার সাদা দাঁত বের করে হাসল শোফার।

'স্বাগতম ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, মাস্টার টিম, মিস বেথ। আপনাদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

'ধন্যবাদ,' বলল মেরী।

'ফ্লোরিয়ান আপনাদের সেবায় চব্বিশ ঘণ্টাই নিয়োজিত। আমরা সোজা রেসিডেন্সে চলে যাব যাতে আপনারা একটু হাত-পা খেলিয়ে আয়েশ করতে পারেন। পরে, আপনারা চাইলে শহর ঘুরিয়ে দেখানো যাবে। কাল সকালে ফ্লোরিয়ান আপনাদেরকে আমেরিকান দূতাবাসে নিয়ে যাবে।

'বেশ,' বলল মেরী।

এয়ারপোর্ট থেকে শহরে ঢুকল ওরা। দুই-লেন-বিশিষ্ট হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল গাড়ি। রাস্তায় গাড়ি আর লরির অভাব নেই। তবে কিছুক্ষণ পরপর জিপসিদের ছোট ছোট গাড়ির জন্য রাস্তায় জ্যাম বেঁধে গেল। রাজপথের দুধারে আধুনিক কলকারখানা, তার পাশে পুরোনো কুটির। একটার-পর-একটা খামার পার হলো ওদের গাড়ি, মাঠে কাজ করছে নারীরা, তাদের মাথায় বর্ণিল ব্যান্ডানা (উজ্জ্বল রঙের চৌকো কাপড়) বাঁধা।

বুখারেস্টের অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর বানেসা পাশ কাটাল ওরা। এর ঠিক পেছনেই, মূল হাইওয়ে থেকে অদূরে নিচু, নীলাভ-ধূসর রঙের দোতলা একটি ভবন কেমন অশুভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল মেরী।

মুখ বিকৃত করল ফ্লোরিয়ান। 'ইভান স্টেলিয়ান কারাগার। রোমানিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাকে এই জেলখানায় এনে পুরে দেয়া হয়।'

গাড়ি চলছে, কর্নেল ম্যাককিনি দরজার পাশে একটি লাল বোতাম আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এটি একটি ইমার্জেন্সি সুইচ। আপনি যদি কখনও বিপদে পড়ে যান—ধরুন সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালাল কিংবা অন্য কেউ—শুধু এই বোতামে চাপ দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির একটি রেডিও ট্রান্সমিটার চালু হয়ে যাবে। ওটার সঙ্গে দূতাবাসের যোগাযোগ রয়েছে। গাড়ির ছাদে লাল একটি বাতি জ্বলে উঠবে। আমরা প্রায় সাথে সাথে জেনে যাব আপনি কোথায় আছেন।'

মেরী ঐকান্তিক গলায় বলল, 'আশা করি এটি আমাকে কখনও ব্যবহার করতে হবে না।'

'আমিও আশা করি, ম্যাডাম অ্যামবাসডর।'

বুখারেস্টের কেন্দ্রস্থলটি ভারি সুন্দর। যেদিকেই তাকাও দেখতে পাবে পার্ক, মনুমেন্ট, ঝর্ণা। দাদুর কথা মনে পড়ে গেল মেরীর। 'বুখারেস্ট একটি ক্ষুদ্র প্যারিস, মেরী। এমনকি ওদের কাছে আইফেল টাওয়ারের রেপ্লিকাও আছে।' সত্যি আছে। মেরী তার পূর্বপুরুষদের জন্মস্থানে চলে এসেছে।

রাস্তায় প্রচুর মানুষজন। রয়েছে বাস, স্ট্রিটকার, হর্ন বাজাতে বাজাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল লিমুজিন। হর্নের শব্দে দ্রুত রাস্তা করে দিল পথচারীরা। গাড়িটি বৃক্ষশোভিত ছোট একটি রাস্তায় প্রবেশ করল।

'রেসিডেন্স ঠিক সামনে,' জানালেন কর্নেল। এ রাস্তাটি এক রাশান জেনারেলের নামে নামকরণ করা হয়েছে। হাস্যকর, তাই না?'

রাষ্ট্রদূতের রেসিডেন্স বৃহদায়তনের, পুরোনো আমলের তিনতলা চমৎকার একটি ভবন। কয়েক একর জমি জুড়ে বিশাল বিল্ডিংটি।

রেসিডেন্সের বাইরে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দল, তাদের নতুন রাষ্ট্রদূতের আগমনের অপেক্ষায়। মেরী গাড়ি থেকে নামল। জেরী ডেভিস ওদের সঙ্গে মেরীর পরিচয় করিয়ে দিল।

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর এরা সবাই আপনার সোশাল সেক্রেটারি; রোসিকা, আপনার হাউজ কিপার; কসমা, আপনার শেফ এবং ডেলিয়া ও ফারমেন, আপনার কাজের বুয়া।'

মেরী ওদের কুর্নিশ ও সালাম গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে চলল। ভাবছে *ওহ্, মাইগড, এতগুলো লোক দিয়ে আমি কী করব? আমাদের বাড়িতে শুধু লুসিন্না নামে এক কাজের বুয়া ছিল। সে হপ্তায় তিন দিন এসে রান্না করে দিত আর ঘরদোর গুছিয়ে দিয়ে যেত।*

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর,' বলল সোশাল সেক্রেটারি সাবিনা।

সবাই মেরীর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে যেন ওর মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। মেরী বুক ভরে দম নিল। '*Buna Ziua Multumesc, NU vorbesc*—রোমানিয়ান ভাষা যা শিখেছিল সব বিস্মৃত হয়ে গেল ও। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে।

বাটলার মিহাই সামনে এগিয়ে এসে 'বো' করল।

'আমরা সবাই ইংরেজি বলতে পারি, ম্যাম। আপনাদেরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের যে-কোনও প্রয়োজনে কাজে আসতে পারলে আমরা অত্যন্ত খুশি হব।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মেরী। 'ধন্যবাদ।'

ঘরের ভেতরে ওদের জন্য বরফশীতল শ্যাম্পেন অপেক্ষা করছিল, টেবিল বোঝাই করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে জিভে জল আনা নানান সুখাদ্য।

'চমৎকার।' বলল মেরী। ওর দিকে সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওদেরকে কি কিছু খেতে বলবে মেরী? ভৃত্যদেরকে কি কেউ খাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়? শুরুতেই কোনো ভুল করে বসতে চায় না মেরী।

'আমার তেমন খিদে পায়নি,' বলল ও। 'পরে কিছু খেয়ে নেব।'

'তাহলে চলুন রাড়িটি আপনাকে ঘুরে দেখাই,' বলল জেরী ডেভিস।

রেসিডেন্স ভারি সুন্দর একটি বাড়ি। নীচতলায় এন্ট্রি-ওয়ে, আছে বইয়ে ঠাসা লাইব্রেরি, মিউজিক রুম, লিভিংরুম এবং প্রকাণ্ড ডাইনিংরুম, সঙ্গে কিচেন এবং প্যান্ট্রি।

প্রতিটি ঘর রুচিসম্মত আসবাবে সজ্জিত। ডাইনিংরুমের বাইরে, বিল্ডিঙের সমান টেরেস, তার সামনে বেশ বড় একটি পার্ক।

বাড়ির পেছনদিকে একটি ইনডোর সুইমিংপুল, তাতে সংযুক্ত রয়েছে বাষ্প-স্নান ঘর এবং ড্রেসিংরুম।

'আমাদের নিজস্ব সুইমিংপুল আছে!' সোল্লাসে চেঁচাল টিম। 'আমি সাঁতার কাটতে যাই?'

'পরে সোনা। আগে একটু থিতু হয়ে নিই।'

নিচে, বাগানের সঙ্গে লাগোয়া বলরুম। সুবিশাল। দেয়াল ঝলমল করছে ব্যাকারাট স্কোচ।

জেরী ডেভিস জানাল, 'এখানে দূতাবাসের পার্টি দেয়া হয়। দেখুন।' দেয়ালের একটি সুইচ টিপল সে। ঘরঘর শব্দে ছাদটি মাঝখান থেকে দুভাগ হয়ে যেতে লাগল, দৃশ্যমান হলো আকাশ। 'এটি ম্যানুয়ালিও অপারেট করা যায়। তবে গরমের সময় প্রচুর গরম এবং শীতকালে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়ে বলে শুধু এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে খুলে দিই।'

হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ঘরে, জেরী ডেভিস সুইচ টিপে বন্ধ করে দিল ছাদ।

'চলুন, ওপরতলার কোয়ার্টার্সগুলো দেখবেন।'

জেরী ডেভিসের পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। সেন্ট্রাল হল-এ

দুটো বেডরুম, বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে একটা বাথরুম। হলওয়ের দূরপ্রান্তে মাস্টার বেডরুম এবং বসার ঘর, একটি সাজঘর এবং বাথ; একটি ছোট বেডরুম, বাথসহ, সেলাই করার ঘর এবং ইউটিনিটি রুমও আছে। ছাদে রয়েছে টেরেস, তবে সেখানে আলাদা সিঁড়ি দিয়েও যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জেরী ডেভিস বলল, 'তিনতলায় সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স, লন্ড্রিরুম এবং স্টোররুম আছে। বেযমেন্টে রয়েছে ওয়াইন সেলার, ভৃত্যদের খাওয়া এবং বিশ্রামের ঘর।'

'বিশাল—বিশাল বাড়ি,' মন্তব্য করল মেরী।

বাচ্চারা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছোটাছুটি করছে।

'আমার বেডরুম কোনটা?' জিজ্ঞেস করল বেথ।

'তুমি আর টিম মিলে ঠিক করে নাও কে কোন্ ঘরটা ব্যবহার করবে।'

'তুমি এটাতে থাকতে পারো,' বলল টিম। 'এ ঘরটায় জাঁকজমকের একটা ভাব আছে। আর মেয়েরা জাঁকজমক খুব পছন্দ করে।'

মাস্টার বেডরুমটি অপূর্ব, কুইন-সাইজ বেড, আছে কমফোটার, ফায়ারপ্লেসের পাশে দুটো কাউচ, একখানা আরামকেদারা, অ্যান্টিক মিররসহ ড্রেসিং টেবিল, বিলাসবহুল বাথরুম। এ ঘর থেকে পরিষ্কারভাবে বাগান দেখা যায়।

ডেলিয়া এবং কারমেন ইতিমধ্যে মেরীর সুটকেস থেকে মালামাল নামিয়ে ফেলেছে। বিছানার ওপর ডিপ্লোম্যাটিক পাউচটি রেখেছে মেরী। রাষ্ট্রদূত ভিনের ওকে পাউচটি এখানে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। কাল সকালে ও ওটা নিয়ে দূতাবাসে যাবে। মেরী পাউচটি হাতে তুলে নিল। লাল সিলগালা ভেঙে গেছে। কখন ভাঙল? অবাক হলো মেরী। এয়ারপোর্টে? এখানে? কে কাজটা করল?

সাবিনা ঢুকল বেডরুমে। 'সব ঠিক আছে তো, ম্যাম?'

'হ্যাঁ। আমি এর আগে কখনও সোশাল সেক্রেটারি নিয়ে কাজ করিনি।' বলল মেরী। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কাজটা কী।'

'আপনার যাবতীয় দেখভালো করাই আমার কাজ, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আমি আপনার সোশাল এনগেজমেন্ট, ডিনার, লাঞ্চ ইত্যাদি বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখব। বাড়ির দেখভালোও আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এ বাড়িতে ভৃত্যের সংখ্যা প্রচুর হওয়ার কারণে সবসময়ই কোনো-না-কোনো ঝামেলা বেধেই থাকে।

'তা তো থাকবেই,' উদাস গলায় বলল মেরী।

'আমার কি এখন কোনও কাজ আছে?'

সিলটা ভাঙল কীভাবে তা বলতে পারো, ভাবল মেরী।

মুখে বলল, 'না, ধন্যবাদ। আমি এখন একটু বিশ্রাম নেব।' হঠাৎ নিজের ভেতরটা কেমন শুকনো লাগল ওর।

বুখারেস্টের ২১, সোসিআভা কিসিয়েফ স্ট্রিটে আমেরিকান দূতাবাস। দূতাবাসটি দোতলা, সেমি-গোথিক, সাদা রঙের একটি ভবন। সামনে লোহার গেট, লাল হ্যাট

মাথায়, ধূসর কোট পরা এক অফিসার ওখানে টহল দিচ্ছে। গেটের পাশে, সিকিউরিটি বূদ-এ বসে আছে দ্বিতীয় রক্ষী। গাড়ি যাওয়া-আসার জন্য আলাদা রাস্তা আছে, মার্বেল পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে লবিতে।

লবির ভেতরটি অলংকৃত। মার্বেলের মেঝে, ডেস্কে একজোড়া সিসিটিভি, ওখানে পাহারায় বসেছে একজন মেরিন সেনা, ফায়ারপ্লেসে রয়েছে ফায়ার স্ক্রিন, তাতে নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করা এক ড্রাগনের ছবি। করিডরে সারবাঁধা আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের ছবি। পেঁচানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়, ওদিকটাতে কনফারেন্স রুম এবং অফিস।

একজন মেরিন গার্ড অপেক্ষা করছিল মেরীর জন্য।

'গুড মর্নিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, বলল সে। 'আমি সার্জেন্ট হিউজেস। তবে বন্ধুরা গানি বলে ডাকে।'

'গুড মর্নিং, গানি।'

'আপনার অফিসে ওঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। চলুন আমার সঙ্গে।'

'চলো।'

গানির সঙ্গে দোতলায়, রিসেপশন রুমে চলে এল মেরী। এক মধ্যবয়স্কা মহিলা বসে আছে একটি ডেস্কের পেছনে। মেরীকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল।

'গুডমর্নিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আমি ডরোথি স্টোন, আপনার সেক্রেটারি।'

'হাউ ডু ইউ ডু?'

ডরোথি বলল, 'আপনার জন্য অনেকেই বসে আছেন।'

অফিসের দরজা খুলে দিল সে, মেরী পা রাখল ঘরে। ওকে দেখে সবাই চেয়ার ছাড়ল। সবার অপলক দৃষ্টি মেরীর দিকে, একটা বিদ্বেষের ঢেউ শিহরন তুলল মেরীর শরীরে। প্রথমেই যে মানুষটিকে ওর চোখে পড়েছে সে মাইক স্লেড। স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল মেরীর।

'আপনার বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, আসুন,' বলল মাইক। 'ইনি লুকাস জাংকলো, অ্যাডমিনিসট্রেটিভ কনসুলার, ইনি এডি মাল্‌জ, পলিটিকাল কনসুলার; প্যাট্রিসিয়া হ্যাটফিল্ড, আপনার ইকোনমিক কনসুলার; ডেভিড ওয়ালেস, হেড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, টেড থম্পসন, অ্যাগ্রিকালচার। আপনার সঙ্গে তো জেরী ডেভিস এবং ডেভিড ভিক্টরের পরিচয় হয়েইছে। প্রথমজন আপনার পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কনসুলার আর দ্বিতীয়জনকে আপনি চেনেন কর্নেল বিল ম্যাককিনি হিসেবে।

'প্লিজ, আপনারা বসুন,' বলল মেরী। সে টেবিলের মাথার দিকের চেয়ারে বসল। সবার উপর একে একে নজর বুলাল। *শত্রুতা এবং বিদ্বেষ সবরকম বয়স, আকার এবং গঠনের চেহারা নিয়ে আসে,* ভাবল ও।

প্যাট্রিসিয়া হ্যাটফিল্ড মোটাসোটা, তবে মুখখানা আকর্ষণীয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স কম লুকাস জাংকলো'র। আইভি লীগের মতো চেহারা এবং পরিচ্ছেদ। অন্যান্য পুরুষরা বয়সী, কারও চুল পেকে গেছে, কেউবা টেকো, কেউবা পাতলা অথবা

হোঁতকা। *এদেরকে চিনে নিতে সময় লাগবে।*

মাইক স্লেড বলল, 'সবাই আপনার সেবায় নিয়োজিত। তবে আপনি চাইলে আমাদের যে কাউকে রিপ্লেস করতে পারবেন।'

কথাটা মিথ্যা, রাগ হলো মেরীর। *আমি তোমাকে রিপ্লেস করতে চেয়েও পারিনি।*

মিটিং চলল মিনিট পনেরো। এমনি সাধারণ, অগুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হলো। শেষে মাইক স্লেড বলল, 'আজ কিছুক্ষণ পরে ডরোথি অ্যামবাসাডরের সঙ্গে আপনাদের সবার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবে। ধন্যবাদ সকলকে।'

সবাই চলে গেল, ঘরে রইল শুধু মাইক স্লেড এবং মেরী। মেরী জানতে চাইল, 'দূতাবাসের সঙ্গে কোন সিআইএ এজেন্ট কাজ করছে?'

মাইক ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

অফিস থেকে বেরিয়ে গেল মাইক। মেরী একটুক্ষণ ইতস্তত করে ওর পিছু নিল। লম্বা একটি করিডোর ধরে হাঁটছে দুজনে। দুপাশে অনেকগুলো অফিসকক্ষ। বড় একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মাইক। এখানে একজন মেরিন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। সে একপাশে সরে দাঁড়াল, মাইক ধাক্কা মেরে খুলল দরজা। ঘুরল সে, মেরীকে ইঙ্গিত করল ভেতরে যেতে।

ভেতরে ঢুকল মেরী। তাকাল চারপাশে। পুরো ঘরটি ধাতু আর কাচের অবিশ্বাস্য সংমিশ্রণে তৈরি। মেঝে, দেয়াল, ছাদ সবকিছু শুধু এ দুটি জিনিস দিয়েই তৈরি।

ওদের পেছনে ভারি দরজাটি বন্ধ করে দিল মাইক স্লেড।

'এ হলো বাবল রুম। প্রতিটি আয়রন কার্টেনের দেশের আমেরিকান এমব্যাসীতে এরকম একটি ঘর আছে। এ ঘরে ছারপোকা ঢোকার কোনো অবকাশ নেই।'

মেরীর চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপ ফুটতে দেখল মাইক। 'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, এমব্যাসীই শুধু নয়, আপনার রেসিডেন্সের ডলারটি পর্যন্ত ছারপোকার কবল থেকে মুক্ত নয়। আপনি বাইরের রেস্টুরেন্টে খেতে যাবেন, সেখানেও ছারপোকা আছে। মনে রাখবেন, আপনি একটি শত্রু দেশে আছেন।'

ধপ করে একটা চেয়ার বসে পড়ল মেরী। 'আপনারা এসব সামাল দেন কী করে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ নেই?'

'প্রতিদিন সকালে ইলেকট্রনিক ঝাড়ু দিই আমরা। ছারপোকা পেলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করি। ওরা আবার ওগুলো বসিয়ে দেয়, আমরা আবার দূর করি।'

'দূতাবাসে রোমানিয়ানদের কাজ করতে দেয়া হয় কেন?'

'এটা ওদের খেলার মাঠ। ওরা হোম টিম। আমরা ওদের আইন অনুসারে খেলা করি। ওরা এ-ঘরে মাইক্রোফোন রাখার সুযোগ পায় না, কারণ দরজার সামনে চব্বিশ ঘণ্টা মেরিনরা পাহারায় থাকে। ভালো কথা, আপনার প্রশ্নটা যেন কী ছিল?'

'সিআই'র কর্মকর্তাটি কে জানতে চাইছিলাম আমি।'

'এডি মাল্‌জ। আপনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা।'

এডি মালুজের চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করল মেরী। ধূসর চুল, ভারি শরীর। না, ওটা তো কৃষি বিষয়ক উপদেষ্টা। এডি মাল্জ... ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মধ্যবয়স্ক, অত্যন্ত রোগা, অশুভ একটা ভাব আছে চেহারায়।

'উনিই একমাত্র সিআইএ স্টাফ?'

'জ্বী।'

মাইকের কণ্ঠে কি ইতস্ততার ছাপ?

ঘড়ি দেখল মাইক স্লেড। 'আধঘণ্টার মধ্যে আপনাকে পরিচয়পত্র দাখিল করতে হবে। ফ্লোরিয়ান বাইরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার লেটার অভ ক্রেডেন্স সঙ্গে নিয়ে নিন। অরিজিনাল কপিটি দিতে হবে প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুকে, একটি কপি থাকবে আমাদের কাছে।'

দাঁতে দাঁত ঘষল মেরী। 'আমি তা জানি, মি. স্লেড।'

'উনি আপনাকে বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমি ওদেরকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ওর সঙ্গে আলোচনা না করেই। 'ধন্যবাদ।'

রোমানিয়ান সরকারের সদর দপ্তর বেলেপাথরের ব্লক দিয়ে তৈরি ভয়ংকর দর্শন একটি ভবন। বুখারেস্ট শহরের প্রাণকেন্দ্রে এর অবস্থান। চারদিক ইস্পাতের দেয়ালে ঘেরা, সামনে পাহারায় সশস্ত্র রক্ষী। ভবনের প্রবেশপথে আরও রক্ষী রয়েছে। একজন এইড মেরী এবং তার বাচ্চাদেরকে দোতলায় নিয়ে গেল।

দোতলায়, লম্বা, আয়তাকার একটি কক্ষে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দ্রোস আইওনেস্কু। রোমানিয়ার প্রেসিডেন্টের গোটা অবয়ব দিয়ে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে শক্তি। তাঁর গায়ের রঙ শ্যামলা, বাজপাখির মতো চেহারা কালো চুল কোঁকড়ানো। এমন খাড়া নাক জীবনে দেখেনি মেরী। প্রেসিডেন্টের চোখ অঙ্গারের টুকরোর মতো জ্বলজ্বলে, প্রবল সম্মোহনী শক্তি তাতে।

এইড বলল, 'ইয়োর এক্সেলেন্সি, মে আই প্রেজেন্ট ম্যাডাম অ্যামবাসাডর ফ্রম দ্য ইউনাইটেড স্টেটস?'

প্রেসিডেন্ট মেরীর হাত ধরে দীর্ঘ চুম্বন করলেন। 'আপনি আপনার ছবির চেয়েও দেখতে সুন্দরী।'

'ধন্যবাদ, ইয়োর এক্সেলেন্সি। এ আমার মেয়ে বেথ আর এ আমার ছেলে টিম।'

'চমৎকার ছেলেমেয়ে।' বললেন আইওনেস্কু। প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'আপনি কি আমার জন্য কিছু এনেছেন?' মেরী কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। দ্রুত পার্স খুলে প্রেসিডেন্ট এলিসলের দেয়া লেটার অভ ক্রেডেন্স বের করল।

তেমন মনোযোগ দিয়ে কাগজটা দেখলেন না প্রেসিডেন্ট। 'ধন্যবাদ। আমি রোমানিয়ান সরকারের পক্ষে এটি গ্রহণ করলাম। আপনি এখন থেকে অফিশিয়ালি আমার দেশে আমেরিকান অ্যামবাসাডর।' মুখ ভরে হাসলেন তিনি। 'আমি আজ

সন্ধ্যায় আপনার জন্য রিসেপশনের আয়োজন করেছি। আপনার সঙ্গে কাজ করবে আমার এমন কয়েকজন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

'সে আপনার দয়া,' বলল মেরী।

'প্রেসিডেন্ট মেরীর হাত আবার নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আমাদের এখানে একটি প্রবাদ আছে "একজন রাষ্ট্রদূত এখানে সজল চোখে হাজির হন, কারণ তিনি জানেন তাকে অচেনা একটি জায়গায়, তার বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে অনেক দিন কাটাতে হবে। কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার সময় তাঁর চোখ থাকে অশ্রুসজল কারণ তিনি এদেশে নতুন কিছু বন্ধুকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন যাদের সঙ্গে তার গড়ে উঠেছিল অপূর্ব হৃদ্যতা।" ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।' তিনি মেরীর হাত ঘষে দিলেন।

'অ্যায়াম শিওর আই উইল,' বলল মেরী। গম্ভীর হয়ে ভাবল এ লোক আমাকে স্রেফ একটা সুন্দর মুখ ধরে নিয়েছে। আমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে শুধু সুন্দর মুখ নয়, আরও অনেক কিছু আছে আমার।

মেরী ছেলেমেয়েকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। দিনের বাকি সময়টা দূতাবাসের প্রকাণ্ড কনফারেন্স রুমে ব্যস্ততায় কাটল। তার সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করতে এলেন বিভিন্ন সেকশন প্রধানরা। কর্নেল ম্যাককিনি মিলিটারি অ্যাটাশে হিসেবে এলেন।

আয়তাকার, লম্বা টেবিলটা দখল করলেন সকলে। পেছনের দেয়াল ঘেঁষে বসল অন্যান্য বিভাগের জুনিয়র সদস্যরা।

বাণিজ্যিক উপদেষ্টা, বেঁটেখাটো, কুমড়োপটাশ আকারের একজন মানুষ নানান ফ্যাক্টস এবং ফিগারের বয়ান শোনালেন। মেরী ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে মনে মনে ভাবল *এদের সবার নাম আমার মনে রাখতে হবে।*

কৃষি উপদেষ্টা টেড থম্পসনের পালা এল। তিনি বললেন, 'রোমানিয়ান কৃষিমন্ত্রী স্বীকার না করলেও এটা সবাই জানে তিনি ঘোরতর বিপদের মধ্যে আছেন। এ বছর ফসল উৎপাদনের হার হ্রাস পাবে আশঙ্কাজনক হারে। কিন্তু আমরা ওদেরকে এরকম দুর্দশার মাঝে ঠেলে দিতে চাই না।'

অর্থ উপদেষ্টা প্যাট্রিসিয়া হার্টফিল্ড আপত্তির সুরে বলল, আমরা ওদেরকে যথেষ্ট সাহায্য দিয়েছি, টেড। রোমানিয়া ইতিমধ্যে জিএসপি কান্ট্রিতে উপনীত হয়েছে,' মেরীর দিকে আড়চোখে তাকাল সে।

মহিলা ইচ্ছে করে কাজটা করছে, ভাবছে মেরী, *আমাকে বিব্রত করতে চায়।*

প্যাট্রিসিয়া হ্যার্টফিল্ড জ্ঞান দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'জিএসপি দেশ মানে—'

'জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্সেস,' বাধা দিল মেরী। 'আমরা রোমানিয়াকে স্বল্পোন্নত দেশ বলে মনে করি তাই তারা আমদানি-রপ্তানির সুবিধেগুলো পেয়ে থাকে।'

হ্যাটফিল্ডের চেহারায় ভাবের পরিবর্তন ঘটল। 'ঠিক,' বলল সে। 'আমরা ইতিমধ্যে ওদেরকে মজুত করতে দিয়েছি এবং—'

কমার্স কাউন্সেলর ডেভিড ভিক্টর বাধা দিয়ে বলল, 'আমরা মজুত করতে দেইনি— আমরা ওটা খোলা রাখতে বলেছি যাতে ওখানে কেনাকাটা করা যায়। আমাদের জন্য শস্য কেনার জন্য ওদের আরও ক্রেডিট দরকার। আমাদের শস্য যদি ওদের কাছে বিক্রি না করি ওরা ওটা আর্জেন্টিনা থেকে কিনবে।' মেরীর দিকে ফিরল সে। 'সয়াবিনে আমরা বোধকরি ধরা খেতে যাচ্ছি। ব্রাজিলিয়ানরা আমাদেরকে ল্যাং মারতে চাইছে। আমাদের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই যদি আপনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে যত শীঘ্রি সম্ভব একটি প্যাকেজ ডিলের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়।'

মাইক স্লেডের দিকে তাকাল মেরী। সে টেবিলের বিপরীত দিকে বসেছে, একটা প্যাডে কী সব আঁকিবুকি কাটছে, মনে হচ্ছে আলোচনায় তার মন নেই।

'আমি দেখছি কী করা যায়,' বলল মেরী।

মেরী একটি নোট নিল। ওয়াশিংটনে, কমার্স ডিপার্টমেন্টের প্রধানকে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে রোমানিয়ান সরকারকে আরও ক্রেডিট দেয়া যায় কিনা সে-ব্যাপারে অনুমতি চাইবে। টাকাটা আসবে আমেরিকান ব্যাংক থেকে। টাকা ধার নেয়া সম্ভব।

পলিটিকাল কনসুলার এবং সিআইএ এজেন্ট এডি মাল্‌জ বলল, 'আমার সমস্যাটি আরও জটিল, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। এক অ্যামেরিকান ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মাদক বহনে এদেশে মারাত্মক অপরাধ।'

'কী ধরনের মাদক বহন করছিল ছেলেটি?'

'ছেলে নয় মেয়ে। এক তরুণী। মারিজুয়ানা। অল্প কয়েক আউন্স মাত্র।'

'মেয়েটি দেখতে কেমন?'

'কলেজ ছাত্রী। সুন্দরী, মেধাবী।'

'ওরা ওর বিরুদ্ধে কী অ্যাকশন নিতে পারে?'

সাধারণ শাস্তি হলো পাঁচ বছরের জেল।'

মাই গড, মনে মনে আঁতকে উঠল মেরী। *পাঁচ বছর পরে মেয়েটি যখন ছাড়া পাবে তখন কেমন লাগবে তাকে দেখতে?*

'আমাদের এক্ষেত্রে কী করণীয়?' জিজ্ঞেস করল ও।

অলস গলায় মাইক স্লেড বলল, 'আপনার সুন্দর মুখখানা দেখিয়ে Securitate-এর প্রধানের মাথা গোলমাল করে দিতে পারেন। প্রধানের নাম ইসট্রাস। তার অনেক ক্ষমতা।'

এডি মাল্‌জ বলে চলল, 'মেয়েটি বলছে তাকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে। তার কথা সত্যি হলে হতেও পারে। সে এক রোমানিয়ান পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে গর্দভের মতো প্রেমও করেছে। লোকটা মেয়েটাকে চু—ইয়ে মানে ওকে বিছানায় নেয়ার পরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।'

আতঙ্ক বোধ করল মেরী 'এ কাজ কী করে করতে পারল সে?'

শুকনো গলায় মাইক স্লেড বলল, 'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, এখানে আমরা ক্রেপক্ষ- ওরা নয়।'

মেরী মেয়েটির বিষয়ে নোট নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, দেখছি। কী করা যায়।' পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কনসুলার জেরী ডেভিসের দিকে ফিরল মেরী। 'আপনার কী সমস্যা?'

'আমার ডিপার্টমেন্টের স্টাফরা যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকে ওগুলো বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বাড়ি মেরামতের অনুমোদন পাচ্ছে না।'

'ওরা নিজেদের খরচে বাড়ি মেরামত করতে পারে না?'

'দুর্ভাগ্যবশত, না। মেরামতির জন্য রোমানিয়ান সরকারের অনুমতি লাগবে। কিছু লোকের বাড়িতে হিটিং সিস্টেম কাজ করছে না, অনেক অ্যাপার্টমেন্টের টয়লেট নষ্ট, কারও কারও বাড়িতে পানি নেই।'

'আপনারা এ ব্যাপারে অভিযোগ করেননি?'

'করেছি, ম্যাম। গত তিনমাস ধরে প্রতিদিনই করে আসছি।'

'তাহলে কেন?'

'এ হলো স্রেফ হয়রানি ,ওরা—' ব্যাখ্যা করল মাইক স্লেড। আমাদের নার্ভের শক্তি কতটা তা পরীক্ষা করে দেখার খেলায় মেতেছে।'

মেরী আরেকটি নোট নিল।

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, আমার সমস্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বলল আমেরিকান লাইব্রেরি প্রধান জ্যাক চ্যান্সেলর। 'গতকাল খুব দামি কিছু রেফারেন্স বই চুরি হয়ে গেছে...

অ্যামবাসাডর অ্যাশলির মাথায় ব্যথা শুরু হয়ে গেল।

একের-পর-এক অভিযোগ-অনুযোগ শুনেই পার হয়ে গেল বিকেল। সবারই মুখ গোমড়া। তারপর পড়ার ব্যাপারটা রয়েছে। মেরীর ডেস্কে সাদা কাগজের পাহাড়। রোমানিয়ান পত্রিকায় গতকাল যা ছাপা হয়েছে তার ইংরেজি তর্জমা কাগজে। জনপ্রিয় সংবাদপত্র Scienteia Tineretului-তে প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুর নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি, সঙ্গে প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার তিন/চারটে ছবি। পত্রিকার মধ্যে রয়েছে Romania Libera, সাপ্তাহিক Flacara Magafinul ইত্যাদি। এতো মাত্র শুরু। মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের অর্থনীতির সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট। '*একদিনে পড়ার জন্য যে জিনিস এখানে আছে! ভাবছে মেরী। 'সারা বছর পড়লেও তো এটা ফুরোবে না। আর আমাকে কিনা প্রতিদিন সকালে এসব পড়তে হবে।*'

তবে নিজের স্টাফরা ওর প্রতি যে তাচ্ছিল্য দেখাচ্ছে এটাই সবচেয়ে বেশি বিব্রত করছে মেরীকে। এদেরকে এক্ষুনি সামাল দেয়া দরকার।

প্রটোকল অফিসার হেরিয়েট ক্রুগারকে ডেকে পাঠাল মেরী।

'তুমি দূতাবাসে কদ্দিন ধরে আছ?' জিজ্ঞেস করল মেরী।

'রোমানিয়ার সঙ্গে আমাদের ভাঙনের আগে চার বছর আর গত তিনটি গৌরবোজ্জ্বল মাস।' মেয়েটার কণ্ঠে পরিষ্কার পরিহাসের সুর।

'এখানে কাজ করতে ভাল্লোগছে না?'

'আমি ম্যাকডোনাল্ড এবং কোনি আইল্যান্ড কন্যা। ওই গানটার মতো, 'শো মি দ্য ওয়ে টু গো হোম'।'

'আমরা কি অফ-দা-রেকর্ড আলোচনা করতে পারি?'

'না, ম্যাম।'

মেরী কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। 'বাবল রুমে গিয়ে কথা বলি চলো।'

বাবল রুমে গিয়ে বসল ওরা দুজন। ভারি দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে মেরী বলল, 'একটা কথা হঠাৎই মনে পড়ল আমার। আজ কনফারেন্স রুমে আমাদের মিটিং হলো। ওখানে ছারপোকা আছে না?'

'আছে বোধহয়,' হাসিমুখে বলল হেরিয়েট। 'তবে তাতে কিছু আসে যায় না। মাইক স্লেড এমন কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবে না যা রোমানিয়ানরা জানে না।'

আবার সেই মাইক স্লেড।

'স্লেড সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?'

'সে সবার সেরা।'

স্লেড সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করল না মেরী। বলল, 'তোমাকে যেজন্য এখানে ডেকে এনেছি এখন সেকথা বলি। আমার মনে হয়েছে এখানে লোকজনের মনোবলের অভাব রয়েছে। সবাই অনুযোগ করেই চলেছে। কাউকে দেখে সুখী মনে হলো না। আমি জানতে চাই এরকমটা ঘটার কারণ কী আমি, নাকি হামেশাই এরকম অবস্থা চলে আসছে।'

হেরিয়েট ক্রুগার মেরীকে এক নজর নিরিখ করল। 'সত্যি জবাব দেব?'

'প্লিজ।'

'কারণ দুটোই। আমেরিকানরা এখানে প্রেসার কুকারের মধ্যে কাজ করে। আমরা আইন ভঙ্গ করি এবং মস্ত বিপদে পড়ে যাই। রোমানিয়ানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমাদের ভয় হয়, কারণ তারা Securitate-এর লোক হতে পারে। আমাদের দলটা ছোট, ফলে আমরা বিরক্তিতে ভুগি, অজাচার করি।' কাঁধ ঝাঁকাল হ্যারিয়েট। 'বেতন কম, খাদ্যাভাব, আবহাওয়া বিশ্রী।' মেরীকে লক্ষ করছে সে। 'এর কোনটির জন্যই আপনি দায়ী নন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আপনার সমস্যা দুটি প্রথমত আপনি একজন পলিটিকাল অ্যাপয়েন্টি এবং আপনি এমন একটি দূতাবাসের দায়িত্ব নিয়েছেন যেটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাটদের দ্বারা।' বিরতি দিল সে। 'আমি কি খুব বেশি কড়া কথা বলে ফেললাম?

'না, প্লিজ, বলে যাও।'

'আপনি এখানে আসার আগেই বেশিরভাগ লোকজন আপনার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। দূতাবাসের ক্যারিয়ার কর্মীরা নৌকা নিয়ে এগোতে চায় না। পালটিকাল অ্যাপয়েন্টিরা পরিবর্তনে বিশ্বাসী। তাদের চোখে আপনি একজন অ্যামেচার হয়েও পেশাদারদেরকে বলে দিচ্ছেন তাদেরকে কী করতে হবে। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, আপনি নারী। দূতাবাসের আমেরিকান পুরুষরা একজন নারীর কাছ থেকে হুকুম পেতে পছন্দ

করে না। রোমানিয়ানরা তো নয়ই।'

'ও, আচ্ছা।'

হাসল হেরিয়েট ক্রুগার। 'তবে আপনি দারুণ পাবলিসিটি এজেন্ট। একজন নারী ডিপ্লোম্যাটকে নিয়ে পত্রিকাঅলাদের এত এত প্রচ্ছদ কাহিনী রচনা করতে আমি জীবনেও দেখিনি। কীভাবে করলেন কাজটা?'

এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই মেরীর।

ঘড়ি দেখল হেরিয়েট ক্রুগার। 'ওপ্‌স্! আপনার দেরি করিয়ে দিলাম। ফ্লেরিয়ান আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। যাতে আপনি ড্রেস বদলে দিতে পারেন।'

'ড্রেস বদলাতে হবে কেন?'

'আপনার ডেস্কে শিডিউল রেখে দিয়েছি। দেখেননি?'

'সময় পাইনি। নিশ্চয়ই কোনো পার্টিতে যাবার কথা বলবে না।'

'পার্টি একটা নয়, তিনটা। সবগুলোই আজ রাতে। আর এ সপ্তাহে আপনাকে একুশটি পার্টিতে হাজিরা দিতে হবে।'

মেরীর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'এ অসম্ভব। আমি—'

'কাজটা করতেই হবে। বুখারেস্টে দূতাবাসের সংখ্যা পঁচাত্তর। প্রায় প্রতি রাতেই কেউ-না-কেউ পার্টি দিচ্ছে।'

'যদি বলি যেতে পারব না?'

'তার মানে আমেরিকা তাদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করছে। এতে তারা অপমানিত বোধ করবে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেরী। 'আমার মনে হচ্ছে এখন ওঠা উচিত। ড্রেস বদলাতে হবে।'

সেদিন বিকেলে ককটেল পার্টি দেয়া হলো রোমানিয়ান স্টেট প্যালেসে, পূর্ব জার্মানি থেকে সফরে আসা এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সম্মানে।

মেরী উপস্থিত হতেই এগিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কু। মেরীর হাতে চুমু খেলেন তিনি। 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলাম আমি।'

'ধন্যবাদ, ইয়োর এক্সেলেন্সি। আমিও।'

প্রেসিডেন্টের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে প্রচুর গিলেছেন। আইওনেস্কুর ডোশিয়েরের কথা মনে পড়ে গেল মেরীর *বিবাহিত। চোদ্দ বছর বয়সী এক ছেলে ও তিন কন্যার জনক। নারীলিপ্সু। প্রচুর মদ পান করেন। ধূর্ত চাষাদের মতো মানসিকতা। বন্ধুদের প্রতি সদয়। শত্রুর প্রতি বিপজ্জনক এবং নির্দয়।*

মেরী ভাবল *এ লোকের কাছ থেকে সাবধানে থাকতে হবে।*

আইওনেস্কু মেরীর হাত ধরে নির্জন এক কিনারে নিয়ে গেলেন।

'আমরা, রোমানিয়ানরা খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ,' মেরীর হাতে চাপ দিলেন তিনি।

'আমরা খুব আবেগী,' মেরীর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য একমুহূর্ত বিরতি দিলেন। মেরীর চেহারায় কোনো ভাব ফুটল না দেখে বলে চললেন, 'আমরা প্রাচীন ডাকিয়ান এবং তাদের রোমান নারীদের বংশধর। বহু শতাব্দী ধরে আমরা ছিলাম ইউরোপের পাপোশ। সীমান্ত ছিল অরক্ষিত। হুন, গথ, আভার, স্লাভ এবং মোঙ্গলরা আমাদেরকে পা দিয়ে মাড়িয়েছে, কিন্তু রোমানিয়া টিকে থেকেছে। কীভাবে জানেন?' ওর দিকে ঝুঁকলেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর মুখ দিয়ে ভক করে মদের গন্ধ বেরুল। 'আমাদের লোকদের শক্তিশালী এবং দৃঢ় নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে। ওরা আমাদেরকে বিশ্বাস করে এবং আমি ওদেরকে যথাযথভাবে শাসন করি।'

কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল মেরীর। মধ্যরাতে গ্রেফতার, ক্যাঙ্গারু কোর্ট, হত্যা, নিখোঁজ।

বকবক করে চলেছেন আইওনেস্কু, তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঘরের অভ্যাগতদের ভিড়টা দেখল মেরী। কমপক্ষে দুশো মানুষ এসেছেন। এরা নিশ্চয় রোমানিয়ার বিভিন্ন দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত। এদের সবার সঙ্গেই ওর শীঘ্রি পরিচয় হবে। ও হেরিয়েট ক্রুগারের অ্যাপয়েন্টমেন্টে চোখ বুলিয়েছিল। দেখেছে ওর বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হলো পঁচাত্তরটি দূতাবাসের সবার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলা। সেইসঙ্গে ককটেল পার্টি এবং ডিনারের শেষ নেই। হপ্তার ছ'রাতই ওকে এসব পার্টিতে হাজির থাকতে হবে।

আমি রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করব কখন? ভাবছে মেরী। অবশ্য পার্টিতে উপস্থিত থাকাটা তার কাজের এখতিয়ারের মধ্যেই পড়ে। এক লোক এসে প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুর কানে কানে কী যেন বলল। প্রেসিডেন্টের চেহারা মুহূর্তে শীতল দেখাল। রোমিনিয়ান ভাষায় হিসহিস করে কী যেন বললেন তিনি। লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত চলে গেল। স্বৈরশাসক মেরীর দিকে ফিরে মোলায়েম গলায় বললেন, 'আমাকে এখুনি যেতে হবে। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।'

চলে গেলেন আইওনেস্কু।

উনিশ

অফিশিয়াল ঝড়ঝাপটা আরেকটি দিনের জন্য সামলাতে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ল মেরী অ্যাশলি। সকাল সাড়ে ছ'টায় ফ্লোরিয়ান ওকে তুলে নিল বাড়ি থেকে। অ্যামব্যাসী যাওয়ার পথে অন্যান্য দূতাবাস থেকে আসা বিভিন্ন রিপোর্টে চোখ বুলাল মেরী। আগের রাতে এগুলো ওর বাসায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

এ্যামব্যাসীর করিডর ধরে এগোচ্ছে মেরী, মাইক স্লেডের অফিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডেস্কে বসে কাজ করছে মাইক। দাড়ি কামায়নি। সারারাত এখানেই ছিল নাকি লোকটা?

'আজ এত সকালে যে!' বলল মেরী।

মুখ তুলে চাইল মাইল স্লেড। 'মর্নিং। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

'আচ্ছা,' ভেতরে ঢোকার জন্য পা বাড়াল মেরী।

'এখানে না। আপনার অফিসে।'

মেরীর সঙ্গে ওর অফিসে ঢুকল মাইক স্লেড। ঘরের কিনারে রাখা একটি যন্ত্রের সামনে হেঁটে গেল। 'এর নাম শ্রেডার,' বলল সে।

'জানি আমি।'

'তাই নাকি? কাল রাতে বাড়ি যাওয়ার সময় আপনি আপনার ডেস্কের টপ ড্রয়ারে কিছু কাগজপত্র ফেলে রেখে গিয়েছিলেন। ওগুলোর ছবি তুলে মস্কো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'ওহ্, মাই গড! আমি একদম ভুলে গেছি। কিসের কাগজ ছিল ওগুলো?'

'কসমেটিক্স, টয়লেট পেপারসহ নানান মেয়েলি জিনিসপত্রের একটা তালিকা। ওগুলো দোকান থেকে কেনার জন্য তালিকাটা করেছিলেন বোধহয়। তবে কথা ওটা নয়। কথা হলো এখানে যে ঝাড়ুদারনি কাজ করে সে Securitate-এর লোক। রোমানিয়ানরা যে তথ্যই পাক না কেন, সব লুফে নেয়। আর দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে তারা মহাওস্তাদ। কাজেই আপনার জন্য প্রথম সবক হলো রাতের বেলা সবকিছু তালা মেরে রেখে যাবেন কিংবা শ্রেডার মেশিনে ঢুকিয়ে টুকরো করে ফেলবেন অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

'দ্বিতীয় সবকটি কী?' শীতল গলায় জানতে চাইল মেরী।

মুচকি হাসল মাইক। 'অ্যামবাসাডর তাঁর প্রতিটি দিন শুরু করেন নিজের ডেপুটি

চিফ অভ মিশনের সঙ্গে এক কাপ কফি পান করার মাধ্যমে। আপনি কি কফি পছন্দ করেন?'

এই গোঁয়ার লোকটার সঙ্গে একসঙ্গে কফি পান করার কোনও ইচ্ছেই নেই মেরীর। 'আমি—কালো।'

'গুড। আপনার ফিগারের দিকে খেয়াল রাখবেন। এখানকার খাবারগুলো বড্ড চর্বিবহুল।' দরজায় পা বাড়াল মাইক।

এই দরজার ওপাশেই তার অফিস। মেরী এ দরজাটি দিয়েই মাইককে নিয়ে নিজের অফিসে ঢুকেছে। 'আমি নিজেই কফি বানাই। খেতে ভালোই লাগবে আপনার।'

চেয়ারে বসল মেরী। রাগে ফুঁসছে। *একে সামাল দিতে হবে* সাবধানে, ভাবছেও । *যতদ্রুত সম্ভব লোকটাকে ভাগাতে হবে।* ধোঁয়া ওঠা দুইমগ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল মাইক, নামিয়ে রাখল মেরীর ডেস্কে।

'বেথ আর টিমকে এখানকার আমেরিকান স্কুল থেকে কীভাবে আনা-নেয়া করব বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল মেরী।

'আমি ও ব্যবস্থা করে রেখেছি। ফ্লোরিয়ান ওদেরকে সকালে স্কুলে দিয়ে আসবে, বিকেলে নিয়ে আসবে।'

অবাক হয়ে গেল মেরী। 'আমি–ধন্যবাদ।'

'সময় পেলে স্কুলটা একবার দেখে আসবেন। ছোট স্কুল, শ-খানেক ছাত্র। প্রতি ক্লাসে আট/ন'জন ছাত্র। সারাবিশ্ব থেকে এসেছে তারা–কানাডা, ইসরায়েল, নাইজেরিয়া। শিক্ষকরা খুবই চমৎকার।'

'আমি ওখানে একবার ঢুঁ মেরে আসব?'

মাইক কফির কাপে চুমুক দিল। 'শুনলাম আমাদের অকুতোভয় নেতার সঙ্গে নাকি গত রাতে আপনার খোশগল্প জমে উঠেছিল?'

'প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কু? হ্যাঁ। বেশ আমুদে মানুষ।'

'ও, হ্যাঁ। চমৎকার লোক। তবে কারও প্রতি বিরাগভাজন না হয়ে ওঠা পর্যন্ত। তার বিরাগভাজন হয়েছেন কী, ধড়ের ওপরে মুণ্ডুটা আর থাকবে না—ঘ্যাচাং।

নার্ভাস গলায় মেরী বলল, 'এসব বিষয় নিয়ে বাবল রুমে বসে কথা বললে ভালো হয় না?'

'দরকার নেই। ঝাড়ুদারনি যাবার পরে সকালেই আপনার অফিস থেকে ছারপোকা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি। ইটস ক্লিন। তবে একটা কথা, আইওনেস্কুর মুখে প্রশংসা শুনে গলে যাবেন না যেন। লোকটা একটা হাড়ে হারামজাদা । তার নিজের লোকজনই তাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু ওদের কিছু করারও নেই। চারদিকে গিজগিজ করছে সিক্রেট পুলিশ। কেজিবি এবং পুলিশ একত্রে কাজ করছে। শোনা কথা, এদেশে প্রতি তিনজন নাগরিকের একজন Securitate কিংবা কেজিবি'র সঙ্গে জড়িত। বিদেশীদের সঙ্গে রোমানিয়ানদের যোগাযোগের ব্যাপারে রয়েছে কঠোর নিষোধাজ্ঞা। কোনও বিদেশী কোনও রোমানিয়ান অ্যাপার্টমেন্টে ডিনার করতে চাইলে তাকে আগে

রাষ্ট্রীয় অনুমতি নিতে হবে।

মেরীর শরীর শিউরে উঠল।

'সরকারের সমালোচনা করা যাবে না, তার বিরুদ্ধে কোনও পিটিশন করা চলবে না। তাহলেই গ্রেফতার।'

মেরী খবরের কাগজ এবং পত্রিকায় কম্যুনিস্ট দেশগুলোর দমননীতি সম্পর্কে অনেক লেখা পড়েছে, কিন্তু এর মধ্যে এসে পড়ে সবকিছু ওর কাছে কেমন যেন অবাস্তব লাগছে।

'ওদের তো আইন-আদালত আছে,' বলল মেরী।

'কখনও সখনও শো-ট্রায়ালের ব্যবস্থা ওরা করে বটে। সেখানে পশ্চিমা সাংবাদিকরা আমন্ত্রিতও হন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ, যারা গ্রেফতার হয়ে পুলিশ কাস্টডিতে থাকে, তাদের জীবনে ঘটা ভয়ংকর সব দুর্ঘটনা। রোমানিয়ায় গুলাগদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি আমাদের নেই। ওরা আছে ডেস্টা এলাকায়, কৃষ্ণসাগরের কাছে দানিউবে। ওদেরকে যারা দেখেছে সেসব লোকের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। পরিস্থিতি খুবই ভয়ানক।'

'এবং পালাবার কোনও পথ নেই,' বেশ জোরেই কথাটা উচ্চারণ করল মেরী। 'পুবে কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণে বুলগেরিয়া, ওদের অন্যান্য সীমান্ত জুড়ে রয়েছে যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি এবং চেকোশ্লোভকিয়া। ওরা লৌহযবনিকার ঠিক মাঝখানে আটকে রয়েছে।'

'আপনি কখনও টাইপরাইটার ডিক্রির কথা শুনেছেন?'

'না।'

'এটা আইওনেস্কুর লেটেস্ট ব্রেইনস্টম। তিনি দেশের প্রতিটি টাইপরাইটার এবং কপি মেশিনকে রেজিস্ট্রি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রেজিস্টার্ড হওয়া মাত্র ওগুলো সব বাজেয়াপ্ত করা হয়। এখন প্রচারকৃত সমস্ত তথ্য নিয়ন্ত্রণ করেন আইওনেস্কু। আরেকটু কফি দেব?'

'না। ধন্যবাদ।'

'আইওনেস্কু তার জনগণকে ধরে ইচ্ছেমতো মোচড়াছেন। তারা প্রতিবাদ করতে ভয় পায় গুলি খাওয়ার ভয়ে। এখানকার জীবনযাত্রার মান ইউরোপের অন্য যে-কোনও দেশের চেয়ে সবচেয়ে নিম্নমানের। সবকিছুর আকাল চলছে। কোনও দোকানের সামনে লাইন দেখলেই হলো, লোকে দাঁড়িয়ে পড়ে ওখানে। যা পায় তা-ই কিনে নেয়। অবশ্য সবার ভাগ্যে সে সুযোগ হয়ও না।'

'আমার ধারণা,' ধীরে ধীরে বলল মেরী, 'এসবের কারণে আমরা ওদেরকে সাহায্য করার চমৎকার একটি সুযোগ পেয়ে যাব।'

মাইক স্লেড ওর দিকে তাকাল। 'শিওর,' শুকনো গলায় বলল সে। 'চমৎকার সুযোগ পাব।'

ওয়াশিংটন থেকে বিকেলের ডাকে আসা নতুন তারবার্তায় চোখ বুলাতে বুলাতে মাইক

স্লেডের কথা ভাবছিল মেরী। লোকটা অদ্ভুত। গোঁয়ার, উদ্ধত। তবে ওর কথা শুনে মনে হয় সে রোমানিয়ানদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের সমস্যা নিয়ে ভাবে। *ওকে যেমনটা দেখছি তারচেয়ে হয়তো বেশিই জটিল সে,* ভাবছে মেরী। *কিন্তু ওকে আমি এখনও বিশ্বাস করি না।*

স্রেফ ঘটনাক্রমে মেরী জানতে পারল তাকে ছাড়াই তার অফিসে মিটিং হচ্ছে। সে রোমানিয়ার কৃষিমন্ত্রীর আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ করতে গিয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে শুনল প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীকে কী একটা কাজে তাঁর দপ্তরে ডেকে পাঠিয়েছেন। মেরী সিদ্ধান্ত নিল ও দূতাবাসে ফিরে লাঞ্চ করবে। লাঞ্চের ফাঁকে কিছু জরুরি কাজও সেরে নেবে। সেক্রেটারিকে বলল, 'লুকাস জাংকলো, ডেভিড ওয়ালেস এবং এডি মাল্‌জকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।'

ইতস্তত করল ডরোথি স্টোন। 'ওরা একটি কনফারেন্সে আছেন, ম্যাম।'

কিছু একটি লুকোবার চেষ্টা করছে ডরোথি।

'কাদের সঙ্গে কনফারেন্স?'

গভীর দম নিল ডরোথি স্টোন। 'অন্যান্য কনসুলারদের সঙ্গে।'

বিষয়টি বুঝে উঠতে একমুহূর্ত সময় নিল মেরী। 'তুমি বলতে চাইছ আমাকে ছাড়া ওরা মিটিং করছে?'

'জ্বী, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

রেগে আগুন হলো মেরী। 'এরকম ঘটনা নিশ্চয় এটাই প্রথম নয়?'

'না, ম্যাম।'

'এখানে আর কী কী ঘটছে যা আমি জানি না?'

আবার বুক ভরে শ্বাস নিল ডরোথি। 'আপনার অনুমোদন ছাড়াই ওরা কেব্‌ল পাঠাচ্ছেন। *রোমানিয়ার দানা বেঁধে ওঠা বিপ্লবের কথা ভুলে যাও,* ভাবছে মেরী। *এই দূতাবাসেই তো বিপ্লব দানা বেধে উঠছে।*

'ডরোথি–আজ বিকেল তিনটায় সকল বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে মিটিং করব আমি। সবাইকে ওতে হাজির থাকতে হবে। দ্যাট মিনস এভরিবডি।'

'জ্বী, ম্যাম।'

টেবিলের মাথার আসনটি দখল করেছে মেরী, দেখছে একের-পর-এক কর্মকর্তা ঢুকছেন কনফারেন্স কক্ষে সিনিয়র সদস্যরা বসলেন কনফারেন্স টেবিলে, জুনিয়ররা দেয়াল ঘেষা চেয়ারে বসল।

'গুড ইভনিং,' ফুরফুরে গলায় বলল মেরী। 'আপনাদের বেশিক্ষণ সময় আমি নষ্ট করব না। জানি আপনারা সবাই খুব ব্যস্ত মানুষ। ঘটনাক্রমে জানতে পারলাম আমার অজ্ঞাতে এবং আমার অনুমতি ছাড়াই সিনিয়র স্টাফ মীটিং আহ্বান করা হয়েছে। এখন থেকে কেউ এ-ধরনের মিটিঙে অংশ নেয়া মাত্র তাকে তাৎক্ষণিকভাবে চাকরিচ্যুত করা

হবে।' চোখের কোণ দিয়ে দেখল ডরোথি নোট নিচ্ছে।

'আমি এটাও জানতে পেরেছি আপনাদের কেউ কেউ আমাকে না জানিয়েই কেব্‌ল পাঠাচ্ছেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রটোকল অনুযায়ী, প্রতিটি রাষ্ট্রদূত তাঁর দূতাবাসের যে কোনও সদস্যকে চাকরি দিতে এবং চাকরিচ্যুত করার অধিকার রাখেন।' কৃষি কনসুলার টেড থম্পসনের দিকে ফিরল মেরী। 'গতকাল আপনি অনুমোদনবিহীন একটি কেব্‌ল পাঠিয়েছেন স্টেট ডিপার্টমেন্টে। আমি কাল দুপুরের ওয়াশিংটনগামী প্লেনের একটা টিকেট কেটে রেখেছি আপনার জন্য। আপনি আর দূতাবাসের সদস্য নন।' ঘরের সবার ওপর চোখ বুলাল মেরী। 'এ ঘরের কেউ যদি আমার অজ্ঞাতসারে কোনও তারবার্তা পাঠায় কিংবা আমাকে পূর্ণ-সমর্থন দিতে ব্যর্থ হয়, তাকে পরবর্তী প্লেন ধরে আমেরিকায় ফিরে যেতে হবে। দ্যাটস অল, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন।'

থমথমে নীরবতা ঘরে। তারপর ধীরে ধীরে সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, একে একে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মুখ অন্ধকার করে ঘর ছাড়ল মাইক স্লেড।

এখন ঘরে শুধু মেরী এবং ডরোথি স্টোন। মেরী বলল, 'তুমি কী ভাবছ?'

খিলখিল হাসল ডরোথি, 'আমি এমন সংক্ষিপ্ত অথচ দুর্দান্ত ফলপ্রসূ মিটিং জীবনেও দেখিনি।'

'গুড এখন শুধু অফিস নিয়ে কাজ করার সময়।'

পূর্ব-ইউরোপে দূতাবাসগুলো থেকে কোডের মাধ্যমে সবধরনের কেব্‌ল পাঠানো হয়। এগুলো বিশেষ বিশেষ টাইপরাইটারে টাইপ করা হয়। কোডরুমের ইলেকট্রনিক স্ক্যানারে ওগুলো পাঠ করার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওগুলো এনকোডেড হয়ে যায়। প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে কোড। এগুলো রয়েছে পাঁচটি ডেজিগনেশন, টপসিক্রেট, সিক্রেট, কনফিডেনশিয়াল, লিমিটেড অফিশিয়াল ইউজ এবং আনক্ল্যাসিফায়েড। কেব্‌ল অফিসে কোনও জানালা নেই। ঘরভর্তি লেটেস্ট ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে। এখানে কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা রয়েছে।

কেব্‌ল রুমে একটি খাঁচার পেছনে, টেবিলে বসে রয়েছে স্যান্ডি প্যালান্স, অফিসার ইন চার্জ। মেরীকে দেখে চেয়ার ছাড়ল। 'গুড আফটারনুন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। মে আই হেল্প য়ু?'

'না। আমিই বরং তোমাকে হেল্প করতে এসেছি।' প্যালেন্সের চোখমুখে বিমূঢ় একটা ভাব ফুটল। 'জ্বী।'

'আমার দস্তখত ছাড়া তুমি কেব্‌ল পাঠাচ্ছ। এর মানে ওগুলো অনুমোদনহীন কেব্‌ল।'

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গেল প্যালান্স, 'কিন্তু কনসুলাররা আমাকে বলেছেন—'

'এখন থেকে যে-ই তোমাকে কেব্‌ল পাঠাতে বলুক না কেন, তাতে যদি আমার সই না থাকে ওটা সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে। বোঝা গেছে?' মেরীর কণ্ঠ ইস্পাতকঠিন।

'জ্বী, ম্যাম। বুঝতে পেরেছি।'

'গুড।'

ঘুরল মেরী, চলে গেল। ও জানে সিআইএ কেব্‌লরুম ব্যবহার করে ব্ল্যাক চ্যানেল-এর মাধ্যমে মেসেজ পাঠানোর কাজে। এটা ঠেকানোর ক্ষমতা মেরীর নেই। দূতাবাসের কতজন সদস্য সিআইএ'র সঙ্গে জড়িত রয়েছে কে জানে। মাইক স্লেড হয়তো পুরো সত্যটা ওকে বলেনি।

ওই রাতে, মেরী দিনের ঘটনাগুলোর বৃত্তান্ত লিখে রাখল একটি খাতায়, কোন্ কোন্ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন তা লিপিবদ্ধ করে রাখল। নোটগুলো রেখে দিল বিছানার পাশের ছোট একটি টেবিলের টপ ড্রয়ারে। সকালে উঠে মেরী বাথরুমে ঢুকল গোসল করতে। জামাকাপড় পরে রেডি হয়েছে মেরী, ড্রয়ার খুলে নোটগুলো বের করতে গিয়ে থমকে গেল। এলোমেলো হয়ে রয়েছে কাগজগুলো। কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে বোঝাই যায়। ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা।

বেথ আর টিমকে নিয়ে সকালের নাস্তা করছে মেরী। ঘরে আর কেউ নেই। মেরী জোরে জোরে বলল, 'রোমানিয়ানরা মানুষ হিসেবে চমৎকার। তবে ওরা কিছু কিছু দিকে আমেরিকার চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। তোমরা কি জানো, আমাদের এ্যামবাসীর অনেক স্টাফের বাড়িতে পানি নেই, তাদের টয়লেট নষ্ট?"

বেথ এবং টিম কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মার দিকে।

'আমার মনে হয় কীভাবে এসব জিনিস মেরামত করতে হয় রোমানিয়ানদেরকে তা শিখিয়ে দিতে হবে।'

পরদিন সকালে জেরী ডেভিস বলল, 'জানি না কীভাবে ব্যাপারটা সম্ভব করলেন আপনি? দেখলাম রোমানিয়ানরা নষ্ট পানির লাইন, টয়লেট ইত্যাদি সব মেরামত শুরু করে দিয়েছে।

মুচকি হাসল মেরী, 'ওদের সঙ্গে শুধু মিষ্টি করে কথা বলতে হবে।'

একটি স্টাফ মিটিং শেষে মাইক স্লেড বলল, 'আপনাকে বেশ কয়েকটি দূতাবাসে যেতে হবে। আজ থেকে শুরু করলেই ভালো।

ওর কণ্ঠে হতাশার সুর টের পেল মেরী। তাছাড়া এটা তো স্লেডের বিষয় নয়, হ্যারিয়েট ক্রুগার মেরীর প্রটোকল অফিসার। আর আজ সে ছুটি নিয়েছে। আসেনি অ্যামবাসিতে। মাইক বলে চলল, 'দূতাবাসগুলোর সঙ্গে প্রায়োরিটি অনুসারে কথা বলতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—'

'রাশান এমব্যাসী। আমি জানি।'

'আপনাকে পরামর্শ দেব—'

'মি. স্লেড—এখানে আমার কতর্ব্যকর্মের বিষয়ে যদি আপনার পরামর্শ কখনও

প্রয়োজন হয়, আপনাকে জানাব তখন।

ফোস করে শ্বাস ছাড়ল মাইক। 'ঠিক,' সিধে হলো।

'আপনি যা বলেন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

রুশ দূতাবাস থেকে ঘুরে আসার পরে মেরীর বাকি দিনটা গেল সাক্ষাৎকারসহ আরও নানান কাজে। নিউইয়র্ক থেকে একজন সিনেটর এসেছেন, তিনি ভিন্নমতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তথ্য চান। মেরীকে কথা বলতে হলো নতুন কৃষি কনসুলারের সঙ্গে।

মেরী অফিস থেকে রেরুচ্ছে, ফোন করল ডরোথি স্টোন।

'আপনার জন্য জরুরি একটি কল আছে, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। ওয়াশিংটন থেকে ফোন করেছেন জেমস স্টিকলি।

মেরী ফোন তুলল। 'হ্যালো, মি. স্টিকলি।'

স্টিকলির কণ্ঠ যেন টেলিফোনের তারে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

'আচ্ছা, আপনি ওখানে বসে ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন কোন্ আক্কেলে, বলুন তো?'

'আ—আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনি কী বলতে চাইছেন।'

'বুঝতে তো পারবেনই না। সেক্রেটারি অভ স্টেটের কাছে একটু আগে ফর্মাল প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছেন গ্যাবনের রাষ্ট্রদূত। তিনি আপনার আচরণে খুবই ক্ষুব্ধ।'

দাঁড়ান, দাঁড়ান। বলল মেরী। 'আপনারা বোধহয় ভুল করছেন। আমি গ্যাবনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথাই বলিনি।'

'এগজ্যাক্টলি,' ঘাউ করে উঠলেন স্টিকলি। 'কিন্তু সোভিয়েত ইউনয়নের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তো কথা বলেছেন।'

'আ—ইয়ে জ্বী। আজ সকালে সৌজন্য ফোন করেছিলাম।'

'আপনি কি জানেন না বিদেশী দূতাবাসগুলোকে তাদের পরিচয়পত্র জমা দেয়ার তারিখ অনুসারে তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করতে হয়?'

'জ্বী। কিন্তু—'

'আপনার অবগতির জন্য জানাছি, সবার আগে আপনার কথা বলা উচিত ছিল গ্যাবনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে, সবার শেষে আসবে এস্তোনিয়ান দূতাবাসের পালা। এর মাঝখানে আছে আরও সত্তরটি দেশ। কোনও প্রশ্ন?'

'না, স্যার। আমি দুঃখিত আমি যদি—'

'এরকম যেন আর কখনও না ঘটে সেদিকে লক্ষ রাখবেন।'

মাইক স্লেড খবরটা শুনে চলে এল মেরীর অফিসে। 'আমি আপনাকে বলার চেষ্টা করছিলাম—'

'মি. স্লেড—'

'কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডে এ-ধরনের বিষয় খুব সিরিয়াসভাবে দেখা হয়। ১৬৬১ সালে লন্ডনে স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূতের অ্যাটেনডেন্টরা ফরাসি রাষ্ট্রদূতের কোচের ওপর হামলা

চালিয়ে সারথিকে হত্যা করে, পিটিয়ে তুলোধুনো করে কোচম্যানকে, খোঁড়া করে দেয় ঘোড়াদুটোকে। আর এসব কিছুই তারা করেছিল কারণ স্প্যানিশ রাষ্ট্রদূতের গাড়ি আগে পৌঁছাতে চেয়েছিল। আমার পরামর্শ যদি শোনেন তো জলদি ক্ষমা প্রার্থনা করে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিন গ্যাবন দূতাবাসে।'

পত্রপত্রিকায় মেরীর পরিবারের বড্ডবেশি পাবলিসিটি হচ্ছে। ব্যাপারটা বিব্রত করে তুলছে ওকে। সম্প্রতি প্রাভদা'য় ওদের তিনজনকে নিয়ে সচিত্র লেখা ছাপা হয়েছে।

মাঝরাতে মেরী ফোন করল স্টানটন রজার্সকে। উনি বোধহয় এখন অফিসে ঢুকেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া মিলল।

'আমার প্রিয় রাষ্ট্রদূতটি কেমন আছে?'

'ভালো। আপনি কেমন আছেন, স্টান?'

'আটচল্লিশ ঘণ্টার শিডিউলে কাজ করছি, বুঝতেই পারছ। তবে কাজের প্রতিটি মিনিট উপভোগ করছি আমি। তোমার খবর কী? কোনও সমস্যা?'

'না, ঠিক সমস্যা নয়। একটা ব্যাপারে বেশ কৌতূহল হচ্ছিল তাই ফোন করলাম।' ইতস্তত করছে মেরী, আশা করল স্টানটন ওকে ভুল বুঝবেন না। 'গত হপ্তায় প্রাভদা'য় আমাদের সপরিবারের ছবিটি কি আপনি দেখেছেন?'

'দেখেছি। চমৎকার ছবি।' উচ্ছ্বসিত স্টানটন রজার্স।

অবশেষে ওদের মাঝে প্রবেশ ঘটছে আমাদের।'

'আমার মতো কি অন্যান্য রাষ্ট্রদূতরাও একই রকম পাবলিসিটি পান?'

'সত্যি বলতে কী—না। কিন্তু বস্ তোমাকে পাবলিসিটি দিতে চাইছেন, মেরী। তুমি আমাদের শো-কেস। আমরা চাই গোটা বিশ্ব দেখুক আগলি আমেরিকানদের মধ্যেও ফুলের মতো সুন্দর মেয়ে আছে।'

'আ—আমি সত্যি ফ্লাটার্ড।'

'কাজ চালিয়ে যাও।'

আরও খানিকক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে কথা বলে ওরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

তাহলে সমস্ত বিল্ডআপে পেছনে কলকাঠি নাড়ছেন প্রেসিডেন্ট, ভাবল মেরী। *ওনার পক্ষে বিশ্বব্যাপী পাবলিসিটির ব্যবস্থা করা কোনও ব্যাপারই নয়।*

বাইরের চেয়ে আইভান স্টেলিয়ান প্রিজন-এর ভেতরটা আরও বেশি ভীতিকর লাগে দেখতে। করিডোরগুলো সরু, মরাটে ধূসর রঙের। নিচতলায় কালো গরাদ দেয়া কারা-প্রকোষ্ঠে গাদাগাদি করে থাকে কয়েদিরা। প্রকোষ্ঠের ছাদে মেশিনগান হাতে টহল দেয় উর্দি-পরা রক্ষীর দল। কারা-প্রকোষ্ঠগুলো থেকে গা-গোলানো গন্ধ আসছে।

এক রক্ষী মেরীকে নিয়ে কারাগারের পেছনে, ছোট ভিজিটর্স রুমের দরজায় চলে এল।

'মেয়েটা ওখানে আছে। আপনি কথা বলার জন্য দশ মিনিট সময় পাবেন।'

'ধন্যবাদ,' ঘরে ঢুকল মেরী। ওর পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ছোট ক্ষতবিক্ষত একটি টেবিলে বসে আছে হানা মার্ফি। হাতে হ্যান্ডকাফ, পরনে কয়েদিদের পোশাক। এডি মাল্‌জ বলেছিল ছাত্রীটির বয়স উনিশ, সুন্দরী, কিন্তু ওকে দেখাচ্ছে ত্রিশ বছর বয়সীদের মতো। মুখটা শুকনো, রোগা, চোখ লাল এবং ফোলা। চুলে চিরুনি পড়েনি।

'হাই,' বলল মেরী। 'আমি আমেরিকান অ্যামবাসাডর।'

হান্না মার্ফি ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল, তারপর হু হু করে কেঁদে উঠল।

মেরী ওকে জড়িয়ে ধরে নরম গলায় বলল, 'ছি কাঁদে না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'না-না হবে না।' গুঙিয়ে উঠল মেয়েটি। 'আগামী হপ্তায় আমার সাজা হয়ে যাবে। এখানে যদি আমাকে পাঁচ বছর থাকতে হয় আমি নির্ঘাত মরে যাব। মরে যাব।' মেরী ওকে ধরে থাকল আরেক মুহূর্ত তারপর বলল, 'কী হয়েছে আমাকে সব খুলে বলো।'

বুক ভরে দম নিল হান্না, একটু থিতু হয়ে বলতে শুরু করল, 'ওই লোকটা–যার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়—ছিল রোমানিয়ান। আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করছিল লোকটা—আমরা আমরা তারপর প্রেম করি। আমার এক বান্ধবী আমাকে মারিজুয়ানার কয়েকটা পুরিয়া দিয়েছিল। আমি লোকটার সঙ্গে একটা পুরিয়া খাই। তারপর আবার প্রেম করে ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি সে চলে গেছে। আর পুলিশ এসেছে। আমি নগ্ন হয়ে শুয়েছিলাম। ওদের সামনে আমি জামাকাপড় পরতে বাধ্য হই। ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তারপর ওরা আমাকে এই নরকে নিয়ে আসে।' অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'ওরা বলেছে আমার নাকি পাঁচ বছরের জেল হয়ে যাবে।'

'আমি সাহায্য করতে পারলে কিছুই হবে না।' কারাগারে আসার সময় লুকাস জংকলো মেরীকে বলেছিল, 'আপনি মেয়েটার জন্য কিছুই করতে পারবেন না, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আমরা আগেও চেষ্টা করেছি। বিদেশীদের জন্য পাঁচ বছরের সাজা তো কমই। ও যদি রোমানিয়ান হত তাহলে জানটাই খোয়াতে হতো। হান্না মার্ফিকে মেরী বলল, 'আমার শক্তিতে যতদূর কুলোয় আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

হান্না মার্ফির গ্রেফতার বিষয়ক অফিশিয়াল পুলিশ রিপোর্ট দেখেছে মেরী। ওতে Securitate প্রধান ক্যাপ্টেন অরিল ইসস্ত্রাস-এর দস্তখত আছে। সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট। মেয়েটি যে অপরাধ করেছে তবে বিবরণ পরিষ্কার ভাষায় লেখা। হান্না তো অপরাধ করেছেই তবু ওকে বাঁচানোর জন্য কোনও-না-কোনও রাস্তা বের করতে বদ্ধ পরিকর মেরী। *অরিল ইসস্ত্রাস।* নামটা চেনা-চেনা লাগছে। ওয়াশিংটনে জেমস স্টিকলি যে কনফিজেনশিয়াল ডোশিয়েরটি মেরীকে পড়তে দিয়েছিলেন তার মধ্যে ক্যাপ্টেন ইসস্ত্রাস সম্পর্কে কী যেন লেখা ছিল। মেরীর ঠিক মনে পড়ছে না।

পরদিন সকালে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটি মিটিঙের ব্যবস্থা করল মেরী।

'আপনি বেহুদা সময় নষ্ট করছেন,' মাইক স্লেড বলল ভোঁতা গলায়। 'ইসস্ত্রাস

একটা পর্বত, ওকে টলানো যায় না।'

অরিন ইসস্ত্রাস বেঁটে, কৃষ্ণকায়, মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ, চকচকে টাক মাথা, দাঁতে দাগ। ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে কেউ ঘুসি মেরে লোকটার নাক ভেঙে দিয়েছিল। যথাযথ চিকিৎসার অভাবে ওটা বেঁকে যায়। এখনও তেমনি বাঁকা হয়ে আছে। ইসস্ত্রাস মেরীর সঙ্গে দেখা করতে সকাল সকাল চলে এসেছে আমেরিকান দূতাবাসে। নতুন আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের ব্যাপারে সে আগ্রহ বোধ করছে।

'আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর?'

'জ্বী। আসার জন্য ধন্যবাদ। হান্না মার্ফির কেস নিয়ে কথা বলতে চাই।'

'ও, আচ্ছা। সেই মাদক বহনকারী। রোমানিয়ায় যারা মাদক ব্যবসা করে তাদের বিরুদ্ধে আইন খুব কড়া। তাদের জেলে যেতে হয়।

'বেশ,' বলল মেরী। 'শুনে খুশি হলাম। আমেরিকাতে মাদক আইন আরও কড়া হওয়া উচিত।'

ইসস্ত্রাস লক্ষ করছিল মেরীকে, বিস্মিত দেখাল তাকে।

'আপনি আমার সঙ্গে একমত পোষণ করছেন?'

'অবশ্যই। যারা মাদক বিক্রি করবে তাদেরকে জেলে তো যেতেই হবে। তবে হান্না মার্ফি মাদক বিক্রি করছিল না। সে তার প্রেমিককে সামান্য মারিজুয়ানা খেতে দিয়েছিল।'

ওই একই জিনিস হলো। যদি–'

'একই জিনিস নয়, ক্যাপ্টেন। তার প্রেমিক আপনার পুলিশ বিভাগের একজন লেফটেনেন্ট। সে-ও মারিজুয়ানার স্বাদ নিয়েছে। তাকে কি শাস্তি দেয়া হয়েছে?'

'তাকে কেন শাস্তি দেয়া হবে? সে তো একটা অপরাধের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করেছে।'

'আপনার লেফটেনেন্ট বিবাহিত এবং তিনটি সন্তানের জনক, ঠিক?'

ভুরু কোঁচকাল ক্যাপ্টেন। কিন্তু আমেরিকান মেয়েটা তাকে পটিয়ে বিছানায় তোলে।'

'ক্যাপ্টেন—হান্না মার্ফি উনিশ বছর বয়সী একটি ছাত্রী। আপনার লেফটেনেন্টের বয়স পঁয়তাল্লিশ। এখন বলুন কে কাকে পটিয়েছে?'

'এর সঙ্গে বয়সের কোনও সম্পর্ক নেই,' গোঁয়ারের মতো বলল ক্যাপ্টেন।

'লেফটেনেন্টের স্ত্রী কি তার স্বামীর এ-ধরনের অ্যাফেয়ারের কথা জানে?'

স্থিরদৃষ্টিতে মেরীর দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'তার জানার কী দরকার?'

'কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে এ কেসে একটি মেয়েকে ফাঁসিয়ে দেয়া হচ্ছে। পুরো ব্যাপারটাই লোকজনকে জানিয়ে দেয়া উচিত। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো আগ্রহ নিয়ে এ খবর ছাপবে।'

'এর মধ্যে এসবের কথা আসছে কেন বুঝতে পারছি না,' বলল ক্যাপ্টেন।

শেষ চালটা চালল মেরী। 'বুঝতে পারছেন না এ-কারণে কি যে ওই লেফটেনেন্ট আপনার জামাই?'

'অবশ্যই না।' রেগে গেছে ক্যাপ্টেন। 'আমি শুধু ন্যায়বিচার হয়েছে কিনা তা দেখতে চাই।

'আমিও তাই চাই,' বলল মেরী।

মেরী ক্যাপ্টেনের ডোশিয়েরে পড়ে জেনেছে তার জামাই বাবাজি তরুণ ট্যুরিস্ট—সে ছেলে হোক বা মেয়ে—প্রলুব্ধ করে বিছানায় তুলতে ওস্তাদ। লোকটা তরুণ ট্যুরিস্টদের ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের পছন্দের কোন জায়গায় নিয়ে যায় যাতে ট্যুরিস্টকে ব্ল্যাকমেইল করা যায় কিংবা মাদক কেনার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে জেলে ঢোকানো যায়।

মেরী আপোসের সুরে বলল, 'আমি চাই না আপনার মেয়ে জানুক তার স্বামী কী ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। আপনি যদি হান্না মার্ফিকে দ্রুত জেল থেকে মুক্তি দেন তাহলে আপনার জামাইর ব্যাপারটা কেউ জানতে পারবে না। আমি মেয়েটিকে আমেরিকায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করব। আপনি কী বলেন, ক্যাপ্টেন?'

ক্যাপ্টেন বসে বসে ফুঁসতে লাগল। অবশেষে বলল, 'আপনি খুব ইন্টারেস্টিং একজন নারী।'

'ধন্যবাদ, আপনিও ইন্টারেস্টিং একজন মানুষ। আমি আশা করছি আজ বিকেলের মধ্যে মিস মার্ফিকে আমার অফিসে দেখতে পাব। দেখতে চাই প্রথম প্লেনেই সে বুখারেস্ট ছেড়ে চলে গেছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। আমার পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব তা করব।'

'নিশ্চয় করবেন, ক্যাপ্টেন ইসতাস। ধন্যবাদ।'

পরদিন সকালে হান্না মার্ফি সকৃতজ্ঞচিত্তে বাড়ির উদ্দেশে উড়াল দিল।

'আপনি কীভাবে করলেন কাজটা?' অবিশ্বাস নিয়ে জানতে চাইল মাইক স্লেড।

'আপনার পরামর্শ অনুসরণ করেছিলাম। লোকটাকে আমোদিত করেছি।'

কুড়ি

বেথ এবং টিমের স্কুলে যাওয়ার দিন, সকাল সাড়ে পাঁচটায় দূতাবাস থেকে একটি ফোন এল মেরীর কাছে। এটি একটি NIACT কল—নাইট অ্যাকশন কেব্‌ল—তাৎক্ষণিক জবাব দিতে হয়। মেরীকে অফিসে যেতে হলো। কাজটা সেরে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা সাতটার। বাচ্চারা ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।

'তো।' জানতে চাইল মেরী। 'কেমন লাগল স্কুল?'

'ভালো।' জবাব দিল বেথ। 'তুমি কি জানো আমাদের স্কুলে চব্বিশটি দেশের ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে? একটা ইটালিয়ান ছেলে যতক্ষণ ক্লাস চলেছে সারাক্ষন আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে ছিল। দারুণ স্কুল।'

'আমাদের স্কুলে চমৎকার একটি বিজ্ঞান গবেষনাগার আছে,' যোগ করল টিম। 'কাল আমরা কয়েকটি রোমানিয়ান ব্যাঙ কাঁটাছেড়া করব।'

'ওরা ভারি অদ্ভুত উচ্চারণে ইংরেজি বলে,' বলল কেথ। 'আমার যা হাসি পায়।'

'স্কুল তোমাদের ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম।'

মাইক আমাদের ওপর খেয়াল রেখেছে।'

'কে?'

'মি. স্লেড। আমাদেরকে তার নাম ধরে ডাকতে বলেছে।'

'তোমাদের স্কুলে যাওয়ার সঙ্গে মাইকের কী সম্পর্ক?'

'তোমাকে বলেনি বুঝি? সে-ই তো গাড়িতে করে আমাকে আর টিমকে স্কুলে পৌঁছে দিল। আমাদের টিচারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। মাইক ওদের সবাইকে চেনে।'

'অনেক বাচ্চার সঙ্গেও তার খাতির আছে,' বলল টিম।

'ওদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিল। সবাই মাইককে পছন্দ করে। দারুণ মানুষ।'

একটু অতিমাত্রায় দারুণ, মনে মনে বলল মেরী।

রোববার বিকেলে মেরী বাচ্চাদেরকে প্রাইভেট ডিপ্লোমেটিক ক্লাবে নিয়ে গেল। ওখানে ডিপ্লোমেটিক কম্যুনিটির সদস্যরা গল্পগুজব করছেন।

মেরী প্যাশিওতে মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল মাইক স্লেড এক মহিলার সঙ্গে মদ্যপান করছে। মহিলা ঘুরল। ডরোথি স্টোন। মেরী একটা ধাক্কা খেল। যেন তার সেক্রেটারি তার শত্রুর সঙ্গে ভাব জমাচ্ছে। ডরোথি আর স্লেড পরস্পরের কতটা অন্তরঙ্গ কে জানে। *মেয়েটাকে বেশি বিশ্বাস করা আমার উচিত হবে না।* ভাবছে মেরী। *আসলে কাউকেই আমার বিশ্বাস করা উচিত নয়।*

হ্যারিয়েট ক্রুগার একটি টেবিলে বসে আছে। একা। মেরী ওদিকে পা বাড়াল। 'তোমার কাছে বসি?'

'অবশ্যই।' হ্যারিয়েট আমেরিকান সিগারেট বের করল।

'চলবে?'

'ধন্যবাদ। না। আমি ধূমপান করি না।'

'এ দেশে ধূমপান ছাড়া জীবন ধারণ সম্ভব নয়,' বলল হ্যারিয়েট।

'ঠিক বুঝলাম না।'

'কেন্টের একশো প্যাকেট অর্থনীতির চাকাটাকে ঘুরাতে সাহায্য করে। আক্ষরিক অর্থেই। ডাক্তার দেখাবেন, নার্সকে সিগারেট ঘুষ দিতে হবে। কসাইর কাছ থেকে মাংস কিনুন, মেকানিককে গাড়ি ঠিক করতে দিন, কিংবা ইলেকট্রিশিয়ানকে ঘরের বাতি সারাতে বলুন। সবাইকেই আগে সিগারেট খাওয়াতে হবে। আমার এক ইটালিয়ান বন্ধুর একবার ছোট একটি অপারেশনের দরকার হয়ে পড়েছিল। অপারেশনে ডাক্তার যেন নতুন ব্লেড ব্যবহার করেন সেজন্য নার্সকে আমরা সিগারেট ঘুষ দিই। সে আবার আরেক নার্সকে ঘুষ দিয়েছে যাতে অপারেশনের পরে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া হয়। ঘুষ না দিলে পুরোনো ব্যান্ডেজ ব্যবহার করত ওরা।'

'কিন্তু কেন—?'

হ্যারিয়েট ক্রুগার বলল, 'এদেশে ব্যান্ডেজ অপ্রতুল, সব ধরনের ওষুধেরই অভাব। পূর্বব্লকের সবজায়গায় একই অবস্থা। গতমাসে পূর্ব জার্মানিতে টিনজাত খাদ্যে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম জার্মানি থেকে ওদেরকে অ্যান্টিসেরাম নিয়ে আসতে হয়েছিল।

'আর দেশের মানুষ এ ব্যাপারে কোনও অভিযোগ অনুযোগও করতে পারে না।' মন্তব্য করল মেরী।

হ্যারিয়ট ক্রুগার বলল, 'এখানে ব্লাক মার্কেটের সবচেয়ে বড় আইটেম কী জানেন? আমাদের হোম ভিডিও ক্যাসেট।'

'আমাদের ছবি দেখতে ওরা পছন্দ করে?'

'না— বিজ্ঞাপনচিত্রের প্রতি ওদের আগ্রহ বেশি। ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, অটোমোবাইল টিভি—ইত্যাদি সব কিছু ওদের নাগালের বাইরে। তাই এসব পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখে হাঁ করে।'

মেরী লক্ষ করল মাইক স্লেড এবং ডরোথি স্টোন ক্লাব থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা যাচ্ছে কোথায়?

দূতাবাসে লম্বা, কঠিন ব্যস্ততার একটি দিন পার করে দিয়ে বাড়ি ফিরল মেরী। ও এখন গোসল করে জামাকাপড় বদলাবে। দূতাবাসে একটা সেকেন্ডও নিজের জন্য ফুরসত মেলে না। বাড়িতে এসেও স্বস্তি নেই। মেরীর সবসময় মনে হয় বাড়িভর্তি চাকর-বাকরগুলো ওর ওপর সারাক্ষণ নজর রেখে চলেছে।

একরাতে সে দুটোর দিকে ঘুম থেকে জেগে গেল। নেমে এল নিচে, কিচেনে। রেফ্রিজারেটর খুলছে, কানে ভেসে এল একটা শব্দ। ঘুরল ও। মিহাই, বাটলার, পরনে রাত্রি পোশাক। সঙ্গে রোসিকা, ডেলিয়া এবং বারমেন।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল মিহাই।

'কিছু করতে হবে না,' বলল মেরী। 'ফ্রিজে খাবার-টাবার আছে কিনা দেখছিলাম।'

শেফ কসমা এগিয়ে এসে ব্যথিত গলায় বলল, 'ম্যাডামের খিদে পেয়েছে বললেই হত। আমি কিছু খাবার বানিয়ে দিতাম।

ওরা সবাই মেরীর দিকে তীর্যকদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেরী বলল, 'আমার তেমন খিদে পায়নি। ধন্যবাদ।' সে প্রায় ছুটে পালিয়ে এল নিজের ঘরে।

রাতের ঘটনাটা পরদিন বাচ্চাদেরকে বলল মেরী।

'নিজেকে আমার রেবেকা'র সতীনের মতো মনে হচ্ছিল।'

'রেবেকা কী?' জিজ্ঞেস করল বেথ।

'চমৎকার একটি বই। বড় হলে পড়বে।'

মেরী অফিসে ঢুকে দেখল ওর জন্য বসে আছে মাইক স্লেড।

'আমাদের একটি ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওকে আপনার একবার দেখা দরকার,' বলল সে।

করিডোরের ছোট অফিসগুলোর একটিতে মেরীকে নিয়ে ঢুকল মাইক। কাউচে এক তরুণ শুয়ে আছে। মুখ সাদা। গোঙাচ্ছে ব্যথায়।

'ওর কী হয়েছে?' প্রশ্ন করল মেরী।

'বোধহয় অ্যাপেন্ডসাইটিস।'

'ওকে শিগগির হাসপাতালে নিয়ে যান।'

মাইক মেরীর দিকে ফিরে বলল, 'এখানের কোনও হাসপাতালে নেয়া যাবে না।'

'মানে?'

'ওকে রোম অথবা জুরিখে পাঠাতে হবে।'

'এটা একটা কথা হলো।' দাবড়ে উঠল মেরী। পরক্ষণে গলা নামাল যাতে ওর কথা ছেলেটা শুনতে না পায়। 'দেখতে পাচ্ছেন না ছেলেটা কীরকম অসুস্থ?'

'আমার কথা আপনার কাছে হাস্যকর শোনাতে পারে। তবে আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমেরিকান দূতাবাসের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে লৌহযবনিকার কোনও দেশের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় না।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ আমরা মুখ খুলতে পারি। অসুস্থ হলে রোমানিয়ান সরকার এবং Securitate-এর দয়ার ওপর থাকতে হবে আমাদেরকে। আমাদের ওপর ইথার কিংবা Scopolamine ব্যবহার করে পেট থেকে সমস্ত তথ্য ওরা বের করে নিতে পারে। এটা স্টেট ডিপার্টমেন্টের আইন—ওকে এদেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যেতে হবে।'

'আমাদের দূতাবাসের নিজস্ব ডাক্তার নেই কেন?'

'কারণ আমরা 'গ' শ্রেণীর দূতাবাস। নিজেদের ডাক্তার রাখার মতো বাজেট আমাদের নেই। প্রতি তিনমাস অন্তর একজন আমেরিকান ডাক্তার এসে আমাদের একবার দেখে যান। তবে সামান্য ব্যথা-বেদনার চিকিৎসার জন্য আমাদের ফিজিসিস্ট রয়েছেন।' মাইক একটি ডেস্কে হেঁটে গেল, তুলে নিল একটুকরো কাগজ। 'এতে সই করুন। ওকে রওনা করিয়ে দিই। ওর জন্য বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'বেশ,' কাগজে সই করে দিল মেরী। তরুণ নৌসেনার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছেলেটার হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।' মৃদু গলায় বলল মেরী।

দুই ঘণ্টা পরে তরুণকে নিয়ে জুরিখের উদ্দেশে উড়াল দিল একটি বিমান।

পরদিন সকালে মাইকের কাছে মেরী জানতে চাইল তরুণ নৌসেনা কেমন আছে, সে কাঁধ ঝাঁকাল।

'ওরা অপারেশন করেছে,' উদাস গলায় বলল মাইক। 'ও ঠিক হয়ে যাবে।'

লোকটার আচরণ কী শীতল। ভাবল মেরী। *একে কোনও কিছুই বোধহয় স্পর্শ করে না।*

একুশ

যত সকালেই মেরী দূতাবাসে হাজির হোক না, গিয়ে দেখে তার আগেই উপস্থিত মাইক স্লেড। এমব্যাসীর পার্টিতে মাইককে খুব কমই দেখা যায়। মেরীর সন্দেহ মাইক নিজের বিনোদন নিয়ে প্রতিরাতে মেতে থাকে।

একের-পর-এক চমক সৃষ্টি করে চলেছে মাইক। এক বিকেলে ছেলেমেয়ের অনুরোধে তাদেরকে ফ্লোরিয়ানের সঙ্গে ফ্লোরিয়াস্কা পার্কে আইস-স্কেটিং করতে যাওয়ার অনুমতি দিল মেরী। ও সেদিন একটু আগেই অফিস থেকে বেরুল বাচ্চারা কেমন স্কেটিং করছে দেখার জন্য। অবাক হয়ে গেল মাইক স্লেডকে ওদের সঙ্গে দেখে। তিনজনে মিলে স্কেটিং করছে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় খেলাটা উপভোগ করছে ওরা। ধৈর্য ধরে বেথ আর টিমকে স্কেটিং শেখাচ্ছে মাইক।

ওর সঙ্গে যেন বেশি মাখামাখি না করে সে জন্য বাচ্চাদেরকে সাবধান করে দিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল মেরী, কিন্তু কেন সাবধান হওয়ার কথা বলতে হবে নিজেই বুঝতে পারছে না ও।

পরদিন সকালে মেরী অফিসে এসেছে, মাইক ঢুকল ঘরে।

'দুঘণ্টার মধ্যে একটা কোডেল আসছে। আমি ভাবলাম—'

'কোডেল?'

'কংগ্রেশনাল ডেলিগেশনের জন্য ডিপ্লোম্যাটরা আসছেন। চার সিনেটর। সঙ্গে থাকবেন তাঁদের স্ত্রীরা এবং এইড। ওরা আপনাকে আশা করছেন। আমি প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করছি। ওদের শপিং এবং সাইট-সিয়িং যেন ঠিকঠাকমতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখছে হ্যারিয়েট।'

'ধন্যবাদ।'

'আমার হোমমেড কফি চলবে?'

'চলবে।'

কানেক্টিং ডোর দিয়ে নিজের অফিসে ঢুকে গেল মাইক স্লেড। অদ্ভুত একটা মানুষ। কঠিন এবং কর্কশ। এদিকে আবার বেথ এবং টিমের জন্য মমতাও আছে ষোলোআনা। দুকাপ কফি নিয়ে ফিরল মাইক। মেরী জিজ্ঞেস করল,

'আপনার বাচ্চাকাচ্চা নেই?'

প্রশ্নটির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না মাইক স্লেড। 'আমার দুটি ছেলে আছে।'

'ওরা কোথায়—'

'আমার সাবেক স্ত্রীর জিম্মায়,' দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল মাইক। 'আসুন দেখি আইওনেস্কুর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায় কিনা।'

কফি খুব ভালো হয়েছে। পরে মেরীর মনে পড়ল ইদানীং মাইক স্লেডের সঙ্গে কফি পান ওর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

ওয়াটার ফ্রন্টের কাছে, লা হোকা থেকে মেয়েটাকে তুলে নিল অ্যাঞ্জেল। টাইটফিটিং ব্লাউজ আর ঊরুর কাছে থেকে কাটা জিনস পরে সে অন্যান্য বেশ্যাদের সঙ্গে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স বড়জোর পনেরো হবে। দেখতে অবশ্য সুন্দরী নয়। তাতে অ্যাঞ্জেলের কিছু এসে যায় না।

মেয়েটি অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে তার বাড়িতে চলে এল। কাছেই বাড়ি। পায়ে হাঁটা দূরত্বের সস্তা একটি অ্যাপাটমেন্ট। ঘর বলতে মোটে একটি নোংরা রুম, একটা বিছানা, খানদুই চেয়ার, একটি ল্যাম্প এবং একটি সিঙ্ক।

'কাপড় খোলো, estrelita আমি তোমাকে নগ্ন দেখতে চাই।'

ইতস্তত করল মেয়েটা। অ্যাঞ্জেলের মধ্যে ভীতিকর কী যেন আছে। কিন্তু আজকে এখন পর্যন্ত ওর আয়-রোজগার কিছু হয়নি। অথচ বাপের হাতে টাকা দিতে না পারলে ভয়ানক পিটুনি আছে কপালে। ধীরে ধীরে কাপড় খুলতে লাগল মেয়েটা।

অ্যাঞ্জেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে। প্রথমে ব্লাউজ খুলল মেয়েটা, তারপর জিনস। নিচে কিছু পরেনি সে। রোগাপটকা শরীর।

'পায়ে জুতো থাক। এদিকে এসো। হাঁটু গেড়ে বসো আমার সামনে।'

অ্যাঞ্জেলের আদেশ মান্য করল মেয়েটি।

'তোমাকে কী করতে হবে এখন শোনো।'

মেয়েটি শুনল। ভয়ার্ত চোখে মুখ তুলল। 'আমি আগে কখনও এসব—'

মেয়েটির মাথায় লাথি মারল অ্যাঞ্জেল। ছিটকে মেঝেয় পড়ে গেল মেয়েটি, কাতরাচ্ছে। চুলের মুঠি ধরে ওকে টেনে তুলল অ্যাঞ্জেল, ছুড়ে ফেলল বিছানায়। মেয়েটি চিৎকার দিতে শুরু করতেই সপাটে চড় পড়ল মুখে। আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটি।

'গুড,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'আমি তোমার গোঙানি শুনতে চাই।'

প্রচণ্ড এক ঘুসি আঘাত হানল মেয়েটির মুখে। ভেঙে গেল নাক। ত্রিশ মিনিট বাদে কাজ সেরে উঠে পড়ল অ্যাঞ্জেল বিছানায় অজ্ঞান মেয়েটিকে রেখে। মেয়েটির ক্ষত-বিক্ষত শরীরের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, কিছু পেসো ছুড়ে দিল বিছানায়। *'গ্রাসিয়াস।'*

মেরীর পক্ষে যতটুকু সম্ভব সময় কাটায় বাচ্চাদের সঙ্গে। ওরা নানান জায়গা ঘুরে দেখেছে, গিয়েছে ডজনখানেক জাদুঘর এবং গির্জায়। তবে বাচ্চারা সবচেয়ে খুশি

হয়েছে ব্রাসাভে, ড্রাকুলার প্রাসাদ দেখতে গিয়ে। প্রাসাদটি বুখারেস্টে থেকে শ মাইল দূরে, ট্রানসিলভানিয়ার কেন্দ্রস্থলে।

'কাউন্ট সাত্যিকারের প্রিন্স ছিলেন,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল ফ্লোরিয়ান। 'প্রিন্স ভ্লাদ তেপস। দারুণ এক যোদ্ধা। তুর্কিদের আগ্রাসনে বাঁধা দিয়েছিলেন।

'আমি ভাবতাম সে শুধু মানুষের রক্ত খায় আর মানুষ খুন করে।' বলল টিম।

মাথা দোলাল ফ্লোরিয়ান। 'তা অবশ্য সত্যি, যুদ্ধের পরে ধরাকে সরাজ্ঞান করতে থাকেন ভ্লাদ। স্বৈরশাসকে পরিণত হন তিনি। শত্রুদের শূলে চড়ালেন। কিংবদন্তি রটে যায় তিনি ভ্যাম্পায়ার ছিলেন। ব্রাম স্টোকার নামে এক আইরিশ লেখক ওই কিংবদন্তিকে ভিত্তি করে একটি বই লেখেন। হাস্যকর বই। তবে ও-বই পড়ে বহুলোক কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দেখতে আসে।'

পাহাড়ের ওপরে পাথরের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ব্রাম ক্যাসল। পাথরের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে প্রাসাদে পৌঁছাতে গিয়ে সবাই বেজায় হয়রান। ওরা নিচু ছাদের একটি ঘরে ঢুকল। এ ঘর বোঝাই প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র আর আর্টিফ্যাক্টস।

'এখানে কাউন্ট ড্রাকুলা তার বন্দিদের হত্যা করে রক্ত পান করতেন,' ভৌতিক গলায় বলল গাইড।

ঘরটা নোনা ধরা, গা ছমছমে। টিমের মুখে জড়িয়ে গেল মাকড়সার জালে। 'আমি ডরপুক নই,' বলল সে তার মাকে। 'তবে এ জায়গাটা ভাল্লাগছে না আমার। এখান থেকে চলো, যাই।'

প্রতি ছয় হপ্তা অন্তর বুখারেস্টের বাইরে, একটি ক্ষুদ্রায়তনের এয়ারফিল্ডে অবতরণ করে একটি আমেরিকান এয়ারফোর্স C–130 বিমান। বিমানে থাকে নানান খাদ্য এবং বিলাসদ্রব্য। এসব জিনিস বুখারেস্টে পাওয়া যায় না। এসব জিনিস আনা হয় আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য। ফ্রাংকফুটের মিলিটারি কমিসারির বিমান ওটা।

একদিন সকালে মেরী এবং মাইক স্লেড অফিসে বসে কফি পান করছে, মাইক বলল, আজ আমাদের কমিসারি প্লেন আসবে। আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে যাবেন?'

মেরী 'না' বলতে যাচ্ছিল। কারণ ওর অনেক কাজ পড়ে আছে। কিন্তু মাইক স্লেড নিশ্চয় বেহুদা ওকে যেতে বলেনি। সে সময় নষ্ট করার বান্দা নয়। মেরীর কৌতূহল জাগল। 'আচ্ছা যাব।'

ওরা লিমুজিন নিয়ে এয়ারফিল্ডে চলে এল। এয়ারপোর্টার গেট খুলে দিল সশস্ত্র একজন মেরিন সার্জেন্ট। দশ মিনিট পরে অবতরণ করল C–130।

বেড়ার বাইরে, এয়ারপোর্টের চৌহদ্দির ভেতরে ভিড় জমাল শতাধিক রোমানিয়ান। মুহূর্তের মতো দেখল এয়ারক্রাফট থেকে মাল খালাসের দৃশ্য।

'এরা এখানে কী জন্য এসেছে?'

'স্বপ্ন দেখতে। ওরা এমন কিছু জিনিস দেখছে যা ওদের দেশে পাওয়া যায় না।

ওরা জানে আমরা স্টিক খাই, গায়ে সাবান এবং পারফিউম মাখি। প্লেন ল্যান্ড করলেই রোমানিয়ানরা ভিড় করে। এরা যেন কী করে টের পেয়ে যায় প্লেন আসছে।'

মেরী বেড়ার বাইরের উৎসুক মুখগুলো দেখল। 'এ অবিশ্বাস্য।'

'প্লেনটা ওদের জন্য একটা প্রতীকের মতো। কার্গোটা স্রেফ কার্গো নয়—ওদের কাছে মুক্ত একটা দেশের প্রতীক। সেখানকার নাগরিকদের যথাযথ দেখভালো করে দেশটি।'

মেরী ফিরল মাইকের দিকে। 'আপনি আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন?'

'কারণ আমি চাই না আপনি প্রেসিডেন্ট আইওডেসকুর মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভুলে যান। এ হলো প্রকৃত রোমানিয়া।'

প্রতিদিন সকালে মেরী অফিসে ঢোকার সময় লক্ষ করেছে দূতাবাসের কনসুলার সেকশনে ঢোকার গেটটায় লোকজন লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। মেরী ভেবেছে ওরা হয়তো ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে এসেছে, আশা করছে কনসাল ওদের সমস্যার সমাধান করে দেবেন। কিন্তু আজ সকালে জানালা দিয়ে ওদের দিকে তাকানোর পরে ওদের চেহারায় যে ভাব ফুটে থাকতে দেখল মেরী, বাধ্য হলো মাইকের অফিসে ঢুকতে। তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবে।

'বাইরে ওরা কারা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে?'

মাইক মেরীর সঙ্গে জানালার সামনে এল। বেশিরভাগ রোমানিয়ান ইহুদি। ভিসার জন্য আবেদন করতে এসেছে।

'কিন্তু বুখারেস্টে তো ইসরায়েলি দূতাবাস আছে। ওখানে যায় না কেন?'

দু'টো কারণে যায় না,' জবাব দিল মাইক। 'প্রথমত ওরা মনে করে ইসরায়েলি সরকারের চেয়ে ইউএস সরকার ওদেরকে ইসরায়েলের ভিসা পাবার ব্যাপারে বেশি সহায়তা করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, তাদের ধারণা, আমাদের কাছে এলে রোমানিয়ান সিকিউরিটির লোকজন ঠিক বুঝতে পারবে না ঠিক কী উদ্দেশ্যে ওরা এসেছে। তবে ওদের ধারণাটা ভুল, অবশ্যই।' জানালার দিকে হাত তুলল ও। দূতাবাসের ঠিক ওপাশে যে অ্যাপার্টমেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে অনেকগুলো ফ্লাটে টেলিস্কোপিক লেন্স নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে এজেন্টরা। আমাদের দূতাবাসে কে আসছে বা যাচ্ছে সব ছবি তুলে রাখছে।'

'কী ভয়ংকর!'

'ওরা এভাবেই খেলা খেলে। যখন কোনও ইহুদি-পরিবার অভিবাসনের জন্য ভিসার আবেদন করে, তাদের চাকরির সবুজকার্ড বাতিল হয়ে যায় এবং অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া হয়। পড়শীদের ওদের সঙ্গে কথা না বলার নির্দেশ দেয়া হয়। তিন/চার বছর সময় লেগে যায় এক্সিট পেপার পেতে। তবে জবাবটা সাধারণত হয় 'না'।'

'এ ব্যাপারে আমরা কিছু করতে পারি না?'

'সবসময়ই চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু আইওনেস্কু ইহুদিদের সঙ্গে ইঁদুর-বেড়ালের খেলাটা খেলতে খুব ভালোবাসেন। ওদের খুব কম মানুষই দেশ ছাড়ার অনুমতি পায়।'

মেরী অসহায় মানুষগুলোর দিকে আবার তাকাল। 'কোনও-না-কোনও রাস্তা তো বের করতেই হবে।' বলল ও।

'ডোন্ট ব্রেক ইয়োর হার্ট,' ওকে বলল মাইক।

টাইম জোন সমস্যাটা মেরীকে বেশ পীড়া দিচ্ছে। ওয়াশিংটনে যখন ফকফকা রোদেলা দিন, বুখারেস্টে ওই সময় নিঝঝুম মধ্যরাত। ভোর রাত তিনটা বা চারটার সময়ের টেলিগ্রাম ও টেলিফোন প্রায়ই ঘুম ভাঙিয়ে দেয় ওর। রাতের কেব্‌ল এলেই দূতাবাসের ডিউটিরত মেরিন ডে অফিসারকে ফোন করে, সে একজন স্টাফ অ্যাসিস্ট্যান্টকে রেসিডেন্সে পাঠিয়ে দেয় মেরীকে ঘুম থেকে তোলার জন্য। তারপর চোখে ঘুম আনার জন্য নিদ্রাদেবীর পা ধরে রীতিমতো সাধাসাধি করতে হয় মেরীকে। কিন্তু একবার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে সে ঘুম কি আর সহজে আসে? তখন এডোয়ার্ডের কথা খুব মনে পড়ে মেরীর। সে মনে মনে এডোয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলে।

এডোয়ার্ড, আমার মনে হয় আমি এখানে আলাদা কিছু একটা করে দেখাতে পারব। ওরা সবাই আমার ওপর ভরসা করে আছে। তবে আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি ব্যর্থতা সইতে পারব না। তুমি এখানে থাকলে নিশ্চয় সাহস জুগিয়ে আমাকে বলতে, 'তুমি পারবে, ওল্ড গার্ল।'

তোমাকে আমি বড্ড মিস করছি। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ, এডোয়ার্ড? তুমি কি এখানে কোথাও আছ অথচ তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না?

ওরা সকালের কফি পান করছে।

'একটা সমস্যায় পড়েছি,' বলল মাইক শ্লেড।

'কী সমস্যা?'

'রোমানিয়ান চার্চ অফিশিয়ালদের একটা দল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। উটাহ্‌'র একটি গির্জা ওদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু রোমানিয়ান সরকার ওদেরকে এক্সিট ভিসা দিতে চাইছে না।'

'কেন?'

'খুব কম রোমানিয়ানই দেশের বাইরে যাবার অনুমতি পায়। আইওনেস্কু যেদিন ক্ষমতায় বসেন সেদিনটিকে নিয়ে একটি জোক আছে। তিনি প্রাসাদের পূর্ব উইং-এ গিয়ে দেখলেন সূর্য উঠছে। 'সুপ্রভাত, কমরেড সূর্য, ' বললেন আইওনেস্কু।

'সুপ্রভাত,' জবাব দিল সূর্য। 'আপনাকে রোমানিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে পেয়ে সবাই খুশি।' সেদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় আইওনেস্কু প্রাসাদের পশ্চিম উইং-এ গেছেন।

'শুভ সন্ধ্যা, কমরেড সূর্য।' সূর্য কোনো প্রত্যুত্তর করল না।

'সকালবেলায় আমার সঙ্গে কত সুন্দরভাবে কথা বললে অথচ এখন আমার সম্ভাষণের জবাব পর্যন্ত দিচ্ছ না,' অনুযোগ করলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমি এখন পশ্চিম,' জবাব দিল সূর্য। 'তুমি জাহান্নামে যাও।' আইওনেস্কুর ভয়, চার্চ অফিশিয়ালরা দেশের বাইরে একবার যেতে পারলে তাদের সরকারকে জাহান্নামে যেতে বলবেন।'

'আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দেখি কী করা যায়।'

চেয়ার ছাড়ল মাইক। 'আপনি ফোক-ডান্স পছন্দ করেন?'

'কেন?'

'আজ রাতে রোমানিয়ান কোম্পানির উদ্বোধনী শো আছে। খুব ভালো নাচে ওরা। যাবেন?'

মেরী দারুণ অবাক। সে কল্পনাও করেনি মাইক তাকে কোনও অনুষ্ঠানে যাওয়ার দাওয়াত দিতে পারে।

এখন, নিজে আরও অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড করে বসল মেরী, বলল, 'যাব।'

'বেশ,' মাইক ওর হাতে ছোট্ট একখানা খাম ধরিয়ে দিল।

'এতে তিনটে টিকেট আছে। আপনি বেথ এবং টিমকেও নিয়ে আসতে পারেন, রোমানিয়ান সরকারের সৌজন্য টিকেট। আমরা ওদের বেশিরভাগ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের টিকেট পাই।'

মেরী বসে রইল বুদ্ধুর মতো। 'ধন্যবাদ,' আড়ষ্ট গলা তার।

'আমি ফ্লোরিয়ানকে বলে দেব রাত আটটায় আপনাদেরকে তুলে নিয়ে আসবে।'

থিয়েটারে যাওয়ার ইচ্ছে নেই বেথ এবং টিমের। বেথ তার ক্লাসের এক বন্ধুকে ডিনারে দাওয়াত দিয়েছে।

'আমার সেই ইটালিয়ান বন্ধু,' জানাল বেথ।

'সত্যি বলি, মা, ফোক-ডান্সের প্রতি আমার কোনও আগ্রহ নেই।' বলল টিম।

হাসল মেরী। 'ঠিক আছে। তোমরা বাড়িতেই থাকো।'

ভাবল বাচ্চারা ওর মতোই একাকিত্বে ভোগে কিনা। কাকে সঙ্গে নেয়া যায় চিন্তা করল। মনে মনে একটা তালিকা করল কর্নেল ম্যাককিনি, জেরী ডেভিস, হ্যারিয়েট ব্লগার? নাহ্‌, কাউকেই মনে ধরছে না। *আমি একাই যাব,* শেষে সিদ্ধান্ত নিল মেরী।

সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে মেরী দেখল ফ্লোরিয়ান অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

'শুভ সন্ধ্যা, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর,' 'বো' করে গাড়ির দরজা খুলে দিল সে।

'তোমাকে আজ যে বড্ড খুশি খুশি লাগছে, ফ্লোরিয়ান।' মুচকি হাসল ফ্লোরিয়ান। 'আমি সবসময়ই হাসিখুশি, ম্যাডাম।' দরজা বন্ধ করে হুইলের পেছনে বসল।

সুযোগটা হাতছাড়া করল না মেরী। 'তুমি কি এখানকার জীবনযাত্রায় সুখি?'

রিয়ারভিউ মিররে একঝলক মেরীকে দেখল ফ্লোরিয়ান। 'আপনাকে অফিশিয়াল

ঢঙে জবাব দেব, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, নাকি সত্য কথাটা জানতে চান?'

'সত্য কথাটা জানতে চাই।'

'একথা বলার জন্য আমি গুলি খেতে পারি, তবে সত্য হলো এটাই যে, এদেশে কোনও রোমানিয়ান সুখী নয়। শুধু আপনারা বিদেশীরা যখন ইচ্ছা এদেশে আসতে পারেন এবং নিজেদের দেশে যেতে পারেন। আমরা এখানে তো কয়েদি। এখানে তেমন কিছুই নেই।' একটা কসাইয়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছে ওরা। দোকানের সামনে লম্বা লাইন। 'দেখলেন তো? ওরা তিন/চার ঘণ্টা ধরে লাইনে খাড়া হয়ে আছে এক-দু টুকরো ভেড়ার মাংস পাবার জন্য। অর্ধেক মানুষই বিফল মনোরথে ফিরে যাবে বাড়ি। সবখানে একই অবস্থা। অথচ আইওনেস্কুর গোপন বাড়ি কটা আছে শুনবেন? বারোটা। আমি বহু রোমানিয়ান কর্মকর্তাকে সেসব বাড়িতে নিয়ে গেছি। প্রতিটি বাড়ি প্রাসাদের মতো। এদিকে তিন/চারটা পরিবার মুরগির খোঁয়াড়ের মতো ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্টে শুয়োরের পালের মতো গাদাগাদি করে থাকে। ওদের বাড়িতে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা নেই।' হঠাৎ থেমে গেল ফ্লোরিয়ান, অতিরিক্ত বলা হয়ে গেছে ভেবে ভীত। 'এ কথা কাউকে যেন বলবেন না, প্লীজ।'

'অবশ্যই বলব না।'

'ধন্যবাদ। চাই না অল্পবয়সেই বউটা বিধবা হয়ে যাক। ও জাতিতে ইহুদি। এখানে অ্যান্টি-সেমিটিজম এর সমস্যা আছে।'

মেরী জানে ব্যাপারটা। ওর রোমানিয়ান ইহুদিদের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করছে।

ফোক থিয়েটারটি রাপসোডিয়া রোমানিয়ান, ব্যস্ত একটি রাস্তার পাশে। রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট দোকানে ফুল, প্লাস্টিকের চপ্পল, ব্লাউজ এবং কলম বিক্রি করা হচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহটি ছোট, সুসজ্জিত।

তবে এদের ফোক-ডান্স ভালো লাগল না মেরীর। কেমন পানসে। শো শেষ হলে মেরী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাজা বাতাসে দম নিতে আকুপাকু করছে বুক।

ফ্লোরিয়ান থিয়েটারের সামনে, লিমুজিনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'বাসায় ফিরতে একটু দেরী হবে,' ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। টায়ার ফেটে গেছে। স্পেয়ার চাকাটা গেছে চুরি হয়ে। আমি আরেকটা চাকা আনতে লোক পাঠিয়েছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসবে। আপনি কি গাড়িতে বসবেন?'

মেরী আকাশে তাকাল। ভরা পূর্ণিমার পূর্ণযৌবনা চাঁদ অকাতরে বিলোচ্ছে তার রুপালি রূপ-সুধা। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। বুখারেস্টে আসার পরে একটা দিনও রাস্তায় হাঁটার সুযোগ হয়নি ওর। হঠাৎ সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলল মেরী।

'আমি হেঁটে বাসায় ফিরতে পারব।'

মাথা দোলাল ফ্লোরিয়ান। 'হাঁটাহাঁটির জন্য চমৎকার সন্ধ্যা।'

ঘুরল মেরী, সেন্ট্রাল স্কোয়ারের দিকে পা বাড়াল। বুখারেস্টে মুগ্ধ করার মতো শহর। রাস্তার কিনারে নানারঙের সাইনবোর্ড জ্বলছে *Tuten... Pospodena...*

Cnimice...

এভিন্যু, মসিলর দিয়ে হাঁটছে মেরী। মোড় নিল প্লাটা রোসেট্টিতে, ওখানে লাল রঙের ট্রলিতে মানুষজনের উপচেপড়া ভিড়। এত রাতেও বেশিরভাগ দোকানপাট খোলা, সবাই লাইন দিয়েছে। কফিশপে পরিবেশন করা হচ্ছে gogoase, সুস্বাদু রোমানিয়ান ডোনাট। ফুটপাতেও লোকের কমতি নেই। ওখানে দোকানিরা Pungas, রশিতে বোনা শপিং ব্যাগ বিক্রি করছে। তারা ওর দিকে অপলক তাকিয়ে রইল, মহিলারা মেরীর পরনের পোশাক দেখছে হা করে। হাঁটার গতি দ্রুততর হলো মেরীর।

Calea victoriel-র মোড়ে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল মেরী, সঠিক রাস্তায় যাচ্ছে কিনা ঠাহর করতে পারছে না। এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করল, মাফ করবেন, আপনি কি বলতে পারবেন আমি কীভাবে–?'

লোকটা একবার মেরীর দিকে ভীতচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রায় ছুটে চলে গেল।

রোমানিয়ানদের বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ, মনে পড়ে গেল মেরীর।

রাস্তা চিনতে না পারলে ও বাড়ি ফিরবে কী করে? ফ্লোরিয়ানের সঙ্গে কোন্ রাস্তা দিয়ে এসেছিল মনে করার চেষ্টা করল ও। রেসিডেন্টটা বোধহয় পুবদিকে। কোথাও হবে। পুবমুখো হয়ে হাঁটা ধরল মেরী। একটু পরেই একটি ছোট সাইড স্ট্রিট চলে এল। রাস্তার পাশের ল্যাম্পপোস্টে মিটমিট বাতি জ্বলছে। দূরপ্রান্তে একটা বোর্ড চোখে পড়ল মেরীর। উজ্জ্বল আলোকিত বুলেভার্ড। ওখানে বোধহয় ট্যাক্সি পাওয়া যাবে, স্বস্তি নিয়ে চিন্তা করল ও।

পেছনে ভারি পায়ের শব্দ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে দেখল মেরী। ওভারকোট গায়ে দীর্ঘদেহী এক লোক দ্রুত পদক্ষেপে আসছে ওর দিকে। মেরীর কদম ফেলার গতি আরও দ্রুত হলো।

'এক্সকিউজ মি,' তীক্ষ্ণ রোমানিয়ান উচ্চারণে ডাকল লোকটা। 'আপনি কি পথ হারিয়ে ফেলেছেন?'

স্বস্তি অনুভব করল মেরী। লোকটা বোধহয় পুলিশের কেউ হবে। ওর পেছন পেছন আসছিল মেরী যাতে কোনও বিপদে পড়ে না যায় তা দেখতে।

'জ্বী,' কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল মেরী। 'আমি আমার–'

হঠাৎ মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন শুনল মেরী পেছন থেকে, ক্রিইইচ শব্দে ব্রেক কষা হলো। ওভার কোর্ট খপ করে চেপে ধরল মেরীর হাত। গরম, বোটকা নিশ্বাসের গন্ধ ধাক্কা মারল মেরীর নাকে, মোটা মোটা আঙুলগুলো চেপে বসেছে কব্জিতে। লাগছে খুব। লোকটা মেরীকে গাড়ির খোলা দরজার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। মেরী নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার প্রানপন চেষ্টা করছে...

'গাড়িতে ঢোকো!' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল লোকটা।

'না,' চিৎকার করছে মেরী। 'বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।'

রাস্তার ওপাশে থেকে চেঁচিয়ে উঠল কেউ, এক লোক ছুটে আসতে লাগল ওদের দিকে। থেমে গেল ওভারকোট, কী করবে বুঝতে পারছে না।

হুংকার ছাড়ল আগন্তুক। 'ওকে ছেড়ে দাও।'

সে লোকটাকে জ্যাপটে ধরল, ধাক্কা মেরে মেরীর কাছ থেকে সরিয়ে দিল। মেরী দেখল গাড়িতে বসা লোকটা গাড়ি থেকে নেমে আসছে তার সঙ্গীকে সাহায্য করতে।

এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল পুলিশের গাড়ির সাইরেনের শব্দ। ওভারকোট তার সঙ্গীর নাম ধরে ডাকল, তারপর দুজন একলাফে ঢুকে পড়ল গাড়িতে। পরমুহূর্তে পগারপার।

নীল-সাদা রঙের একটি গাড়ি, পাশে 'মিলিশিয়া' লেখা ছাদে ঝলসাছে নীল আলো ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল মেরীর সামনে। ইউনিফর্ম-পরা দুই লোক দ্রুত নেমে এল গাড়ি থেকে।

রোমানিয়ান ভাষায় একজন জানতে চাইল, 'আপনি ঠিক আছেন তো?' তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে, 'কী হয়েছে?'

মেরী নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। 'দুজন লোক ওরা—ওরা আমাকে জোর-জোর করে তাদের গাড়িতে তুলে নেয়ার চেষ্টা করছিল। তখন যদি এই ভদ্রলোক না থাকতেন—' ঘুরল মেরী।

চলে গেছে আগন্তক।

বাইশ

ব্যাপারটা ভুলে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করল মেরী। ছাড়াছাড়া ঘুম হলো ওর, জেগে গেল। আবার দৃশ্যটা বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ওর দিকে এগিয়ে আসছে পদশব্দ। গাড়ি এসে থামল। লোকগুলো ওকে জোর করে তুলে নিতে চাইছে গাড়িতে। ওরা কি মেরীর পরিচয় জানত? নাকি আমেরিকান পোশাক পরা একজন ট্যুরিস্টকে স্রেফ ছিনতাই করতে চেয়েছিল?

মেরী অফিসে এসে দেখে মাইক স্লেড অপেক্ষা করছে ওর জন্য। দুকাপ কফি নিয়ে এসেছে সে, বসেছে ওর ডেস্কের সামনে।

'থিয়েটার কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ভালো।'

'আপনার কি লেগেছে?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে মাইকের দিকে তাকাল মেরী, 'কী?'

মাইক বলল, 'ওরা আপনাকে অপহরণ করার চেষ্টা করছিল। আপনি ব্যথাট্যাথা পেয়েছেন কিনা জানতে চাইছিলাম।'

'আমি—আপনি ঘটনাটা কী করে জানলেন?'

মশকরার সুর মাইকের কণ্ঠে, 'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, রোমানিয়া একটি বৃহদায়তনের ওপেন সিক্রেটের দেশ। আপনি লোকের চোখ এড়িয়ে এখানে গোসল পর্যন্ত করতে পারবেন না। একা একা হাঁটতে যাওয়া আপনার মোটেই উচিত হয়নি।'

'তা বুঝতে পারছি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল মেরী। 'এরকম ঘটনা আর কখনও ঘটবে না।'

'গুড,' ফুরফুরে শোনাল মাইকের গলা। 'লোকগুলো আপনার কাছ থেকে কিছু নিতে পারেনি তো?'

'না।'

কপালে ভাঁজ পড়ল মাইকের। 'আশ্চর্য তো! ওরা আপনার কোট কিংবা পার্স কেড়ে নিতে চাইলে রাস্তা থেকেই তা কেড়ে নিতে পারত। আপনাকে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছিল। মানে আপনাকে কিডন্যাপ করার মতলব ছিল ওদের।'

'আমাকে কে কিডন্যাপ করতে চাইবে?'

'আইওনেস্কুর কোনও লোক নয়। সে আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইছে। বিরোধীদলের কেউ হবে হয়তো।'

'অথবা আমাকে অপহরণ করে মুক্তিপণ চাইত।'

'এদেশে মুক্তিপণের জন্য কেউ অপহরণ করে না। এমন কাজ করে কেউ ধরা পড়লে বিচারে তার ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি খেয়ে মরতে হয়।' কফিতে চুমুক দিল মাইক। 'আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারি?'

'শুনছি।'

'বাড়ি চলে যান।'

'কী?'

কাপটি নামিয়ে রাখল মাইক স্লেড। 'একটি পদত্যাগপত্র লিখে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ফিরে যান কানসাসে। ওখানে সহিসালামতে থাকবেন।'

মুখ লাল হয়ে গেল মেরীর। 'মি. স্লেড, আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। তবে এটাই প্রথম ভুল নয় এবং এটা হয়তো শেষ ভুলও নয়। তবে আমাকে এ পদে অ্যাপায়েন্টমেন্ট দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, উনি আমাকে চাকরিচ্যুত না করা পর্যন্ত আপনি কিংবা অন্য কারও কাছ থেকে বাড়ি ফেরার কোনও পরামর্শ শুনতে চাই না।' গলার স্বর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করছে মেরী। 'আমি আশা করছি এ দূতাবাসের মানুষজন আমার সঙ্গে কাজ করবে, আমার বিরুদ্ধে নয়। আপনার যদি পরিস্থিতি সামাল দিতে এতই কষ্ট লাগে তাহলে আপনি নিজে বাড়ি যাচ্ছেন না কেন?' রাগে কাঁপছে ও।

চেয়ার ছাড়ল মাইক স্লেড। 'আপনার ডেস্কে সকালের রিপোর্টগুলো রাখা আছে, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

মেরীকে অপহরণ করার ঘটনা সেদিন সকালে দূতাবাসের মুখ্য আলোচনার বিষয়ে পরিণত হলো। *সবাই এ ঘটনা জেনে গেল কী করে?* অবাক লাগছে মেরীর। *মাইক স্লেডই বা জানল কীভাবে?* যে লোকটা ওকে রক্ষা করেছে তার নামটা জানতে পারলে তাকে ধন্যবাদ দিত মেরী। মাত্র একনজর তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছে ও। আকর্ষণীয় চেহারা ছিল ভদ্রলোকের, বয়স চল্লিশের কোঠায়, ধূসর চুল। বিদেশী টান ছিল কথায়– সম্ভবত ফরাসি। সে ট্যুরিস্ট হয়ে থাকলে হয়তো ইতিমধ্যে রোমানিয়া ছেড়ে চলে গেছে।

একটা চিন্তা ঢুকেছে মেরীর মাথায়। চিন্তাটা মস্তিষ্ক থেকে কিছুতেই দূর করতে পারছে না। ওকে এদেশ থেকে মাত্র একজন লোক তাড়িয়ে দিতে চায়। আর সে হলো মাইক স্লেড। ওই হয়তো ওই লোকগুলোকে পাঠিয়েছে যাতে ভয় পেয়ে রোমানিয়া ত্যাগ করে মেরী। মাইক মেরীকে থিয়েটারের টিকেট দিয়েছিল। সে জানত মেরী কোথায় থাকবে। চিন্তাটা কুরে কুরে খেতে লাগল মেরীকে।

বাচ্চাদেরকে কিডন্যাপিংয়ের ঘটনাটা বলবে কি বলবে না ভেবে দোটানায় ভুগছিল মেরী। শেষে সিদ্ধান্ত নিল বলবে না। শুনলে ওরা ভয় পেয়ে যাবে।

সন্ধ্যায় ফরাসি দূতাবাসে এক ফরাসি কনসার্ট পিয়ানিস্টের সম্মানে ককটেল পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। মেরীর যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তবু ওকে ফর্মালিটি রক্ষা করতে যেতেই হবে।

গোসল সেরে একটি ইভনিং গাউন পছন্দ করল মেরী। জুতো পরতে গিয়ে দেখে এক পাটি জুতোর হিল ভাঙা। ও কারমেনকে ডাকল।

'জ্বী, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর?'

'কারমেন, তুমি জুতোটা মুচির কাছে নিয়ে গিয়ে হিলটা ঠিকঠাক করিয়ে নিয়ে আসতে পারবে?'

'অবশ্যই পারব, ম্যাডাম। আর কিছু লাগবে?'

'না। আর কিছু লাগবে না। ধন্যবাদ।'

ফরাসি দূতাবাসে পৌছুল মেরী। অতিথিদের ভিড়ে সরগরম দূতাবাস। ফরাসি রাষ্ট্রদূতের এইড ওকে প্রবেশপথে স্বাগত জানাল। এর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে মেরীর এ্যামব্যাসীতে প্রথমবার ঢুঁ মারার সময়। সে মেরীর হাতে চুমু খেল।

'গুড ইভনিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, ইট ইজ সো কাইন্ড অভ ইউ টু কাম।'

'ইট ওয়াজ সো কাইন্ড অভ ইউ টু ইনভাইট মি,' বলল মেরী। ফাঁকা সৌজন্য বুলি বিনিময় করে ওরা দুজনেই হাসল।

'চলুন, অ্যামবাসাডরের কাছে যাই,' এইড বলরুমের ভিড় ঠেলে মেরীকে নিয়ে চলল। অনেক পরিচিত মুখ দেখতে পেল ও। ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করল ও।

'মাদাম দফিনের মিউজিক আপনি খুব উপভোগ করবেন। উনি অসাধারন একজন পিয়ানিস্ট।'

'আমি ওনার বাজনা শোনার জন্য মুখিয়ে আছি,' মিথ্যা বলল মেরী।

শ্যাম্পেনের গ্লাসভর্তি ট্রে নিয়ে এক ভৃত্য ওর পাশ দিয়ে গেল। মেরী এখন জানে বিভিন্ন দূতাবাসে কীভাবে মদপান করতে হয়। ও অস্ট্রেলীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘুরেছে, ওর রক্ষাকর্তাকে দেখে ফেলল। ওকে কিডন্যাপারদের কবল থেকে যে লোকটি রক্ষা করেছিল সে ঘরের এককোণে দাড়িয়ে ইতালীয় রাষ্ট্রদূত এবং তার এইডের সঙ্গে কথা বলছে।

'প্লিজ, এক্সকিউজ মী।' বলল মেরী। ফরাসি লোকটির দিকে পা বাড়াল।

লোকটি বলছিল, 'আমি প্যারিসকে বড্ড মিস করছি। আশা করি সামনের

বছর—' মেরীকে আসতে দেখে থেমে গেল।

'অহ্, দ্য লেডি ইন ডিসট্রেস।'

'আপনারা পরস্পরকে চেনেন নাকি?' জানতে চাইলেন ইতালীয় রাষ্ট্রদূত।

'অফিশিয়ালি অবশ্য আমাদের পরিচয় হয়নি। বলল মেরী।

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, ইনি ডা. লুই দেসফরজেস।' ফরাসি লোকটির চেহারার ভাব বদলে গেল। 'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর?' আই বেগ ইয়োর পারডন। আমার তো কোনো ধারণাই ছিল না।' বিব্রত শোনাল তার কণ্ঠ। 'আপনাকে আমার চেনা উচিত ছিল।'

'আপনি তারচেয়েও ভালো কাজ করেছেন,' হাসল মেরী। 'আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

ইতালীয় রাষ্ট্রদূত ফরাসি ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। 'অ, আপনিই তাহলে সেইজন।' মেরীর দিকে ফিরলেন তিনি।

'আপনার দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার কথা আমি শুনেছি।'

'ডা. দেসফরজেস ওই সময় আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে আমার সত্যি দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা হত । আপনাকে ধন্যবাদ।

হাসল লুই দেসফরজেস। 'সেদিন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে পৌছে যেতে পেরেছিলাম বলে আমি খুশি।' রাষ্ট্রদূত এবং তার এইড দেখলেন একটি বৃটিশ কনটিনজেন্ট ঘরে ঢুকছে।

রাষ্ট্রদূত বললেন, 'আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আমাদেরকে একটু ওদিকে সময় দিতে হবে।'

দ্রুত পায়ে চলে গেলেন ওরা। মেরী ডাক্তারের সঙ্গে একা হয়ে গেল।

'পুলিশ দেখে আপনি তখন পালিয়ে গেলেন কেন?'

ডাক্তার জবাব দিল, 'রোমানিয়ান পুলিশের ধারে-কাছে থাকতে নেই। তারা খামোকা মানুষজনকে গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে তথ্য আদায়ের জন্য নির্যাতন চালায়। আমি এখানকার ফরাসি দূতাবাসে ডাক্তারি করছি। আমার ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটি নেই। তবে আমাদের দূতাবাসে কী ঘটছে সে-সম্পর্কে আমি অবগত আছি। আর সেসব তথ্য রোমানিয়ানদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।' হাসল সে। 'কাজেই ক্ষমা করবেন আপনাকে একা ফেলে রেখে এসেছি বলে।'

লোকটির মধ্যে সপ্রতিভ চমৎকার একটি ব্যাপার আছে, সরাসরি কথা বলে, এ জিনিসটি বেশ চিত্তাকর্ষক। এডোয়ার্ডের সঙ্গে এর খানিকটা মিলও যে আছে তা মনে মনে স্বীকার না করে পারল না মেরী। হয়তো ও ডাক্তার না, তার চেয়েও বেশি। এ মানুষটি এডোয়ার্ডের মতোই দিলখোলা স্বভাবের, হাসিটাও অনেকটা সেরকম।

'যদি ছেড়ে দেন তো আমি এখন বাড়ি ফিরতে চাই,' বলল ডাক্তার।

'আপনি পার্টি পছন্দ করেন না?'

মুখ কুঁচকে গেল তার। 'খুবই অপছন্দ করি।'

'আপনার স্ত্রী পছন্দ করেন?'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল লুই, তারপর ইতস্তত গলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ–উনি পছন্দ করতেন খুব।'

'উনি এ পার্টিতে আসেননি?'

'উনি এবং আমাদের দুটি বাচ্চাই মারা গেছে।'

'সাদা হয়ে গেল মেরীর চেহারা। 'ওহ, মাই গড। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কীভাবে—?'

শক্ত দেখাল লুই'র চেহারা। 'ওদের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। আমরা আলজেরিয়ায় থাকতাম। আমি গোপনে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতাম।' তার কথা বলার গতি মন্থর হয়ে এল। ওরা আমার পরিচয় খুঁজে বের করে এবং আমার বাড়িটি উড়িয়ে দেয়। ওই সময় আমি বাড়ি ছিলাম না।

'আমি সত্যি খুব দুঃখিত,' আর কী বলবে ভেবে পেল না মেরী।

'ধন্যবাদ। সময় সব ক্ষত শুকিয়ে ফেলে। আমি একথাটা বিশ্বাস করি না।' তার কণ্ঠস্বর তিক্ত।

এডোয়ার্ডের কথা মনে পড়ল মেরীর। মানুষটাকে এখনও ও বড্ড মিস করছে। কিন্তু এ লোকটি অনেক বেশি যাতনা সয়ে বেঁচে আছে।

মেরীর দিকে তাকাল ডাক্তার, 'ইফ ইউ উইল এক্সকিউজ মি, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর...' ঘুরল সে, একদল অতিথি ঢুকছেন, লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল ওদিকে।

মানুষটার সঙ্গে তোমার খানিকটা মিল আছে, এডোয়ার্ড। ওকে তোমার পছন্দ হবে। খুব সাহসী পুরুষ। অনেক যন্ত্রণা সহ্য করছে লোকটা তাই বোধহয় ওর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছি আমি। আমিও তো বেদনা সয়ে বেড়াচ্ছি, ডার্লিং। তোমার অনুপস্থিতি কি কোনোদিন ভুলতে পারব আমি? এখানে বড্ড একা আমি। কথাবলার কোনও সঙ্গী নেই। সাফল্য পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি আমি। মাইক স্লেড চাইছে আমি যেন বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু আমি যাব না। তোমাকে যে আমার বড্ড প্রয়োজন। গুড নাইট, মাই ডার্লিং।

পরদিন সকালে মেরী ফোন করল স্টানটন রজার্সকে। ভদ্রলোকের কণ্ঠ শুনলেই ভালো লাগে ওর। যেন বাড়ির জন্য একটা লাইফলাইন।

'তোমার ব্যাপারে চমৎকার কিছু রিপোর্ট আমি পেয়েছি,' বললেন তিনি। 'হান্না মার্ফিকে নিয়ে এখানকার খবরের কাগজঅলারা তো হেডলাইন করেছে। তুমি দারুণ কাজ দেখিয়েছ।'

'ধন্যবাদ, স্টান।'

'মেরী, তোমার অপহরণের ঘটনার লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট কী?'

'আমি এবং Securitate-এর প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের কাছে এ ব্যা নো ক্লু নেই।'

'তোমা বাইরে যেতে বারণ করেছে না মাইক স্লেড।' *মাইক স্লেড।* 'জ্বী, উনি আমার রছিলেন, স্টোন।' *ওকে কি বলব যে মাইক স্লেড আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে না,* সিদ্ধান্ত নিল মেরী। *মাইক স্লেডকে আমি নিজেই টিট করব।*

'মনে রে মি তোমার জন্য সবসময় আছি। এনি টাইম।'

'জানি আ তজ্ঞ গলায় বলল মেরী। 'আপনার এই কথাগুলো আমাকে যে কতটুকু নিশ্চয় তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

ফোনটা রে মন ভালো হয়ে গেল মেরীর।

'একটা সমস্যা । আমাদের দূতাবাসের কোথাও একটা ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে।'

প্রতিদিন ফ মিটিঙের আগে মেরী এবং মাইক স্লেড কফি পান করছে।

'ব্যাপারটা সিরিয়াস?'

'সাংঘাতি আমাদের কমার্স কনসুলার ডেভিড ভিক্টর রোমানিয়ান বাণিজ্যমন্ত্রীর ঠক করছেন।'

'জানি আ য়টি নিয়ে গত সপ্তাহেই কথা হয়েছে।'

'ঠিক,' বল ক। 'কিন্তু ডেভিড যখন দ্বিতীয় বৈঠকে গেলেন, দেখলেন ওরা আমাদের প্রতি ারের কাউন্টার প্রস্তাব দিচ্ছে। ওরা জানত আমরা কতদূর যাওয়ার জন্য প্র নিয়েছি।'

'স্রেফ অনু রা এটা করা কি সম্ভব নয়?'

'সম্ভব। কি মরা কিছু নতুন প্রস্তাব করতে যাচ্ছিলাম। ওরা তা-ও জেনে ফেলেছে।'

একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'আমাদের কোনও স্টাফের কাজ এটা?'

'একজন না গত নির্বাহী কনফারেন্স হয়েছে বাবল রুম-এ। আমাদের ইলেকট্রনিক্স বি া ছিদ্রটা ওখানেই আবিষ্কার করে।'

বিস্মিত দৃষ্টি াইকের দিকে তাকাল মেরী। বাবল রুমের সভায় শুধু আটজন লোকের প্রবেশা ছিল এবং তারা সবাই দূতাবাসের নির্বাহী সদস্য।

'কেউ ইলে ক ইকুইপমেন্টে বহন করছে, সম্ভবত টেপরেকর্ডার। আপনি বাবল রুমে আ নফারেন্সে মিটিং ডাকুন। সেই আগের দলটাকেই। আমরা অপরাধীকে খুঁজে করব।'

বাবল রুমের টেবি ারে বসেছেন আটজন লোক। এদের মধ্যে আছেন পলিটিক্যাল

কনসুলার এবং সিআইএ এজেন্ট এডি মালজ, ইকোনমিক কনসুলার প্যাট্রিসিয়া হ্যাটফিল্ড, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগের জেরী ডেভিস, কমার্স কনসুলার ডেভিড ভিক্টর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কনসুলার লুকাস জাংকালো এবং কর্নেল উইলিয়াম ম্যাককিনি। মেরী টেবিলের এক মাথায় বসেছে, মাইক স্লেড অপর মাথায়।

ডেভিড ভিক্টরের দিকে ফিরল মেরী, 'রোমানিয়ান বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আপনার বৈঠক কেমন চলছে?'

মাথা নাড়ল কমার্স কনসুলার। 'যেমনটি আশা করেছিলাম তেমনটি নয়। আমি ওদের কিছু বলার আগেই মনে হচ্ছে ওরা সবকিছু জেনে বসে আছে। নতুন প্রস্তাব নিয়ে গেলাম। ওরা সেগুলোর বিরুদ্ধেও আগাম যুক্তি খাড়া করে রেখেছে। যেন আমাদের মনে কী আছে সব জানে তারা।'

'হয়তোবা,' বলল মাইক স্লেড।

'মানে?'

'ওরা হয়তো এ ঘরের কারও মনের খবর রাখে,' সে টেবিলের লাল টেলিফোন তুলে বলল, 'ওকে পাঠিয়ে দাও।'

একটু পরেই খুলে গেল ভারি দরজা। সাদা পোশাকে এক লোক ঢুকল ঘরে, হাতে ডায়ালসহ কালো একটি বাক্স।

এডি মালজ বলে উঠল, 'এক মিনিট। এখানে কারও প্রবেশাধিকার নেই...'

'ইট'স অলরাইট,' বলল মেরী। 'আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি আর এ লোকটি সে সমস্যার সমাধান করতে এসেছে।' সে নবাগতের দিকে তাকাল। 'তোমার কাজ শুরু করো।'

'জ্বী। আপনারা যে যেখানে আছেন সেখানেই দয়া করে বসে থাকুন।'

লোকটা মাইক স্লেডের কাছে গিয়ে বক্সটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরল। ডায়ালের নিডল জিরোতে স্থির হয়ে রইল। লোকটা এবার এগোল প্যাট্রিসিয়া হ্যাটফিল্ডের দিকে। নিডল এখনও স্থির। তারপর এল এডি মালজের পালা। তারপর জেরী ডেভিস এবং লুকাস জাংকলো। নিডল নড়াচড়া করছে না। লোকটা গেল ডেভিড ভিক্টরের কাছে, সবশেষে কর্নেল ম্যাককিনি। কিন্তু নিডল স্থির হয়েই আছে। এখন শুধু বাকি আছে মেরী। লোকটা যে-ই মেরীর কাছে এল, পাগলের মতো লাফালাফি শুরু করে দিল নিডল।

মাইক স্লেড বলে উঠল, 'হোয়াট দ্য হেল-' সে একলাফে দাঁড়িয়ে গেল। চলে এল মেরীর কাছে।

'আর ইউ শিওর?' সিভিলিয়ানের উদ্দেশে গর্জে উঠল মাইক। ডায়াল উন্মাদের মতো নাচানাচি করছেই।

'মেশিন দেখুন,' জবাব দিল লোকটা।

হতবুদ্ধির মতো উঠে দাঁড়াল মেরী।

'মিটিং এখন ভেঙে দিই?' জিজ্ঞেস করল মাইক।

মেরী অন্যদের দিকে তাকাল। 'মিটিং আজকের মতো এখানেই শেষ। সবাইকে ধন্যবাদ।'

মাইক টেকনিশিয়ানকে বলল, 'তুমি থাকো।'

ওরা চলে যাওয়ার পরে মাইক জিজ্ঞেস করল, 'ছারপোকাটা ঠিক কোথায় বলতে পারবে?'

'অবশ্যই,' লোকটা ধীরে মেরীর পায়ের কাছে কালো বাক্সটি নামিয়ে আনছে, ডায়ালের গতি বেড়ে গেল।

খাড়া হলো টেকনিশিয়ান, 'আপনার জুতোর মধ্যে।' মেরী অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল লোকটার দিকে। 'তুমি ভুল করছ। আমি এ জুতো কিনেছি ওয়াশিংটন থেকে।'

মাইক বলল, 'জুতোজোড়া খুলবেন দয়া করে?'

'আমি—' গোটা ব্যাপারটাই হাস্যকর। হয় মেশিন পাগল হয়ে গেছে, নতুবা কেউ মেরীকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। মাইক স্লেডেরই হয়তো ষড়যন্ত্র এটা। সে ওয়াশিংটন খবর পাঠাবে মেরী গুপ্তচরবৃত্তি করছে, শত্রুর কাছে পাচার করছে তথ্য। তবে মাইক এসব করে মেরীর কাছ থেকে পার পাবে না।

জুতো খুলল মেরী, মাইকের হাতে তুলে দিল। 'এই নিন,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল ও।

জুতোজোড়া উল্টেপাল্টে দেখল মাইক। 'নতুন হিল লাগিয়েছেন?'

'না, এটি–' হঠাৎ মনে পড়ে গেল। *কারমেন, জুতোটা মুচিকে দেবে? এটা একটু মেরামত করতে হবে।*

জুতোর হিল ভেঙে ফেলল মাইক। ভেতরে ক্ষুদ্র একটি টেপ রেকর্ডার।

'আমাদের স্পাইকে পেয়ে গেছি,' শুকনো গলা মাইকের। 'আপনি এ হিল কোথেকে লাগিয়েছেন?'

'আ—আমি জানি না। আমার এক চাকরানিকে বলেছিলাম হিল লাগিয়ে দিতে।'

'চমৎকার,' ব্যঙ্গ করল মাইক। 'ভবিষ্যতে যদি এসব কাজ আপনার সেক্রেটারিকে দিয়ে করান তাহলে খুব ভালো হয়, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

মেরীর জন্য একটি টেলেক্স এসেছে।

> আপনার অনুরোধে সিনেট ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটি রোমানিয়াকে লোন দিতে সম্মত হয়েছে। আগামীকাল বিষয়টি ঘোষণা করা হবে। অভিনন্দন।
>
> *স্টানটন রজার্স।*

মাইক টেলেক্স পড়ল। 'সুসংবাদ। নেগুলেস্কু খুব খুশি হবেন।'

নেগুলেস্কু হলেন রোমানিয়ান অর্থমন্ত্রী। তিনি আইওনেস্কুর কাছে হিরো বনে যাবেন।

'ওরা কালকের আগে ঘোষণা দিচ্ছে না,' বলল মেরী। কী যেন চিন্তা করছে। 'আজকেই নেগুলেস্কুর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করুন।'

'আমি আসব সঙ্গে?'

'না। এ কাজটা আমি একাই করতে চাই।'

দুই ঘণ্টা পরে মেরী রোমানিয়ান অর্থমন্ত্রীর অফিসে বসেছে। খুশিতে উদ্ভাসিত অর্থমন্ত্রীর চেহারা। 'আপনি তাহলে আমাদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন, না?'

'জ্বী না,' বলল মেরী। দপ করে হাসিটা নিভে গেল মন্ত্রীর মুখ থেকে।

'কী? আমি তো জানতাম লোনটা অনুমোদিত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আবার কী হলো?' মুখ গম্ভীর নেগুলেস্কুর।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেরী। 'আমি জানি না।'

'আমি প্রেসিডেন্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—' থেমে গেলেন তিনি, সংবাদটা প্রবল ঘুসির মতো আঘাত হেনেছে তাঁর বুকে। আবার যখন কথা বললেন, কর্কশ শোনাল কণ্ঠ। 'প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কু ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করবেন না। আপনার কি কিছুই করার নেই?'

মেরী বলল, 'আমি আপনার মতোই হতাশ বোধ করছি, মন্ত্রী সাহেব। ভোটাভুটি ভালোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একজন সিনেটর জানতে পেরেছেন উটাহ রোমানিয়ান পাদরিদের একটা দলকে আমেরিকায় দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তারা ওখানে যেতে পারছেন না রোমানিয়ান সরকার ভিসা দিতে চাইছে না বলে। সিনেটর একজন মরমন। তিনি খবরটা শুনে খুবই মর্মাহত।'

'পাদরিদের দল?' উচ্চ নিনাদে চিৎকার করে উঠলেন মন্ত্রী। 'আপনি বলতে চাইছেন লোনটা হচ্ছে না স্রেফ—'

'আমার তা-ই ধারণা।'

'কিন্তু ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, রোমানিয়া গির্জাকে খুব শ্রদ্ধা করে এখানে তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে।' তিনি এখন প্রায় তোতলাচ্ছেন। 'আমরা গির্জাকে ভালোবাসি।'

নেগুলেস্কু তাঁর চেয়ারটা মেরীর কাছে নিয়ে এলেন।

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর—আমি যদি চার্চের এই দলটাকে আপনাদের দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই। তাহলে কি মনে করেন সিনেট ফাইনান্স কমিটি লোনে অনুমোদন দেবে?'

মেরী অর্থমন্ত্রীর চোখে চোখ রাখল।' মিনিস্টার নেগুলেস্কু, আমি সে-ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি। তবে খবরটা আমাকে আজ বিকেলের মধ্যেই পেতে হবে।'

মেরী নিজের ডেস্কে বসে আছে, অপেক্ষা করছে ফোনের জন্য। বেলা আড়াইটার সময় ফোন করলেন অর্থমন্ত্রী।

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর—সুখবর আছে। চার্চ গ্রুপটা যে-কোনো সময় এখন আপনার দেশে যেতে পারবে। আমার জন্য কি কোনও ভালো সংবাদ আছে?'

ঘণ্টাখানেক বাদে মেরী নেগুলেস্কুকে ফোন করল। 'এই মাত্র আমাদের স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি টেলেক্স পেয়েছি। আপনাদের লোন গ্রান্টেড।'

তেইশ

ডা. লুই দেসফরজেসের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না মেরী। মানুষটা ওর জীবন রক্ষা করেছে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার আবার দেখা পেয়ে খুবই খুশি মেরী। আবেগতাড়িত হয়ে আমেরিকান ডলার শপ-এ ঢুকল ডাক্তারের জন্য রুপোর চমৎকার একটি বাটি কিনে পাঠিয়ে দিল ফরাসি দূতাবাসের ঠিকানায়। মানুষটা ওর জন্য যা করেছে তার জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতা মেরীর পক্ষ থেকে।

সেদিন বিকেলে ডরোথি স্টোন বলল, 'আপনাকে ডা. দেসফেরজেস নামে একজন ফোনে চাইছেন। কথা বলবেন?'

হাসল মেরী, হ্যাঁ। ফোন তুলল ও। 'গুড আফটারনুন।'

'গুড আফটারনুন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।' ফরাসি উচ্চারণের সম্ভাষণটি মেরীর কানে মধু বর্ষণ করল। আপনার সুচিন্তিত উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানাতে ফোন করেছি। তবে ওটা না-পাঠালেও চলত। আমি আপনার সামান্য সেবায় যে আসতে পেরেছি তাতেই আমি খুশি।'

'আপনি আমার অনেক বড় উপকার করেছেন,' বলল মেরী।

'আপনার জন্য আরও কিছু করতে ইচ্ছে করছে আমার।'

বিরতি, 'আপনি কি-?' থেমে গেল ডাক্তার।

'বলুন?' তাড়া দিল মেরী।

'না, কিছু না।' ডাক্তার যেন লজ্জা পেয়েছে।

'প্লিজ।'

'বেশ বলছি।' অপর প্রান্তে নার্ভাস হাসি। 'ভাবছিলাম একদিন সন্ধ্যায় আপনি আমার সঙ্গে ডিনার করতে যেতে পারবেন কি না। কিন্তু আপনি যা ব্যস্ত-'

'খুব পারব।' তড়িৎগতিতে বলল মেরী।

আনন্দিত শোনাল ডাক্তারের কণ্ঠ। 'সত্যি!'

'আপনি টারু রেস্টুরেন্টটা চেনেন?'

মেরী ওখানে দুবার গেছে। 'না।'

'ও, দারুণ রেস্টুরেন্ট। আচ্ছা, আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যাব। শনিবার রাতে কি ফ্রি থাকবেন-?'

'সন্ধ্যা ছ'টায় একটা ককটেল পার্টি আছে। তারপর যেতে পারি।'

'বেশ। আপনার তো দুটি সন্তান আছে শুনেছি। ওদেরকেও নিয়ে আসুন না?'

'ধন্যবাদ। তবে শনিবার রাতটা ওরা খুব ব্যস্ত থাকে।'

মেরী অবাক হলো চিন্তা করে ও কেন মিথ্যাকথা বলল।

ককটেল পার্টি সুইস এমব্যাসিতে। নিঃসন্দেহে 'A' ক্যাটাগরির পার্টি। কারণ প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দ্রোস আইওনেস্কু স্বয়ং ওখানে উপস্থিত। মেরীকে দেখে তিনি ওর দিকে এগিয়ে গেলেন। 'গুড ইভনিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।' তিনি মেরীর হাতটা ধরে রাখলেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময়। 'আপনার দেশ আমাদেরকে লোন দিয়েছে বলে আমি অত্যন্ত খুশি।'

'আর আমরা অত্যন্ত খুশি, কারণ আপনি চার্চ গ্রুপটিকে আমেরিকা যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি।'

প্রেসিডেন্ট হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন।

'রোমানিয়ানরা কয়েদি নয়। এখানে যার খুশি আসতে যেতে পারে। আমার দেশ ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতীক।' মেরীর মনে পড়ল দোকানে মানুষের লম্বা লাইনের কথা, চোখে ভাসল বিমানবন্দরে উৎসুক জনতার ভিড় এবং রিফিউজিদের। এরা দেশত্যাগের জন্য মরিয়া হয়ে আছে।

'রোমানিয়ায় জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক।'

মেরী বলল, 'যথাযথ সম্মান নিয়ে বলছি, মি. প্রেসিডেন্ট, হাজার হাজার ইহুদি আছে যারা রোমানিয়া ত্যাগ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আপনার সরকার তাদেরকে ভিসা দিচ্ছে না।'

ঘাউ করে উঠলেন আইওনেস্কু। 'ওরা ভিন্নমতাবলম্বী, কুচুটে, ঝামেলাকারী। ওদেরকে বরং আমাদের দেশে আটকে রেখে আমরা বিশ্ববাসীর উপকারই করছি।'

'মি. প্রেসিডেন্ট–'

লৌহযবনিকার অন্য যে-কোনও দেশের চেয়ে আমরা ইহুদিদের প্রতি অনেক বেশি উদার। ১৯৬৭ সালে, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্বব্লকের প্রতিটি দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে শুধু রোমানিয়া ছাড়া।'

'আমি তা জানি মি. প্রেসিডেন্ট। তবে এখনও—'

'আপনি ক্যাভিয়ারটা খেয়েছেন? তাজা বেলুগা।'

ড. লুই দেসফরজেস মেরীকে বলেছে তুলে নেবে। কিন্তু ও ফ্লোরিয়ানকে নিয়ে নিজেই টারু রেস্টুরেন্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ডা. দেসফরজেসকে ফোন করে জানিয়ে দিল ওর আসতে কিছুক্ষণ দেরি হবে। দূতাবাসে ফিরল মেরী। প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুর সঙ্গে কথোপকথনের ওপর রিপোর্ট লিখবে।

ডিউটিতে আছে গানি। নৌসেনাটি ওকে দেখে স্যালুট ঠুকল। খুলে দিল দরজা। মেরী অফিসে ঢুকল। জ্বালিয়ে দিল ঘরের বাতি। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল মূর্তির মতো। দেয়ালে কেউ লাল রঙ দিয়ে গোট গোটা অক্ষরে লিখে রেখেছে **মরতে না চাইলে বাড়ি ফিরে যাও।**

'ঘর থেকে পিছিয়ে এল মেরী, মুখ কাগজের মতো সাদা। একছুটে চলে এল রিসেপশান ডেস্কে।

গানি দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে। 'জ্বী, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর?'

'গানি—ক্-কে আমার অফিসে ঢুকেছিল?'

'কেউ না তো, ম্যাম!'

'তোমার রোস্টার শিট দেখি।' গলার কাঁপুনি বন্ধ রাখার চেষ্টা করল মেরী।

'জ্বী, ম্যাম।'

গানি ভিজিটর্স অ্যাকসেস শিট বের করে মেরীকে দিল। এ খাতায় দূতাবাসে কে কখন এসেছে তার পূর্ণবৃত্তান্ত লেখা রয়েছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে দেখতে শুরু করল মেরী। ওই সময় ও অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে। ডজনখানেক নাম আছে খাতায়।

মেরিন গার্ডের দিকে মুখ তুলে চাইল মেরী। 'এ তালিকায় যাদের নাম আছে— অফিসে ঢোকার সময় তাদের সঙ্গে এসকর্ট ছিল?'

'সবসময় ছিল, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। এসকর্ট ছাড়া দোতলায় কারও প্রবেশাধিকার নেই। কোনও সমস্যা?'

বিরাট সমস্যা।

মেরী বলল, 'আমার দেয়ালে কে যেন আজেবাজে কিছু কথা লিখে রেখেছে। ওগুলো মোছার জন্য কাউকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দাও।'

ঘুরল মেরী, দ্রুত বেরিয়ে এল বাইরে। মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়বে। কাল সকালেও টেলেক্স করা যাবে।

রেস্টুরেন্ট ঢুকে মেরী দেখল ওর জন্য বসে আছে ডা. লুই দেসফোরজেস। মেরীকে দেখে সে সিধে হলো।

'দেরী হওয়ার জন্য দুঃখিত,' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল মেরী।

ওর চেয়ারটা টেনে দিল ডাক্তার। 'ঠিক আছে। আমি আপনার মেসেজ পেয়েছি। আপনি এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি।'

আজকে ডিনারে না আসলেই হত। খুব নার্ভাস আর আপসেট হয়ে আছে মেরী। হাতদুটো একটার সঙ্গে আরেকটা চেপে ধরে রাখল কাঁপুনি থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

ডাক্তার ওকে লক্ষ করছে। 'আপনি ঠিক আছেন তো, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর?'

'জ্বী,' বলল ও। 'আমি ঠিক আছি। আমি স্কচ নেব, প্লিজ।' ও স্কচ একদম পছন্দ করে না। এখন খাচ্ছে রিল্যাক্স হবার আশায়।

ডাক্তার ড্রিংকের অর্ডার দিয়ে বলল, 'অ্যামবাসাডরের কাজটা মোটেই সহজ নয়—বিশেষ করে মহিলা রাষ্ট্রদূত হিসেবে এদেশে কাজ করা তো আরও কঠিন। রোমানিয়ানরা পুরুষতন্ত্রে সাংঘাতিক বিশ্বাসী।'

মেরী জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'এসব কথা থাক। আপনার কথা বলুন, শুনি। ও দেয়াল লেখনীর দৃশ্যটি জোর করে মস্তিস্ক থেকে দূর করে দিতে চাইছে।

'আমার সম্পর্কে বলার মতো তেমন কিছু আসলে নেই।'

'আপনি বলেছেন আলজেরিয়ায় গোপনে লড়াই করেছেন। সে অভিজ্ঞতার কথা শুনি নাহয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল লুই। 'আমরা ভয়ংকর একটা সময়ে বাস করছি। সন্ত্রাসী পরিস্থিতি খুবই ভয়ানক। এর অবসান ঘটাতেই হবে।' আবেগে ভরপুর তার কণ্ঠ।

ও এডোয়ার্ডের মতো, ভাবছে মেরী। নিজের বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে কথা বলত এডোয়ার্ড। ডা. লুই বলছিল, '...যদি জানতাম লড়াই করছি বলে আমার স্ত্রী এবং সন্তানের জীবন যাবে...।' থেমে গেল সে। টেবিলের কিনার শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে ডাক্তার। রক্ত সরে গিয়ে নখের ডগা সাদা হয়ে গেছে। 'মাফ করবেন, আমার দুঃখের কথা বলার জন্য আপনাকে এখানে নিয়ে আসিনি। আচ্ছা, আপনার ভেড়ায় আপত্তি নেই তো? ওরা ভেড়ার মাংসটা ভালোই রান্না করে।

'কোনও আপত্তি নেই,' বলল মেরী।

ডিনারের অর্ডার দিল ডাক্তার, সঙ্গে এক বোতল ওয়াইন। ওরা কথা বলতে লাগল। রিল্যাক্স বোধ করছে মেরী, লাল কালিতে লেখা হুমকির কথা ভুলে গেল। এই আকর্ষণীয় চেহারার ফরাসির সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল্লোগছে ওর। অদ্ভুত মনে হলেও সত্যি, ওর মনে হচ্ছে ও যেন এডোয়ার্ডের সঙ্গেই কথা বলছে। লুইয়ের সঙ্গে মেরীর অনেক ব্যাপারে মিল আছে দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে গেল। লুই দেসফরজেসের জন্ম ফ্রান্সের একটি ছোট শহরে। আর মেরীর জন্ম কানসাসের খুদে একটি শহরে। দুটি শহরের মাঝখানের দূরত্ব পাঁচ হাজার মাইল। তবু ওদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কত মিল। লুইর বাবা ছিলেন কৃষক। অনেক কষ্টে পয়সা জমিয়ে লুইকে প্যারিসে পাঠান ডাক্তারি পড়তে।

'আমার বাবা খুব চমৎকার মানুষ ছিলেন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর বড্ড ফর্মাল শোনায়।'

'মিসেস অ্যাশলি?'

'শুধু মেরী।'

'ধন্যবাদ, মেরী।'

হাসল ও। 'ইউ আর ওয়েলকাম, লুই।'

ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবনটা কীরকম হতে পারে তা নিয়ে মনে মনে বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছে মেরী। মানুষটা সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান। এরকম পুরুষমানুষই নারীর কাম্য। লুই কারও সঙ্গে কি লিভ টুগেদার করছে?

'আপনি আবার বিয়ে করার কথা ভাবেননি?'

এরকম প্রশ্ন ওর মুখ থেকে বেরুতে পারে নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না মেরীর।

মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকলে বুঝতে পারতেন কেন আবার বিয়ের চিন্তা করিনি। ও এক অসাধারণ নারী ছিল। ওর জায়গা কেউ দখল করতে পারবে না।'

এডোয়ার্ড সম্পর্কে আমারও একই রকম ধারণা, ভাবল মেরী। *ওর জায়গা কেউ দখল করতে পারবে না।* কিন্তু তবু সবারই একজন সঙ্গী প্রয়োজন। এটা ভালোবাসার মানুষের জায়গা দখল করার প্রশ্ন নয়। এ হলো নতুন কাউকে খুঁজে নেয়া যার সঙ্গে অনেককিছু ভাগ করে নেয়া যায়।

লুই বলছে, '...যখন অফারটা এল, ভাবলাম রোমানিয়া থেকে একবার ঘুরে আসি।' গলা নামাল সে। 'এদেশটার প্রতি আমার যথেষ্ট বিরাগ রয়েছে।'

'আচ্ছা?'

'দেশের মানুষের প্রতি নয়। ওরা ভালোমানুষ। তবে এ দেশের সরকারকে আমি একদম পছন্দ করি না। এখানে কারও কোনও স্বাধীনতা নেই। রোমানিয়ানরা এদেশে ক্রীতদাস ছাড়া কিছু নয়। একটু ভালো খেতে চাইলে, সামান্য কিছু বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করতে চাইলে তাদেরকে Securitate-এ কাজ করতে হবে। এদেশে বিদেশীদের ওপর সবসময় গুপ্তচরবৃত্তি চলছে।' চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল ডাক্তার যে কেউ ওদের কথা শুনছে না। 'আমার এখানকার ডিউটি শেষ হয়ে গেলেই বাঁচি। ফিরে যাব ফ্রান্সে।'

কিছুই না-ভেবেই মেরী বলে ফেলল, 'এখানকার কিছু কিছু লোক মনে করে আমার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।'

'কী বললেন!'

মেরী ডাক্তারকে অফিসের ঘটনাটা জানাল। দেয়ালে লাল অক্ষরে লেখা হুমকির কথাও বলল।

'কী ভয়ানক ব্যাপার!' চেঁচিয়ে উঠল লুই। 'কে এমন কাজ করতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'কোনও ধারণা নেই।'

লুই বলল, 'একটা কথা বলি! আপনার পরিচয় জানার পর থেকে নানাজনকে আপনার সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করেছি। সবাই আপনার ভূয়সী প্রশংসা করেছে।'

আগ্রহ নিয়ে ডাক্তারের কথা শুনছে মেরী।

'মনে হচ্ছে আপনি এখানে আমেরিকার চমৎকার একটি ইমেজ দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। আপনি যা করছেন তা যদি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন তাহলে চালিয়ে যান কাজ। কাউকে ভয় পাবেন না।'

এডোয়ার্ড থাকলে একই কথা বলত।

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে মেরী। ঘুমাতে পারছে না। লুইয়ের কথাগুলো বারবার বাজছে কানে। *ও যা বিশ্বাস করে তার জন্য ও মরতে ভয় পায় না। আমি কি ভয় পাই? আমি মরতে চাই না। তবে কেউ আমাকে হত্যা করতে পারবে না। কেউ আমাকে ভয় দেখাতেও পারবে না।*

মেরী অন্ধকারে জেগে রইল। ভীত-সন্ত্রস্ত।

পরদিন সকালে মাইক স্লেড দুটি কফির কাপ নিয়ে ঢুকল মেরীর ঘরে। দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করল। দেয়াল পরিষ্কার করা হয়েছে।

'শুনলাম আপনার দেয়ালে নাকি কে আজেবাজে কথা লিখে রেখেছে?'

'কে লিখেছে জানা গেছে?'

কফিতে চুমুক দিল মাইক। 'না। ভিজিটর্স লিস্টে আমি নিজে চোখ বুলিয়েছি। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।'

'তার মানে এমব্যাসির ভেতরের কারও কাজ এটা।'

'কেউ গার্ডের চোখ ফাঁকি দিয়ে অফিসে ঢুকেও অমন কাজ করতে পারে।'

'আপনার তা বিশ্বাস হয়?'

কফির কাপ নামিয়ে রাখল মাইক। 'নাহ্।'

'আমারও বিশ্বাস হয় না।'

'দেয়ালে ঠিক কী লেখা ছিল?'

'মরতে না চাইলে বাড়ি ফিরে যাও।'

কিছু বলল না মাইক।

'আমাকে কে হত্যা করতে চাইবে?'

'জানি না।'

'মি. স্লেড, সরাসরি একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। আমি কি কোনও বিপদের মধ্যে আছি?'

মেরীকে একনজর নিরিখ করল মাইক। 'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, ওরা আব্রাহাম লিংকন, জন কেনেডি, রবার্ট কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং এবং মারিন গ্রোজাকে হত্যা করেছে। আমরা সবাই ভালোনেরাবল। আপনার প্রশ্নের জবাব হলো, 'হ্যাঁ'।'

চব্বিশ

পরদিন সকাল পোনে ন'টা। একটি কনফারেন্সের মাঝে রয়েছে মেরী, ঝড়ের বেগে অফিসে ঢুকল ডরোথি স্টোন।

'আপনার বাচ্চারা কিডন্যাপড হয়েছে!'

লাফিয়ে উঠল মেরী। 'ওহ্, মাই গড।'

'লিমুজিনের অ্যালার্ম এইমাত্র বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা গাড়িটির পিছু নিয়েছে। অপহরণকারীরা পালাতে পারবে না।'

মেরী করিডোর ধরে কম্যুনিকেশন্স রুমে ছুটল। একটি সুইচবোর্ডের সামনে আধডজন লোক দাঁড়ানো। কর্নেল ম্যাককিনি মাইক্রোফোনে কথা বলছেন।

'রজার,' বললেন তিনি। 'আমি পেয়েছি ওটা। অ্যামবাসাডরকে খবর জানাচ্ছি।'

'কী হচ্ছে?' কর্কশ শোনাল মেরীর কণ্ঠ। গলা দিয়ে স্বর বেরুতে চাইছে না। 'আমার বাচ্চারা কোথায়?'

ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে কর্নেল বললেন, 'ওরা ভালো আছে, ম্যাম। লিমুজিনের ইমার্জেন্সি সুইচে হঠাৎ করেই ওদের একজনের হাত লেগে যায়। লিমুজিনের ছাদের ইমার্জেন্সি বাতিটি জ্বলে ওঠে, পাঠিয়ে দেয় SOS শর্টওয়েভ সিগনাল। ড্রাইভার দুই ব্লক পার হওয়ার আগেই চারটে পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজাতে বাজাতে ঘিরে ফেলে ওদেরকে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেয়ালে হেলান দিল মেরী। ও নিজেও বুঝতে পারেনি কী প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে এতক্ষণ ছিল।

এখন বোঝা যাচ্ছে এখানকার বিদেশীরা কেন অবশেষে মাদক কিংবা মদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে...অথবা জড়িয়ে পড়ে প্রেমে, ভাবছে ও।

সেদিন সন্ধ্যাটা বাচ্চাদের সঙ্গে কাটাল মেরী। ও ওদের যত কাছাকাছি থাকা সম্ভব থাকতে চায়। ওদের দিকে তাকিয়ে মনে প্রশ্ন জাগল মেরীর। 'ওরা কি বিপদের মধ্যে, আছে? আমরা কি সবাই বিপদের মধ্যে আছি? কে আমাদের ক্ষতি করতে চাইবে?' কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই ওর।

তিনদিন পরের কথা। মেরী আবার ডিনার করতে এসেছে ডা. লুই দেসফরজেসের

সঙ্গে। এবারে মেরীর সঙ্গে তাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ মনে হলো। মেরী ভাবছে মানুষটার প্রতি ও যেমন আকর্ষণ অনুভব করছে, লোকটাও কি সমান আকর্ষণ বোধ করছে মেরীর প্রতি?

ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ছাদের ডাইনিংরুমে ওরা একটু আগেই ডিনারে বসেছে। লুই মেরীকে বাড়ি পৌঁছে দিল। মেরী জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভেতরে আসবে না?'

'অবশ্যই আসব,' জবাব দিল ডাক্তার।

নিচতলায় বসে হোমওয়ার্ক করছে বেথ এবং টিম। মেরী লুইর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল।

লুই বেথের পাশে বসে ওকে অ্যালিঙ্গন করল। তারপর খাড়া হলো। আমার ছোট মেয়েটি তোমার চেয়ে বয়সে তিন বছরের ছোট ছিল। অন্য মেয়েটার বয়স প্রায় তোমার কাছাকাছি। ওরা বড় হলে তোমার মতো সুন্দরী হত।'

হাসল বেথ। 'ধন্যবাদ। কিন্তু কোথায় তোমার—'

মেরী দ্রুত জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের সবার গরম চকোলেট চলবে তো?'

ওরা দূতাবাসের প্রকাণ্ড কিচেনে বসে গরম চকোলেট পান করতে করতে গল্প করতে লাগল।

বাচ্চারা লুইয়ের সঙ্গ বেশ উপভোগ করছে। এমন অপত্য স্নেহ কোনও পুরুষমানুষের মাঝে দেখেনি মেরী। মেরীর উপস্থিতি পুরোপুরি ভুলে গেছে লুই। ডুবে গেছে বাচ্চাদের মধ্যে, নিজের মেয়েদের গল্প শোনাচ্ছে। চুটকি বলছে। ওরা হো হো হাসিতে ফেটে পড়ছে।

প্রায় মাঝরাতের দিকে ঘড়ির দিকে তাকাল মেরী। 'ওহ্, নো। বাচ্চারা, তোমাদের ঘুমাবার সময় হয়ে গেছে অনেক আগে। জলদি বিছানায় যাও।'

টিম জিজ্ঞেস করল লুইকে, 'তুমি আবার আসবে তো?'

'আশা করি, টিম। তবে ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমার মায়ের উপর।'

টিম মেরীর দিকে ফিরল, 'মা?'

মেরী লুইয়ের দিকে তাকাল। 'আচ্ছা।'

মেরী লুইকে দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিল। নিজের মুঠিতে মেরীর হাত তুলে নিল ডাক্তার। 'আজকের সন্ধ্যাটা কত চমৎকার কেটেছে তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, মেরী। ব্যাখ্যার ভাষা আমার নেই।'

'শুনে সত্যি ভাল্লোগছে আমার।' লুইয়ের চোখে চোখ মেরীর। লুই এগিয়ে এল ওর দিকে। ঠোঁটজোড়া বাড়িয়ে দিল মেরী।

'গুড নাইট, মেরী।'

চলে গেল সে।

পরদিন সকালে মেরী অফিসে ঢুকে দেখল দেয়ালে আবার নতুন রং করা হয়েছে। মাইক স্লেড দু-কাপ কফি নিয়ে অফিসে প্রবেশ করল।

'মর্নিং,' একটি কাপ নামিয়ে রাখল সে মেরীর ডেস্কে।

'দেয়ালে আবার কেউ লিখেছে, না?'

'হুঁ।'

'কী লিখেছে?'

'ওসব জেনে কী হবে?'

'জানতে হবে!' ফুঁসে উঠল মেরী। 'আমার জানতে হবে। এ এমব্যাসীতে এসব কিসের সিকিউরিটি? লোকে আমার অফিসে খেয়ালখুশিমতো ঢুকে উল্টোপাল্টা কথা লিখে রেখে যাবে, এ আমি হতে দেব না। কী লিখেছে?'

'জানাটা কি খুব জরুরি?'

'হ্যাঁ।'

'লিখেছে বাঁচতে চাইলে চলে যাও।'

মেরী ধপ করে বসল চেয়ারে, ক্রুদ্ধ। 'আপনি কি আমাকে ব্যাখ্যা করবেন একজন কী করে এ এমব্যাসিতে ঢুকতে পারল এবং আমার দেয়ালে মেসেজ লিখে রেখে গেল?'

'পারলে তো বলতামই,' বলল মাইক। 'আমরা এর হোতাকে খুঁজে বের করার সর্বতো চেষ্টা চালাচ্ছি।'

'সর্বতো চেষ্টা' দিয়ে কাজ হবে না।' খেঁকিয়ে উঠল মেরী। রাতের বেলা আমার অফিসের দরজায় একজন মেরিন গার্ডকে পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করুন। বোঝা গেছে?'

'জ্বী, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আমি কর্নেল ম্যাককিনিকে কথাটা বলব।'

'তার আর দরকার হবে না। আমি নিজেই তাকে কথাটা বলতে পারব।'

মাইক স্লেড উঠে চলে গেল। মেরীর হঠাৎ মনে হলো এ লোক হয়তো জানে এসবের পেছনে কে আছে।

আর সে লোকটা মাইক স্লেড নিজেও হতে পারে।

মাফ চাইলেন কর্নেল ম্যাককিনি। 'বিশ্বাস করুন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, আমি আপনার মতোই আপসেট। আমি করিডরে পাহারার ব্যবস্থা দ্বিগুণ করে দিচ্ছি। আর আপনার অফিসের সামনে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা গার্ড থাকবে।'

শান্ত হলো না মেরী। যা ঘটছে তার জন্য দূতাবাসের ভেতরের কেউ দায়ী বলে ওর বদ্ধমূল ধারণা।

কর্নেল ম্যাককিনি দূতাবাসের ভেতরের মানুষ।

রেসিডেন্সে ছোট ডিনার পার্টিতে লুই দেসফরজেসকে দাওয়াত দিল মেরী। সঙ্গে আরও ডজনখানেক গেস্ট। সন্ধ্যার পরে অতিথিরা একে একে বিদায় হলে লুই বলল,

'আমি যদি একটু ওপরে গিয়ে বাচ্চাদেরকে একটু দেখে আসি তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

'মনে করার কী আছে? কিন্তু ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে, লুই।'

'আমি ওদের ঘুম ভাঙাব না,' বলল লুই। 'শুধু একবার দেখেই চলে আসব।'

মেরী লুইকে নিয়ে ওপরে উঠে এল। লুই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল, নির্বিশেষ তাকিয়ে রয়েছে ঘুমন্ত টিমের দিকে।

একটু পরে ফিসফিস করল মেরী, 'বেথের ঘর এই দিকে।'

মেরী ওকে আরেকটি বেডরুমে নিয়ে এল, খুলে দিল দরজা। বালিশে মাথা রেখে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে বেথ, বেডকাভার পড়ে আছে পায়ের কাছে। লুই নিঃশব্দে হেঁটে গেল বিছানায়, পরম স্নেহে বেডকাভার তুলে দিল বেথের গায়ে। চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর ঘুরল। বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'ওরা খুব ভালো,' বলল সে। গলার স্বর কেমন খসখসে শোনাল।

মেরী এবং লুই একে অন্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওদের শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে।

এটা ঘটতে যাচ্ছে, ভাবল মেরী, *আমরা কেউই ব্যাপারটাকে বাধা দিতে পারব না।*

ওরা হাত দিয়ে পরস্পরকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল। লুইয়ের শক্ত ঠোঁট নিষ্ঠুরভাবে খুঁজে পেল মেরীর নরম অধর।

'সরে গেল লুই। আমার এখানে আসা উচিত হয়নি। আমি কী করছি তুমি বুঝতে পারছ, তাই না! আমি আমার অতীতকে আবার জাগিয়ে তুলছি।' এক সেকেন্ড নীরব থাকল। 'অথবা আমার ভবিষ্যৎ। কে জানে?'

মৃদু গলায় মেরী বলল, 'আমি জানি।'

কমার্স কনসুলার ডেভিড ভিক্টর দ্রুতপায়ে ঢুকল মেরীর অফিসে। খুব খারাপ খবর আছে। প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কু আর্জেন্টিনার সঙ্গে দেড় মিলিয়ন টন শস্য এবং ব্রাজিলের সঙ্গে আধ মিলিয়ন টন সয়াবিনের একটি চুক্তির বিষয়ে অনুমোদন করতে যাচ্ছেন। চুক্তিটা হয়ে গেলে আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'আলোচনা কদ্দূর এগিয়েছে?'

'প্রায় শেষের দিকে। আমি ওয়াশিংটনে একটি টেলেক্স পাঠাতে যাচ্ছিলাম—অবশ্যই আপনার অনুমতিক্রমে।' দ্রুত যোগ করল সে।

'আমাকে বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবতে দিন,' বলল মেরী।

'প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুর মতো পরিবর্তন করতে পারবেন না আপনি। আমি আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আর্গুমেন্ট করেছি। লাভ হয়নি কোনও।'

'তবু একটু চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?' সেক্রেটারিকে বাযার টিপল মেরী। 'ডরোথি, প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুর সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করো।'

মেরীকে প্রাসাদে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আইওনেস্কু।

ও ভেতরে ঢুকতে ওকে স্বাগত জানাল প্রেসিডেন্টের চৌদ্দ বছর বয়সী ছেলে নিকু।

'গুড আফটারনুন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর,' বলল সে। 'আমি নিকু। প্রাসাদে স্বাগতম।'

ছেলেটি বেশ সুদর্শন, বয়সের তুলনায় অনেক লম্বা, ভারি সুন্দর একজোড়া কালো চোখ, ফর্সা শরীরে কোনও দাগ নেই।

দেখতে অনেকটা প্রাপ্তবয়স্কদের মতো।

'আপনার সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছি আমি,' বলল নিকু।

'শুনে খুশি হলাম, নিকু।'

'বাবাকে জানিয়ে দিচ্ছি আপনি এসেছেন।'

ফর্মাল ডাইনিংরুমে মুখোমুখি বসেছে মেরী এবং আইওনেস্কু। ঘরে অন্য কেউ নেই। প্রেসিডেন্টের স্ত্রী কোথায়? ভাবল মেরী। তিনি এমনকি ফর্মাল ফাংশনগুলোতেও খুব কমই হাজির হন।

প্রেসিডেন্ট মদ পান করছেন, বেশ ফুরফুরে মুডে আছেন। তিনি একটা স্লাগভ ধরালেন, কটুগন্ধি রোমানিয়ান সিগারেট।

'শুনলাম বাচ্চাদের নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছেন।'

'জ্বী, ইয়োর এক্সেলেন্সি। রোমানিয়া খুব সুন্দর দেশ। দেখার মতোও আছে অনেক কিছু।'

প্রেসিডেন্ট হাসলেন। তার ধারণা তার হাসিটি রমণীমোহন। 'একদিন আমি নিজেই আপনাকে আমার দেশটা ঘুরিয়ে দেখাব।' তার হাসিতে লালসা ফুটল। 'আমি গাইড হিসেবে চমৎকার। আপনাকে দারুণ দারুণ অনেক জিনিস ঘুরিয়ে দেখাতে পারব।'

'নিশ্চয়,' বলল মেরী। 'মি. প্রেসিডেন্ট, আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য।'

ঠাঠা করে হেসে উঠলেন আইওনেস্কু। তিনি মেরীর আগমনের আসল কারণ জানেন। *আমেরিকানরা আমার কাছে শস্য এবং সয়াবিন বিক্রি করতে চায়। কিন্তু ওরা অনেক দেরি করে ফেলেছে।* আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে এবার খালিহাতে ফিরে যেতে হবে। তাহলে, ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে। শত হলেও মহিলা খুব সুন্দরী।

'বলুন?' কিছুই জানেন না এমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট।

'আপনার সিস্টার সিটির ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

চোখ পিটপিট করলেন আইওনেস্কু। 'কী বললেন?'

'বললাম সিস্টার সিটি। যেমন—সানফ্রান্সিসকো এবং ওসাকা, লসএঞ্জেলস এবং এথেন্স, ওয়াশিংটন এবং বেইজিং...

'আ—আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। এগুলো কেন—'

'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি যদি বুখারেস্টকে কোনো আমেরিকান নগরীর সিস্টার করে তুলতে পারেন তাহলে সারাবিশ্বের আপনার নামডাক ছড়িয়ে পড়বে। কী যে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে তা একবার কল্পনা করুন। এটা প্রেসিডেন্ট এলিসনের পিপল-টু-পিপল প্লানের মতোই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বিশ্বশান্তির জন্য এটি হয়ে উঠবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আপনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেও বিস্মিত হব না।'

আইওনেস্কু নিজের চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন। তারপর সতর্কতার সঙ্গে বললেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিস্টার সিটি? বুদ্ধি খারাপ না, এরকমটি করা গেলে কী ঘটবে?'

'আপনি দারুণ পাবলিসিটি পাবেন। আপনি হিরো হয়ে যাবেন। সবাই জানবে এটা আপনার আইডিয়া, আপনি ওই শহরে সফরে যাবেন। কানসাস সিটির প্রতিনিধিদল আসবে আপনার শহরে।'

'কানসাস সিটি?'

'একটা উদাহরণ দিলাম শুধু। আপনি নিশ্চয় নিউইর্য়ক কিংবা শিকাগোর মতো বড় বড় কমার্শিয়াল শহরকে সিস্টার সিটি করতে চাইবেন না। কানসাস সিটিই সিস্টার সিটি হওয়ার জন্য যথার্থ। ওখানে কৃষক আছে আপনার দেশের মতো। তারা সবাই মাটির মানুষ, আপনাদের মতো। একজন মহান স্টেটসম্যানের মতো কাজটা হবে, মি. প্রেসিডেন্ট। সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হবে আপনার নাম। ইউরোপের কেউ এরকমটি করার কথা আগে কখনও কল্পনাও করেনি, বাজি ধরে বলতে পারি।'

নীরবে বসে রইলেন প্রেসিডেন্ট। 'আ-আমি বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবতে চাই।'

'অবশ্যই ভাববেন।'

'কানসাস সিটি, কানসাস, এবং বুখারেস্ট, রোমানিয়া,' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'তবে আমাদের শহরটি আপনাদের শহরের চেয়ে অনেক বড়।'

'অবশ্যই, বুখারেস্টের ভূমিকা হবে বড়বোনের মতো।'

'স্বীকার করছি, আইডিয়াটি বেশ চমকপ্রদ।'

আইওনেস্কু আইডিয়াটি নিয়ে যত চিন্তা করলেন ততই তার ভালো লেগে গেল। *আমার নাম থাকবে সবার মুখে মুখে। সোভিয়েতদের ভল্লুকের মতো চাপ থেকেও খানিকটা নিস্কৃতি মিলবে।*

'আমেরিকানদের দিক থেকে প্রত্যাখ্যানের কোনও সম্ভাবনা আছে কি?'

'একদমই নেই। এ ব্যাপারে আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

প্রেসিডেন্ট একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এটা শুরু হবে কবে থেকে?'

'আপনি যেদিন ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত হবেন সেদিন থেকে, আমি আপনাদের দিকটা সামলাব। আপনি অলরেডি একজন গ্রেট স্টেটসম্যান, মি. প্রেসিডেন্ট। তবে এ ব্যাপারটি আপনার সুনাম বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে।'

কী যেন ভাবছেন প্রেসিডেন্ট। তারপর বললেন, 'আমাদের সিস্টার সিটির মধ্যে

বাণিজ্যিক বিনিময় করা যায়। রোমানিয়ায় বিক্রি করার মতো অনেক কিছুই আছে। আচ্ছা, কানসাসে কী ধরনের শস্য জন্মায়?'

'অনেক কিছুই জন্মায়,' নিরীহ মুখ করে বলল মেরী। 'তবে প্রধান হলো শস্য এবং সয়াবিন।'

'আপনি সত্যি চুক্তিটি করেছেন? লোকটাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন?' অবিশ্বাসের গলায় জানতে চাইল ডেভিড ভিক্টর।

'আইওনেস্কুকে বোকা বানানো যায় না, বলল মেরী। 'লোকটা খুবই চালাক। তবে উনি জানতেন আমি কেন গিয়েছি তাঁর কাছে। তিনি প্যাকেজটা পছন্দ করেছেন আর আমি আমি ওটা মুঠোয় পুরে নিয়ে এসেছি। আপনি এখন যান। আগের চুক্তিটি বাতিল করুন। আইওনেস্কু এখন টিভিতে কী বক্তৃতা দেবেন তা মুখস্থ্ করছেন।'

স্টানটন রজার্স খবর শুনে ফোন করলেন মেরীকে। ইউ আর আ মিরাকল ওয়ার্কার হাসছেন তিনি। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম ওই চুক্তিটা হারাব। কাজটা সম্ভব করলে কীভাবে?'

'তাঁর ইগো ব্যবহার করে,' জবাব দিল মেরী।

'প্রেসিডেন্ট তোমাকে বলতে বলেছেন তুমি খুব ভালো একটা কাজ করেছ, মেরী

'আমাকে তাঁর ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন, স্টান।'

'জানাব, ভালো কথা, আমি আর প্রেসিডেন্ট কয়েকদিনের জন্য চীনে যাচ্ছি। আমাকে দরকার হলে আমার অফিসে ফোন কোরো।'

'আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।'

দ্রুত কেটে যেতে লাগল দিন। মার্চ পেরিয়ে বসন্ত এল, তারপর গ্রীষ্ম, শীত এল বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে। তারপর আবার হাসিমুখে হাজির হলো বসন্ত। গাছে গাছে ফুটল ফুল, সবুজে ভরে গেল পার্ক। জুনও প্রায় যাই যাই করছে।

বুয়েনস আয়ারসে এখন শীতকাল। নিউসা মুনিজ মাঝরাতে ফিরল নিজের বাড়িতে। ফোন বাজছে। রিসিভার তুলল সে।

'সি?'

'মিস মুনিজ?' আমেরিকা থেকে সেই লোক।

'ইয়াহ্।'

'অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'অ্যাঞ্জেল এখানে নেই, সিনর। কী চাই আপনার?'

কন্ট্রোলারের মেজাজ চড়তে লাগল। *সে কেমন পুরুষ যে এরকম একটা মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে?* ল্যারি ল্যানজ খুন হওয়ার আগে এ মহিলা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়ে

গেছে তাতে মনে হচ্ছে নিউসার চেহারা যেমন কুৎসিত, বুদ্ধিও তেমন ভোঁতা।

'অ্যাঞ্জেলকে আমার তরফ থেকে একটি মেসেজ দিতে চাই।'

'জাস্ (জাস্ট) এ মিনিট।'

ফোন রাখার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি, অপেক্ষা করছেন। অবশেষে মহিলার কণ্ঠ ভেসে এল ইথারে। 'ওকে।'

'অ্যাঞ্জেলকে বলবেন বুখারেস্টে একটি কন্ট্রাক্টের জন্য তাকে আমার দরকার।

'বুদাপেস?'

যিশাস! একে সহ্য করা সত্যি কঠিন। 'বুখারেস্ট, রোমানিয়া। বলবেন এজন্য সে পাঁচ মিলিয়ন ডলার পাবে। এ মাসের শেষ নাগাদ তাকে বুখারেস্টে যেতে হবে। এখন থেকে তিন হপ্তা পরে। বুঝতে পেরেছেন?'

'এক মিনিট। আমি লিখে নিচ্ছি।'

কন্ট্রোলার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইলেন।

'ওকে। পাঁচ মিলিয়ন ডলারের জন্য অ্যাঞ্জেলকে কতজনকে খুন করতে হবে?'

'অনেক...'

দূতাবাসের সামনে প্রতিদিনকার লাইন খুব বিব্রত করছে মেরীকে। সে বিষয়টি নিয়ে মাইক স্লেডের সঙ্গে আবার কথা বলল।

'এ লোকগুলোকে এদেশ থেকে চলে যাবার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই কিছু করা দরকার।'

'সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে।' জবাব দিল মাইক। 'আমরা চাপ সৃষ্টি করেছি, টাকা সেধেছি—জবাব এসেছে 'না।' আইওনেস্কু এ ব্যাপারে কোনও চুক্তিতে যেতে রাজি নন। লোকগুলো ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। ওদেরকে দেশ ছাড়তে দেয়ার কোনও ইচ্ছেই আইওনেস্কুর নেই। লৌহযবনিকা দেশের চারপাশে নেই—আছে দেশের মধ্যে।' আমি আইওনেসস্কুর সঙ্গে আবার কথা বলব।'

'গুড লাক।'

স্বৈরশাসকের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে ডরোথি স্টোনকে বলল মেরী।

কিছুক্ষণ পরে সেক্রেটারি ঢুকল মেরীর অফিসে।

'দুঃখিত, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারিনি।'

মুখ তুলে চাইল মেরী। বিস্মিত। 'কেন?'

'প্রাসাদে ভূতুড়ে কিছু একটা বোধহয় ঘটছে। আইওনেস্কু কারও সঙ্গে দেখা করছেন না। কেউ প্রাসাদে ঢোকার সুযোগই পাচ্ছে না।'

ঘটনা কী হতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করল মেরী। আইওনেস্কু কি বড় রকমের কোনও ঘোষণা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন? ঘটনা যাই হোক মেরীকে এ রহস্য উদ্ঘাটন করতেই হবে।

'ডরোথি,' বলল ও। 'প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাসাদে তো তোমার কন্ট্যাক্ট আছে, তাই না?'

হাসল ডরোথি। 'ওল্ড গার্ল নেটওয়ার্ক তো? জ্বী, আছে। আমরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলি।'

'ওখানে কী ঘটছে খোঁজ নাও...

ঘণ্টাখানেক বাদে রিপোর্ট করতে আবার ফিরল ডরোথি।

'আমি খোঁজখবর নিয়েছি। ওরা ব্যাপারটা বাইরে প্রকাশ করতে চাইছে না।'

'কী নিয়ে এত গোপনীয়তা?'

'মারা যাচ্ছে আইওনেস্কুর ছেলে।'

স্তম্ভিত মেরী। 'নিকু? কী হয়েছে?'

'বটুলিজম পয়জনিং।'

প্রশ্ন করল মেরী, 'বুখারেস্টে মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে না তো?'

'না, ম্যাম। পূর্ব জার্মানিতে কিছুদিন আগে যে মহামারী হয়ে গেল তার কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে? নিকু ওদেশে বেড়াতে গিয়েছিল। তাকে একজন টিনজাত খাবারের একটা ক্যান দেয় উপহার হিসেবে। সে গতকাল ওই ক্যান খুলে খাবার খেয়েছে।'

'কিন্তু এ অসুখের তো প্রতিষেধক আছে?' চেঁচিয়ে উঠল মেরী।

'ইউরোপীয় দেশগুলোতে নেই। গত মাসের মহামারীতে সব প্রতিষেধক শেষ হয়ে গেছে।'

'ওহ্, মাই গড।'

ডরোথি চলে গেল। মেরী একা বসে ভাবতে লাগল। হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে তবু এখনও...নিকুর হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা ভেসে উঠল চোখে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস—বেথের চেয়ে এক বছরের বড়।

ইন্টারকমের বোতাম টিপল মেরী। 'ডরোথি, আমাকে জর্জিয়ার আটলান্টার সেন্ট্রাল ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের লাইন দাও।'

পাঁচ মিনিট পরে ডিজিজ কন্ট্রোলের পরিচালকের সঙ্গে কথা বলল মেরী।

'জ্বী, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, আমাদের কাছে বটুনিজম পয়জনিং-এর অ্যান্টিসেরাম আছে। কিন্তু আমেরিকায় কেউ এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে তো শুনিনি।'

'আমি এখন আমেরিকায় নেই,' বলল মেরী। 'আমি আছি বুখারেস্টে। সেরামটা আমার এখুনি দরকার।'

বিরতি। 'কিছু প্রতিষেধক পাঠাতে পারলে খুশিই হতাম,' বললে পরিচালক। 'তবে বটুনিজম পয়জনিং অত্যন্ত দ্রুত কাজ করে। ওখানে প্রতিষেধক যতক্ষণে পৌঁছাবে ততক্ষণে হয়তো...

'আমি ওটা এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি,' বলল মেরী। 'আপনি শুধু

জিনিসটা প্রস্তুত রাখবেন। ধন্যবাদ।'

দশ মিনিট পরে মেরী ওয়াশিংটনে, এয়ারফোর্স জেনারেল র‍্যালফ জুনরকে ফোন করল।

'গুড মর্নিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আপনি ফোন করবেন ভাবিনি। আমি, আমার স্ত্রী এবং বাচ্চারা আপনার সাংঘাতিক ভক্ত। আপনি কেমন—?'

'জেনারেল, আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'নিশ্চয়। আপনি শুধু বলুন—'

'আপনার সবচেয়ে দ্রুতগামী জেটটি আমার চাই।'

'আই বেগ ইয়োর পারডন।'

'আমার একটা জেট দরকার। ওটা বুখারেস্ট থেকে কিছু প্রতিষেধক নিয়ে আসবে।'

'আই সি।'

'কাজটা পারবেন করতে?'

'ওয়েল, ইয়েস। আপনাকে এজন্য কিছু ফর্মালিটিজের মাঝ দিয়ে যেতে হবে। সেক্রেটারি অব ডিফেন্সের অনুমোদন লাগবে। কিছু রিকুইজিশন ফর্ম আপনাকে পূরণ করতে হবে। একটা কপি আসবে আমার কাছে, আরেকটা যাবে ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সে। ওগুলো আমরা পাঠাব–'

মেরী শুনছে, রাগে টগবগ করে ফুটছে রক্ত। 'জেনারেল—আমি যা বলি তা করুন। বকবক বন্ধ করে জেটটা এখুনি পাঠিয়ে দিন। যদি—'

'কোনও উপায় নেই—'

'একটি ছেলে মরতে বসেছে। আর ছেলেটা প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুর সন্তান।'

'আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি অনুমোদন ছাড়া—'

'জেনারেল, ওই ছেলেটা যদি কয়েকটা ফর্ম পূরণ না-করার জন্য মারা যায়, ঈশ্বরের দিব্যি আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রেস কনফারেন্স ডাকব যা আপনি কোনোদিন কল্পনাও করেননি। আপনার কারণে কেন আইওনেস্কুর ছেলে মারা গেল সে ব্যাখ্যা আপনাকে দিতে হবে।'

'হোয়াইট হাউজের অনুমোদন ছাড়া আমি এরকম কোনও অপারেশনে অনুমোদন দিতে পারি না। যদি—'

দাবড়ে উঠল মেরী। 'দেন গেট ইট। সেরাম আছে আটলান্টা এয়ারপোর্টে। এবং জেনারেল—প্রতিটি মিনিট এখন মূল্যবান।'

ফোন রেখে দিল মেরী। নীরবে প্রার্থনা শুরু করল।

জেনারেল র‍্যাফল জুকরের এইড বলল, 'কী ব্যাপার, স্যার?'

জেনারেল জুকর বললেন, 'অ্যামবাসাডর কিছু ওষুধ নিয়ে একটি SR-71

রোমানিয়ায় পাঠাতে বলছেন।'

হাসল এইড। 'এর জন্য কী কী করতে হবে সে ব্যাপারে ওনার কোনো ধারণাই নেই।'

'তা তো বটেই। কিন্তু আমাদের কাজও তো করতে হবে। স্টানটন রজার্সকে ফোনে ধরো।'

পাঁচ মিনিট পরে জেনারেল কথা বললেন প্রেসিডেন্টের বৈদেশিক উপদেষ্টার সঙ্গে। 'আমি অ্যামবাসাডরের অনুরোধ স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছি। যদি–'

স্টানটন রজার্স বললেন, 'জেনারেল, আপনি কত দ্রুত SR-71 রেডি করতে পারবেন?'

'দশ মিনিটের মধ্যে। তবে—'

'ডু ইট।'

নিকু আইওনেস্কুর নার্ভাস সিস্টেম আক্রান্ত হয়েছে। বিছানায় ভাঙাচোরা পুতুলের মতো পড়ে আছে সে, ঘামছে, বিবর্ণ, শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র বাঁধা মুখে, বিছানার পাশে তিনজন ডাক্তার।

প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কু ছেলের বেডরুমে ঢুকলেন। 'খবর বলুন!'

'ইয়োর এক্সেলেন্সি, পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপে আমাদের মিত্রদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের কারও কাছে অ্যান্টিসেরাম নেই।'

'আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'ওখান থেকে এখানে সেরাম আসতে আসতে—'

সংক্ষিপ্ত বিরতি দিলেন তিনি। '—আমি শংকিত ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে যাবে।'

বিছানার পাশে হেঁটে এলেন প্রেসিডেন্ট। ছেলের হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। ভেজা। 'তুমি মরবে না,' কাঁদছেন তিনি। 'তুমি মরবে না।'

আটলান্টা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করল জেট, এয়ারফোর্সের একটি লিমুজিন অপেক্ষা করছিল অ্যান্টি বটুলিনাস সেরাম নিয়ে। তিন মিনিট পরে আবার আকাশে উড়াল দিল বিমান। চলল উত্তর-পুবে।

SR-71 বিমানবাহিনীর সবচেয়ে দ্রুতগামী সুপার সনিক জেট, শব্দের চেয়ে তিন গুণ দ্রুতগতিতে ওড়ে। আটলান্টিকের মাঝামাঝিতে এসে শুধু গতি কমাল রি-ফুয়েলিংয়ের জন্য। দুই ঘণ্টার মধ্যে চার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল বুখারেস্টে।

কর্নেল ম্যাককিনি এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিলেন। একজন আর্মি তাঁকে নিয়ে চলল প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাসাদ অভিমুখে।

সারারাত অফিসে বসে রইল মেরী প্রতি মিনিটের খবর পাবার জন্য। সর্বশেষ রিপোর্ট এল ভোর ছ'টায়।

ফোন করেছেন কর্নেল ম্যাককিনি। 'ওরা ছেলেটাকে সেরাম দিয়েছে। ডাক্তার বলেছেন ছেলেটি বেঁচে যাবে।'

'ওহ্, থ্যাংক গড!'

দুইদিন পরে মেরীর অফিসে হীরে এবং পান্নার একটি নেকলেস পাঠানো হলো, সঙ্গে একটি চিরকুট

আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব আমি জানি না।

আলেকসান্দর আইওনেস্কু।

'মাই গড!' নেকলেস দেখে চেঁচিয়ে উঠল ডরোথি। 'এর দাম পাঁচ লাখ ডলার তো হবেই!'

'কমপক্ষে,' বলল মেরী। 'ওটা ফেরত পাঠিয়ে দাও।'

পরদিন সকালে প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কু মেরীকে তাঁর প্রাসাদে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন।

একজন এইড বলল, 'প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'আগে নিকুকে একটু দেখে আসি?'

'অবশ্যই।' সে মেরীকে নিয়ে উঠে এল দোতলায়।

নিকু শুয়ে আছে বিছানায়। বই পড়ছে। মেরীকে দেখে মুখ তুলে চাইল। 'গুড মর্নিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

'গুড মর্নিং, নিকু।'

'আপনি আমার জন্য কী করেছেন বাবা আমাকে সব বলেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ দিতে খুব ইচ্ছে করছিল আমার।'

মেরী বলল, 'আমি তো তোমাকে মরতে দিতে পারি না। বেথের জন্য তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে।'

হেসে উঠল নিকু। 'একদিন ওকে নিয়ে আসবেন। ওর সঙ্গে গল্প করব।'

নিচতলায় মেরীর অপেক্ষায় ছিলেন প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কু। কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, 'আপনি আমার উপহার ফেরত পাঠিয়েছেন।'

'জ্বী, ইয়োর এক্সেলেন্সি।'

একটা চেয়ার দেখালেন ইঙ্গিতে। 'বসুন।' একনজর মেরীকে দেখলেন তিনি। 'আপনি কী চান?'

মেরী বলল, 'শিশুদের জীবন নিয়ে আমি বাণিজ্য করি না।'

'আপনি আমার ছেলের জীবন বাঁচিয়েছেন। আপনাকে আমার অবশ্যই কিছু দিতে

হবে।'

'আমার কাছে আপনার কোনো দেনা নেই, ইয়োর এক্সেলিন্সি।' ডেস্কে মুষ্ট্যাঘাত করলেন আইওনেস্কু। 'আমি আপনার কাছে দেনাদার থাকতে চাই না। আপনার কী দরকার বলুন।'

মেরী বলল, 'আমার কিছু দরকার নেই, ইয়োর এক্সেলেন্সি। আমার নিজের দুটি সন্তান আছে। আমি আপনার কষ্টগুলো বুঝতে পারি।'

এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করলেন প্রেসিডেন্ট। 'পারেন কি? নিকু আমার একমাত্র সন্তান। ওর যদি কিছু হয়ে যেত—' থেমে গেলেন তিনি, রুদ্ধকণ্ঠ।

'আমি ওপরে গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে। ওকে খুব সতেজ লাগছিল,' চেয়ার ছাড়ল মেরী। 'বলার মতো আর যদি কোনও কথা না থাকে, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমাকে ছেড়ে দিন। এমব্যাসীতে আমার কাজ আছে।' কদম বাড়াল ও।

'দাঁড়ান!'

ঘুরল মেরী।

'আপনি আমার কোনও উপহারই গ্রহণ করবেন না?'

'না, আমি তো বললামই–'

একটা হাত তুললেন আইওনেস্কু। 'ঠিক আছে। ঠিক আছে।' অল্পক্ষণ চিন্তা করলেন তিনি। 'আপনাকে যদি কিছু উইশ করতে দেয়া হত তাহলে কী চাইতেন?'

'চাইবার মতো কিছু–'

'অবশ্যই চাইতে হবে। আমি ইনসিস্ট করছি! একটা উইশ। আপনি যা-খুশি চাইতে পারেন।'

মেরী দাঁড়িয়ে রইল, দেখছে প্রেসিডেন্টকে। শেষে বলল, 'আমি উইশ করছি যেন রোমানিয়া ত্যাগ করার ব্যাপারে ইহুদিদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।'

আইওনেস্কু ডেস্কে আঙুল দিয়ে তবলা বাজাতে লাগলেন। 'আই সি।' দীর্ঘসময় স্থির হয়ে রইলেন তিনি। অবশেষে তাকালেন মেরীর দিকে। 'কাজটা করা হবে। দে উইল নট বি অ্যালাউড আউট, অবকোর্স, বাট—আই উইল মেক ইট ইজিয়ার।'

দু'দিন পরে প্রকাশ্যে এল ঘোষণাটা, মেরীকে ফোন করলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এলিসন।

'বাই গড,' বললেন তিনি, 'আমি ভেবেছি একজন ডিপ্লোম্যাটকে পাঠাচ্ছি কিন্তু এখন দেখছি সে একজন অসাধ্য সাধনকারী।

'ওটা ভাগ্যক্রমে ঘটে গেছে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'এরকম ভাগ্য যদি আমার সমস্ত ডিপ্লোম্যাটদের হত! আপনি ওখানে যে কাণ্ড ঘটাচ্ছেন, মেরী, এজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট।'

ফোন রাখল মেরী, চেহারা উদ্ভাসিত।

'জুলাই এসে গেল বলে,' মেরীকে বলল হ্যারিয়েট ক্রুগার। 'অতীতে বুখারেস্টে অ্যামবাসাডররা আমেরিকানদের জন্য সবসময় ফোর্থ অভ জুলাই পার্টি দিতেন। আপনি যদি দিতে না চান–'

'না, আমি পার্টি দেয়ার পক্ষে।'

'বেশ। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করছি। প্রচুর পতাকা, বেলুন, অর্কেস্ট্রা—অনেক কাজ।'

'বাহ্, শুনে মজাই লাগছে। ধন্যবাদ হ্যারিয়েট।' তবে দেশের বাড়ি খুব মিস করবে মেরী।

ফ্লোরেন্স এবং ডগলাস শিফার হঠাৎ ফোন করে চমকে দিল মেরীকে।

'আমরা রোমে আছি,' জানাল ফ্লোরেন্স। 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

রোমাঞ্চিত মেরী। 'কত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে?'

'কালই চলে আসলে কেমন হয়?'

পরদিন ওটোপেনি এয়ারপোর্টে দূতাবাসের লিমুজিনে শিফার-দম্পতিকে নিয়ে আসতে নিজেই গেল মেরী। আলিঙ্গন এবং চুমোচুমির পালা শেষ হলে ফ্লোরেন্স বলল, 'তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে! রাষ্ট্রদূত হয়ে অনেকখানি পরিবর্তন এসেছে তোমার চেহারায়।'

ওরা গাড়ি নিয়ে ফিরে চলল রেসিডেন্স, মেরী ওদেরকে বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখাল। মাত্র চার মাস আগে, রোমানিয়ায় পা দেয়ার পরে এ জায়গাগুলোই দেখেছিল মেরী। চার মাস? মনে হচ্ছে অনেকদিন।

রেসিডেন্সের গেটে চলে এল গাড়ি। একজন সশস্ত্র মেরিন পাহারা দিচ্ছে। 'এখানে তোমরা থাকো? আইয়্যাম ইমপ্রেসড।'

মেরী শিফার-দম্পতিকে ঘুরিয়ে দেখাল বাড়ি।

'মাই গড!' সোল্লাসে চেঁচাল ফ্লোরেন্স। 'সুইমিং পুল, থিয়েটার, সহস্রাধিক ঘর এবং নিজস্ব একটা পার্কও আছে তোমার!'

বৃহদায়তনের ডাইনিংরুমে বসে লাঞ্চ করতে করতে ওরা বাড়ির গল্প করছে। জাংশন সিটির কথাই হচ্ছে মূলত।

'শহরটা তুমি মিস করো না?' জানতে চাইল ডগলাস।

'হ্যাঁ।' কী শান্তিময় ছিল জাংসন সিটির জীবন! শান্তি, নিরাপত্তা, নিরুদ্বেগ জীবন। আর এখানে আতঙ্ক এবং ভয়ের মাঝে বাস করতে হয় ওকে, ওর অফিসের দেয়ালে কেউ অশ্লীল কথা লিখে রাখে।

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল ফ্লোরেন্স।

'কী? ওহ্, না। কিছু না। জাংশন সিটির কথা ভাবছিলাম। তোমরা ইউরোপে কী করছ?'

'রোমে মেডিকেল কনভেনশন ছিল আমার,' বলল ডগলাস।

'থেমো না—বলে যাও,' বলল ফ্লোরেন্স।

'আমি আসব কিনা নিজেই নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু তোমার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল। তুমি কেমন আছ দেখতে ইচ্ছা করছিল। তাই চলে এলাম।'

'আমার শুনে খুব ভালো লাগছে।'

'আমার বান্ধবী এতবড় একজন তারকা হবে ভাবিনি কখনও!' কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফ্লোরেন্স।

হেসে উঠল মেরী। 'ফ্লোরেন্স, অ্যামবাসাডর হয়ে কিন্তু আমি তারকা হয়ে যাইনি।'

'আরে তা বলিনি আমি!'

'তাহলে?'

'তুমি সত্যি জানো না?'

'কী জানব?'

'মেরী, গত হপ্তায় *টাইম* তোমাকে নিয়ে বিশাল এক প্রবন্ধ ছেপেছে। তোমার এবং তোমার বাচ্চাদের ছবিসহ। দেশের সমস্ত পত্রিকা এবং খবরের কাগজে শুধু তোমার ছবি আর তোমাকে নিয়ে লেখা। ফরেন অ্যাফেয়ার্স নিয়ে কোনো নিউজ কনফারেন্স হলেই স্টানটন রজার্স তোমাকে উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে টেনে আনেন। প্রেসিডেন্ট তোমাকে নিয়ে কথা বলেন। বিলিভ মি, তোমার কথা এখন সবার মুখে মুখে।'

'অনেক দিন ধরে বাইরে তো, তাই হয়তো আমার কথা মনে করে ওরা,' বলল মেরী। স্টানটন রজার্সের কথা মনে পড়ল। *বিল্ড আপের অর্ডার দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং।*

'তোমরা কতদিন আছ?' জিজ্ঞেস করল মেরী।

'থাকতে তো ইচ্ছে করে সারাজীবন। কিন্তু প্ল্যান করেছি এখানে দিন-তিনেক কাটিয়ে তারপর দেশের উদ্দেশে উড়াল দেব।'

ডগলাস জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কেমন চলছে, মেরী? মানে তুমি জান-এডোয়ার্ড?'

'ভালো,' ধীরগলায় বলল মেরী। 'আমি প্রতিদিন ওর সঙ্গে কথা বলি। পাগলের মতো কথা বললাম, না?'

'মোটেই না।'

'এখনও সবকিছু নরকের মতো লাগে। তবু আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

'তুমি কি—ইয়ে মানে—কারও সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি?'

লাজুক গলায় প্রশ্ন করল ফ্লোরেন্স।

হাসল মেরী। 'হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আজ রাতে, ডিনারের সময় ওর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব।'

শিফার-দম্পতি অতি সহজে আপন করে নিল ডা. লুই দেসফরজেসকে। ওরা শুনেছে

এই মানুষটা খুব একা এবং দুঃখী। তবে লুই'র আচরণে সেরকম কিছু প্রকাশ পেল না। খুব বন্ধুত্বপরায়ণ, উষ্ণ আচরণ করল সে। ডগলাসের সঙ্গে মেডিসিন নিয়ে মেতে উঠল লুই। সন্ধ্যাটা দারুণ কাটল মেরীর। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও রিলাক্স বোধ করল।

রাত এগারোটার দিকে শুভরাত্রি জানিয়ে গেস্টরুমে চলে গেল শিফার-দম্পতি। মেরী নিচে থাকল লুই'র সঙ্গে। ওকে বিদায় বলবে।

লুই বলল, 'তোমার বন্ধুদের আমার খুব ভালো লেগেছে। আশা করি ওদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

'তোমাকেও ওদের পছন্দ হয়েছে। ওরা আর কদিন পরেই কানসাস চলে যাবে।' বলল মেরী।

লুই গভীর চোখে দেখল মেরীকে। 'মেরী—তুমি নিশ্চয় চলে যাওয়ার চিন্তা করছ না?'

'না,' বলল মেরী। 'আমি থাকছি।'

হাসল ডাক্তার, 'গুড।' একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'আমি সাপ্তাহিক ছুটিতে পাহাড়ে ঘুরতে যাব। তুমি আমার সঙ্গী হবে?'

'হব।'

সে রাতে বিছানায় শুয়ে এডোয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলছে মেরী। *ডার্লিং, আমি তোমাকে সবসময় ভালোবাসব। কিন্তু তোমাকে আমার আর প্রয়োজন হবে না। আমি নতুন একটি জীবন শুরু করেছি। তুমি ওই জীবনের একটা অংশ হয়ে থাকবে সবসময়, তবে ওখানে আরও একজনও থাকবে। লুই। ও শক্তিশালী, ভালোমনের মানুষ, সাহসী পুরুষ। আমি ওর মাধ্যমেই তোমাকে পাব। প্লিজ, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো, এডোয়ার্ড, প্লিজ...*

বিছানায় উঠে বসল মেরী, জ্বালিয়ে দিল বেডসাইড বাতি। নিজের বিয়ের আংটির দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে ওটা খুলে ফেলল আঙুল থেকে।

এটা একটা বৃত্ত যার শেষ যেমন আছে, শুরুও আছে তেমন।

মেরী শিফার-দম্পতিকে ঝড়ের গতিতে বুখারেস্ট ঘুরিয়ে দেখাল। তিনটে দিন ফুরিয়ে গেল যেন চোখের পলকে। শিফাররা চলে যাওয়ার পরে বুকে একাকিত্বের তীক্ষ্ণ কামড় খেল মেরী, মনে হলো ও যেন মূল থেকে উৎপাটিত একজন মানুষ, আবার পরদেশী, বিপজ্জনক ভূমিতে ভেসে বেড়াচ্ছে।

মেরী মাইক স্লেডের সঙ্গে সকালবেলার কফি পান করতে করতে সারাদিনের এজেন্ডা

নিয়ে কথা বলছিল।

আলোচনা শেষ হওয়ার পরে মাইক বলল, 'ইদানীং একটা গুজব খুব শুনতে পাচ্ছি।'

গুজবটা মেরীও শুনেছে। 'আইওনেস্কু আর তাঁর নতুন রক্ষিতাকে নিয়ে তো? আইওনেস্কু বোধহয়—'

'আপনাকে নিয়ে।'

শক্ত হয়ে গেল মেরী। 'আচ্ছা! কী ধরনের গুজব শুনি?'

'ইদানীং ডা. লুই দেসফরজেসের সঙ্গে আপনাকে নাকি ঘনঘন দেখা যাচ্ছে।'

রাগের হলকা উঠল মেরীর শরীরে। 'কার সঙ্গে আমার ঘনঘন দেখা হবে সেটা একান্তই আমার নিজস্ব ব্যাপার।'

'আপনার সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে একমত হতে পারছি না, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। এটা দূতাবাসের সবার ব্যাপার।'

বিদেশীদের সঙ্গে মেলামেশার বিষয়ে আমাদের কিছু কঠোর বিধিনিষেধ আছে। আর ডাক্তার একজন বিদেশী। এবং ঘটনাক্রমে সে আমাদের শত্রুপক্ষের এজেন্ট।'

বিমূঢ় মেরী। 'দ্যাটস অ্যাবসার্ড!' বিড়বিড় করল ও।

'আপনি দেসফরজেস সম্পর্কে কী জানেন?'

'তার সঙ্গে আপনার কীভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেকথা স্মরণ করুন,' বলল মাইক স্লেড। 'বিপদে পড়েছে অবলা নারী, এমন সময় তাকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হলো ঝকমকে বর্ম-পরা নাইট। নারীমন জয় করার সবচেয়ে পুরোনো কৌশল এটা। আমি নিজেও এ কৌশলটা ব্যবহার করেছি।'

'আপনি কী করেছেন না করেছেন তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই,' ফুঁসে উঠল মেরী। 'সে একাই একশো। সে আলজেরিয়ায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ওরা তার স্ত্রী এবং বাচ্চাদের হত্যা করেছে।'

মাইক মৃদুগলায় বলল, 'আশ্চর্য তো। আমি তার ডোশিয়ের পড়েছি। আপনার ডাক্তার বিয়েই করেনি, বাচ্চা থাকা তো দূরের কথা!'

পঁচিশ

কার্পেথিয়ান পর্বতমালায় ঘুরতে যাওয়ার পথে ওরা লাঞ্চ বিরতি দিল টিমিসোয়ারায়। সরাইখানার নাম হান্টার্স ফ্রাইডে। মধ্যযুগের ওয়াইন সেলারের আদলে সাজানো হয়েছে সরাইখানা।

'এখানকার সবচেয়ে মজার খাবার হলো হরিণের মাংস,' মেরীকে বলল লুই।

'বেশ,' কখনও হরিণের মাংস খায়নি মেরী। খেতে দারুণ লাগল।

লুই স্থানীয় হোয়াইট ওয়াইন জিঘিহারার অর্ডার দিল। লুই'র ব্যক্তিত্ব, নীরব একটা শক্তির মতো মেরীকে যেন নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রাখছে।

দূতাবাস থেকে দূরের রাস্তা থেকে মেরীকে গাড়িতে তুলে নিয়েছে লুই। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ কেউ জানুক তা আমি চাই না,' বলেছে সে। 'কেউ দেখে ফেললে এ নিয়ে নানা রঙ ছড়াবে।'

লুই ফরাসি দূতাবাসে তার এক বন্ধুর গাড়ি নিয়ে এসেছে। ওটার গোলাকার লাইসেন্স-প্লেটের রঙ সাদা-কালো।

মেরী জানে লাইসেন্স প্লেটগুলো পুলিশের কাছে হাতিয়ার বিশেষ। বিদেশীদের যেসব লাইসেন্স প্লেট দেয়া হয় ওগুলোর শুরু হয় বারো সংখ্যা দিয়ে। হলুদ প্লেটগুলো অফিশিয়ালরা ব্যবহার করেন।

লাঞ্চের পরে আবার যাত্রা হলো শুরু। গাছের ডাল দিয়ে তৈরি কৃষকদের প্রাচীন ওয়াগন পাশ কাটাল ওরা, রাস্তায় জিপসিদের ক্যারাভানেরও অভাব নেই।

লুই দক্ষ ড্রাইভার। ও গাড়ি চালাচ্ছে, মেরীর মনে পড়ল মাইকেল স্লেডের কথাগুলো : *আমি তার জোশিয়ের পড়েছি। আপনার ডাক্তার বিয়েই করেনি, বাচ্চা দূরে থাক।*

মাইক স্লেডের কথা বিশ্বাস করেনি মেরী। ওর মন বলছে মিথ্যা বলেছে স্লেড। লুই নিশ্চয় ওর অফিসে ঢুকে দেয়ালে আজেবাজে কথাগুলো লিখে রাখেনি। অন্য কেউ হুমকি দিচ্ছে মেরীকে। লুইকে মেরী বিশ্বাস করে। *বাচ্চাদেরকে নিয়ে ও যখন খেলা করছিল তখন ওর চেহারায় আমি যে আবেগ ফুটে উঠতে দেখেছি তা কৃত্রিম ছিল না। অমনভাবে কারও পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব নয়।*

বাতাস ক্রমে পাতলা এবং শীতল হয়ে আসছে।

'এখানে শিকার করার মজাই আলাদা,' বলল লুই। 'এদিকের জঙ্গলে বুনো শুয়োর,

রোবাক (খুদে পুরুষ হরিণ), নেকড়ে এবং কৃষ্ণসার হরিণ আছে।'

'আমি কখনও শিকারে যাইনি।'

'একদিন তোমাকে শিকারে নিয়ে যাব।'

সামনে ছবির মতো পাহাড়। সুইস আল্পসের ছবি দেখেছে মেরী। সেরকম লাগছে কুয়াশা এবং মেঘে ঢাকা পাহাড়ি চুড়োগুলো। রাস্তার পাশে জঙ্গল, সবুজ তৃণভূমি। সেখানে চড়ে বেড়াচ্ছে গরুর পাল। মাথার ওপরে বরফ ঠাণ্ডা মেঘের রঙ ইস্পাতের মতো। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, আঙুলে শীতল ধাতব লেগে যাবে আঠার মতো।

গন্তব্যে পৌঁছুতে পৌঁছুতে শেষ বিকেল। সিওপেলা, চমৎকার একটি পাহাড়ি রিসর্ট, তৈরি করা হয়েছে শ্যালের ক্ষুদ্র সংস্করণের মতো করে। মেরী গাড়িতে বসে রইল, লুই ভেতরে গেল ওদের নাম লিখে ঘর ভাড়া করতে।

এক বৃদ্ধ পোর্টার ওদেরকে সুইট দেখিয়ে দিল। সুইটে রয়েছে প্রশস্ত আরামদায়ক লিভিংরুম, সাদামাটা আসবাব দিয়ে সাজানো, একটি বেডরুম, একটি বাথরুম এবং একটি টেরেস যেখান থেকে পর্বতমালার রুদ্ধশ্বাস দৃশ্যগুলো দেখা যায়।

'জীবনে এই প্রথমবারের মতো আফসোস লাগছে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লুই, 'কেন চিত্রশিল্পী হলাম না।'

'দৃশ্যটা খুব সুন্দর।'

ওর কাছে এগিয়ে গেল লুই। 'না, আমি তোমার ছবি আঁকার কথা বলছিলাম।'

মেরী মনে মনে বলল, *নিজেকে আমার সতেরো বছরের মেয়ের মতো মনে হচ্ছে যে প্রথম ডেট করতে যাচ্ছে। আমি নার্ভাস।*

লুই ওকে শক্তহাতে আলিঙ্গন করল। ওর বুকে মাথা এলিয়ে দিল মেরী, লুই'র ঠোঁট খুঁজে পেল ওর অধর, আবিষ্কার করছে ওর শরীর, মেরীর হাত ধরে নিজের শক্ত হয়ে ওঠা পৌরুষে ছোঁয়াল লুই। মেরী ওর চারপাশে কী ঘটছে ভুলে গেল সব।

ওর ভেতরে প্রবল একটা কামনা জেগে উঠেছে যা ছাড়িয়ে গেছে যৌন বাসনাকেও। ও চাইছে ওকে কেউ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকুক, ওকে আশ্বস্ত করুক, নিরাপত্তা দিক, ওকে জানিয়ে দিক ও আর একা নয়। লুই ওর ভেতরে প্রবেশ করুক, ও-ও লুই'র ভেতরে ঢুকে যেতে চায়, দুজনে মিলে এক হয়ে যাবে।

প্রকাণ্ড, ডাবল খাটে শুয়ে পড়ল ওরা। মেরীর নগ্ন শরীরে আদর করছে লুইয়ের জিভ, ওর দুই উরুর ফাঁকের নরম মাংসখণ্ডে চলে যাচ্ছে, তারপর সে মেরীর শরীরে প্রবেশ করল। চিৎকার দিল মেরী প্রবল সুখে, ও যেন সুখের আতিশয্যে ভেঙে হাজারটা মেরী হয়ে গেল। আবার। আবার! উহ্, এত সুখ যে মেরী সইতে পারছে না!

লুই লাভার হিসেবে দারুণ, আবেদনময় এবং তার খিদে প্রচণ্ড। তবে একই সঙ্গে সে সংযত এবং কেয়ারিং। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পরে থেমে গেল ঝড়, পরিতৃপ্ত, শান্ত হয়ে শুয়ে থাকল দুই মানব-মানবী। কথা বলার সময় পেশিবহুল বাহুতে মেরীকে বেঁধে

রাখল লুই।

'ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে,' বলল লুই। 'আবার নিজেকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে। রেনে এবং বাচ্চারা মারা যাওয়ার পরে ভূতের মতো হয়ে গিয়েছিলাম আমি, নিজের অস্তিত্বই যেন টের পেতাম না।

'আমিও,' মনে মনে বলল মেরী।

'আমি ওকে সবসময় মিস করতাম। ওকে ছাড়া অসহায় লাগত। ছোট ছোট তুচ্ছ সব ব্যাপার। আমি রাঁধতে জানতাম না, কাপড় ধুতে পারতাম না, এমনকি বিছানাও করতে পারতাম না। আমরা পুরুষরা আসলে নারীদের ওপর খুব নির্ভরশীল।'

'লুই, আমারও অসহায় লাগত। এডোয়ার্ড ছিল আমার ছাতা, ছাতাটা যখন ধ্বংস হয়ে গেল, আমাকে রক্ষা করার কেউ রইল না, আমি প্রায় ডুবে যাচ্ছিলাম।'

ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম থেকে জেগে উঠে ওরা আবার প্রেম করল। তবে এবারে ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে।

মেরী মিলনটা প্রায় পুরোটাই উপভোগ করছিল। তবে ওর মনে খচখচ করছিল একটা প্রশ্ন, যে প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছিল না ও *তোমার কি স্ত্রী এবং সন্তান ছিল, লুই?*

মেরী জানে যে মুহূর্তে প্রশ্নটি করবে সে মুহূর্তে ওদের সম্পর্কটা চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে সন্দেহ করার ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নেবে না লুই। মেরীকে এজন্য ক্ষমা করবে না কখনও। *জাহান্নামে যাক, মাইক স্লেড।*

লুই মেরীকে লক্ষ করছিল। 'তুমি কী ভাবছ?'

'কিছু না, ডার্লিং।'

ওই লোকগুলো যখন আমাকে অপহরণ করার চেষ্টা করছিল ওই সময় তুমি রাস্তার অন্ধকার কোণে কি করছিলে, লুই?

আউটডোর টেরেসে বসে সেদিন সন্ধ্যায় ওরা ডিনার করল। লুই সেমুরাটা'র অর্ডার দিল। এটি স্ট্রবেরি মদ, কাছের পাহাড়ি এলাকায় বানানো হয়।

শনিবার ট্রামে চেপে পাহাড়চুড়োয় গেল দুজনে। ফিরে এসে ইনডোর পুল-এ সাঁতার কাটল, প্রাইভেট স্নানঘরে ঢুকে প্রেম করল বাষ্পস্নান করার সময়, হানিমুনে আসা উৎসাহী এক জার্মান-দম্পতির সঙ্গে ব্রিজ খেলল।

সন্ধ্যায় ওরা গেল ইনট্রুল-এ, পাহাড়ের ওপর অতি সাধারণ চেহারার এ রেস্টুরেন্টের বড়সড় একটি ঘরে বসে ডিনার করল। ঘরে উন্মুক্ত ফায়ারপ্লেসে সগর্জনে জ্বলছে আগুন। ছাদ থেকে নেমে এসেছে কাঠের ঝাড়বাতি, ফায়ারপ্লেসের ধারে, দেয়ালে ঝুলছে শিকার করা ট্রফি। ঘরটি শুধু মোমের আলোয় আলোকিত, জানালা দিয়ে বাইরের বরফঢাকা পাহাড় চোখে পড়ে একজন মনের মতো সঙ্গীর সঙ্গে মনের মতো জায়গা।

অবশেষে, খুব দ্রুতই ঘনিয়ে এল যাবার সময়।

বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে যাবার সময়, ভাবল মেরী। আর বাস্তব দুনিয়াটা কী? হুমকি, কিডন্যাপ আর অফিসের দেয়ালে লেখা আজেবাজে সব কথা।

বেথ এবং টিম তাদের মা'র জন্য অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

'তুমি কি লুইকে বিয়ে করবে?' জানতে চাইল বেথ।

অবাক মেরী। যে কথা ভাবার সাহস পর্যন্ত পায়নি ও, আর ওরা কেমন অবলীলায় প্রশ্নটা করে ফেলল।

'করবে?'

'আমি জানি না,' সাবধানে জবাব দিল মেরী। 'করলে কি তোমরা মাইন্ড করবে?'

'সে আমাদের বাবা নয়,' ধীর গলায় জবাব দিল বেথ। 'তবে আমি আর টিম ভোট দিয়েছি। আমরা ওকে পছন্দ করি।'

'আমিও,' খুশি খুশি গলা মেরী। 'আমিও পছন্দ করি।'

ডজনখানেক ফুলের সঙ্গে এক লাইনের একটি চিরকুট *তোমার জন্য ধন্যবাদ।*

চিঠিটি পড়ল মেরী। ভাবল লুই কি ওর স্ত্রীকেও এভাবে ফুল পাঠাত। আচ্ছা, ওর কি সত্যি স্ত্রী এবং কন্যা ছিল? চিন্তাটা কেন মাথায় এল ভেবে নিজের ওপর রাগ লাগল মেরীর। *কিন্তু মাইক স্লেডই বা এতবড় মিথ্যা কথা বলতে যাবে কেন?* মেরী কখনও ব্যাপারটা পরখ করে দেখতে পারবে না। এসব ভাবছে ও, এমন সময় অফিসে ঢুকল পলিটিকাল কনসুলার এবং সিআইএ এজেন্ট এডি মাল্‌জ।

'আপনাকে খুব ঝরঝরে লাগছে, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। সাপ্তাহিক ছুটিটা আনন্দে কেটেছে তো?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।'

এক কর্নেলকে নিয়ে আলোচনা করল ওরা। লোকটা প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুর দল ত্যাগ করে মালজের সঙ্গে যোগ দিতে চাইছে।

'লোকটা আমাদের জন্য মূল্যবান একটি অ্যাসেট হতে পারে। সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য নিয়ে আসছে। আমি আজ রাতে একটি ব্ল্যাক কেব্‌ল পাঠাচ্ছি। আপনার কাছে এসেছি বলতে আইওনেস্কু হয়তো আপনার ওপর চটে যেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, মি. মালজ।'

চলে যাওয়ার জন্য সিধে হলো মালজ।

হঠাৎ মেরী বলে উঠল, 'দাঁড়ান। দাঁড়ান। আপনি আ-আমার একটা কাজ করে দিতে পারবেন?'

'অবশ্যই।'

কথা বলতে বিব্রতবোধ করছে মেরী। 'এটা—এটা ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়।'

'আমাদের মূলমন্ত্রের মতো,' হাসল মালজ।

'জনৈক ডা. লুই দেসফোরজেসের ব্যাপারে কিছু তথ্য দরকার আমার। আপনি কি এর নাম শুনেছেন?'

'জ্বী, ম্যাম। উনি ফরাসি দূতাবাসে আছেন। তাঁর সম্পর্কে কী জানতে চান?'

এবারে কথা বলতে আরও দ্বিধাগ্রস্ত মেরী। 'আ—আমি জানতে চাইছি ডা. দেসফরজেস একবার বিয়ে করেছেন কিনা এবং তাঁর দুটি সন্তান ছিল কিনা। এ খবরটা জানা যাবে?'

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জানালে চলবে?' জিজ্ঞেস করল মালজ।

'চলবে। ধন্যবাদ।'

আমাকে ক্ষমা করো, লুই।

খানিক পরে মাইক স্লেড ঢুকল মেরীর ঘরে। 'মর্নিং।'

'গুড মর্নিং।'

কফির একটা কাপ রাখল সে মেরীর ডেস্কে। তার ভেতরেইকসের যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ করল মেরী। ঠিক ধরতে পারছে না ও, তবে মনে হচ্ছে মাইক স্লেড ওর সাপ্তাহিক ছুটি কাটানোর পুরো ব্যাপারটাই জানে। হয়তো মাইক ওদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করছে, মেরী কোথায় যায়, কী করে সবকিছুর রিপোর্ট দিচ্ছে।

কফির কাপে একটা চুমুক দিল মেরী। চমৎকার। মাইক স্লেড কফিটা আসলেই ভালো বানায়।

'কিছু সমস্যা হয়েছে,' বলল সে।

তারপর সকালের বাকি সময়টা কেটে গেল আমেরিকায় অভিবাসী হতে চাওয়া আমেরিকানদের নিয়ে কথা বলে। তাদের আর্থিক সমস্যা, একজন মেরিন এক রোমানিয়ান মেয়েকে গর্ভবতী করে ফেলেছে, সেই সমস্যাসহ আরও নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা চলল।

মিটিং শেষে অন্যদিনের চেয়ে আজ একটু বেশিই ক্লান্ত বোধ করতে লাগল মেরী।

মাইক স্লেড বলল, 'আজ রাতে ব্যালে নাচের উদ্বোধন। কোরিনা সকোলি নাচছেন।'

মেরী এ নাম শুনেছে। কোরিনা বিশ্বের প্রথম সারির একজন ব্যালেরিনা।

'আমার কাছে টিকেট আছে। যদি যেতে চান তো দিতে পারি।'

'না, ধন্যবাদ,' শেষবারের কথা মনে পড়ে গেছে মেরীর। থিয়েটার দেখে বেরিয়ে আসার পরে কী বিপদেই না পড়েছিল। তা ছাড়া মেরী ব্যস্তও থাকবে। চীনা দূতাবাসে ওকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, তারপর রেসিডেন্সে লুই আসবে। বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি ওদের কারও জন্যই নিরাপদ নয়। মেরী জানে অপর একটি দূতাবাসের কর্মীর সঙ্গে

প্রেম করে সে আইনবিরোধী কাজ করছে। *কিন্তু এটা তো আর সাধারণ প্রেম নয়।*

মাথাব্যথা নিয়ে অফিসে ঢুকল মেরী। গতকাল চীনা রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণে তাঁদের দূতাবাসে গিয়েছিল ও। ঘুম ভেঙেছে মাথাব্যথা নিয়ে। বমি বমিও লাগছে। তবে এডি মালজকে দেখে খুশি হয়ে গেল ও।

সিআইএ এজেন্ট বলল, 'আপনার জন্য খবর জোগাড় করেছি। ডা. লুই দেসফরজেস তেরো বছর দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম রেনে। তাঁর দুটি মেয়ে ছিল—ফিলিপ্পা, দশ এবং জেনেভিয়েভ, বারো। আলজেরিয়ায় টেররিস্টদের হাতে সবাই খুন হয়ে যায়। সম্ভবত ডাক্তারের ওপর প্রতিশোধ নিতে তারা এ কাণ্ড ঘটায়। ডাক্তার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গোপনে লড়াই করছিলেন। আর কিছু জানতে চান?'

'না,' খুশি-খুশি গলায় মেরী। 'এতেই চলবে। ধন্যবাদ।'

সকালের কফি পান শেষে মেরী এবং মাইক স্লেড কলেজের ছাত্রছাত্রীদের একটি ভিজিটিং দল নিয়ে আলোচনা করছিল।

'ওরা প্রেসিডেন্ট আইওনেস্কুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

'দেখছি কী করা যায়।' ওর গলা জড়ানো।

'ইউ ওকে?'

'খুব শান্ত।'

'আপনার যা দরকার তা হলো আরেক কাপ কফি। কফি খেলেই চাঙা হয়ে যাবেন।'

শেষ বিকেলের দিকে মেরীর শরীর আরও খারাপ লাগতে লাগল। লুইকে ফোন করে ওদের ডিনারের এনগেজমেন্ট বাতিল করে দিল। এমনই অসুস্থ লাগছে কারও সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। আমেরিকান ডাক্তারকে এ মুহূর্তে বুখারেস্টে বড্ড দরকার ছিল। ডরোথি ফার্মেসি থেকে টাইলেনল আনিয়েছিল। খেয়েও কোনও লাভ হয়নি।

উদ্বেগ বোধ করল মেরীর সেক্রেটারি। 'আপনাকে খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছে, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আপনার বিশ্রাম নেয়া উচিত।'

'আমি ঠিক হয়ে যাব,' বিড়বিড় করল মেরী।

দিনটি ভয়ানক ব্যস্ততায় কাটল মেরীর। ছাত্রদের দলটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, কথা বলতে হলো কয়েকজন রোমানিয়ান অফিসারের সঙ্গে। USIS—ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস থকে এলেন একজন কর্মকর্তা। ডাচ এমব্যাসীর ডিনারে যেতে হলো ওকে। অবশেষে বাসায় পৌঁছেই বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল মেরী।

তবে ঘুম এল না ওর। খুব গরম আর জ্বরজ্বর লাগছে শরীর। ঘুমের রাজ্যে হানা দিল একের পর এক দুঃস্বপ্ন। দেখল ও করিডোরের গোলাকধাঁধায় ঘুরে মরছে, যতবার

টেম্পারেচার মেপেছ?'

'না,' কথা বলতে কষ্ট হচ্চে মেরীর।

লুই বিছানার ধারে বসল। 'ডার্লিং, কবে থেকে এরকম হচ্ছে?'

'অল্প কয়েকদিন হলো। বোধহয় ভাইরাস।'

ওর পালস পরীক্ষা করল ডাক্তার। দুর্বল। সামনে ঝুঁকতে মেরীর মুখ থেকে বাজে একটা গন্ধ পেল। 'তুমি আজ রসুনের কোনও খাবার খেয়েছ?'

মাথা নাড়ল মেরী। 'আমি গত দুদিন ধরে কিছু খাইনি।' ওর গলায় জোর নেই, ফিসফিসে শোনাল কণ্ঠ।

লুই ওর চোখের পাতা টেনে পরীক্ষা করল। 'তোমার তেষ্টা পায়নি?'

মাথা দোলাল মেরী।

'শরীরে ব্যথা, পেশি আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া, বমি, বমি বমি ভাব এসব হয়নি?'

সবই হয়েছে, মনে মনে বলল মেরী, মুখে বলল, 'আমার কী হয়েছে, লুই?'

'আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?'

ঢোক গিলল মেরী। 'চেষ্টা করব।'

ডাক্তার ওর হাত ধরল। 'এরকম কবে থেকে হচ্ছে তোমার?'

'পাহাড় থেকে ফেরার পরদিন থেকে,' ফিসফিস করল মেরী।

'তুমি কি এমন কিছু খেয়েছ অথবা পান করেছ যার জন্য অসুস্থ বোধ করছ?'

মাথা নাড়ল মেরী।

'শুধু দিনে দিনে শরীরের অবস্থা খারাপ হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল মেরী।

'তুমি কি বাসায় বসে বাচ্চাদের সঙ্গে নাশতা খাও?'

'সাধারণত, হ্যাঁ।'

'আর লাঞ্চ? প্রতিদিন একই জায়গায় লাঞ্চ করো?'

'না। কখনও এমব্যাসীতে খাই, কখনও রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করি।'

'এমন কোনও জায়গা কি আছে যেখানে তুমি নিয়মিত ডিনার করো অথবা খাবার খাও?'

কথা বলার আর শক্তি পাচ্ছে না মেরী। মনে মনে চাইছে ডাক্তার যেন চলে যায়। চোখ বুজল ও।

ওকে মৃদু ধাক্কা দিল লুই। 'মেরী, ঘুমিয়ে পোড়ো না। আমার কথা শোনো।' ব্যাকুল গলায় ডাকল ও। 'তুমি কি কোনও লোকের সঙ্গে নিয়মিত খাবার খাও?'

ঘুমঘুম চোখে পিটপিট করল মেরী। 'না।' এসব প্রশ্ন কেন করছে ও! 'এটা ভাইরাস, না?' বিড়বিড় করল ও।

বুক ভরে দম নিল ডাক্তার, 'না। কেউ তোমাকে বিষ খাওয়াচ্ছে।

গায়ে ইলেকট্রিক শক খেল মেরী। চোখ মেলে গেল। বিস্ফারিত। 'কী! আই ডোন্ট বিলিভ ইট!'

মোড় ঘুরছে, দেখতে পাচ্ছে রক্ত দিয়ে কে যেন অশ্লীল কথা লিখে রাখছে দেয়ালে। ও শুধু লোকটার মাথার পেছনটা দেখতে পাচ্ছে। তারপর আবির্ভূত হলো লুই। ডজনখানেক মানুষ লুইকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে তুলল গাড়িতে। মাইক শ্লেড রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে আর চিৎকার করছে, 'ওকে মারো। ওর কোনও পরিবার নেই।'

জেগে গেল মেরী। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আছে ঘামে। ঘরটা অসহ্য গরম। গায়ের ওপর থেকে চাদর ছুড়ে ফেলে দিল ও। হঠাৎ ভীষণ শীত করে উঠল। ঠাণ্ডার চোটে দাঁতে রীতিমতো ঠকঠক শুরু হয়ে গেল। *মাই গড,* ভাবছে মেরী, *কী হলো আমার?*

বাকি রাতটা জেগেই কাটল। আসলে আবার ঘুমাবার সাহস পেল না মেরী। ঘুমিয়ে পড়লেই যদি ভয়ংকর দুস্বপ্নগুলো হানা দেয়!

পরদিন সমস্ত ইচ্ছে শক্তি জড়ো করে দূতাবাসে গেল মেরী। মাইক শ্লেড ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

ওকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একনজর দেখে সে মন্তব্য করল, 'আপনাকে তো খুবই অসুস্থ লাগছে। ফ্রাংকফুর্ট চলে যান। সেখানে আমাদের ডাক্তার দেখান।'

'আমি ভালোই আছি,' মেরীর ঠোঁট শুকনো, ফেটে গেছে। ভেতরটা শুকিয়ে যেন কাঠ।

মাইক ওর হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিল। 'আমি আপনার জন্য কিছু হিসাবপত্র রেডি করেছি। আমরা যা ভেবেছিলাম রোমানিয়ানদের তারচেয়েও বেশি গম দরকার, এখান থেকে কতটুকু লাভ করা যায়...

মেরী মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু মাইক শ্লেডের কণ্ঠ আবছা হতে হতে একসময় হারিয়ে গেল।

কোনোমতে দিনটা পার করল মেরী। লুই দুইবার ফোন করল। মেরী তার সেক্রেটারিকে বলল লুইকে যেন বলে দেয় সে মিটিঙে আছে। কাজ করার জন্য শরীরে প্রতিটি আউন্স শক্তি জমা রাখতে হবে।

মেরী রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় টের পেল শরীরের তাপ অনেক বেড়ে গেছে। সারা গা ব্যথায় বিষ। *আমি সত্যি খুব অসুস্থ,* ভাবছে ও। *বোধহয় মরে যাব।* বহু কষ্টে ও হাত বাড়িয়ে বেল বাজাল। হাজির হলো কারমেন।

মেরীর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে, 'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। কী–?'

গলা দিয়ে ব্যাঙের আওয়াজ বেরুল, 'সাবিনাকে বলো ফরাসি দূতাবাসে ফোন করতে। আমার ডা. দেসফোরজেসকে দরকার...

চোখ খুলল মেরী। পিটপিট করছে। ওর সামনে দুটো ঝাপসা লুই দাঁড়িয়ে আছে। লুই চলে এল বিছানার পাশে। ঝুঁকল। লাল টকটকে মুখের দিকে তাকাল। 'মাই গড, কী হয়েছে তোমার?' কপালে হাত দিল সে। হাত যেন পুড়ে গেল এমন গরম। 'শরীরের

ভুরু কুঁচকে আছে লুই'র। 'আর্সেনিক বিষ খাওয়ানো হচ্ছে তোমাকে। তবে এ আর্সেনিক রোমানিয়ায় পাওয়া যায় না।' ভয়ে কেঁপে উঠল মেরী। '—কে আমাকে বিষ খাওয়াবে?'

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল লুই। 'ডার্লিং, ভাবো। তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার কোনও নির্দিষ্ট রুটিন নেই, তোমাকে প্রতিদিন কেউ কিছু খাওয়াচ্ছে বা পান করাচ্ছে না?'

'অবশ্যই না,' দুর্বল গলায় প্রতিবাদ করল মেরী। 'আমি তো তোমাকে বললামই। আমি—' *কফি। মাইক স্লেড। আমার স্পেশাল কফি।* 'ওহ্, মাই গড!'

'কী হলো?'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল মেরী, তারপর বলল, 'মাইক স্লেড প্রতিদিন সকালে আমার জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে আসে। আমি অফিসে না যাওয়া পর্যন্ত কফি খায় না।'

অপলক দৃষ্টিতে মেরীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে লুই। 'না। এটা মাইক স্লেডের কাজ নয়। সে কেন তোমাকে হত্যা করতে চাইবে?'

'সে—সে আমাকে দূতাবাস থেকে সরিয়ে দিতে চায়।'

'আমরা এ নিয়ে পরে কথা বলব,' জরুরি গলায় বলল লুই।

'আগে তোমাকে সুস্থ করে তোলা দরকার। তোমাকে এখানকার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তোমার দূতাবাস অনুমতি দেবে না। কিন্তু কিছু তো করতেই হবে। দাঁড়াও। আমি আসছি এখুনি!'

মেরী চুপচাপ শুয়ে রইল। লুই কী বলে গেল তা নিয়ে চিন্তা করছে। *আর্সেনিক! কেউ আমাকে আর্সেনিক খাওয়াচ্ছে। আপনার যা দরকার তা হলো আরেক কাপ কফি। তাহলে শরীর চাঙা লাগবে। আমি এটা নিজে বানিয়েছি।*

চেতনা হারিয়ে ফেলল মেরী, জাগল লুইয়ের ডাকে।

'মেরী।'

বহু কষ্টে চোখ মেলে চাইল মেরী। লুই ওর পাশে বসা, ছোট একটা ব্যাগ থেকে একটা সিরিঞ্জ বের করল।

'হ্যালো, লুই, তুমি এসেছ।' বিড়বিড় করল মেরী।

লুই মেরীর হাতের শিরা খুঁজে পেয়ে হাইপডারমিক সুই ঢোকাল। 'আমি তোমাকে Bal ইনজেকশন দিয়েছি। আর্সেনিকের প্রতিষেধক। Penicillamine-এর বিকল্প হিসেবে এটা দিয়েছি। আরেকটা দেব কাল সকালে। মেরী?'

মেরী ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন সকালে ডা. লুই দেসফরজেস মেরীকে আরেকটি ইনজেকশন দিল। সন্ধ্যায় আবার আরেকটি। ওষুধের কার্যকারিতা দারুণ। একের-পর-এক অসুস্থতার লক্ষণগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে জ্বর কমে গেল মেরীর। ও সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল।

মেরীর বেডরুমে লুই, কাগজের ঠোঙায় হাইপডারমিক সুই ঢোকাল যাতে বাড়ির চাকর বাকররা না দেখে। মেরীর নিজেকে খুব দুর্বল লাগছে, শরীরের সমস্ত শক্তি যেন কেউ শুষে নিয়েছে। যেন দীর্ঘ রোগের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে ও। তবে শরীরের সমস্ত ব্যথা-বেদনা এবং অস্বস্তি এখন অদৃশ্য।

'এ নিয়ে দুবার তুমি আমার জীবন বাঁচালে।'

লুই গম্ভীরমুখে ওর দিকে তাকাল। 'কে তোমার জীবন কেড়ে নিতে চাইছে তা খুঁজে বের করতে হবে।'

'কীভাবে?'

'আমি বিভিন্ন এমব্যাসীতে খোঁজখবর নিয়েছি। কেউই আর্সেনিক নিয়ে কাজ করছে না। তবে আমেরিকান এমব্যাসীতে ঢুঁ দেয়ার সুযোগ পাইনি। তুমি একটা কাজ করো। কাল অফিসে যেতে পারবে?'

'মনে হয় পারব।'

'তুমি তোমাদের এমব্যাসীর ফার্মেসিতে যাবে। বলবে কীটনাশক দরকার। বলবে তোমার বাগানে বিষাক্ত পোকামাকড় মারতে হবে। Antrol চাইবে। ওই ওষুধে আর্সেনিক আছে।' মেরী বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। 'তাতে কী হবে?'

'আমার সন্দেহ ওই আর্সেনিক বুখারেস্টে নিয়ে আসা হয়েছে। আর ওটা থাকলে দূতাবাসের ফার্মেসিতেই থাকবে। কেউ এ বিষ চাইলে তাকে তার নাম সই করে ওটা জোগাড় করতে হবে। তুমি Antrol আনার সময় লক্ষ করবে কাগজে আর কার কার নাম আছে...'

মেরীকে নিয়ে গানি চলল ফার্মেসিতে। লম্বা একটা করিডোর পার হয়ে ফার্মেসিতে পৌঁছুল মেরী। খাঁচার পেছনে একজন নার্স কাজ করছে।

ঘুরতেই মেরীকে দেখতে পেল সে। 'গুড মর্নিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আপনার শরীর এখন ভালো তো?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।'

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে দম নিল মেরী। 'আমার—আমার মালি বলল বাগানে নাকি পোকামাকড়ে ভরে গেছে। তোমার কাছে Antrol আছে?'

'জ্বী, আছে।' জবাব দিল নার্স। সে পেছনের তাক থেকে একটি ক্যান নিয়ে এল। লেবেলে লেখা 'বিষ,' কৌটাকে মেরীর সামনে রাখল সে। এখানে একটা সই করুন। এর মধ্যে আর্সেনিক আছে।'

সামনে রাখা ফর্মের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মেরী। একটি মাত্র নাম রেখা ওখানে *মাইক স্লেড।*

ছাব্বিশ

লুই দেসফোরজেসকে ফোন করল মেরী। কিন্তু লাইন পেল না। লাইন ব্যস্ত। লুই ওই সময় মাইক স্লেডের সঙ্গে কথা বলছে। মেরীকে হত্যার পেছনে মাইকের হাত থাকতে পারে, কথাটা তার বিশ্বাস হয়নি। তাই সে মাইক স্লেডকে ফোন করেছে।

'আপনাদের রাষ্ট্রদূতকে এইমাত্র ছেড়ে দিলাম,' বলল ডাক্তার। 'উনি বেঁচে যাবেন।'

'খুব ভালো খবর। ডাক্তার। উনি মরতে যাবেনই বা কেন?'

সতর্ক গলায় লুই বলল, 'কেউ তাকে বিষ খাওয়াচ্ছিল।'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল মাইক।

'আমি কী বলছি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান! আপনি কি বলতে চাইছেন এর জন্য আমি দায়ী?'

'আপনি ভুল ভেবেছেন। আমার মনে হয় বিষয়টি নিয়ে মুখোমুখি কথা বলা দরকার। এমন কোথাও বসে কথা বলব যেখানে আমাদের কথা কারও শুনে ফেলার আশঙ্কা নেই। আজ রাতে আমার সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'কখন?'

'রাত ন'টা পর্যন্ত আমি ব্যস্ত আছি। তারপর বানিয়াসা উডসে চলে আসুন না? ঝর্নার সামনে আমি থাকব। তখন সব ব্যাখ্যা করব।'

ইতস্তত গলায় লুই দেসফোরজেস বলল, 'বেশ। ওখানেই দেখা হবে।' ফোন রেখে দিল সে। ভাবল *মাইক স্লেড এর পেছনে না-ও থাকতে পারে।*

মেরী আবার যখন ফোন করল লুইকে, ততক্ষণে সে চলে গেছে। কেউ জানে না কোথায় গেছে।

রেসিডেন্সে ছেলেমেয়ের সঙ্গে ডিনার করছে মেরী।

'এখন তোমাকে অনেক সুস্থ লাগছে, মা,' বলল বেথ। 'তোমাকে নিয়ে যে কী চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম!'

'এখন ভালোই আছি,' বলল মেরী। কথা সত্যি।

মাইক স্লেডের চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারছে না ও। লোকটা ওকে স্লো

পয়জনিং করে হত্যা করছিল! শিউরে উঠল মেরী।

'শীত লাগছে?' প্রশ্ন করল টিম।

'না, সোনা।'

ওর দুঃস্বপ্নের সঙ্গে বাচ্চাদের জড়াতে চায় না মেরী। ওদেরকে কয়েকদিনের জন্য দেশের বাড়ি পাঠিয়ে দিই না কেন? ভাবছে ও। কদিনের জন্য ফ্লোরেন্স এবং ডগের বাড়ি থেকে ঘুরে এল। আমিও তো ওদের সঙ্গে যেতে পারি। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। না, কাজটা কাপুরুষের মতো হয়ে যাবে। তাতে মাইক স্লেডের জয় হবে। ওকে মাত্র একজন মানুষই এ পরিস্থিতিতে সাহায্য করতে পারেন। তিনি স্টানটন রজার্স। মাইকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়ার দরকার হলে তিনিই নেবেন।

কিন্তু কোনও প্রমাণ ছাড়া তো মাইকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যাবে না। আমার কাছে কী প্রমাণ আছে? বলব যে ও প্রতিদিন আমার জন্য কফি বানিয়ে দিত?

টিম বলছিল, '...আমরা ওদেরকে বলেছি আগে মাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

'সরি, সোনা। তুমি কী যেন বলছিলে?'

'বলছিলাম নিকোলাই জানতে চেয়েছে আগামী উইকএন্ডে আমরা ওদের পরিবারের সঙ্গে ক্যাম্পিং-এ যেতে পারব কিনা।'

'না!' কর্কশ গলায় বলে উঠল মেরী। 'তোমরা বাসায় থাকবে।'

'তাহলে স্কুল?' জিজ্ঞেস করল বেথ।

ইতস্তত করল মেরী। ওদেরকে এভাবে বন্দি করে রাখা ঠিক হচ্ছে না। আর ওদেরকে ও ভয় দেখাতেও চায় না।

'স্কুলে যেতে পারো। অবশ্য ফ্লোরিয়ান যদি তোমাদেরকে স্কুলে দিয়ে আসে এবং নিয়ে আসে। অন্য কেউ নয়।'

বেথ ওকে লক্ষ করছে। 'তোমার কী হয়েছে, মা?'

'কিছু হয়নি তো,' দ্রুত বলল মেরী। 'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'তোমাকে যেন কেমন অস্থির লাগছে।'

'মা এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি,' মন্তব্য করল টিম।

'আমরা কি একটা সিনেমা দেখতে পারি, মা?'

'আচ্ছা।'

'থ্যাংক ইউ, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর,' চিৎকার দিল টিম। 'আমরা আমেরিকান গ্রাফিটি দেখব।'

আমেরিকান গ্রাফিটি। স্টানটন রজার্সকে কী প্রমাণ দেখাবে তা হঠাৎ পেয়ে গেছে মেরী।

গভীর রাতে মেরী কারমেনকে বলল একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে।

'ফ্লোরিয়ানকে নিয়ে যাবেন না?' জিজ্ঞেস করল কারমেন। 'সে—'

'না।'

পেছন থেকে জিনিসটা টেনে বের করল ও। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

জিনিসটি লাল রঙ স্প্রে করার একটা ক্যান।

ন'টার খানিক বাদে, ডা. লুই দেসফরজেস ঝর্নার কাছে, বানিয়াসা উডসে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে মাইক স্লেডের ব্যাপারে রিপোর্টিং না করে সে ভুলই করল কিনা।

না, আগে ওর বক্তব্য শুনব। ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়ালে লোকটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে উদয় হলো মাইক স্লেড।

'আসার জন্য ধন্যবাদ। দ্রুত শেষ করব কথা। ফোনে বললেন আপনার সন্দেহ কেউ মেরী অ্যাশলিকে বিষ খাওয়াচ্ছিল।'

'সন্দেহ নয় আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। কেউ তাকে আর্সেনিক খাওয়াচ্ছিল।'

'আর এজন্য আমিই দায়ী ভাবছেন?'

'আপনি ওর কফিতে বিষটা মিশিয়ে দিতে পারেন, স্বল্পমাত্রায়, একটু একটু করে।'

'একথাটা আপনি কাউকে বলেছেন?'

'এখনও বলিনি। ভাবলাম আগে আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

'যাক, ভালোই করেছেন,' বলল মাইক। পকেট থেকে হাত বের করল সে। হাতে .৪৭৫ ক্যালিবারের ম্যাগনাম পিস্তল। কোটর ছেড়ে চোখ বেরিয়ে আসতে চাইল লুই'র। 'কী—করছেন কী আপনি! আমার কথা শুনুন। আপনি—'

ট্রিগার টিপে দিল মাইক। লাল একটা মেঘের রূপ নিয়ে বিস্ফোরিত হলো ফরাসি ডাক্তারের বুক।

মেরীকে কাজটা করতে হবে গোপনে।

ট্যাক্সি আসার পরে ওতে চড়ে বসল মেরী। 'আমেরিকান এমব্যাসীতে চলো।'

ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, 'এখন এমব্যাসী বন্ধ। ওখানে কেউ—' ঘুরল সে, দেখেই চিনে ফেলল মেরীকে।

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আমার কী সৌভাগ্য!' গাড়ি চালাতে শুরু করল সে 'আমাদের খবরের কাগজে এবং পত্রিকায় আপনার অনেক ছবি দেখেছি। আপনি আমাদের মহান নেতার মতোই প্রায় বিখ্যাত।'

দূতাবাসের লোকজনও মেরীকে বলেছে রোমানিয়ান পত্রপত্রিকায় ওর প্রচুর খবর এবং ছবি ছাপা হচ্ছে।

ড্রাইভার বকবক করেই চলেছে, 'আমি আমেরিকানদের পছন্দ করি। তারা ভালো মনের মানুষ। আশা করি আপনাদের প্রেসিডেন্টের পিপল-টু-পিপল প্ল্যান সফল হবে। আমরা, রোমানিয়ানরা এজন্য প্রস্তুত। এখন বিশ্বশান্তির সময়।'

ড্রাইভারের প্যাঁচালে অংশ নেয়ার মূড নেই মেরীর।

এমব্যাসিতে পৌঁছে গেল ওরা। গাড়ি পার্ক করার একটা জায়গা দেখিয়ে মেরী বলল, 'ওখানে গাড়ি থামাও, প্লিজ। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব। আমাকে আবার রেসিডেন্সে নিয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে এল এক মেরিন গার্ড। 'এটা গাড়ি রাখার জায়গা না। এটা—' মেরীকে দেখতে পেল সে, খটাশ করে সেলুট ঠুকল। 'সরি', গুড ইভনিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

'গুড ইভনিং,' বলল মেরী।

প্রবেশপথে মেরীকে নিয়ে হেঁটে গেল গার্ড, খুলে দিল দরজা। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'কিছু করতে হবে না। আমি আমার অফিসে বসে কয়েক মিনিট কাজ করব।'

'ইয়েস, ম্যাম।' গার্ড দেখল মেরী হনহন করে হলরুম ধরে হাঁটা দিয়েছে।

অফিসের বাতি জ্বালিয়ে দিল মেরী। তাকাল দেয়ালে। এখানে অশ্লীল সব কথা লেখা থাকত। মুছে ফেলা হয়েছে। ও কানেক্টিং ডোর-এর দিকে পা বাড়াল।

এ দরজা দিয়ে মাইকের অফিসে ঢোকা যায়। ভেতরে ঢুকল মেরী। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালিয়ে দিল মেরী। তাকাল চারপাশে।

মাইক স্লেডের ডেস্কে কোনও কাগজপত্র নেই। ড্রয়ার ঘাঁটল মেরী। খালি, শুধু ক্রুশিয়ার, বুলেটিন আর টাইম টেবিল ছাড়া কিছু নেই। তীক্ষ্ণ চোখে অফিসের চারপাশে নজর বুলাল ও। কোথাও-না-কোথাও জিনিসটা আছে। অন্য কোথাও মাইক ওটা রাখেনি। অবশ্য নিজের কাছে রেখে দিলে ভিন্ন কথা।

আবার ড্রয়ার খুলে জিনিসপত্রগুলো ঘাঁটতে লাগল মেরী। ধীরে এবং সাবধানে নিচের ড্রয়ার খুলে হাত ঢুকিয়েছে, শক্ত কী যেন ঠেকল আঙুলে। একগাদা কাগজের

সাতাশ

আমেরিকান দূতাবাসের বাবল রুমে বসে স্টানটন রজার্সের সিকিউর লাইনে ফোন করল মেরী। বুখারেস্টে রাত একটা, ওয়াশিংটনে এখন সকাল আটটা। মেরী জানে স্টানটন রজার্সের সেক্রেটারি অফিসে আগেই চলে আসে।

'মি. রজার্স-এর অফিস।'

'অ্যামবাসাডর অ্যাশলি বলছি। জানি মি. রজার্স এমুহূর্তে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চীনে আছেন। তবে ওনার সঙ্গে কথা বলা খুবই জরুরি। আমি কীভাবে যোগাযোগ করতে পারি?'

'আমি দুঃখিত, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। উনি কখন কোথায় যাবেন আমি নিজেও জানি না। উনি আমাকে কোনও ফোন নাম্বার দিয়ে যাননি।'

দারুণ হতাশ বোধ করল মেরী। 'উনি আপনাকে কখন ফোন করবেন?'

'বলা মুশকিল। তিনি এবং প্রেসিডেন্ট দুজনেরই সাংঘাতিক ব্যস্ত শিডিউল। স্টেট ডিপার্টমেন্টে কেউ আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে না?'

'না,' গম্ভীর গলায় বলল মেরী। 'আমাকে আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না। ধন্যবাদ।'

ঘরে একা বসে রইল ও। ছাদের দিকে শূন্যদৃষ্টি। চারপাশে বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি অথচ ওর কোনও কাজেই লাগছে না। মাইক স্লেড ওকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। কাউকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। কিন্তু কাকে জানাবে? কাকে বিশ্বাস করবে মেরী? স্লেড কী করছে তা আর মাত্র একটি মানুষই জানে—লুই দেসফরজেস।

মেরী ডাক্তারের বাসায় আবার ফোন করল। কিন্তু এবারেও ফোনে সাড়া মিলল না। স্টানটন রজার্সের একটা কথা মনে পড়ে গেল মেরীর *খুব গোপন কোনও মেসেজ যদি পাঠাতে চাও যা কারও পড়া নিষেধ তাহলে কেব্‌লে তিনটে এক্স দিয়ে কোড পাঠাবে।*

মেরী দ্রুত নিজের অফিসে ঢুকল। স্টানটন রজার্সকে উদ্দেশ করে একটি জরুরি মেসেজ লিখল। মেসেজের ওপরে তিনটে এক্স চিহ্ন থাকল। ডেস্কের বন্ধ একটি ড্রয়ার খুলে কালো কোড বুক বের করল। যা লিখেছে তা সাবধানে এনকোডেড করল। এখন মেরীর ভাগ্যে যা-ই ঘটুক, স্টানটন রজার্স জানতে পারবেন এজন্য দায়ী কে।

মেরী কম্যুনিকেসন্স রুমে চলে এল। এডি মালজকে দেখতে পেল।

‘গুড ইভনিং, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। এত রাতেও কাজ করছেন যে!’

‘হুঁ,’ বলল মেরী। ‘একটা মেসেজ পাঠানো দরকার। এক্ষুনি।’

‘আমি নিজে আপানর মেসেজ পাঠিয়ে দেব।’

‘ধন্যবাদ।’ মেসেজটা মালজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফ্রন্ট ডোরে পা বাড়াল মেরী। বাচ্চাদের সঙ্গ পাবার জন্য উথালপাথাল করছে বুকের ভেতরটা।

কম্যুনিকেশন্স রুমে মেরীর দেয়া মেসেজ ডিকোড করছে এডি মালজ। কাজ শেষ করে মেসেজটা বার দুই পড়ল সে। কপালে সৃষ্টি হলো ভাঁজ। শ্রেডারে মেসেজটা ছুড়ে ফেলল সে। ওটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

তারপর ওয়াশিংটনে সেক্রেটারি অব স্টেট ফ্লয়েড বেকারকে ফোন করল। কোড নেম *থর।*

ট্রেইল খুঁজে বুয়েনস আয়ারসে পৌঁছাতে দুইমাস সময় লেগে গেল লেভ পাস্তারনাকের। SIS-সহ আধডজন অন্যান্য সিকিউরিটি এজেন্সির সাহায্য নিয়ে লেভ জানতে পেরেছে মারিন গ্রোজার হত্যাকারীর নাম। মোসাদ তাকে অ্যাঞ্জেলের রক্ষিতা নিউসা মুনিজের কথা বলেছে। সবাই অ্যাঞ্জেলকে ধ্বংস করতে চায়। লেভ পাস্তারনাকের কাছে অ্যাঞ্জেল হয়ে উঠেছে এক অবসেশনের নাম। পাস্তারনাকের ব্যর্থতার কারণে মারা গেছেন মারিন গ্রোজা। এজন্য লেভ নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না। তবে এর প্রতিশোধ সে নিয়ে ছাড়বে।

নিউসা মুনিজের কাছে গেল না লেভ পাস্তারনাক। ও নিউসার অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে বের করে বাড়ির ওপর নজর রাখছে। তক্কে তক্কে আছে কবে ওই বাড়িতে অ্যাঞ্জেল আসবে। পাঁচদিন অপেক্ষার পরেও যখন অ্যাঞ্জেলের টিকিটিরও দেখা মিলল না, পাস্তারনাক বেরিয়ে পড়ল অভিযানে। মহিলা বাড়ি থেকে বেরুবার পনেরো মিনিট পরে সে উঠে এল দোতলায়, দরজার তালা খুলে ঢুকে পড়ল অ্যাপার্টমেন্টে। দ্রুত এবং আগাগোড়া সার্চ করল লেভ। কোনও ছবি, মেমো কিংবা ঠিকানা পেল না যা দিয়ে অ্যাঞ্জেলকে শনাক্ত করা সম্ভব। ক্লজিটে সুট দেখতে পেল লেভ। হেরেরা লেবেল পরীক্ষা করল, হ্যাঙার থেকে একটা জ্যাকেট বগলে পুরে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি ভূতের মতো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরদিন সকালে হেরেরা'র অফিসে ঢুকল লেভ পাস্তারনাক। তার চুল আলুথালু, পরনের পোশাক কুঁচকে আছে, মুখ দিয়ে ভক্‌ভক্‌ করে বেরুচ্ছে মদের গন্ধ।

দোকানের ম্যানেজার এগিয়ে এল লেভকে দেখে। অসন্তোষ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনাকে সাহায্য করতে পারি সেনর?’

দাঁত বের করে হাসল লেভ। ‘ইয়াহ্‌। সত্যিকথাই বলি, কাল পেটুকের মতো মদ গিলেছি। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েক লোকের সঙ্গে আমার হোটেলরুমে বসে কার্ড

খেলেছি। তারপর মদ খেয়ে সবাই মাতাল হয়ে যাই। ওদের একজন, নামটা এমুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না,— তার জ্যাকেট ফেলে রেখে গেছে আমার ঘরে।' লেভ জ্যাকেটটা তুলে দেখাল। হাত কাঁপছে। 'এতে আপনাদের লেবেল লাগানো দেখলাম। তাই ভাবলাম আপানারা হয়তো বলতে পারবেন কোন্ ঠিকানায় জ্যাকেটটি ওই লোকের কাছে ফেরত পাঠাব।'

জ্যাকেট পরীক্ষা করে দেখল ম্যানেজার। 'জ্বী, এ জ্যাকেটটি আমাদেরই বানানো। আমাদের রেকর্ড বুক ঘেঁটে দেখতে হবে। আপনাকে কোথায় পাব?'

'পাবেন না,' বিড়বিড় করল লেভ পাস্তারনাক। 'আমি আরেক জায়গায় যাব পোকার খেলতে। আপনাদের একটা কার্ড দিন। আমিই বরং পরে ফোন করব।'

'আচ্ছা,' ম্যানেজার লেভকে তার একটি কার্ড দিল।

'আশা করি জ্যাকেটটা নিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করবেন না?' মাতালের গলায় বলল লেভ।

'নিশ্চয় না,' বিরক্তি চেপে বলল ম্যানেজার।

ম্যানেজারের পিঠ চাপড়ে দিল লেভ পাস্তারনাক। 'গুড। আমি আজ বিকেলেই আপনাকে ফোন করছি।'

লেভ নিজের হোটেল রুম থেকে বিকেলে ফোন করলে ম্যানেজার জানাল, 'যে ভদ্রলোকের জন্য আমরা জ্যাকেটটি বানিয়েছিলাম তাঁর নাম সেনর এইচ.আর.ডি. মেন্ডোজা। অরোরা হোটেলে তাঁর একটি সুইট আছে, সুইট নাম্বার ৪১৭।'

লেভ পাস্তারনাক ঘরের দরজা বন্ধ করে ক্লজিট থেকে একটি সুটকেস বের করে বিছানায় রাখল। খুলল। ভেতরে শুয়ে আছে সাইলেন্সার পরানো একটি .৪৫ SIG-Saur পিস্তল। আর্জেন্টিনিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের এক বন্ধু ওকে অস্ত্রটা দিয়েছে। পিস্তলে গুলি ভরা আছে। তবু আরেকবার চেক করে দেখে নিল। সুটকেস ক্লজিটে ঢুকিয়ে রেখে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল পাঁচটা। লেভ পাস্তারনাক চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছে অরোরা হোটেলের চতুর্থতলার জনশূন্য করিডোর ধরে। ৪১৭ নাম্বার রুমের সামনে এসে দাঁড়াল। ডাইনে-বামে একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল আশপাশে কেউ আছে কিনা। নেই। তালায় একটা সরু তার ঢুকাল লেভ। ক্লিক শব্দে খুলে গেল দরজা। পকেট থেকে পিস্তল বের করল লেভ।

হলঘরের দরজা খোলার শব্দ পেল লেভ, এক ঝলক হাওয়া ঢুকল ঘরে। ও পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে, শক্ত এবং ঠাণ্ডা একটা জিনিসের স্পর্শ টের পেল ঘরে। ঠেসে ধরা হয়েছে।

'আমার কেউ পিছু নেয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করি না,' বলল অ্যাঞ্জেল।

ট্রিগার টেপার শব্দ হলো, পরমুহূর্তে লেভ পাস্তারনাকের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল গুলির আঘাতে।

অ্যাঞ্জেল জানে না পাস্তারনাক একা নাকি সঙ্গে কেউ আছে। তবে সে সবসময় সাবধানে চলাফেরা করে। ফোন এসেছে। এখন কাজে নামতে হবে। তবে তার আগে কিছু কেনাকাটা করা দরকার। পুইয়েরেডনে ড্রেসের ভালো একটা দোকান আছে। দামি দামি ড্রেস বিক্রি হয়। আর নিউসা সবচেয়ে ভালো জিনিসটাই পছন্দ করে। দোকানের ভেতরটা ঠাণ্ডা, নীরব।

'একটা নেগলিজি দেখান তো, ঝালর দেয়া,' বলল অ্যাঞ্জেল। মহিলা দোকানদার চোখ গোল গোল করে তাকাল অ্যাঞ্জেলের দিকে।

'আর একজোড়া প্যান্টি, কুঁচকির দিকটা চেরা...'

মিনিট পনেরো বাদে অ্যাঞ্জেল ফ্রেঙ্কেল-এ ঢুকল। এ দোকানের তাকে থরে থরে সাজানো চামড়ার পার্স, মোজা এবং ব্রিফকেস।

'একটা ব্রিফকেস দেখান তো। কালো।'

শেরাটন হোটেলের এল্ আলজিরে বুয়েনস আয়ারসের সেরা রেস্টুরেন্টগুলোর একটি। অ্যাঞ্জেল কিনারের ধারের একটি টেবিল দখল করল। নতুন কেনা ব্রিফকেসটি রাখল টেবিলের ওপর। ওয়েটার এল টেবিলে।

'গুড আফটার নুন।'

'আমাকে প্রথমে দেবে পার্গো, তারপর পারি লাডো, সঙ্গে পর্তোস এবং ভারদুরাস। সবশেষে ডেসার্ট খাব।'

'জ্বী, আচ্ছা।'

'রেস্ট রুমটা কোনোদিকে?'

'পেছন দিকে, ওই দরজা দিয়ে ঢুকে বামে যান।'

টেবিল ছাড়ল অ্যাঞ্জেল, রেস্টুরেন্টের পেছনদিকে পা বাড়াল, টেবিলে পড়ে থাকল ব্রিফকেস। সরু একটি করিডোরের দুপাশে দুটি ছোট দরজা। একটিতে লেখা Hombres, অপরটিতে Senoras। করিডোরের শেষ মাথায় ডাবল ডোরের রান্নাঘর। অ্যাঞ্জেল ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা, ও ভেতরে ঢুকল। এখন লাঞ্চের সময়। শেফরা রান্না নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। ওয়েটাররা ট্রে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকছে, বেরুচ্ছে। শেফরা ওয়েটারদের উদ্দেশে চিল্লাচিল্লি করছে। আর ওয়েটাররা চিল্লাচ্ছে বাস বয়দের লক্ষ্য করে।

অ্যাঞ্জেল পা বাড়াল। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটি গলিপথে চলে এল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পরে নিশ্চিত হলো কেউ ওর পিছু নেয়নি।

গলির মোড়ে একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাঞ্জেল ড্রাইভারকে হামবার্টো ওয়ান-এ যেতে বলল। এক ব্লক পরে নেমে গেল ট্যাক্সি থেকে, উঠল আরেক ট্যাক্সিতে।

'Donde, Por favor?'

'Aeropuerto,

ওখানে অ্যাঞ্জেলের জন্য লন্ডনের একটি টিকেট রাখা আছে। ট্যুরিস্ট। ফার্স্টক্লাসে

গেলে মানুষের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দুই ঘণ্টা পরে বুয়েনস আয়ারস নগরী ঢাকা পড়ল মেঘের আড়ালে যেন কোনও জাদুকর জাদু দিয়ে অদৃশ্য করে দিয়েছে শহরটি। ওর আগামী অ্যাসাইনমেন্টে মনোনিবেশ করল। ওকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা মনে পড়ল।

বাচ্চাগুলোও যেন ওর সঙ্গে মারা যায়। আর মৃত্যুটা হতে হবে দর্শনীয়।

কীভাবে কন্ট্রাক্ট পূরণ করবে সে-ব্যাপারে পরামর্শ বা নির্দেশ দেয়া পছন্দ নয় অ্যাঞ্জেলের। একমাত্র অ্যামেচাররাই প্রফেশনালদের উপদেশ দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায়। হাসল অ্যাঞ্জেল। *ওরা সবাই মারা যাবে। এবং এমন দর্শনীয় মৃত্যু হবে ওদের যা কেউ কোনোদিন চাক্ষুষ করেনি।*

চোখ বুজল অ্যাঞ্জেল। ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নহীন গভীর ঘুম।

গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে আসা ট্যুরিস্টদের ভিড়ে সরগরম লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্ট। ট্যাক্সিতে মে ফেয়ারে পৌঁছুতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল। চার্চিল লবি অতিথিদের আগমন এবং নির্গমনের কারণে ব্যস্ত।

এক বেলবয় অ্যাঞ্জেলের তিনটে লাগেজ হাতে তুলে নিল।

'লাগেজ নিয়ে আমার ঘরে চলে যাও। আমি কাজ সেরে আসছি।'

মোটামুটি বকশিশ দিল অ্যাঞ্জেল ছেলেটাকে। বেশি বকশিশ দিলে ছোকরা ওর কথা মনে গেঁথে রাখতে পারে। সে হোটেল এলিভেটরে পা বাড়াল। খালি লিফটে চড়ল।

এলিভেটর উপরে উঠছে। অ্যাঞ্জেল পাঁচ, সাত, নয় এবং দশ নাম্বার ফ্লোরের বোতাম টিপল, তবে নেমে পড়ল পাঁচতলায়। লবি থেকে কেউ যদি লক্ষ্য করেও থাকে সে বোকা বনে যাবে।

হোটেলের পেছনদিকে সার্ভিস সিঁড়ি আছে। চলন্ত সিঁড়ি। সিঁড়ির পরেই একটা গলি। চার্চিলে নাম লেখানোর পাঁচ মিনিট পরেই ট্যাক্সি নিয়ে আবার হিথ্রো বিমানবন্দরে ছুটল অ্যাঞ্জেল।

পাসপোর্টের নাম এইচ.আর.ডি মেন্ডোজা। ট্যারম এয়ার লাইন্সের টিকেট। মানে বুখারেস্ট। অ্যাঞ্জেল এয়ারপোর্ট থেকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাল

বুধবার আসছি

এইচ.আর.ডি. মেন্ডোজা

ঠিকানা এডি মালজের।

পরদিন সকালের দিকে ডরোথি স্টোন বলল, 'স্টানটন রজার্সের অফিস থেকে ফোন এসেছে।'

'আমি ধরছি,' উৎসুক গলায় বলল মেরী। খপ্ করে তুলে নিল রিসিভার। 'স্টান?'

স্টানটন রজার্সের সেক্রেটারির গলা শুনতে পেল মেরী। হতাশায় কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করল।

'মি. রজার্স আপনাকে ফোন করতে বলেছেন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। উনি এখন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আছেন তাই কথা বলা যাবে না। তবে আপনার কোনোকিছুর জরুরি প্রয়োজন হলে উনি আমাকে তা জানাতে বলেছেন। সমস্যাটা কী যদি আমাকে বলেন—

'না,' হতাশা চেপে রাখার চেষ্টা করল মেরী। 'আ—আমার সরাসরি ওনার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'কিন্তু কালকের আগে আপনি ওনাকে পাবেন বলে মনে হয় না। উনি জানিয়েছেন সুযোগ পেলেই আপনাকে ফোন করবেন।'

'ধন্যবাদ। আমি ওনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।' রিসিভার রেখে দিল মেরী। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর।

মেরী লুইয়ের বাড়িতে ফোন করল। কোনও সাড়া নেই। ফরাসি দূতাবাসে ফোন করল। তারাও জানে না ডাক্তার কোথায়।

'উনি এলেই আমাকে একটা ফোন করতে বলবেন, প্লিজ।'

ডরোথি স্টোন বলল, 'একটা মেয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। তবে নাম বলছে না।'

'আমি দেখছি,' ফোন তুলল মেরী। 'হ্যাল্লো, অ্যামবাসাডর অ্যাশলি বলছি।'

রোমানিয়ান উচ্চারণে নরম, মেয়েলি একটি কণ্ঠ বলল, 'আমি কোরিনা সকোলি।'

সঙ্গে সঙ্গে খাতায় লেখা হয়ে গেল নাম। বছর কুড়ির এক অপূর্ব সুন্দরী রোমানিয়ার প্রধান ব্যালে নর্তকী।

'আপনার সাহায্য দরকার,' বলল মেয়েটি। 'আমি এদেশে আর থাকব না ঠিক করেছি।'

আজ আমি এসব বিষয় সামাল দিতে পারব না, মনে মনে বলল মেরী। *অন্তত এখন নয়।*

'আ—আমি ঠিক জানি না তোমাকে সাহায্য করতে পারব কিনা,' বলল মেরী।

কান্না শুরু করে দিল কোরিনা সকোলি। 'প্লিজ! আমি যেখানে আছি সেখানে নিজেকে মোটেই নিরাপদ মনে করছি না। আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান।'

'তুমি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মেরী।

একমুহূর্ত বিরতি। তারপর, 'আমি মোলদাভিয়ায় রস্কো ইন-এ আছি। আপনি কি আসবেন?'

'আমি নিজে আসতে পারব না,' বলল মেরী, 'তবে একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি

তোমাকে নিয়ে আসার জন্য। এখানে আর ফোন কোরো না। তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো। আমি—'

খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল মাইক স্লেড। মেরী মুখ তুলে চাইল। ওকে দেখে জমে গেছে। মাইক ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

ফোনের অপরপ্রান্তে ওদিকে বলছে, 'হ্যালো? হ্যালো?'

'কার সঙ্গে কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল মাইক।

'ডা. দেসফরজেসের সঙ্গে,' সবার আগে এ নামটাই মনে এল মেরীর। রিসিভার নামিয়ে রাখল ও। আতঙ্কিত।

হাস্যকর কিছু করে বোসো না, নিজেকে বলল মেরী। *তুমি দূতাবাসে আছ। ও এখানে তোমার কোনও ক্ষতি করার সাহস পাবে না।*

'ডা. দেসফরজেস?' ধীরগলায় পুনরাবৃত্তি করল মাইক।

'হ্যাঁ। সে—সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।'

আহ্, কথাটা যদি সত্যি হতো!

মাইক স্লেডের চোখে অদ্ভুত একটা চাউনি। মেরীর ডেস্কল্যাম্পের আলোতে দেয়ালে মাইকেল ছায়া পড়েছে, ওকে ভূতুড়ে এবং বিশাল দানবের মতো লাগছে।

'কাজ করার মতো যথেষ্ট শক্তি কি আপনার শরীরে আছে?'

'অবশ্যই।'

মেরী মনেপ্রাণে চাইছে লোকটা যেন চলে যায়। তাহলে ও পালাতে পারবে। *আমি যে ভয় পেয়েছি তা ওকে বুঝতে দেয়া যাবে না।*

মেরীর কাছে চলে এল মাইক। 'আপনাকে খুব আড়ষ্ট ও চিন্তিত লাগছে। বাচ্চাদের নিয়ে কদিনের জন্য লেক থেকে ঘুরে আসুন না।'

যাতে আমি আরও সহজ টার্গেট হতে পারি।

মাইকের দিকে তাকিয়েই এমন ভয় পেয়ে গেছে মেরী যে দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। ইন্টারকম ফোন বেজে উঠল। উফ্, বাঁচা গেল।

'ইফ উই'ল এক্সকিউজ মি...'

'শিওর।'

এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল মাইক স্লেড, অপলক দৃষ্টি মেরীর দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল। সঙ্গে ওর ছায়া।

স্বস্তিতে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল মেরী, তুলল রিসিভার। 'হ্যালো!'

জেরী ডেভিস, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কনসুলার। 'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আপনার জন্য খুব খারাপ খবর আছে। এইমাত্র পুলিশ আমাদেরকে ফোন করে জানাল খুন হয়ে গেছেন ডা. লুই দেসফরজেস।'

বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগল ঘর। 'তুমি—তুমি ঠিক জানো?'

'জ্বী, ম্যাম। লাশের পাশে ডাক্তারের ওয়ালেট পাওয়া গেছে।'

পুরানো স্মৃতিগুলো দ্রুত ঝলসে উঠল। ফোনে একটি কণ্ঠ বাজছিল *'শেরিফ*

মুনস্টার বলছি। আপনার স্বামী গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।' পুরোনো দুঃখগুলো বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ধেয়ে এল, ওর গায়ে আছড়ে পড়ল, ওকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলল।

'ক্-কীভাবে ঘটনাটা ঘটল?' মেরীর গলা দিয়ে রা বেরোতে চাইছে না।

'গুলি করা হয়েছে তাঁকে।'

'কে– কাজটা কে করেছে জানতে পেরেছে পুলিশ?'

'না, ম্যা'ম। Securitate এবং ফরাসি দূতাবাস তদন্ত করছে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল মেরী। ওর শরীর এবং মন দুটোই অসাড়। ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। লুইর মৃত্যুটাকে ও কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। এত যন্ত্রণা ওর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু কে লুইকে হত্যা করল?

সঙ্গে সঙ্গে জবাবটাও পেয়ে গেল। *মাইক স্লেড।* লুই জেনে ফেলেছিল স্লেড মেরীকে আর্সেনিক খাওয়াচ্ছে। স্লেড ভেবেছে লুই মারা গেলে তার বিরুদ্ধে আর কেউ কোনোকিছু প্রমাণ করতে পারবে না।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়তে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

মাইক ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন? মেরীর জবাব ছিল ডা. দেসফরজেস। মাইক তখন জানত ডা. দেসফরজেস মারা গেছে।

সারাদিন অফিসে বসে বুদ্ধি করল মেরী এরপরে কী করবে। *আমাকে ও এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না। আমাকে ও হত্যা করতে পারবে না। ওকে আমার থামাতেই হবে।*

প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে রইল মেরী। ওর ভেতরে যে এত রাগ জমা ছিল নিজেই জানত না। নিজেকে রক্ষা করতে হবে ওর, রক্ষা করতে হবে বাচ্চাদের। আর মাইক স্লেডকে সে ধ্বংস করবে।

মেরী স্টানটন রজার্সকে আবার ফোন করল।

'আমি তাঁকে আপনার মেসেজ পৌঁছে দিয়েছি, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। উনি যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে ফোন করবেন বলেছেন।'

লুই'র মৃত্যু মেনে নিতে পারবে না মেরী। ও এত উষ্ণ এবং ভদ্র ছিল, এখন লাশ হয়ে পড়ে আছে কোনও মর্গে। *আমি যদি কানসাসে ফিরে যেতাম,* ভাবছে মেরী, *তাহলে লুই আজ বেঁচে থাকত।*

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর...

মুখ তুলে চাইল মেরী। একটা খাম হাতে দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি স্টোন।

'গেটের গার্ড আপনাকে এটা দিতে বলল। একটা ছেলে নাকি খামটা দিয়ে গেছে।'

খামের গায়ে লেখা 'Personal, for the Ambassador's Eyes only.'

খাম খুলল মেরী। তাম্রফলকে ঝকঝক করছে হাতের লেখা

প্রিয় ম্যাডাম অ্যামবাসাডর

পৃথিবীতে আপনার শেষ দিনটি উপভোগ করুন।

নিচে সই করা 'অ্যাঞ্জেল।'

মাইকের আরেকটা কৌশল, তবে এতে কাজ হবে না। আমার কোনো ক্ষতি ও করতে পারবে না, মনে মনে বলল মেরী।

কর্নেল ম্যাককিনি চিরকুট পড়লেন। মাথা নাড়লেন। 'কত যে অসুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের বাস দুনিয়ায়।' তাকালেন মেরীর দিকে। 'আজ বিকেলে নতুন আমেরিকান লাইব্রেরি ভবন উদ্বোধন। আপনার ওখানে হাজির থাকার কথা। আমি ওটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি।'

'না।'

'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, কাজটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে যদি আপনি—'

'আমার কিছু হবে না,' বিপদ আসলে কোথায় ভালোই জানা আছে মেরীর। আর বিপদ এড়ানোর কৌশলও ঠিক করে ফেলেছে সে।

'মাইক স্লেড কোথায়?'

'অস্ট্রেলিয়ান এমব্যাসীর মিটিঙে গেছে।'

'ওকে বলুন ও যেন এখুনি আমার সঙ্গে দেখা করে।'

'আপনি আমাকে খোঁজ করছিলেন?' স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল মাইক।

'হুঁ। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'শুধু হুকুম করুন।'

ওর মশকরাটাও থাপ্পড়ের মতো।

'একজন ফোন করেছে। বলেছে এ দেশ থেকে পালাতে চায়।'

'কে?'

মেয়েটির পরিচয় দেয়ার ইচ্ছে নেই মেরীর। মাইক মেয়েটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।'

'ওটা জানা জরুরি নয়। আপনি ওকে নিয়ে আসবেন। মোলদাভিয়ায় রস্কো ইনে আছে মেয়েটা।'

তর্ক করতে গিয়েও মেরীর চোখমুখের চেহারা দেখে আর সাহস হলো না মাইকের। 'ঠিক আছে। আপনি যা বলেন। আমি কাউকে পাঠিয়ে—'

'না,' ইস্পাত কঠিন মেরীর কণ্ঠ। 'আপনি যাবেন। আপনার সঙ্গে দুজন লোক থাকবে।'

গানি আর একজন মেরিন থাকলে মাইক কোনও চালাকি করতে পারবে না। মেরী গানিকে বলে দিয়েছে মাইক স্লেডকে যেন একমুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল না করে।

মাইক মেরীকে বিমূঢ় চোখে দেখছিল। 'আমার হাতে অনেক কাজ। কাল হয়তো–'

'আপনি এখুনি যাবেন। গানি আপনার অফিসে বসে আছে। মেয়েটাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।' মেরীর গলার স্বরই বলে দিল এ ব্যাপারে তার নির্দেশই চূড়ান্ত, কোনও তর্ক চলবে না।

ধীরে মাথা দোলাল মাইক। 'আচ্ছা।'

চলে গেল সে। ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মেরী। মাইক চোখের আড়াল হওয়া মানে ও নিরাপদ হয়ে গেল।

কর্নেল ম্যাককিনির নাম্বারের ফোন করল মেরী। 'আমি আজ বিকেলে আমেরিকান লাইব্রেরির অনুষ্ঠানে যাচ্ছি।'

'না-গেলেই ভালো করতেন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। কেন খামোকা নিজের বিপদ ডেকে আনছেন?'

'আমাকে যেতেই হবে। কারণ আমি আমার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছি। আমাকে একেক জন একেক সময় হুমকি দেবে আর আমি ক্লজিটে লুকিয়ে থাকব? একবার এরকম করলে আর জীবনেও কাউকে মুখ দেখাতে পারব না।'

আঠাশ

আমেরিকান লাইব্রেরির নতুন ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিকেল চারটায়। আলেকজান্দ্রু সাহিয়া স্কোয়ারে। আমেরিকান লাইব্রেরির পাশের প্রকাণ্ড খোলা জায়গাটিতে। তিনটের মধ্যে ভিড় জমে গেল ওখানে। কর্নেল ম্যাককিনি Securitate-প্রধান ক্যাপ্টেন অরেল ইসত্রাসের সঙ্গে কথা বলেছেন।

'আমরা আপনাদের রাষ্ট্রদূতের জন্য সর্বাধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব,' ইসত্রাস আশ্বাস দিয়েছে কর্নেলকে।

ইসত্রাসের যেমন কথা তেমন কাজ। চত্বর থেকে সমস্ত গাড়ি সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিল সে যাতে গাড়িবোমা হামলার আশঙ্কা না থাকে, গোটা এলাকা ঘিরে রাখল পুলিশ। লাইব্রেরি বিল্ডিং-এর ছাদে বন্দুক হাতে পাহারায় থাকল একজন শার্পশূটার।

বিকেল চারটার খানিক আগে সবকিছু রেডি হয়ে গেল। ইলেকট্রনিক এক্সপার্টরা গোটা এলাকা চষে ফেলেছে, কোনও বিস্ফোরকের সন্ধান পায়নি। চেক করা শেষ হলে ক্যাপ্টেন অরেল ইসত্রাস কর্নেল ম্যাককিনিকে বলল, 'আমরা রেডি।'

'বেশ,' কর্নেল ম্যাককিনি একজন এইডের দিকে ফিরলেন। রাষ্ট্রদূতকে আসতে বলো।'

মেরীকে চার মেরিন অ্যাকট করে নিয়ে এল লিমুজিনে, ওকে ঘিরে থাকল চারপাশ দিয়ে। গাড়িতে ঢুকল মেরী।

হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ফ্লোরিয়ান, 'গুড আফটারনুন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। নতুন লাইব্রেরিটা খুব সুন্দর হবে, তাই না?'

'হুঁ।'

গাড়ি চালাতে চালাতে বকবক করে যেতে লাগল ফ্লোরিয়ান, কিন্তু মেরী ওর কথা শুনছে না। তার চোখে ভাসছে লুইয়ের হাসিমুখ, মনে পড়ছে আদর করার স্মৃতি। কব্জিতে নখ বসিয়ে দিল মেরী যাতে শারীরিক ব্যথা মনের যাতনা দূর করে দিতে পারে। *আমি কাঁদব না,* মনে মনে বলল মেরী। আর *যা-ই করি না কেন, কান্নাকাটি করব না।*

গন্তব্যে পৌঁছার পরে দুই মেরিন এগিয়ে এল গাড়ির পাশে, সতর্ক নজর বুলাল চারদিকে, খুলে দিল দরজা।

'গুড আফটারনুন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

যেখানে অনুষ্ঠান হবে সেদিকে পা বাড়াল মেরী। Securitate-এর দুই সশস্ত্র সদস্য থাকল ওর সামনে, দুজন পেছনে, মানববর্ম তৈরি করে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল মেরীকে। ছাদে দাঁড়ানো স্নাইপার নিচের দৃশ্যটা দেখল।

মাঠের মধ্যে ছোট একটি বৃত্তাকার জায়গা খালি করা হয়েছে মেরীর জন্য। মেরী ওখানে হাজির হতে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন দর্শকরা। দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন রোমানিয়ান, আমেরিকান এবং বুখারেস্টে অন্যান্য দূতাবাসের অ্যাটাশেগণ। অল্প কজন পরিচিত মুখ দেখতে পেল মেরী তবে বেশিরভাগই অচেনা।

মেরী ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবল *আমি বক্তৃতা দেব কী করে? কর্নেল ম্যাককিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। আমার এখানে আসা উচিত হয়নি। আমি শোকাহত এবং আতঙ্কিত।*

কর্নেল ম্যাককিনি বললেন, 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, ইট'স মাই অনার টু প্রেজেন্ট দ্য অ্যামবাসাডর ফ্রম দ্য ইউনাইটেড স্টেটস।' হাততালি দিল দর্শক।

মেরী গভীর একটা দম নিল, তারপর শুরু করল, 'আজ আমরা এখানে যে কাজটি করছি তা ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের আরও বন্ধন সৃষ্টি হলো। এই নতুন ভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে। আপনারা আমাদের দেশের ইতিহাস জানতে পারবেন, জানতে পারবেন ভালো-মন্দ সমস্ত দিক। আমাদের দেশের শহর, কলকারখানা, খামার ইত্যাদির একটা পরিষ্কার ছবি পাবেন...'

কর্নেল ম্যাককিনি তাঁর লোকজন নিয়ে ভিড় ঠেলে মন্থরগতিতে হাঁটছেন। চিরকুটে লেখা ছিল, 'পৃথিবীতে আপনার শেষ দিনটি উপভোগ করুন।' হত্যাকারীর কাছে দিনের শেষ কখন? সন্ধ্যা ছ'টা? রাত ন'টা? মধ্যরাত?

...এই নতুন ভবনের কাজ শেষ হলে জানা যাবে আমেরিকা কেমন দেশ। আমরা আমাদের দেশের অন্তর দেখাব।'

চত্বরের দূরপ্রান্তে একটি গাড়ি হঠাৎ পুলিশের ক্যারিয়ার পার হয়ে কর্কশ শব্দ তুলে থেমে গেল ফুটপাতে। চমকে ওঠা পুলিশের লোকটা গাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে, ড্রাইভার লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে, দিল ছুট। দৌড়াতে দৌড়াতে পকেট থেকে একটা যন্ত্র বের করে চাপ দিল বোতামে। বিস্ফোরিত হলো গাড়ি, ধাতব টুকরো ছিটকে পড়ল দর্শকের গায়ে। তবে মেরী যেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে অতদূর পৌঁছাল না ধ্বংসাবশেষের খণ্ডাংশ। দর্শকরা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দিল, পালাতে চাইছে, দূরে সরে যেতে চাইছে অকুস্থল থেকে। ছাদের ওপরে স্নাইপার তার রাইফেল তুলল, ছুটতে থাকা লোকটার কলজে ফুটো করে দিল বুলেটের আঘাতে। পরপর দুটো গুলি করে লোকটার মৃত্যু নিশ্চিত করল সে।

আলেকজান্দ্রু সাহিয়া স্কোয়ার থেকে জনতার ভিড় ঠেলে সরিয়ে দিতে ঘণ্টাখানেক

সময় লাগল রোমানিয়ান পুলিশের। নিহত লোকটার লাশও সরিয়ে আনল। দমকল কর্মীরা ইতিমধ্যে জ্বলন্ত গাড়ির আগুন নিভিয়ে ফেলেছে।

মেরীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দূতাবাসে।

'আপনি বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নিন না?' কর্নেল ম্যাককিনি জিজ্ঞেস করলেন মেরীকে। 'এমন ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটল–'

'না,' জেদি গলায় বলল মেরী। 'আমি দূতাবাসেই যাব।'

একমাত্র ওখানেই ও স্টানটন রজার্সের সঙ্গে নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারবে। *অত্যন্ত দ্রুত তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে,* ভাবছে মেরী, *নইলে আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাব।*

যেসব ঘটনা ঘটছে তা সহ্য করা খুব কঠিন হয়ে পড়ছে মেরীর জন্য। মাইক স্লেড এখন এখানে নেই, তবু মেরীর ওপর হামলার চেষ্টা করা হয়েছে। তার মানে একা কাজ করছে না মাইক।

মেরী প্রার্থনা করল স্টানটন রজার্স যেন ওকে তাড়াতাড়ি ফোন করেন।

সন্ধ্যা ছ'টায় মাইক স্লেড ঢুকল মেরীর অফিসে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে।

'কোরিনা সকোলিকে আমি দোতলায় রেখে এসেছি,' চাঁছাছোলা গলায় বলল মাইক। 'কাকে নিয়ে আসতে হবে আমাকে আপনার তা জানানো উচিত ছিল। আপনি একটা মস্ত ভুল করেছেন। ওকে আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে। মেয়েটা এ দেশের জাতীয় সম্পদ। রোমানিয়ান সরকার কখনোই ওকে দেশের বাইরে যেতে দেবে না। যদি—'

কর্নেল ম্যাককিনি দ্রুত ঢুকলেন অফিসে। মাইককে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'আমরা লাশের পরিচয় জানতে পেরেছি। ও-ই অ্যাঞ্জেল। ওর আসল নাম এইচ.আর.ডি মোভোজা।'

কর্নেলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল মাইক। 'কিসের কথা বলছেন আপনি?'

'তুমি জানো না অ্যামবাসাডরকে আজ এক লোক খুন করতে চেয়েছিল?'

মাইক ঘুরল মেরীর দিকে। 'না তো!'

'অ্যাঞ্জেল ওনাকে মৃত্যু-পরোয়ানা পাঠিয়েছিল। আজ বিকেলে নতুন আমেরিকান লাইব্রেরি ভবন উদ্বোধনীতে সে অ্যামবাসাডরকে হত্যার চেষ্টা চালায়। ইসত্রাসের এক স্নাইপার তাকে গুলি করে মেরে ফেলে।'

নীরবে দাঁড়িয়ে আছে মাইক, অচঞ্চল দৃষ্টি মেরীর প্রতি নিবদ্ধ। কর্নেল ম্যাককিনি বললেন, 'অ্যাঞ্জেলের নাম প্রায় সব দেশের 'মোস্টওয়ান্টেড'-এর তালিকায় আছে।'

'ওর লাশ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মাইক।

'পুলিশ সদর দপ্তরের মর্গে।'

পাথরের স্ল্যাবের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে লাশ, নগ্ন। সাধারণ চেহারার এক লোক,

মাঝারি উচ্চতা, নজরে পড়ার মতো কিছু নেই তার মধ্যে, এক বাহুতে উল্কি আঁকা, ছোট, সরু নাক, শক্ত মুখ, অত্যন্ত ছোট ছোট পা, পাতলা চুল। তার জামাকাপড়গুলো টেবিলের ওপর স্তূপ করে রাখা হয়েছে।

মাইক জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে লেবেল পরীক্ষা করল। বুয়েনস আয়ারসের দোকানের জিনিস। চামড়ার জুতোজোড়াতেও আর্জেন্টিনিয়ান লেবেল লাগানো। জামাকাপড়ের সঙ্গে অনেকগুলো টাকাও আছে। কিছু রোমানিয়ান লেই, কিছু ফরাসি ফ্রাঁ, কিছু ইংলিশ পাউন্ড, কমপক্ষে দশ হাজার ডলারের আর্জেন্টিনা পেসো আছে- কয়েকটি চকচকে দশ পেসোর মুদ্রায়, বাকিগুলো ইউএন মিলিয়ন ডি পেসো নোট।

মাইক পুলিশ সার্জেন্টের দিকে ফিরল, 'এর সম্পর্কে কী তথ্য পেলেন?'

এ লোক দিনদুই আগে ট্যারম এয়ারলাইন্সের বিমানে চেপে লন্ডনে আসে। মেন্ডোজা নামে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে উঠেছিল। পাসপোর্টে তার বাড়ির ঠিকানা লেখা : বুয়েনস আয়ারস। পাসপোর্টটা জাল।

পুলিশের লোকটা লাশের ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাল। 'একে দেখে ইন্টারন্যাশনাল কিলারের মতো মনে হয় না, হয় কি?'

'না,' সায় দিল মাইক। 'মনে হয় না।'

দুই ডজন ব্লক দূরে, রেসিডেন্সের পাশ দিয়ে হাঁটছে অ্যাঞ্জেল। বাড়ির সামনে চারজন সশস্ত্র মেরিন পাহারারত। ভবনের আনুষঙ্গিক সবকিছু স্মৃতিতে গেঁথে নিচ্ছে অ্যাঞ্জেল। এ বাড়ির ছবি ওকে পাঠানো হয়েছে তবে অ্যাঞ্জেল প্রতিটি ডিটেইল নিজে খুঁটিয়ে দেখে নিতে পছন্দ করে। ফ্রন্ট ডোরের সামনে সাদা পোশাকে পঞ্চম গার্ড, হাতে দুটো ডোবারম্যান পিনশারের রশি।

টাউন স্কোয়ারের ঘটনাটা মনে করে মুচকি হাসল অ্যাঞ্জেল। সে লোকটাকে কিছু টাকা দিয়ে ভাড়া করেছিল। ওদেরকে চমকে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল অ্যাঞ্জেলের। আসল ঘটনা ঘটতে এখনও বাকি। *পাঁচ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আমি ওদেরকে এমন এক শো দেখাব যা ওরা জীবনেও ভুলবে না।*

ডরোথি স্টোন তড়িঘড়ি ঢুকল মেরীর অফিসে। 'ম্যাডাম অ্যামবাসাডর—আপনি এখুনি বাবল রুমে চল যান। মি. স্টানটন রজার্স ওয়াশিংটন থেকে ফোন করেছেন।'

'মেরী—তুমি কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু আস্তে বলো। গভীর একটা দম নাও, তারপর আবার শুরু করো।'

আতঙ্কে এবং ভয়ে কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল মেরীর। সে বুক ভরে শ্বাস নিল, তারপর বলল, 'আমি দুঃখিত, স্টান আপনি আমার কেব্‌ল পাননি?'

'না, আমি মাত্র ফিরেছি। তোমার কোনও কেবল আমি পাইনি। কী হয়েছে?'

হিস্টিরিয়া নিয়ন্ত্রণের প্রাণপণ চেষ্টা করল মেরী। *কোত্থেকে শুরু করব আমি?*

আবার গভীর দম নিল ও। 'মাইক স্লেড আমাকে হত্যা করতে চাইছে।'

ও পাশে নীরবতা। 'মেরী—তুমি কী—'

'আমি আপনাকে বানিয়ে কিছু বলছি না। 'আমি ফরাসি দূতাবাসের এক ডাক্তার, লুই দেসফরজেসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ছিল। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছিল আমাকে আর্সেনিজ খাওয়ানো হচ্ছে। আর মাইক এ কাজ করেছে।'

এবারে তীক্ষ্ণ শোনাল স্টানটন রজার্সের কণ্ঠ। 'তোমার এরকম ধারণা হওয়ার কারণ?'

'লুই—ড. দেসফরজেস কারণ খুঁজে বের করে। মাইক স্লেড প্রতিদিন আমার জন্য কফি বানিয়ে ওতে আর্সেনিক মিশিয়ে দিত। মাইকের কাছে যে আর্সেনিক আছে সে প্রমাণও আমি জোগাড় করেছি। গত রাতে খুন হয়ে গেছে লুই। আর আজ বিকেল স্লেডের এক সঙ্গী আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে।'

এবারে নীরবতা দীর্ঘতর হলো।

যখন কথা বললেন স্টানটন রজার্স, জরুরী ভাব ফুটল স্বরে, 'খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তোমাকে করছি, মেরী। ভেবেচিন্তে জবাব দাও। মাইক স্লেড ছাড়া অন্য কেউ কি তোমাকে হত্যা করতে চাইতে পারে না?'

'না। মাইক প্রথমদিন থেকেই চাইছিল আমি যেন রোমানিয়া ছেড়ে চলে যাই।'

স্টানটন রজার্স বললেন, 'ঠিক আছে। আমি কথাটা প্রেসিডেন্টকে জানাচ্ছি। আমরা স্লেডকে শায়েস্তা করব। আমি তোমার জন্য ওখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি।'

'স্টান—রোববার রাতে আমি রেসিডেন্সে ফোর্থ অব জুলাই'র পার্টি দেব। অতিথিদেরকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। পার্টি ক্যান্সেল করে দেব?'

একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন স্টানটন রজার্স। 'পার্টির আইডিয়া খারাপ না। সবসময় মানুষজন পরিবৃষ্ট হয়ে থাকবে, মেরী—আর বাচ্চাদের কখনও চোখের আড়াল করবে না। এক মিনিটের জন্যও না। স্লেড ওদেরকে অবলম্বন করে তোমার কাছে পৌঁছার চেষ্টা করতে পারে।'

শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা ধারা নামল মেরীর। 'ও এসব করছে কেন? কী আছে এসবের পেছনে?'

'জানলে তো ভালোই হত। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে কারণটা অবশ্যই খুঁজে বের করব। যত্দুর সম্ভব ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে।'

গম্ভীর গলায় মেরী বলল, 'ভাববেন না। আমি বুঝেশুনেই চলব।'

'তোমার সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখব।'

ফোন রেখে দিল মেরী। মাথা থেকে যেন দশমণি একটা বোঝা নেমে গেছে। *সব ঠিক হয়ে যাবে,* আপন মনে বলল মেরী। *আমার এবং বাচ্চাদের কোনও ক্ষতি হবে না।*

প্রথম রিং হতেই সাড়া দিল এডি মালজ।

দশ মিনিট চলল কথোপকথন।

'আমি এদিকের সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখব,' বলল এডি মালজ।

ফোন রেখে দিল অ্যাঞ্জেল।

এডি মালজ ভাবছে *এতসব জিনিস দিয়ে অ্যাঞ্জেল করবেটা কী।* ঘড়ি দেখল সে। *এখনও আটচল্লিশ ঘণ্টা বাকি।*

স্টানটন রজার্স মেরীর সঙ্গে কথা বলা শেষ করেই ফোন করলেন কর্নেল ম্যাককিনিকে।

'বিল, স্টানটন রজার্স।'

'জ্বী, স্যার? কী করতে হবে বলুন?'

'মাইক স্লেডকে পিকআপ করো। আমি ফোন না করা পর্যন্ত ওকে ক্লোজ কাস্টডিতে রাখবে।'

অবিশ্বাস ফুটল কর্নেলের কণ্ঠে। 'মাইক স্লেড?'

'ওকে ধরো, সবার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলো। কাছে বোধহয় অস্ত্র আছে। আর ও খুবই বিপজ্জনক। ওর সংস্পর্শে যেন কেউ না আসে।'

'জ্বী, স্যার।'

'ওকে পাওয়া মাত্র হোয়াইট হাউজে, আমাকে ফোন করে জানাবে।'

'জ্বী, স্যার।'

দুই ঘণ্টা পরে স্টানটন রজার্সের ফোন বাজল। চট করে রিসিভার তুললেন তিনি। 'ইয়েস?'

'কর্নেল ম্যাককিনি বলছি, মি. রজার্স।'

'স্লেডকে পেয়েছ?'

'না, স্যার। একটা সমস্যা হয়েছে।'

'কী সমস্যা?'

'উধাও হয়ে গেছে মাইক স্লেড।'

উনত্রিশ

সোফিয়া, বুলগেরিয়া

শনিবার, ৩ জুলাই

৩২, প্রেজভিটের কুতমার সাদামাটা চেহারার একটি ছোট ভবনে ইস্টার্ন কমিটির একদল সদস্য মিটিং করছেন। টেবিল ঘিরে বসেছেন রাশিয়া, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, পাকিস্তান, ভারত এবং মালয়েশিয়ার শক্তিশালী প্রতিনিধিরা।

বক্তৃতা দিচ্ছেন চেয়ারম্যান 'ইস্টার্ন কমিটিতে আজ যারা যোগ দিলেন সেইসব ভাইবোনকে স্বাগত জানাচ্ছি। আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, কমিটির কাছ থেকে খুব ভালো খবর পেয়েছি। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চলছে। আমাদের পরিকল্পনার সর্বশেষ অংশ সফলভাবে শেষ হওয়ার পথে। এটা ঘটবে কাল রাতে বুখারেস্টে, আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের রেসিডেন্সে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং টেলিভিশন কাভারেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

কালি যার কোড নেম সে বলল, 'আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর দুই বাচ্চা?'

'ওদেরকে হত্যা করা হবে, সেইসঙ্গে মারা যাবে শতাধিক আমেরিকান। যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটতে যাচ্ছে তার বিরাট ঝুঁকি সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত রয়েছি। কাজটা আমরা করছি এবং সেজন্য আপনাদের সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। আমি সবার ভোট নেব। টেবিলের দূরপ্রান্তে তাকালেন তিনি। 'ব্রহ্মণ?'

'ইয়েস।'

'বিষ্ণু?'

'ইয়েস।

'গণেশ?'

'ইয়েস।'

'যম?'

'ইয়েস।'

'ইন্দ্র?'

'ইয়েস।'

'কৃষ্ণ?'

'ইয়েস।'

'কালি?'

'ইয়েস।'

'সর্বসম্মতভাবে ভোট নেয়া হলো,' ঘোষণা করলেন চেয়ারম্যান।

'বিষয়টি বাস্তবায়নে যিনি বিরাট সহযোগিতা করেছেন তাঁকে আমরা সর্বসম্মতভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই।' তিনি ফিরলেন আমেরিকানের দিকে।

'মাই প্লেজার।' বলল মাইক স্লেড।

শনিবার শেষ বিকেলে ফোর্থ অভ জুলাইয়ের পার্টির ডেকোরেশনের মালপত্র বুখারেস্টে বয়ে নিয়ে এল একটি C-120 হারকিউলিস। ট্রাকে করে মাল সরাসরি চলে গেল ইউনাইটেড স্টেটস সরকারি গুদামে। কার্গোতে রয়েছে এক হাজার লাল, সাদা এবং নীল বেলুন, পাঁচটি সমতল বাক্সে প্যাক করা, বেলুনে গ্যাস ভরার জন্য হিলিয়াম গ্যাসভর্তি ইস্পাতের তিনটি সিলিন্ডার, আড়াই শো রোল রঙিন কাগজ, নয়জ মেকার্স, ডজনখানেক ব্যানার এবং ছয় ডজন মিনিয়েচার আমেরিকান পতাকা। গুদামঘরে রাত আটটার দিকে খালাস করা হলো মাল। দুই ঘণ্টা পরে একটি জিপে হাজির হলো ইউএস আর্মির ছাপ মারা দুটো অক্সিজেন-সিলিন্ডার। ড্রাইভার সিলিন্ডার দুটি ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল।

রাত একটার সময়, জনশূন্য গুদামঘরে হাজির হয়ে গেল অ্যাঞ্জেল। গুদামঘরের দরজায় তালা মারা নেই। অ্যাঞ্জেল সিলিন্ডারের দিকে হেঁটে গেল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরখ করল। তারপর লেগে গেল কাজে। প্রথম কাজ হলো তিনটে হিলিয়াম ট্যাংক এক-তৃতীয়াংশ খালি করা। বাকি কাজটা পানির মতো সোজা।

৪ঠা জুলাই সকালবেলা রেসিডেন্সে যেন ঝড় শুরু হয়ে গেল। মেঝে ঘষেমেজে পরিষ্কার করা হলো, দূর করা হলো ঝাড়বাতির ধুলো, ধোয়া হলো কার্পেট। বলরুমের একাংশ থেকে হাতুড়ির আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। ওখানে ব্যান্ডের জন্য মঞ্চ তৈরি করা হবে। হলওয়েতে গুঞ্জন তুলল ভ্যাকুম ক্লিনার, রান্নাঘর থেকে ভেসে আসতে লাগল জিভে জল আনা গন্ধ।

ওইদিন বিকেল চারটায় একটি ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি ট্রাক এসে থামল রেসিডেন্সের গেটের সামনে। ডিউটিরত গার্ড ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ট্রাকে কী আছে?'

'পার্টির জন্য জিনিসপত্র।'

'দেখি তো।'

গার্ড উঁকি দিল ট্রাকের ভেতরে। 'বাক্সে কী?'

'হিলিয়াম গ্যাস, বেলুন, পতাকা ইত্যাদি।'

'খোলো।'

মিনিট পনেরো পরে ট্রাক বাড়ির ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পেল। ভেতরের

কম্পাউন্ডে একজন কর্পোরাল এবং দুই মেরিন মিলে ট্রাকের মাল সামাল নামিয়ে মূল বলরুমের লাগোয়া বড় স্টোররুমে নিয়ে যেতে লাগল।

ওরা বাক্স খুলছে, একজন মেরিন বলল, 'বেলুনগুলো দ্যাখো। এত বড় বড় বেলুন ফোলাবে কে?'

এমন সময় এডি মালজ ভেতরে এল, সঙ্গে আর্মির পোশাক পরা এক লোক।

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বলল সে। 'এখন টেকনোক্রেসির যুগ।' আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল সে। 'ইনি বেলুন ফোলাবেন। কর্নেল ম্যাককিনি এঁকে পাঠিয়েছেন।'

একজন মেরিন গার্ড আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমার চেয়ে আপনি ভালোই বেলুন ফোলাতে পারবেন।'

দুজন মেরিন চলে গেল।

'আপনি এক ঘণ্টা সময় পাবেন,' আগন্তুককে বলল এডি মালজ। 'কাজে লেগে যান। অনেক বেলুন ফোলাতে হবে।

মালজ কর্পোরালের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

কর্পোরাল একটি সিলিন্ডার দেখিয়ে বলল, 'এর মধ্যে কী আছে?'

'হিলিয়াম।' সংক্ষিপ্ত জবাব আগন্তুকের।

কর্পোরাল দাঁড়িয়ে থেকে দেখল আগন্তুক একটি বেলুন তুলে নিয়ে সিলিন্ডারের মুখে পরিয়ে দিল। মুহূর্তে বেলুনে গ্যাস ভরা হলে সুতো দিয়ে মুখটা বেঁধে দিল। বেলুন ভেসে গিয়ে ঠেকল ছাদে। পুরো কাজটা করতে এক সেকেন্ডের বেশি লাগল না।

'বাহ্, দারুণ তো।' হাসল কর্পোরাল।

দূতাবাসের অফিসে বসে কতগুলো টেলেক্স শেষ করল মেরী, ওগুলো এখুনি পাঠিয়ে দেবে। পার্টিটা বাতিল হোক, মনেপ্রাণে তা-ই চাইছে ও। দু-শতাধিক অতিথি আসবেন। পার্টি শুরু হওয়ার আগেই মাইক স্লেড ধরা পড়ে যাবে, কামনা করছে মেরী।

রেসিডেন্সে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা হয়েছে বেথ এবং টিমকে। *মাইক স্লেড ওদের কী করে ক্ষতি করবে?* অথচ এই মাইকই ওর বাচ্চাদের সঙ্গে কত মজা করে খেলা করত। কিন্তু সেই মাইক আর এ মাইক এক নয়।

কতগুলো কাগজ শ্রেডারে ঢোকানোর জন্য চেয়ার ছাড়ল মেরী—এবং জমে গেল মূর্তির মতো। মাইক স্লেড কানেক্টিং ডোর দিয়ে ঢুকছে ওর অফিসে। চিৎকার দেয়ার জন্য মুখ হাঁ করল মেরী।

'না!'

ভয় পেয়েছে মেরী। ওকে বাঁচানোর মতো কেউ নেই। সাহায্য চাইবার আগেই মাইক ওকে খুন করে ফেলবে। তারপর যেভাবে গোপনে এসেছে পালিয়েও যাবে সেভাবে। গার্ডদের ফাঁকি দিল কী করে মাইক? *আমি যে ভয় পেয়েছি তা কিছুতেই ওকে বুঝতে দেব না।*

'কর্নেল ম্যাককিনির লোকেরা আপনাকে খুঁজছে। আপনি আমাকে খুন করতে পারেন,' উদ্ধত গলায় বলল মেরী, 'তবে পালাতে পারবেন না।'

'আপনি বড্ড বেশি রূপকথার গল্প শোনেন। অ্যাঞ্জেল আপনাকে খুন করতে চাইছে।'

'আপনি মিথ্যাবাদী। অ্যাঞ্জেল মারা গেছে। আমি নিজের চোখে ওকে গুলি খেতে দেখেছি।'

'অ্যাঞ্জেল আর্জেন্টিনার এক প্রফেশনাল কিলার। সে কখনোই নিজের পোশাকে আর্জেন্টিনার লেবেল লাগিয়ে এবং পকেটে আর্জেন্টিয়ান পেসো নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে না। পুলিশ যাকে গুলি করে মেরেছে সে এক অ্যামেচার, ভাড়ায় খাটত।'

'আপনার কোনও কথাই আমি বিশ্বাস করি না, আপনি লুই দেসফরজেসকে হত্যা করেছেন। আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছেন। এসব অস্বীকার করতে পারেন?'

মেরীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মাইক। 'না, আমি এসব অস্বীকার করছি না। আপনি বরং পুরো গল্পটা আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনুন।' নিজের অফিসের দরজার দিকে ফিরল সে। 'আসুন, বিল।'

ঘরে ঢুকলেন কর্নেল ম্যাককিনি। 'আমার মনে হয় খোলাখুলিভাবে কিছু কথা এখন বলা যেতে পারে, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।

রেসিডেন্সের স্টোররুমে আর্মির উর্দি পরা আগন্তুক বেলুনে গ্যাস ভরছিল। তার দিকে তাকিয়ে আছে মেরিন কর্পোরাল। সে বুঝতে পারছে না কেন সাদা বেলুনগুলোতে একটি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস ভরা হচ্ছে, লাল বেলুনে গ্যাস ভরছে দ্বিতীয় সিলিন্ডার থেকে আর নীল বেলুন তৃতীয় সিলিন্ডার থেকে। একটা সিলিন্ডার পুরো খালি হবার পরেই তো অন্য আরেকটা সিলিন্ডারের গ্যাস ব্যবহার করতে পারত। আগন্তুক ভাবছে কর্পোরাল। একবার ভাবল জিজ্ঞেস করি কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। এর সঙ্গে কথা বলতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না কর্পোরালের।

মাইক স্লেড এবং কর্নেল ম্যাককিনিকে সামনে নিয়ে নিজের অফিসে বসেছে মেরী।

'প্রথম থেকে শুরু করি,' বললেন কর্নেল ম্যাককিনি। 'উদ্বোধনী ভাষণে প্রেসিডেন্ট যখন ঘোষণা দিলেন তিনি লৌহযবনিকার প্রতিটি দেশের সঙ্গে খোলামেলা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, ওইদিন আসলে একটা বোমা ফাটিয়েছেন তিনি। আমাদের সরকারের মধ্যে একটা দলের আশঙ্কা আমরা যদি রোমানিয়া, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশের সঙ্গে জড়িয়ে যাই তাহলে কম্যুনিস্টরা আমাদেরকে ধ্বংস করে পেলবে। আবার লৌহযবনিকার একটি অংশের কম্যুনিস্টদের ধারণা আমাদের প্রেসিডেন্ট আসলে তাঁর প্ল্যানের কথা বলে একটা ফাঁদ পাততে চাইছেন—ট্রোজান ঘোড়ায় লুকিয়ে আমাদের পুঁজিবাদী গুপ্তচরদের তাদের দেশে ঢুকিয়ে দেবেন।

দু-পক্ষেরই শক্তিশালী কিছু ব্যক্তি মিলে একটি অত্যন্ত গোপনীয় জোট গড়ে তুলেছিলেন প্যাট্রিয়টস ফর ফ্রিডম নামে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা ধ্বংস করার একমাত্র রাস্তা তাঁকে তাঁর প্ল্যান শুরু করতে দেয়া, তারপর এমন নাটকীয় কায়দায় ওটা ধ্বংস করা হবে যাতে আর কোনোদিন ওই প্ল্যান শুরু করা না যায়। তারপর আপনি চলে এলেন রঙ্গমঞ্চে।'

'কিন্তু—আমি কেন? আমাকে কেন নির্বাচন করা হলো?'

'কারণ প্যাকেজিংটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল,' জবাব দিল মাইক।

'আপনি এজন্য ছিলেন পারফেক্ট। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আপনি, দুটি সন্তানের মা। ওদের যেরকম ইমেজ দরকার ছিল তার সঙ্গে আপনি খাপে খাপে মিলে গিয়েছিলেন। ওরা আপনাকে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু আপনার স্বামী যখন এজন্য বাধা হয়ে দাঁড়ান, ওরা তাকে হত্যা করে। কিন্তু ঘটনা এমনভাবে সাজায় যাতে দেখে মনে হয় দুর্ঘটনা। যাতে আপনার মনে কোনও সন্দেহ না জাগে এবং আপনি পদটি গ্রহণে অস্বীকৃতি না-জানাতে পারেন।'

'ওহ্, মাই গড!' আঁতকে উঠল মেরী।

'ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল আপনাকে তৈরি করা। 'ওল্ড বয়' নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ওরা সারা পৃথিবীতে প্রেস কানেকশানগুলো ব্যবহার করে এবং এমনভাবে আপনাকে উপস্থাপন করা হয় যাতে আপনি সবার চোখের মণি হয়ে ওঠেন। আপনি এক সুন্দরী নারী যিনি পৃথিবীকে শান্তির পথে নেতৃত্ব দেবেন।'

'আ– তারপর?'

মাইক গলার স্বর নরম করল। 'ওদের প্ল্যান হলো আপনাকে এবং আপনার বাচ্চা দুটোকে হত্যা করা। তবে হত্যাযজ্ঞটি ঘটানো হবে এমন ভয়ংকর এবং নির্মমভাবে যাতে দাঁতাত নিয়ে আর কেউ কখনও কল্পনা করারও সাহস না পায়।'

মেরী কাঠ হয়ে বসে শুনছে।

'মাইক সিআইএ'র সঙ্গে আছে,' বললেন কর্নেল ম্যাককিনি।

'আপনার স্বামী এবং মারিন গ্রোজা খুন হবার পরে মাইক প্যাট্রিয়টস ফর ফ্রিডম-এর দলে ভিড়ে যাবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ওরা ভেবেছে মাইক ওদের মতকে সমর্থন করে, তাই তারা মাইককে তাদের দলে যোগদানের আমন্ত্রণ জানায়। বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি অনুমোদন দিয়েছেন। প্রতিটি ডেভেলপমেন্টের খবর প্রেসিডেন্ট জানেন। তিনি আপনার এবং আপনার সন্তানদের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ। তবে তিনি যা জানেন তা নিয়ে আপনি বা অন্য কারও সঙ্গে আলোচনার সাহস পাননি। কারণ সিআইএ প্রধান নেড টিলিংগাস্ট প্রেসিডেন্টকে সাবধান করে দিয়েছেন হাই লেভেলে কোথাও একটা ছিদ্র আছে।'

বন বন করে ঘুরছে মেরীর মাথা। মাইককে বলল, 'কিন্তু আপনি তো আমাকে খুন করতে চেয়েছিলেন।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাইক। 'লেডি, আমি আপনার জীবন বাঁচাতে চেয়েছি। আমি

নানানভাবে চেষ্টা করেছি যাতে আপনি আপনার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দেশে ফিরে যান।'

'কিন্তু—আপনি আমাকে বিষ খাইয়েছেন।'

'খুব বেশি পরিমাণে নয়। আমি চেয়েছিলাম আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ে রোমানিয়া ত্যাগ করবেন। আমাদের ডাক্তাররা আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি আপনাকে সত্যকথাটা বলতে পারিনি কারণ তাহলে সবকিছু কেঁচে-গন্ডূষ হয়ে যেত। ওদেরকে হাতেনাতে ধরার একমাত্র সুযোগটা হারিয়ে ফেলতাম। আমরা এখনও জানি না কে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কখনও মিটিঙে আসেন না। তাঁকে সবাই শুধু কন্ট্রোলার হিসেবে চেনে।'

'আর লুই?'

'ডাক্তার ওদেরই লোক ছিল। সে ছিল অ্যাঞ্জেলের ব্যাক-আপ। ডাক্তার এক্সপ্লোসিভ-এক্সপার্ট। ওরা ওকে এখানে নিয়ে এসেছিল যাতে আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সাজানো একটি কিডন্যাপিং-এর আয়োজন করা হয় এবং আপনাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে মি. চার্ম।' মেরীর চেহারার ভাব লক্ষ করছে মাইক। 'আপনি ছিলেন একা এবং ভালোনেরাবল। ফলে প্ল্যানটা কাজে লেগে যায়। তবে আপনিই প্রথম নন, ওই ডাক্তারের প্রেমে পড়েছে আরও অনেকেই।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল মেরীর। *হাস্যোজ্জ্বল শোফার। কোনও রোমানিয়ান সুখী নয়, বিদেশীরা ছাড়া। আমি চাই না আমার বউ বিধবা হোক।*

ধীর গলায় মেরী বলল, 'এর মধ্যে ফ্লোরিয়ানও জড়িত। সে ইচ্ছে করে গাড়ির চাকা নষ্ট করে আমাকে গাড়িতে চড়তে দেয়নি।'

'ওকে আমরা পাকড়াও করব।'

একটা ব্যাপার খোঁচাচ্ছিল মেরীকে। 'মাইক—আপনি লুইকে কেন মেরে ফেললেন?'

'এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না। ওদের প্ল্যানের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল আপনাকে এবং আপনার দুই বাচ্চাকে মেরে ফেলা এবং সেটা লোকজনের সামনে। লুই জানত আমি কমিটির সদস্য। যখন সে জানল আমি আপনাকে বিষ খাওয়াচ্ছি, সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠল। আপনার তো ওভাবে মরে যাওয়ার কথা নয়। সে বিষয়টি কাউকে বলে দেয়ার আগেই আমি তাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিই।'

বসে রইল মেরী, ধাঁধা-রহস্যের সমাধান শুনছে। যে লোকটাকে সে দু-চক্ষে দেখতে পারত না সে তাকে বিষ খাওয়াত বাঁচিয়ে রাখার জন্য, আর যাকে ও ভালোবাসত সে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিল নাটকীয় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য।

'স্টানটন—' বলল মেরী। 'উনি কী?'

'উনি সবসময়ই আপনার ভালো চান,' ওকে আশ্বস্ত করলেন কর্নেল ম্যাককিনি। 'উনি যখন শুনলেন মাইক আপনাকে খুন করতে চাইছে, উনি মাইককে গ্রেফতার করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

মাইকের দিকে ফিরল মেরী। এই মানুষটিকে পাঠানো হয়েছে ওকে রক্ষা করার

জন্য, অথচ একে সবসময় ও শত্রুপক্ষ ভেবে এসেছে।

'লুই তাহলে কখনও বিয়ে করেনি?'

'না।'

মেরীর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। 'কিন্তু—আমি যখন এডি মালজকে খবর নিতে বললাম সে বলল লুই বিয়ে করেছে এবং দুই বাচ্চার বাপ।'

মাইক এবং কর্নেল ম্যাককিনি দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

'ওর ব্যবস্থা আমি করছি,' বললেন ম্যাককিনি। 'আমি ওকে ফ্রাংকফুর্টে পাঠিয়েছি। ওকে গ্রেফতার করব।'

'অ্যাঞ্জেল কে?' জিজ্ঞেস করল মেরী।

মাইক জবাব দিল, 'দক্ষিণ আমেরিকার গুপ্তঘাতক। সম্ভবত বিশ্বের সব সেরা কিলার। আপনাদেরকে হত্যা করার জন্য কমিটি অ্যাঞ্জেলকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে।'

মেরী অবিশ্বাস নিয়ে কথা শুনছে।

মাইক বলে চলল, 'আমরা জানি সে এখন বুখারেস্টে। আমরা সব জায়গা কাভার করে রেখেছি—এয়ারপোর্ট, রাস্তাঘাট, রেলওয়ে স্টেশন—কিন্তু অ্যাঞ্জেল দেখতে কেমন সে ব্যাপারে আমাদের কোনও ধারণাই নেই। সে ডজনখানেক পাসপোর্ট ব্যবহার করে। আজতক সরাসরি কেউ তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি। ওর এক রক্ষিতা আছে, নিউসা মুনিজ, তার মাধ্যমে অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। কমিটির বিভিন্ন দলগুলোর এমন শ্রেণীবিন্যাস, আমি জানতে পারিনি কে অ্যাঞ্জেলকে এখানে আসার অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে কিংবা অ্যাঞ্জেলের প্ল্যানটাই বা কী।'

'আমাকে ওর হাত থেকে রক্ষা করবেন কীভাবে?'

'রোমানিয়ান সরকারের সাহায্যে,' বললেন কর্নেল ম্যাককিনি।

'আজ রাতের পার্টির জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা সম্ভাব্য প্রতিটি অনিশ্চিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত।'

'এখন কী ঘটছে?' প্রশ্ন করল মেরী।

জবাব দিল মাইক। 'বিষয়টি আপনার ওপর নির্ভর করছে। অ্যাঞ্জেলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আজ রাতের পার্টিতেই তার কাজ সারতে। আমরা ওকে ঠিকই ধরতে পারব। তবে আপনি যদি বাচ্চাদের নিয়ে পার্টিতে না যান...' ও থেমে গেল আচমকা।

'তাহলে ও আর চেষ্টা করবে না।'

'আজ হয়তো করবে না। তবে আজ হোক কাল হোক, আপনাকে সে মুঠোয় পাবার চেষ্টা করবেই।'

'আপনি আমাকে টার্গেট হতে বলছেন?'

কর্নেল ম্যাককিনি বললেন, 'আপনি রাজি না হলেও পারেন, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর।'

আমি এসবের এখনই পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারি। আমি এ দুঃস্বপ্ন পেছনে ফেলে

বাচ্চাদের নিয়ে কানসাস চলে যেতে পারি। শিক্ষকতায় ফিরে গিয়ে আবার শুরু করতে পারি জীবন। সাধারণ একজন মানুষের মতো। কেউ স্কুলশিক্ষকদের হত্যা করতে চাইবে না। অ্যাঞ্জেল ভুলে যাবে আমাকে।

মাইক এবং কর্নেল ম্যাককিনির দিকে মুখ তুলে চাইল মেরী।

'আমি এ বিপদের মধ্যে আমার বাচ্চাদের জড়াতে চাই না।'

কর্নেল ম্যাককিনি বললেন, 'বেথ এবং টিমকে আমি রেসিডেন্স থেকে বের করে এখানে নিয়ে আসব।'

মেরী অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল মাইকের দিকে। শেষে বলল, 'বলির পাঠারা কী ধরনের ড্রেস পরে পার্টিতে যায়?'

ত্রিশ

দূতাবাসে, কর্নেল ম্যাককিনি নিজের অফিসে বসে দুই ডজন মেরিনকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

'রেসিডেন্সকে ফোর্ট নক্সের মতো পাহারা দিতে হবে,' ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন কর্নেল ম্যাককিনি। 'রোমানিয়ারা আমাদের সাহায্য করছে। আইওনেস্কু তাঁর সৈন্যদের দিয়ে ঘিরে রেখেছেন স্কোয়ার। পাস ছাড়া কেউ ভেতরে যেতে পারবে না। রেসিডেন্সের প্রতিটি প্রবেশপথে আমরা নিজেদের চেক পয়েন্ট বসিয়েছি। ভেতরে যে-ই ঢুকুক বা বের হয়ে আসুক, মেটাল ডিটেকটেরের মাঝ দিয়ে যেতে হবে তাকে। ভবন এবং গ্রাউন্ড চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হবে। ছাদে থাকবে স্নাইপার। কোনও প্রশ্ন?'

'না, স্যার।'

'ডিসমিসড।'

বাতাসে প্রবল উত্তেজনা। বড় বড় স্পটলাইটের আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে রেসিডেন্স, আলোকিত করে রেখেছে আকাশ। আমেরিকান মিলিটারি পুলিশ এবং রোমানিয়ান পুলিশ মিলে নজর রাখছে অতিথিদের ওপর। সাদা পোশাকধারীরা মিশে গেছে ভিড়ে, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর। এদের কেউ কেউ ট্রেনিংপ্রাপ্ত পুলিশের কুকুর ব্যবহার করছে এক্সপ্লোসিভের খোঁজে।

রাজ্যের সাংবাদিক এসে ভিড় করেছে রেসিডেন্সে। ডজনখানেক দেশ থেকে ফটোগ্রাফার এবং সাংবাদিকরা এসেছে। তবে রেসিডেন্সে ঢোকার আগে তাদেরকে এবং তাদের ইকুইপমেন্ট চেক করা হয়েছে সতর্কতার সাথে।

'একটা পিঁপড়াও আজ রাতে এ জায়গায় ঢুকতে পারবে না,' গর্বিত গলায় ঘোষণা করল সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা মেরিন অফিসার।

স্টোররুমে মেরিন কর্পোরালের আর্মির পোশাক পরা আগন্তুকের বেলুনে গ্যাস ভরার দৃশ্য দেখে দেখে রীতিমতো বিরক্তি ধরে গেছে। সে একটা সিগারেট বের করে ধরাল।

আর্মির পোশাক পরা অ্যাঞ্জেল খেঁকিয়ে উঠল, 'সিগারেট নেভান!'

ধমক খেয়ে চমকে গেল মেরিন। 'সমস্যা কী? আপনি তো বেলুনে হিলিয়াম গ্যাস ভরছেন। হিলিয়ামে তো আগুন ধরে না।'

'নেভান বলছি! কর্নেল ম্যাককিনি বলে দিয়েছেন এখানে ধূমপান নিষেধ।'

ঘোঁতঘোঁত করল মেরিন, 'ধ্যাত!' সে সিগারেট ফেলে দিয়ে জুতোর সোল দিয়ে পিষে নিভিয়ে ফেলল আগুন।

অ্যাঞ্জেল দেখল নিভে গেছে সিগারেটের ফুলকি। সে নিজের কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আরেকটি সিলিন্ডার থেকে বেলুনে গ্যাস ভরতে লাগল।

হিলিয়াম গ্যাসে আগুন ধরে না, একথা সত্য তবে সিলিন্ডারের কোনোটিতেই এ গ্যাস তেমন নেই। প্রথম ট্যাংকে রয়েছে প্রপেন, দ্বিতীয় ট্যাংকে সাদা ফসফরাস এবং তৃতীয়টিতে অক্সিজেন—অ্যাসেটিলিন মিশ্রণ। অ্যাঞ্জেল গতরাতে শুধু অল্প পরিমাণ হিলিয়াম রেখে দিয়েছে যাতে বেলুন ওড়ানো যায়।

অ্যাঞ্জেল সাদা বেলুনে ঢোকাচ্ছে প্রপেন, লাল বেলুনে অক্সিজেন-অ্যাসিটিলিন এবং নীল বেলুনে সাদা ফসফরাস। বেলুনগুলোর যখন বিস্ফোরণ ঘটবে, সাদা ফসফরাস আগুন-লাগানোর সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। প্রারম্ভিক গ্যাস ডিসচার্জের ফলে শুষে নেবে অক্সিজেন এবং পঞ্চাশ গজের মধ্যে যারা থাকবে তাদের সবার বুক খালি হয়ে যাবে বাতাসের অভাবে। ফসফরাস মুহূর্তে পরিণত হবে উত্তপ্ত লৌহশলাকায়, গলে গিয়ে ঘরের সবার গায়ে ছিটকে পড়বে। থার্মাল এফেক্ট ধ্বংস করে দেবে ফুসফুস এবং গলা আর বিস্ফোরণে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে এক স্কোয়ার ব্লক পরিমাণ জায়গা। *দৃশ্যটা দেখার মতো হবে,* ভাবল অ্যাঞ্জেল।

সিধে হলো ও, তাকাল স্টোররুমের ছাদের গায়ে ভেসে থাকা রঙবেরঙের বেলুনের দিকে।

'ঠিক আছে,' বলল কর্পোরাল। 'এখন এই জিনিসগুলো বলরুমে নিয়ে যেতে হবে অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য।' চারজন গার্ডকে ডাকল কর্পোরাল। 'বেলুনগুলো নিয়ে যাও।'

বেলুন ঢোকানোর জন্য একজন গার্ড বলরুমের দরজাগুলো হাট করে খুলে রাখল। ঘরটি আমেরিকান পতাকা এবং লাল, সাদা ও নীল কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছে। দূরপ্রান্তে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে ব্যান্ডের জন্য। বলরুমে ইতিমধ্যে অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। ঘরের দু-পাশেই বুফে টেবিল সাজানো হয়েছে। তাঁরা যে যার মতো খাবার তুলে নিচ্ছেন।

'ঘরটা সুন্দর।' বলল অ্যাঞ্জেল। এক ঘণ্টার মধ্যে এ ঘর ভরে যাবে পোড়া লাশে। 'একটা ছবি তুলতে পারি?'

কাঁধ ঝাঁকাল কর্পোরাল। 'তুলুন না। কে মানা করছে?'

মেরিনরা অ্যাঞ্জেলের পাশ কাটাল, বলরুমে ভেসে থাকা বেলুনগুলো ঠেলে সরাতে লাগল।

'আস্তে,' সতর্ক করে দেয়ার সুরে বলল অ্যাঞ্জেল।

'ভয় নেই,' বলল এক মেরিন। 'আপনারা মহামূল্যবান বেলুন আমরা ফাটাব না।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল অ্যাঞ্জেল, ছাদে ঝুলতে থাকা বর্ণালি রঙের বেলুনগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসল। হাজার হাজার খুদে সুন্দরী যেন বাসা বেঁধেছে

ওখানে। অ্যাঞ্জেল পকেট থেকে ক্যামেরা বের করল, পা রাখল বলরুমে।

'অ্যাই, আপনার এখানে ঢোকা নিষেধ,' বলল কর্পোরাল।

'আমি আমার মেয়েকে দেখানোর জন্য শুধু একটি ছবি তুলব।'

তোমার মেয়ের চেহারাও নিশ্চয় তোমার মতো। শ্লেষ নিয়ে ভাবল কর্পোরাল। বলল, 'ঠিক আছে। তবে জলদি।'

অ্যাঞ্জেল প্রবেশপথে তাকাল। অ্যামবাসাডর মেরী অ্যাশলি তার দুই বাচ্চাকে নিয়ে ঘরে ঢুকছে। মুচকি হাসল অ্যাঞ্জেল। পারফেক্ট টাইমিং।

কর্পোরাল ওর দিকে পেছন ফিরতেই অ্যাঞ্জেল কাপড় দিয়ে ঢাকা একটি টেবিলের নিচে চট করে রেখে দিল ক্যামেরা। কেউ বুঝতে পারবে না এখানে ক্যামেরা আছে। মোটর-চালিত অটোমেটিক টাইমিং ডিভাইস একঘণ্টা পরের সময় দিয়ে সেট করা আছে। সবকিছু প্রস্তুত।

মেরিন এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

'আমার কাজ শেষ,' বলল অ্যাঞ্জেল।

'চলুন, আপনাকে বাইরে নিয়ে যাই।'

'ধন্যবাদ।'

পাঁচ মিনিট পরে রেসিডেন্স থেকে বেরিয়ে আলেকজান্দ্রু সাহিয়া স্ট্রিটের উদ্দেশে পা বাড়াল অ্যাঞ্জেল।

প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমের রাত হলেও রেসিডেন্সের বাইরে ভিড় করেছে শতশত রোমানিয়ান। তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পুলিশ। রেসিডেন্সের সবগুলো আলো প্রতিরাতে জ্বালিয়ে রাখা হয়, রাতের কালো আকাশের পটভূমিকায় আগুনের মতো জ্বলতে থাকে রেসিডেন্স।

পার্টি শুরু হওয়ার আগে মেরী বাচ্চাদের নিয়ে দোতলায় চলে এল।

'তোমাদের সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে,' বলল মেরী। তারপর শুরু করল।

ওরা চোখ বিস্ফারিত করে শুনল কী ঘটছে এবং কী ঘটতে যাচ্ছে।

'আমি চাই না তোমাদের কোনও বিপদ হোক,' বলল মেরী।

'তোমাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে যাবে সেখানে নিরাপদে থাকবে।'

'কিন্তু তোমার কী হবে?' জিজ্ঞেস করল বেথ। 'তোমাকে তো একজন মেরে ফেলতে চাইছে। তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারো না?'

'না, সোনা। আমি গেলে লোকটাকে ধরা যাবে না।'

না-কাঁদার চেষ্টা করছে টিম। 'তুমি কী করে জান লোকটাকে ওরা ধরতে পারবে?'

মেরী একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল, 'মাইক স্লেড আমাকে তা-ই বলেছে। ঠিক আছে?'

দুই ভাইবোন পরস্পরের দিকে তাকাল। ভয়ে মুখ সাদা।

মেরীর খুব কষ্ট লাগছে ওদের জন্য। ওরা কত ছোট। অথচ এ বয়সেই এসব কুৎসিত, ভয়ংকর ব্যাপারগুলোর মধ্যদিয়ে যেতে হচ্ছে ওদেরকে।

সাবধানে পোশাক বাছাই করল মেরী। মৃত্যুপোশাক পরছে কিনা জানে না ও। ও বেছে নিল ফুল লেংথ, ফর্মাল লাল সিল্কের শিফন গাউন এবং লাল সিল্কের হাইহিল স্যান্ডেল। আয়নায় তাকাল। মুখখানা পাণ্ডুর।

আয়না, আয়না বলো তো—আজ আমি বেঁচে থাকব নাকি মারা যাব?

মিনিট পনেরো বাদে মেরী, বেথ এবং টিম চলে এল বলরুমে। ওরা হাঁটছে, অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছে, সেইসঙ্গে নিজেদের নার্ভাস ভাবটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

ঘরের অপরপ্রান্তে পৌঁছে মেরী ঘুরল বাচ্চাদের দিকে। 'তোমাদের হোমওয়ার্ক করা বাকি,' জোরে জোরে বলল ও। 'তোমরা তোমাদের ঘরে যাও।'

ওরা চলে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে গলার মধ্যে ডেলা পাকাল মেরীর।

বিকট একটা শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠল মেরী। পাঁই করে ঘুরল কী ঘটছে দেখার জন্য। ধক্ ধক্ করছে বুক। এক ওয়েটারের হাত থেকে ট্রে পড়ে গেছে, ভাঙা প্লেটগুলো তুলছে সে। মেরী কলজের ধুকপুকুনি থামাবার চেষ্টা করল। অ্যাঞ্জেল ওকে কীভাবে হত্যা করার প্ল্যান করেছে? সুসজ্জিত বলরুমের চারদিকে চোখ বুলাল ও, কিন্তু কোনও ক্লু পেল না।

বাচ্চারা বলরুম থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র কর্নেল ম্যাককিনি ওদের নিয়ে ছুটলেন একটি সার্ভিস এন্ট্রান্সের দিকে।

দরজায় দাঁড়ানো দুই সশস্ত্র মেরিনকে বললেন, 'ওদেরকে সোজা অ্যামবাসাডরের অফিসে নিয়ে যাও। এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করবে না।'

বেথ বলল, 'মা'র কিছু হবে না তো?'

'তোমার মা ঠিক থাকবেন,' বললেন ম্যাককিনি। প্রার্থনা করলেন তাঁর কথা যেন ফলে যায়।

বেথ এবং টিমকে চলে যেতে দেখল মাইক স্লেড। তারপর ও চলে এল মেরীর কাছে।

'বাচ্চারা রওনা হয়ে গেছে। আমার কিছু চেকিং বাকি আছে। আমি আসছি এখুনি।'

'আমাকে ফেলে যাবেন না,' অজান্তেই মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এল মেরীর। 'আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

হাসল মাইক। 'ঠিক আছে। চলুন।'

মেরী ওর পেছন পেছন চলল। অর্কোস্ট্রা গান বাজাতে শুরু করেছে। লোকজন

বাজনার তালে নাচছে। আমেরিকার গান। বেশিরভাগ ব্রডওয়ে মিউজিকাল। ওরা ওকলাহোমা, সাউথ প্যাসিফিক, অ্যানি গেট ইয়োর গান এবং মাই ফেয়ার লেডি থেকে বাজাল। অতিথিরা দারুণ উপভোগ করছেন অনুষ্ঠান। যারা নাচছেন না তাঁরা রুপোর ট্রে কিংবা বুফে টেবিল থেকে শ্যাম্পেন নিয়ে চুমুক দিচ্ছেন গ্লাসে।

ঘরটি চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। মেরী মাথা তুলে চাইল। গোলাপি রঙের ছাদের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে ভেসে আছে হাজার হাজার বেলুন লাল, সাদা এবং নীল' একটি মনোহর অনুষ্ঠান। *শুধু যদি মৃত্যু এর অংশ না হত,* ভাবল মেরী। মানুষজন হাসছে, গল্প করছে। এদের মাঝে নিজেকে নগ্ন এবং দুর্বল লাগছে মেরীর। অ্যাঞ্জেল যে কোনও জায়গায় থাকতে পারে। হয়তো এ মুহূর্তে ওর ওপর নজর রেখে চলেছে সে।

'অ্যাঞ্জেল কি এখন এখানে আছে?' মাইককে জিজ্ঞেস করল মেরী।

'জানি না,' জবাব দিল মাইক। মেরীর শুকনো চেহারা দেখে বলল, 'শুনুন, আপনি যদি চলে যেতে চান–'

'না, আপনি বলেছেন আমি টোপ। টোপ ছাড়া সে ফাঁদ পাতবে না।'

মাথা ঝাঁকাল মাইক, মেরীর হাতে চাপ দিল মৃদু। 'ঠিক।'

কর্নেল ম্যাককিনি এগিয়ে এলেন। 'আমরা আগাগোড়া সার্চ করেছি, মাইক। কিন্তু কিছুই পাইনি। ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না।'

'আরেকবার চোখ বুলাই গিয়ে, চলুন,' মাইক চার মেরিনকে ইশারা করতেই তারা মেরীর পাশে এসে দাঁড়াল। 'আসছি এখুনি।' ঢোক গিলল মেরী। 'প্লিজ।'

মাইক এবং কর্নেল ম্যাককিনি দুজন গার্ড এবং তাদের স্নিফার কুকুরসহ রেসিডেন্সের দোতলার প্রতিটি ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল।

'কিছু নেই,' বলল মাইক।

সিঁড়িতে পাহারারত এক মেরিনের সঙ্গে ওরা কথা বলল।

'কোনও অচেনা লোককে এখানে আসতে দেখেছ?'

'না, স্যার।'

হলঘরে গেস্টরুমে উঁকি দিল ওরা। একজন সশস্ত্র নৌসেনা পাহারা দিচ্ছে। কর্নেলকে সেলুট ঠুকে একপাশে সরে দাঁড়াল ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার জন্য।

কোরিনা সকোলি বিছানায় শুয়ে রোমানিয়ান ভাষায় লেখা একটি বই পড়ছে। সুন্দরী, তরুণী, প্রতিভাবান, রোমানিয়ার জাতীয় সম্পদ। এসবের সঙ্গে ওর কোনও যোগসাজশ নেই তো? ও কি অ্যাঞ্জেলকে সাহায্য করছে?

ওদের দিকে তাকাল কোরিনা। 'পার্টি মিস করছি বলে খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে খুব মজা হবে। অবশ্য এখানে শুয়ে বই পড়ে সময় কাটাতেও মন্দ লাগছে না।'

'তা-ই করো,' বলল মাইক। বন্ধ করে দিল দরজা। 'আবার নিচতলায় যাই, চলুন।'

ওরা কিচেনে ফিরে এল।

'অ্যাঞ্জেল বিষ ব্যবহার করতে পারে না?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল ম্যাককিনি।

মাথা নাড়ল মাইক। 'অ্যাঞ্জেল বড় ধরনের হত্যাযজ্ঞ ঘটাতে চায়।'

'মাইক, এ বাড়িতে কারও এক্সপ্লোসিভ নিয়ে ঢোকার কোনও অবকাশই নেই। আমাদের এক্সপার্টরা খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেছে। কুকুর দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছে—জায়গাটা ক্লিন। ছাদ দিয়েও হামলা চালাতে পারবে না সে। কারণ ওখানে আমাদের ফায়ার পাওয়ার আছে। এ অসম্ভব।'

'তবে একটা রাস্তা আছে।'

মাইকের দিকে তাকালেন কর্নেল। 'কী সেটা?'

'আমি জানি না। তবে অ্যাঞ্জেল জানে।'

আবার লাইব্রেরি এবং অফিস সার্চ করা হলো। কিছু নেই। স্টোররুমের পাশ দিয়ে ওরা যাচ্ছে, দেখল কর্পোরাল তার লোকদের সঙ্গে বেলুন নিয়ে খেলছে। বেলুনগুলো ভাসতে ভাসতে ছাদে গিয়ে ঠেকল।

'সুন্দর, না?' বলল কর্পোরাল।

'হুঁ।'

মাইক থেমে দাঁড়াল। 'কর্পোরাল এই বেলুনগুলো কোত্থেকে এসেছে?'

'ফ্রাংকফুর্টের বিমানঘাঁটি থেকে, স্যার।'

হিলিয়াম সিলিন্ডারের দিকে ইঙ্গিত করল মাইক। 'আর এগুলো?'

'একই জায়গা থেকে। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো আমাদের গুদামঘরে রাখা হয়েছিল।'

মাইক কর্নেল ম্যাককিনিকে বলল, 'আবার দোতলা থেকে শুরু করব।'

ওরা চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, কর্পোরাল বলল, 'ওহ্, কর্নেল– আপনি যাকে পাঠিয়েছিলেন সে টাইমস্লিপ রেখে যেতে ভুলে গেছে। ওটা কি মিলিটারি রোল নাকি সিভিলিয়ানরা দেখবে?'

কপালে ভাঁজ পড়ল কর্নেল ম্যাককিনির। 'কে?'

'যাকে আপনি বেলুনে গ্যাস ভরতে পাঠিয়েছিলেন।'

মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'আমি কখনও কাউকে—আমি পাঠিয়েছি কে বলল?'

'এডি মালজ। বললেন আপনি—'

কর্নেল ম্যাককিনি বললেন, 'এডি মাল্জ? আমি তো ওকে ফ্রাংকফুর্টে যেতে বলেছি।'

মাইক ঘুরল কর্পোরালের দিকে, গলায় জরুরি সুর।

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'লোক নয়, স্যার, মহিলা। অদ্ভুত এক মহিলা। যেমন মোটা তেমনি কুৎসিত। কেমন জড়ানো উচ্চারণে কথা বলে। মুখটা ফোলা, বসন্তের দাগ ভর্তি।'

মাইক কর্নেলকে উত্তেজিত গলায় বলল, 'কমিটিতে হ্যারি ল্যানজ নিউসা মুনিজের যে বর্ণনা দিয়েছিল তার সঙ্গে এ মহিলার হুবহু মিলে যায়।'

বিষয়টির মাজেজা উপলব্ধি করে দুজনেই হতভম্ব। মাইক ধীরগলায় বলল, 'ওহ্, মাই গড! নিউসা মুনিজই তাহলে অ্যাঞ্জেল!' সিলিন্ডারের দিকে আঙুল তুলল।

'সে এগুলো দিয়ে বেলুনে গ্যাস ভরছিল?'

'জ্বী, স্যার। আমি একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম। অমনি খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল। বলল সিগারেট নিভিয়ে ফেলতে। আমি বললাম হিলিয়াম গ্যাসে আগুন ধরে না। কিন্তু সে বলল–'

মাইক বলল, 'বেলুন! বেলুনের ভেতরে এক্সপ্লোসিভ!'

উঁচু সিলিং-এর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল ওরা দুজন। লাল, সাদা এবং নীল বেলুনের বর্ণালি রঙে ছাদ প্রায় ঢাকা পড়েছে।

'ও বেলুন ফাটানোর জন্য কোনও রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস ব্যবহার করছে,' মাইক ঘুরল কর্পোরালের দিকে। 'কতক্ষণ হলো সে এখান থেকে গেছে।'

'প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে।'

টেবিলের নিচে, টাইমিং ডিভাইসে বিস্ফোরণ ঘটতে আর ছয় মিনিট বাকি।

মাইক উন্মাদের মতো বিশাল কক্ষটিতে চোখ বুলাচ্ছে।

'ও যে-কোনও জায়গায় জিনিসটা রাখতে পারে। যে-কোনও সেকেন্ডে ঘটতে পারে বিস্ফোরণ। আমরা ওটাকে হয়তো খুঁজেই পাব না।'

মেরীকে এগিয়ে আসতে দেখে মাইক বলল, 'আপনি রুম খালি করার ব্যবস্থা করুন। জলদি! ঘোষণা দিন। আপনি বললে কাজ হবে। সবাইকে বাইরে বের করে দিন।'

হতবুদ্ধি মেরী। 'কিন্তু—কেন? কী হয়েছে?'

'আমাদের খেলোয়াড়ের খেলনার সন্ধান পেয়ে গেছি,' অন্ধকার মুখে বলল মাইক। হাত তুলে দেখাল। 'ওই বেলুনগুলো। ওগুলো ভয়ংকর।'

মেরী বেলুনের দিকে তাকাল, ভয়ে শুকিয়ে গেছে মুখ। 'ওগুলো নামিয়ে আনা যায় না?'

দাবড়ে উঠল মাইক। 'ওখানে হাজার হাজার বেলুন। আপনি যখন একটা একটা করে নামিয়ে নিয়ে আসতে থাকবেন ততক্ষণে–'

মেরীর গলা এমন শুকিয়ে গেছে, চিঁচিঁ আওয়াজ বেরুল কেবল।

'মাইক—আমি একটা উপায় জানি।'

ওরা তাকাল মেরীর দিকে।

'ওই ছাদ খুলে ফেলা যায়।'

নিজের উত্তেজনা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল মাইক। 'কীভাবে?'

'একটা সুইচ আছে–'

'না,' বলল মাইক। 'বৈদ্যুতিক কোনও কিছু ব্যবহার করা চলবে না। সামান্য অগ্নি

স্ফুলিঙ্গের ছোঁয়াতেই ওগুলো বিস্ফোরিত হবে। ম্যানুয়ালি ছাদ খোলার ব্যবস্থা নেই?'

'আছে,' ঝাঁকি খেয়ে বেরিয়ে এল শব্দগুলো। 'ছাদটা দুইভাগে ভাগ করা। প্রতি পাশে একটি ক্রাংক আছে—'

মেরী যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

দুই পুরুষ পাগলের মতো ছুটল সিঁড়ির দিকে। টপফ্লোরে চলে এল। দরজা খুলতেই সামনে একটা গ্যালারির মতো জায়গা। ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে। কাঠের একটা সিঁড়ি আছে, চলে গেছে একটা ক্যাটওয়াক অভিমুখে। বলরুমের ছাদ পরিষ্কার করার সময় শ্রমিকরা এ ক্যাটওয়াক ব্যবহার করে। দেয়ালের সঙ্গে আটকানো একটা ক্রাংক।

'অপর পাশে নিশ্চয় আরেকটা ক্রাংক আছে,' বলল মাইক।

সরু ক্যাটওয়াক ধরে হাঁটা দিল ও, হাত দিয়ে ঠেলে সরাচ্ছে ভয়ংকর বেলুনগুলো, ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে, বহু নিচে মানুষের ভিড়ে ভুলেও তাকাচ্ছে না। একটা দমকা হাওয়া এল। অনেকগুলো বেলুন বাতাসের ধাক্কায় ওর গায়ে আছড়ে পড়ল। পা পিছলে গেল মাইকের। একটা পা ক্যাটওয়াক থেকে স্থানচ্যুত হলো। পড়ে যাচ্ছে ও। হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল বোর্ড, ঝুলতে লাগল শূন্যে। ধীরে ধীরে শরীরটাকে টেনে তুলল ক্যাটওয়াকের ওপর। ঘামে ভিজে গেছে শরীর। বাকি পথটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে পার হলো। চলে এল ক্রাংকের সামনে।

'আমি রেডি,' মাইক হাঁক ছাড়ল কর্নেলের উদ্দেশে। 'সাবধান। হুট করে কিছু করতে যাবেন না যেন।'

'ঠিক আছে।'

খুব ধীরে ধীরে ক্রাংকের হাতল ধরে ঘোরাতে শুরু করল মাইক।

টেবিলের নিচে টাইমার বিস্ফোরণ ঘটাবে আর দুই মিনিট পরে।

বেলুনের জন্য কর্নেল ম্যাককিনিকে দেখতে পাচ্ছে না মাইক। তবে শুনতে পেল অপর পাশে ঘোরানো হচ্ছে ক্রাংক। ধীরে, খুব ধীরে ফাঁক হতে শুরু করল ছাদ। কয়েকটি বেলুন ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল রাতের আকাশে। ছাদ যখন আরও খুলে গেল, আরও বেলুন বেরুতে শুরু করল। খোলা জায়গাটা থেকে শয়ে শয়ে বেলুন বেরিয়ে আসছে, নাচতে নাচতে উঠে যাচ্ছে মাথার ওপরের কালো আকাশে। নিচ থেকে দৃশ্যটা দেখে দর্শক উহ্, আহ্ শব্দে তাঁদের মুগ্ধতা প্রকাশ করছেন। রাস্তার লোকেরাও তাই।

নিচ তলায় রিমোট কন্ট্রোল টাইমারে তখন আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড বাকি। একঝাঁক বেলুন ছাদের কিনারে আটকে গেল, মাইকের নাগালের বাইরে। ও হাত বাড়াল, বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চাইল বেলুনগুলোকে। ওগুলো দুলছে, ঠিক মাইকের নখের ডগা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে। সাবধানে ক্যাটওয়াক ধরে এগোল মাইক কোনও অবলম্বন ছাড়াই। এবার নাগালে পেয়ে গেল বেলুনগুলোকে। মুক্ত করে দিল।

হেলেদুলে সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দিতে চলল এগুলোও।

মাইক দেখছে ঝাঁকে ঝাঁকে বেলুন ওপরে উঠে যাচ্ছে, মখমলের মতো আকাশে ঝলমলে রঙ দিয়ে অপূর্ব সুন্দর একটি দৃশ্য তৈরি করেছে। হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো আকাশ।

ভয়াবহ একটা গর্জন শোনা গেল, আগুনের লাল এবং সাদা লেলিহান শিখা লকলক করে উঠল শূন্যে। ৪ঠা জুলাই'র এমন বর্ণাঢ্য সেলিব্রেশন রোমানিয়ার মানুষ কোনোদিন দেখেনি। তারা হাততালি দিতে লাগল।

মাইক ওদেরকে দেখছে। তবে নড়াচড়ার শক্তি পাচ্ছে না।

ওর শরীর থেকে সমস্ত শক্তি যেন শুষে নেয়া হয়েছে।

এর পরপরই সারাবিশ্বে শুরু হয়ে গেল ধরপাকড়।

সেক্রেটারি অভ স্টেট ফ্লয়েড বেকার তাঁর রক্ষিতাকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন, এমন সময় দড়াম করে খুলে গেল দরজা। চারজন লোক ঢুকল ঘরে।

'তোমাদের কতবড় সাহস বিনা অনুমতিতে আমার ঘরে–'

এক লোক একটি আইডি কার্ড দেখিয়ে বলল, 'এফবিআই, মি. সেক্রেটারি। আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।'

হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ফ্লয়েড বেকার।

'তোমাদের নির্ঘাত মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?'

'দেশদ্রোহিতা, থর।'

জেনারেল অলিভার ব্রুকস ওরফে ওডিন ক্লাবে বসে নাশতা খাচ্ছিলেন এমন সময় দুজন এফবিআই এজেন্ট হেঁটে এল তাঁর টেবিলে। গ্রেফতার করল তাঁকে।

স্যার অ্যালেক্স হাইড হোয়াইট, KBE, MP ওরফে ফ্রেয়ার পার্লামেন্টে ডিনার করছেন, এক ক্লাব স্টুয়ার্ড তাঁর কাছে এসে বলল, 'মাফ করবেন, স্যার অ্যালেক্স। কজন ভদ্রলোক বাইরে অপেক্ষা করছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন...'

প্যারিসে, চেম্বার দেস দেপুতেস ডি লা রিপাবলিক ফ্রাসোয়াঁ'র ডেপুটি বন্ডারকে গ্রেফতার করল DGSE.

কলকাতার পার্লামেন্ট ভবনে, লোকসভার স্পিকার বিষ্ণুকে একটি লিমুজিনে করে নিয়ে যাওয়া হলো কারাগারে।

রোমে, ক্যামেরা ডেই ডেপুটাটি'র ডেপুটি টাইর যখন টার্কিশ বাথ নিচ্ছেন, ওই সময়

তাঁকে গ্রেফতার হলেন তিনি।

গ্রেফতার-পর্ব ঝড়ের গতিতে চলল।

মেক্সিকো, আলবেনিয়া এবং জাপানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দেয়া হলো জেলে। গ্রেফতার হলেন পশ্চিম জার্মানির বুন্দেসটাগ-এর একজন সদস্য; অস্ট্রিয়ার ন্যাশনালার্ট-এর একজন ডেপুটি, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের ভাইস চেয়ারম্যান।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের তালিকায় আছেন একটি বৃহৎ শিপিং কোম্পানির প্রেসিডেন্ট, একজন প্রভাবশালী ইউনিয়ন লিডার। টিভির একজন সুসমাচার প্রচারক এবং তেলের বাণিজ্যজোটের প্রধান।

পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা গেল এডি মালজ।

এফবিআই এজেন্টরা পিট কনর্সের অফিসের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার সময় তিনি আত্মহত্যা করলেন।

মেরী এবং মাইক স্লেড বাবলরুমে বসে সারাবিশ্ব থেকে আসা খবরগুলো শুনছে।

ফোনে কথা বলছে মাইক, 'ভ্রিলান্ড। উনি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের একজন সংসদ সদস্য।' ফোন রেখে মেরীর দিকে ঘুরল।

'ওঁরা বেশিরভাগ ধরা পড়েছেন। শুধু কন্ট্রোলার আর নিউসা মুলিজ মানে অ্যাঞ্জেল বাদে।'

'কেউ জানত না অ্যাঞ্জেল যে নারী?' অবাক মেরী।

'না। ও আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে। ল্যানজ প্যাট্রিয়টস ফর ফ্রিডম কমিটিতে বলেছিল নিউসা মুটকি, কুৎসিত, আধপাগলা এক মহিলা।'

'আর কন্ট্রোলার?' জানতে চাইল মেরী।

'তাঁকেও কেউ দেখেনি। তিনি টেলিফোনে নির্দেশ দেন। অসাধারণ একজন সংগঠক। কমিটিকে ছোট ছোট সেল-এ ভাগ করা হয়। ফলে একদল জানত না অন্য দল কী করছে।'

রেগে বোম হয়ে আছে অ্যাঞ্জেল। জানোয়ারের মতো ফুঁসছে, গজরাচ্ছে। কোথাও-না-কোথাও একটা ভজকট হয়েছে, যার কারণে তার অ্যাসাইনমেন্ট সফল হতে পারেনি। তবে এটা সে উসুল করে নিতে পারবে।

ওয়াশিংটনের প্রাইভেট নাম্বারে ফোন করেছিল অ্যাঞ্জেল।

ভোঁতা, নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলেছিল, 'অ্যাঞ্জেল আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছে। কোথাও ভুল হয়ে গেছে। তবে সে এটা শুধরে নেবে, মিসটার। এরপরের

বারে ওরা কেউ আর রক্ষা পাবে না—'

'পরের বার বলে আর কিছু আসবে না,' টেলিফোনে বিস্ফোরিত হয়েছে অপর প্রান্তের কণ্ঠ। 'অ্যাঞ্জেল সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। ও অ্যামেচারদের চেয়েও খারাপ।'

'অ্যাঞ্জেল আমাকে বলেছে—'

'তোমাকে সে কী বলেছে তা থোড়াই কেয়ার করি আমি। হি ইজ ফিনিশড। ওকে আমি একটা কানাকড়িও দেব না। শুয়োরের বাচ্চাকে বলে দিয়ো আমার ছায়া মাড়ানোরও যেন চেষ্টা না করে। আমি এমন কাউকে খুঁজে নেব যাকে দিয়ে কাজটা করাতে পারব।'

তারপর তিনি ঠকাশ করে রেখে দিয়েছেন ফোন।

হারামজাদা! অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে কেউ কোনোদিন এমনভাবে কথা বলার সাহস পায়নি। বললে জানে বাঁচত না। এ হারামিটার অনেক বাড় বেড়েছে! অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার মাশুল তাকে দিতে হবে। এবং খুবই ভয়ানক হবে সে মাশুল!

বাবল রুমের প্রাইভেট ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল মেরী। স্টানটন রজার্স।

'মেরী! তুমি বেঁচে আছ! বাচ্চাদের কিছু হয়নি তো?'

'আমরা সবাই ভালো আছি, স্টান।'

'থ্যাংক গড ইট'স ওভার। ঠিক কী হয়েছিল আমাকে বলো তো।'

'অ্যাঞ্জেল। মহিলা রেসিডেন্স উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল—'

'মহিলা?'

'হ্যাঁ। অ্যাঞ্জেল মহিলা। ওর নাম নিউসা মুনিজ।'

নীরবতা। 'নিউসা মুনিজ? মুটকি, কুৎসিত ওই আধপাগলিটা অ্যাঞ্জেল?'

মেরুদণ্ড বেয়ে বরফজল নামল মেরীর। ধীরগলায় বলল, 'জ্বী, স্টান।'

'তোমার জন্য আমি কী করতে পারি মেরী?'

'কিছু করতে হবে না। আমি বাড়ি যাব বাচ্চাদের দেখতে। আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব।'

রিসিভার রেখে হতভম্বের মতো বসে রইল মেরী।

মাইক জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো?'

মেরী ওর দিকে তাকাল। 'আপনি বলেছিলেন হ্যারি ল্যানজ কমিটির অল্প কজন সদস্যের কাছে কেবল নিউসা মুনিজ কেমন দেখতে তা বলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'স্টানটন রজার্স এইমাত্র মহিলার চেহারার বর্ণনা দিলেন।'

ডুলেস বিমানবন্দরে অ্যাঞ্জেলের প্লেন অবতরণ করার পরে সে একটি টেলিফোন বুদে ঢুকে কন্ট্রোলারের প্রাইভেট নাম্বারে ফোন করল।

সাড়া দিল পরিচিত কণ্ঠ, 'স্টানটন রজার্স।'

দুইদিন পর। মাইক, কর্নেল ম্যাককিনি এবং মেরী দূতাবাসের কনফারেন্স রুমে বসেছে। একজন ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্ট অল্প আগে ছারপোকা নিধন করে গেছে।

'এখন সব খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে,' বলল মাইক। 'কন্ট্রোলার স্টানটন রজার্সই ছিলেন। তবে আমরা কেউ ব্যাপারটা কল্পনাও করিনি।'

'কিন্তু উনি কেন আমাকে হত্যা করতে চাইবেন?' জিজ্ঞেস করল মেরী। 'শুরুতে তিনি চাননি আমি অ্যামবাসাডর হই। একথা তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন।'

ব্যাখ্যা দিল মাইক। 'যখন তিনি বুঝতে পারলেন আপনি এবং আপনার বাচ্চারা সিম্বলাইজড, সবকিছু ক্লিক করে গেল। তারপর তিনি চেষ্টা করলেন আপনি যাতে নমিনেশন পান। তিনি সবসময়ই পেছনে ছিলেন, প্রেসে আপনাকে বিল্ড-আপ করেছেন।

'কিন্তু তিনি কেন এসবের সঙ্গে জড়িত হলেন?'

'পল এলিসনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যাপারটি স্টানটন রজার্স কোনদিন মেনে নিতে পারেননি। নিজেকে তাঁর প্রতারিত মনে হচ্ছিল। তাঁর শুরুটা হয়েছিল লিবারেল হিসেবে, বিয়ে করেছিলেন এক চরম ডানপন্থী নারীকে। আমার ধারণা, তাঁর স্ত্রীই হয়তো তাকে এর মধ্যে টেনে এনেছেন।'

'স্টানটন রজার্সের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি?'

'না। তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তবে বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারবেন না।'

দুইদিন পরে ওয়াশিংটনের একটি আবর্জনার স্তূপে পাওয়া গেল স্টানটন রজার্সের কাটা মুণ্ডু। কেউ তাঁর চোখদুটো উপড়ে ফেলেছে।

একত্রিশ

প্রেসিডেন্ট পল এলিসন ফোন করেছেন হোয়াইট হাউজ থেকে 'আমি আপনার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিনি।'

'আমি দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আমি পারব না—'

'মেরী, আমি জানি কিসের মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে আপনাকে। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি রোমানিয়ায় আপনি আপনার কাজটা চালিয়ে যান।'

সত্যি কি কেউ জানে ওকে কীসের মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে? ও যখন চাকরিতে ঢুকেছে কত আশা আর পরিকল্পনা ছিল মনে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে ওকে সবাই শুধু ব্যবহার করেছে। সে এবং তার বাচ্চারা মরতে মরতে বেঁচে গেছে। এডোয়ার্ডের কথা মনে পড়ল। ওকে হত্যা করা হয়েছে, আর লুই ওর সঙ্গে ভালোবাসার ছলনা করে ওকে খুন করতে চেয়েছে। চোখে ভাসল অ্যাঞ্জেলের ধ্বংসযজ্ঞ।

'হ্যালো, আপনি শুনছেন?'

'জ্বী, স্যার।' মাইক স্লেডের দিকে তাকাল মেরী। সে চেয়ারে হেলান দিয়ে লক্ষ করছে ওকে।

'আপনি অসাধারণ একটি কাজ করেছেন,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আমরা আপনাকে নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। কাগজ দেখেছেন?'

খবরের কাগজের নিকুচি করে মেরী।

'ওখানে আপনার মতো একজন মানুষই আমাদের দরকার। আপনি আমাদের দেশকে দারুণ সেবা করে চলেছেন, মাই ডিয়ার।'

জবাবের জন্য অপেক্ষা করছেন প্রেসিডেন্ট। মেরী চিন্তা করছে কী বলবে। এটা সত্যি সে অনেককিছু করেছে। নিজের দেশের জন্য এবং রোমানিয়ানদের জন্য। ও রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করলে হয়তো আরও অনেক কিছু করতে পারবে।

অবশেষে মেরী বলল, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি যদি কাজ করতে রাজি হই তাহলে আমার একটা দাবি পূরণ করতে হবে। কোরিনা সোকোলিকে আমাদের দেশে আশ্রয় দিতে হবে।'

'আমি দুঃখিত, মেরী। আগেই ব্যাখ্যা করেছি কেন কাজটা করা সম্ভব নয়। তাহলে আইওনেস্কুকে অপমান করা হবে এবং—'

'উনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আইওনেস্কুকে আমি চিনি, মি. প্রেসিডেন্ট। উনি মেয়েটাকে দরকষাকষির চাকতি হিসেবে ব্যবহার করছেন।'

অনেকক্ষণ নীরবতার পরে প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ওকে কীভাবে

রোমানিয়া থেকে বের করে নিয়ে আসবেন?'

'আজ সকালে আর্মির একটি কার্গো প্লেন আসবে। আমি ওতে করে পাঠিয়ে দেব কোরিনাকে।'

বিরতি। 'আইসি। ভেরী ওয়েল। আমি স্টেটকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলব। আর কিছু—?'

মেরী মাইক স্লেডের দিকে আবার তাকাল। 'না, স্যার। ও, আরেকটা কথা। আমি চাই মাইক স্লেড আমার সঙ্গে থাকুক। ওকে আমার দরকার। দুজনে মিলে ভালো একটা টিম হবে।'

মাইক ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে।

'তা সম্ভব নয়,' দৃঢ় গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। 'স্লেডকে আমার এখানে দরকার। ওর জন্য অ্যাসাইনমেন্ট আছে।'

মেরী রিসিভার ধরে রাখল, কিছু বলছে না।

প্রেসিডেন্ট বলে চললেন, 'আপনার জন্য আরেকজনকে পাঠিয়ে দেব। আপনার যাকে পছন্দ বেছে নিতে পারেন।'

নীরবতা।

'মাইককে আমাদের এখানে সত্যি দরকার, মেরী।'

মেরী আড়চোখে আবার দেখল মাইককে।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'মেরী? হ্যালো? এটা কী হচ্ছে—ব্ল্যাকমেইল?'

মেরী চুপচাপ বসে শুনছে।

অবশেষে ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন প্রেসিডেন্ট, 'ঠিক আছে। ওকে যদি আপনার সত্যি খুব দরকার হয় কিছুদিন নাহয় কাজ করুক আপনার সঙ্গে।'

মেরীর চেহারা উদ্ভাসিত হলো। 'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট। আমি অ্যামবাসাডর হিসেবে খুশিমনেই আমার দায়িত্ব পালন করব।'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আপনি পারেনও বটে, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর। আপনার ওখানকার কাজ শেষ হোক, তারপর আপনাকে নিয়ে আমার কিছু পরিকল্পনা আছে। গুড লাক। ঝামেলা থেকে একশো হাত দূরে থাকবেন।

কেটে গেল লাইন।

ধীরে সুস্থে রিসিভার নামিয়ে রাখল মেরী। সরাসরি তাকাল মাইকের দিকে। 'তুমি এখানে থাকছ। উনি আমাকে ঝামেলা থেকে একশো হাত দূরে থাকতে বলেছেন।'

হাসল মাইক। 'প্রেসিডেন্টের রসবোধ প্রবল।' ও চেয়ার ছাড়ল, পা বাড়াল মেরীর দিকে। 'মনে আছে প্রথমদিন সাক্ষাতের সময় তোমাকে 'পারফেক্ট টেন' বলে সম্বোধন করেছিলাম?'

খুব মনে আছে মেরীর। 'হুঁ।'

'ভুল বলেছিলাম। আসলে তুমি এখন পারফেক্ট টেন।'

গালে লাল ছোপ পড়ল মেরীর। 'ওহ্, মাইক...

'যেহেতু আমি থাকছি, ম্যাডাম অ্যামবাসাডর, আমরা বরং এখন রোমানিয়ান বাণিজ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যে ঝামেলা হচ্ছে তা নিয়ে কথা বলি।' মেরীর চোখে চোখ রাখল ও, নরম গলায় বলল, 'কফি?'

উপসংহার

এলিস স্প্রিংস, অস্ট্রেলিয়া

কমিটির উদ্দেশে বক্তৃতা করছেন চেয়ারম্যান। 'আমরা একটা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। তবে এ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তার আলোকে আমাদের প্রতিষ্ঠান আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এখন ভোট নেয়ার সময়। আফ্রোদিতি?'

'হ্যাঁ।'

'এথেনি?'

'হ্যাঁ।'

'সিবেলি?'

'হ্যাঁ।'

'সেলেনি?'

'আমাদের সাবেক কন্ট্রোলারের ভয়ংকর মৃত্যুর কথা বিবেচনা করে আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত নয়? অন্তত...

'হ্যাঁ, অথবা না প্লিজ?'

'না।'

'নাইকি?'

'হ্যাঁ।'

'নেমেসিস?'

'হ্যাঁ।'

'ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ। এবার সাধারণ প্রিকশনগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন। লেডিস...'



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই 'দ্য নেকেড ফেস'কে নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট, ব্লাড লাইন, রেজ অভ এঞ্জেলস, ইফ টুমরো কামস, দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি, মাস্টার অব দ্য গেম, দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস, মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

ISBN 984 70082 0064 0